Allah is almighty

******স্বপ্নের_পথে_যাত্রা******

কার্টেসি : Ab.Samad Azad ভাইয়া

Some important information for 38th BCS preliminary & written

Prepared by

Ahammodullah Hasan
Dept.of Mathematics
Islamic University,Kushtia,Bangladesh
Email:ahammodullah.iu@gmil.com
Cell: :01883-914091

৩৮ তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রস্তুতি

<u>Dedicate to:</u>

"Whose inspiration and motivation showing me run towards the light path,they are our adorable parents"

৩৮ তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রস্তুতি

▲ ৩৫ প্রিলির প্রশ্ন: প্রান্তিক হ্রদ কোথায় অবস্থিত? উ: বান্দরবন

▲ ৩৬ প্রিলির প্রশ্ন: শুভলং ঝরনাটি কোন জেলায় অবস্থিত? উ: রাঙামাটি

Next! Next! Next!

▲ বাংলাদেশের একমাত্র সোয়াম্প ফরেস্ট কোথায় অবস্থিত?

▲ বাংলাদেশের সব থেকে উচু সড়ক কোথায় অবস্থিত?

▲ দেশের সর্বোচ্চ পর্যটন কেন্দ্র কোনটি/কোথায় অবস্থিত?

.

★ বাংলাদেশের একমাত্র সোয়াম্প ফরেস্ট কোথায় অবস্থিত?

দেশের একমাত্র জলাবন (সোয়াম্প ফরেস্ট) হচ্ছে রাতারগুল যা সিলেটে অবস্থিত। রাতারগুল কে 'সিলেটের সুন্দরবন' বলা হয়।

.

★ বাংলাদেশের সব থেকে উচু সড়ক কোথায় অবস্থিত?

বান্দরবনে নির্মিত আলীকদম-থানচি সড়ক যা বাংলাদেশের সব থেকে উচু সড়ক। এটি সমুদ্র সমতল থেকে ২৫০০ ফুট উচুতে অবস্থিত। এটি এশিয়ার দ্বিতীয় উচু সড়ক। এটি ১২ফুট চওড়া ৩ফুট করে ১৮ফুট প্রশস্তে ৩৩ কিঃ মিঃ দীর্ঘ।

.

★ শুভলং ঝরনা, রাঙামাটি : সবুজের মাঝে বিস্ময়

প্রকৃতির অসাধারণ উপহার শুভলং ঝরনা। নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের অপার আঁধার, পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি। আর রাঙামাটি সদর হতে শুভলং এর দূরত্ব মাত্র ২৫ কিলোমিটার। রাঙামাটির রিজার্ভ বাজার, পর্যটন ঘাট ও রাঙামাটি বিভিন্ন স্থান থেকে স্পিড বোট ও নৌ যানে করে সহজেই শুভলং যাওয়া যায়। কাপ্তাই লেক ঘুরতে হ্রদে দেশীয় ইঞ্জিন চালিত বোট অথবা স্পীড বোটে চড়ে বেরুলে প্রথমেই চোখ যাবে পাহাড়ের কোল থেকে নেমে আসা শুভলং ঝর্ণার দিকে। বোটে করে শুভলং যাওয়ার আনন্দটাই অন্যরকম। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতীক হয়ে যে কয়েকটি পাহাড়ি ঝর্ণা বা ঝিরি রয়েছে তার মধ্যে রাঙ্গামাটির বরকল উপজেলায় অবস্থিত শুভলং ঝর্ণা অন্যতম।

.

★ রহস্যঘেরা আলুটিলা গুহা, খাগড়াছড়ি : চোখ বন্ধ করে কল্পনা করুন তো, একটা ভয়ংকর অন্ধকার গুহার মধ্যে হারিয়ে গিয়েছেন আপনি। আপনার হাতের ছোট্ট একটি বাশের মশালটাই গুহায় আলোর শেষ উৎস। পায়ের নিচে এবড়ো থেবড়ো পাথর আর হিম শীতল পাহাড়ি ঝরনার জলধারা বয়ে চলছে। গুহায় কোন মতে চলতে চলতে একপর্যায়ে হামাগুড়িও দিতে হচ্ছে আপনাকে। গুহার দুপাশের দেয়ালও চেপে আসছে ধীরে ধীরে। একসময় হঠাৎ দেখতে পেলেন একটু খালি আলো! ঐ তো সবুজ গাছপালা। কি মারাত্মক রোমাঞ্চকর অনুভূতি তাই না? নাহ, এটা কোনো সিনেমার দৃশ্য না। এমন অনুভুতি পেতে পারবেন আপনিও। আর তার জন্য খুব দূরে কোথাও যেতে হবে না আপনাকে। বাংলাদেশেই আছে এমন অসাধারন রোমাঞ্চকর গুহা! মানুষের মন মাত্রই রহস্যপ্রেমী। আর তাই যেখানেই কিছুটা রহস্য আর রোমাঞ্চের গন্ধ পাওয়া যায় সেই স্থানটিই আকর্ষন করে মানুষকে। তেমনই আকর্ষনীয় ও রহস্যময় একটি পর্যটন স্থান হলো খাগড়াছড়ির আলুটিলা গুহা।

খাগড়াছড়ি শহর থেকে ৭ কিলোমিটার পশ্চিমে মাটিরাঙ্গা উপজেলার আলুটিলা পর্যটন কেন্দ্রে এই গুহা অবস্থিত। এই গুলার সর্বোচ্চ উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩০০০ ফুট উঁচু। আলুটিলার গুহায় যেতে হলে প্রথমেই আপনাকে টিকেট কেটে নিতে হবে মূল গেট থেকে। এরপর মশাল

কিনে নিতে হবে। প্রধান গেট দিয়ে ঢোকার পরে বেশ খানিকটা পাহাড়ি পথ পেরুলেই মিলবে গুহার সন্ধান। গুহার পাথর গুলো পিচ্ছিল। তাই পা পিছলে যায় এমন স্যান্ডেল বা জুতা পরা যাবে না।

.

★ রাঙ্গুনিয়ার ক্যাবল কার,চট্টগ্রাম :
চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলার চন্দ্রঘোনা কোদালা বনবিট এলাকার সবুজ পাহাড় আর শান্ত লেকের উপর দিয়ে ২.৪ কিলোমিটার পথে চলাচল শুরু করলো ১২টি ক্যাবল কার। ২.৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ক্যাবল কারে চড়তে মাথাপিছু টিকিটের মূল্য রাখা হয়েছে ২০০ টাকা।

.

=======================
রাঙামাটি নাকি বান্দরবন নাকি খাগড়াছড়ি
এ নিয়ে confusion থেকে বাঁচতে!
সহজে মনে রাখতে এভাবে ভাগ করে নিন
======================

★ বান্দরবনের দর্শনীয় স্থান :

১। নীলগিরি
২। স্বর্ণমন্দির
৩। মেঘলা
৪। শৈল প্রপাত
৫। নীলাচল
৬। মিলনছড়ি
৭। চিম্বুক
৮। সাঙ্গু নদী
৯। তাজিলডং
১০। কেওক্রাডং
১১। জাদিপাই ঝরণা
১২। বগালেক
১৩। মিরিঞ্জা পর্যটন কমপ্লেক্স
১৪। প্রান্তিক লেক
১৫। ঋজুক জলপ্রপাত
১৬। নাফাখুম জলপ্রপাত

★ রাঙামাটির দর্শনীয় স্থান :

সুবলং ঝর্ণা
কর্ণফুলী হ্রদ
কাউলী বিল
বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ এর সমাধিস্থল
বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র
কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র
কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান
ঝুলন্ত সেতু
উপজাতীয় যাদুঘর
রাজবন বিহার
চিৎমরম বৌদ্ধ বিহার
তিনটিলা বনবিহার
ন-কাবা ছড়া ঝর্ণা

বোর্ড বই - বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় এর MCQ শেয়ার প্রসঙ্গে

মাধ্যমিক 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' (ssc) বইটি বিসিএস সহ যেকোন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য খুবই কার্যকরি ও উপকারী। এই বইটি থেকেই '৩৫ প্রিলির অগ্নিঝড়া প্রশ্নে' কমপক্ষে ৪ টি প্রশ্ন কমন ছিল। যেমন :

*** ১৭ পৃষ্ঠার চতুর্থ প্যারায়** = মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক = বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
*** ৩১ পৃষ্ঠার চতুর্থ লাইনে** = মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি = এম. এ জি ওসমানী
*** ৬৯ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় প্যারায়** = নদীখাত গভীর হয় = জোয়ার-ভাটার স্রোতে
*** ৭৮ পৃষ্ঠার ২৬-২৭ লাইনে** = কাল বৈশাখি ঝড় কখন হয় তা উল্লেখ ছিল।

এই প্রশ্নসমূহের উত্তর বাজারের বইতে ছিল না আর থাকলেও **অনেক বইতে** সঠিকটি ছিল না। ৩৫ প্রিলির পূর্বে অনেক বইতেই মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক এম. এ জি ওসমানী, ভুল দেয়া ছিল। উল্লেখ্য, বইটির প্রথম পৃষ্ঠা থেকেই ৩৪ লিখিততে একটু ঘুরিয়ে বড় প্রশ্ন এসেছিল। ৩৫ লিখিততে কি হয়েছে তা আর নাই বললাম।

যাক বইটি হয়তো ইতোমধ্যেই আপনাদের অধিকাংশের সংগ্রহে আছে। আর এর সবই আপনাদের অবগত। 🙂
======================
বইটির ১৫ টি অধ্যায়ের মধ্যে ১২ টি অধ্যায় (অধ্যায়: ৩, ১৪, ১৫ বাদে) খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই ১২ টি অধ্যায়ের উপর নির্বাচিত কিছু 'প্রশ্ন উত্তরসহ' ইনশাল্লাহ আজ থেকে 'ধারাবাহিকভাবে' পোস্ট করে যাব ...

======================
১ম অধ্যায় ::: পূর্ব বাংলার আন্দোলন ও **জাতীয়তাবাদের উত্থান (১৯৪৭-১৯৭০)**
======================

একুশের গান - কে রচনা করেন?
ক) আলাউদ্দিন আল আজাদ
খ) আব্দুল জব্বার
গ) আব্দুল গাফ্ফার চোধুরী
ঘ) আব্দুল লতিফ

সঠিক উত্তর: (গ)

পাকিস্তান সরকার কোন অক্ষরে বাংলা লেখার প্রচলন করতে চেয়েছিল?
ক) ইংরেজি
খ) উর্দু
গ) ফারসি
ঘ) আরবি

সঠিক উত্তর: (ঘ)

পাকিস্তান সরকার ১৯৫২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি নিষিদ্ধ করে কোন পত্রিকাটি?
ক) ইত্তেফাক
খ) অবজারভার
গ) আজাদী
ঘ) সমকাল

সঠিক উত্তর: (খ)

কখন পূর্ব বাংলার জনগণ পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাজনৈতিক চরিত্র এবং দ্বিজাতি তত্ত্বের ভুলগুলো বুঝাতে শুরু করে?
ক) বঙ্গভঙ্গের পর
খ) ভাষা আন্দোলনের পূর্বে
গ) ভাষা আন্দোলনের পর
ঘ) পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর

সঠিক উত্তর: (ঘ)

১৯৪৭ সালে প্রথমে কোনটি ঘটেছিল?
ক) পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত হওয়া
খ) গণ আজাদী লীগ প্রতিষ্ঠা
গ) তমদ্দুন মজলিশ প্রতিষ্ঠা
ঘ) করাচির শিক্ষা সম্মেলন

সঠিক উত্তর: (ক)

কত সালে 'গণ আজাদী লীগ' গঠিত হয়েছিল?
ক) ১৯৪৭ সালে
খ) ১৯৪৮ সালে
গ) ১৯৪৯ সালে
ঘ) ১৯৫০ সালে

সঠিক উত্তর: (ক)

'ভাষা সংগ্রাম পরিষদ' নতুনভাবে গঠিত হয়েছিল কী নামে?
ক) রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সংগ্রাম পরিষদ
খ) বাংলা সংগ্রাম পরিষদ
গ) বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন পরিষদ
ঘ) পূর্ব বাংলা সংগ্রাম পরিষদ

সঠিক উত্তর: (ক)

কোন শহরে ১৯৪৭ সালের শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
ক) পেশোয়ার
খ) লহোর
গ) করাচি
ঘ) রাওয়ালপিন্ডি

সঠিক উত্তর: (গ)

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট রাতে কী ঘটেছিল?
ক) উর্দুকে পাকিস্তাতনের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়
খ) ভরতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান
গ) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিলুপ্তি
ঘ) ভারত রাষ্ট্রের জন্ম

সঠিক উত্তর: (খ)

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ বা চূড়ান্ত ফলাফল হলো-
ক) ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান
খ) ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জয়লাভ
গ) ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ
ঘ) বাংলা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদালাভ

সঠিক উত্তর: (গ)

কোন রাজনৈতিক দল পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর প্রতি অন্ধ আনুগত্য পোষণ করে?
ক) মুসলিম আওয়ামী লীগ
খ) কৃষক প্রজা পার্টি
গ) গণতান্ত্রিক দল
ঘ) মুসলিম লীগ

সঠিক উত্তর: (ঘ)

ভাষা আন্দোলন থেকে শিক্ষালাভ করা যায়-
ক) অধিকার আদায়ের
খ) জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির
গ) দেশপ্রেমের
ঘ) সবগুলো

সঠিক উত্তর: (ঘ)

কত সাল থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস হিসেবে দেশব্যাপী পালিত হচ্ছে?
ক) ১৯৫২
খ) ১৯৫৩
গ) ১৯৫৪
ঘ) ১৯৫৫

সঠিক উত্তর: (খ)

কাকে আহবায়ক করে ‘রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’ নুতনভাবে গঠিত হয়?
ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
খ) শামসুল হক
গ) আব্দুল মতিন
ঘ) মহিউদ্দিন আহমেদ

সঠিক উত্তর: (গ)

২১ দফার ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছিল-
ক) আওয়ামী লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম ও গণতন্ত্রী দলের সমন্বয়ে
খ) কৃষক-শ্রমিক পার্টি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও ন্যাপের সমন্বয়ে
গ) নজামে ইসলাম, গণতন্ত্রীদল ও আওয়ামী মুসলিম লীগের সমন্বয়ে
ঘ) কোনটিই নয়

সঠিক উত্তর: (ক)

পূর্ব বাংলার জনগণ জাতীয়ভাবে নিজেদের বিকাশের জন্য কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল?
ক) শাসকদের সঙ্গে আঁতাত
খ) মাতৃভাষা বাংলাকে রক্ষা
গ) সামরিক শক্তি অর্জন
ঘ) বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন

সঠিক উত্তর: (খ)

পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার শতকরা কত ভাগ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা?
ক) ৫২%
খ) ৫৫%
গ) ৫৬%
ঘ) ৪৫%

সঠিক উত্তর: (গ)

ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত উপন্যাস 'আরেক ফাল্গুনের' রচয়িতা কে?

ক) জহির রায়হান

খ) হুমায়ুন আহমেদ

গ) আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

ঘ) শহীদুল্লাহ কায়সার

সঠিক উত্তর: (ক)

পাকিস্তানের স্বধীনতার পূর্বে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করেছিলেন-

ক) ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ

খ) চৌধুরী খালিকুজ্জামান

গ) ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ

ঘ) মুহম্মদ আলী জিন্নাহ

সঠিক উত্তর: (খ)

ভাষা আন্দোলন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কখন 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা' সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়?

ক) ৩ মার্চ, ১৯৫২

খ) ২ মার্চ, ১৯৫১

গ) ২ মার্চ, ১৯৪৭

ঘ) ২মার্চ, ১৯৪৮

সঠিক উত্তর: (ঘ)

ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতির মধ্যে কী জাগিয়ে তোলে?

ক) গণসচেতনতা

খ) স্বাধিকার লাভের আকাঙ্খা

গ) ঐক্য ও স্বাধীনতার চেতনা

ঘ) ভাষা ও তার মূল্যায়ন

সঠিক উত্তর: (গ)

কোন সংগঠন ১৯৪৭ সালে মাতৃভাষায় 'শিক্ষা দান' এর দাবি জানায়?

ক) গণ আজাদী লীগ

খ) আওয়ামী মুসলিম লীগ

গ) তমদ্দুন মজলিশ

ঘ) বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স

সঠিক উত্তর: (ক)

১৯৩৭ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলিম লীগের দাপ্তরিক ভাষা উর্দু করলে এর বিরোধিতা কে করেন?

ক) শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক

খ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

গ) ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ

ঘ) খাজা নাজিমুদ্দীন

সঠিক উত্তর: (ক)

ভাষা আন্দোলন কীভাবে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তি রচনা করেছিল?

ক) পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সম্পর্কে আগাম ধারণা প্রাপ্তির মাধ্যমে

খ) ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে পাকিস্তানিদের সাথে গোপন চুক্তি হয়

গ) একুশের চেতনা স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উদ্বুদ্ধ করেছে

ঘ) ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দলকে শক্তি যুগিয়েছে

সঠিক উত্তর: (গ)

১১ মার্চ সাধারণ ধর্মঘট চলাকালে কতজন গ্রেফতার হয়?

ক) ৫০ জন

খ) ৫৭ জন

গ) ৬৯ জন

ঘ) ৭৯ জন

সঠিক উত্তর: (গ)

১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারির পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন কে?

ক) অলি আহাদ

খ) শামসুল হক

গ) আব্দুল মতিন
ঘ) কাজী গোলাম মাহবুব

সঠিক উত্তর: (গ)

একুশের শহিদদের স্মরণে 'স্মৃতির মিনার' কবিতাটি লিখেছিলেন কে?
ক) আলাউদ্দিন আল আজাদ
খ) মাহবুব উল আলম চৌধুরী
গ) আলতাফ মাহমুদ
ঘ) আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

সঠিক উত্তর: (ক)

১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে কে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল ছিলেন?
ক) নাজিমুদ্দিন খান
খ) লিয়াকত আলী খান
গ) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
ঘ) ইস্কান্দার মীর্জা

সঠিক উত্তর: (গ)

বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে কোনটির অবদান অনেক বেশি?
ক) ভাষা আন্দোলন
খ) মুক্তিযুদ্ধ
গ) গণঅভ্যুত্থান
ঘ) যুক্তফ্রন্ট সরকার

সঠিক উত্তর: (ক)

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে শহীদ হননি যিনি -
ক) আব্দুস সালাম
খ) আবুল বরকত
গ) শফিউর রহমান
ঘ) রফিক

সঠিক উত্তর: (গ)

১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি পুলিশের হামলায় কে শহিদ হন?
ক) শফিউর
খ) বরকত
গ) জব্বার
ঘ) রফিক

সঠিক উত্তর: (ক)

২৩ শে ফেব্রুয়ারি প্রথম শহিদ মিনার কে উদ্বোধন করেন?
ক) শহিদ শফিউরের মাতা
খ) শহিদ শফিউরের পিতা
গ) শহিদ বরকতের পিতা
ঘ) শহিদ সালামের মাতা

সঠিক উত্তর: (খ)

কার নেতৃত্বে 'তমদ্দুন মজলিশ' নামক সংগঠনটি গড়ে ওঠে?
ক) আবুল কাশেম
খ) মওলানা ভাসানী
গ) আতাউর রহমান খান
ঘ) অলি আহাদ

সঠিক উত্তর: (ক)

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হন কোন প্রাদেশিক সরকার?
ক) নাজিমউদ্দিন খানের
খ) নুরুল আমিনের
গ) ইস্কান্দার মীর্জার
ঘ) এ.কে. ফজলুল হকের

সঠিক উত্তর: (খ)

১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে কে উর্দকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণের প্রস্তাব করেন?
ক) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
খ) ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ
গ) লিয়াকত আলী খান
ঘ) চৌধুরী খালিকুজ্জামান

সঠিক উত্তর: (খ)

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কত তারিখে পাকিস্তান গণপরিষদের ভাষা হিসেবে উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ব্যবহারের দাবি জানানো হয়েছিল?

ক) ১৯৪৭ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি
খ) ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি
গ) ১৯৪৭ সালের ২৩ মার্চ
ঘ) ১৯৪৮ সালের ২ ফেব্রুয়ারি

সঠিক উত্তর: (খ)

আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কে ছিলেন?

ক) ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ
খ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
গ) ড. শামসুল হক
ঘ) ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সঠিক উত্তর: (ক)

রাষ্ট্রভাষা বাংলা কত সালে পাকিস্তানের সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত হয়?

ক) ১৯৫২
খ) ১৯৫৩
গ) ১৯৫৬
ঘ) ১৯৫৮

সঠিক উত্তর: (গ)

১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ কে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষনা করেন?

ক) আইয়ুব খান
খ) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
গ) ইয়াহিয়া খান
ঘ) জুলফিকার আলী ভুট্টো

সঠিক উত্তর: (খ)

কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'তমদ্দুন মজলিশ' গড়ে উঠেছিল?

ক) সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান
খ) সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান
গ) রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান
ঘ) অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান

সঠিক উত্তর: (খ)

'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি'- কবিতাটির রচয়িতা কে?

O ক) কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ
O খ) কবি মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী
O গ) কবি শামসুর রহমান
O ঘ) কবি জসীমউদ্দীন

সঠিক উত্তর: (খ)

২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে রচিত 'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়' গানটি কে রচানা করেন?

ক) আব্দুল লতিফ
খ) আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী
গ) মাহবুবু-উল-আলম চৌধুরী
ঘ) আলাউদ্দিন আল আজাদ

সঠিক উত্তর: (ক)

'তমদ্দুন মজলিশ' প্রকাশিত ভাষা আন্দোলনের পুস্তিকাটির নম কী?

ক) উর্দু ভাষায় শিক্ষা দান
খ) পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু
গ) বাংলার ভাষা বাংলা না উর্দু
ঘ) স্মৃতির মিনার

সঠিক উত্তর: (খ)

ভাষা শহিদদের স্মরণে নির্মিত প্রথম শহিদ মিনার উদ্বোধন করেছিলেন কে?

ক) শহিদ শফিউরের পিতা
খ) শহিদ আবুল বরকতের পিতা
গ) শহিদ আব্দুল জব্বারের পিতা
ঘ) শহিদ রফিকউদ্দিনের পিতা

সঠিক উত্তর: (ক)

তমদ্দুন মজলিশ কখন গঠিত হয়?
O ক) ১৯৪৫ সালের ২ জানুয়ারি
O খ) ১৯৪৬ সালের ১৭ জুন
O গ) ১৯৪৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর
O ঘ) ১৯৪৮ সালের ২ সেপ্টেম্বর

সঠিক উত্তর: (গ)

বোর্ড বই : বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় এর (অধ্যায় ২: স্বাধীন বাংলাদেশ MCQ)

মুজিববাহিনী গঠিত হয়েছিল –
ক) সাধারণ জনগণ নিয়ে
খ) ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে
গ) পেশাজীবী ও বুদ্বিজীবীদের নিয়ে
ঘ) গেরিলাদের নিয়ে

সঠিক উত্তর: (খ)

দেশের বাইরে কোন শহরে মুজিবনগর সরকারের মিশন স্থাপিত হয়েছিল?
ক) আমস্টার্ডাম
খ) জেনেভা
গ) স্টকহোম
ঘ) মস্কো

সঠিক উত্তর: (গ)

মুক্তিযুদ্ধের সময় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কে ছিলেন?
ক) সৈয়দ নজরুল ইসলাম
খ) তাজউদ্দিন আহমদ
গ) এ এইচ এম কামরুজ্জামান
ঘ) এম. মনসুর আলী

সঠিক উত্তর: (খ)

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে খাদ্য, বস্ত্র, অস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্য কোন নেতা অর্থ সংস্থানের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন?
ক) তাজউদ্দিন আহমদ
খ) মওলানা ভাসানী
গ) এ এইচ এম কামরুজ্জামান
ঘ) এম মনসুর আলী

সঠিক উত্তর: (ঘ)

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ভারতে আশ্রয় নেয়া শরনার্থীদের জন্য ত্রাণ সংগ্রহের দায়িত্বে কোন নেতা নিয়োজিত ছিলেন?
ক) এ এইচ এম কামরুজ্জামান
খ) খন্দকার মোশতাক আহমেদ
গ) কমরেড মনি সিং
ঘ) মওলানা ভাসানী

সঠিক উত্তর: (ক)

অপারেশন সার্চ লাইট এর নীলনকশা করা হয় -
ক. ১৭ মার্চ, ১৯৭১
খ. ২৩ মার্চ, ১৯৭১
গ. ১৭ মার্চ, ১৯৭১
ঘ. ২৩ মার্চ, ১৯৭১

সঠিক উত্তর: (ক)

‘অপারেশন সার্চলাইট’ পরিকল্পনায় জড়িত ছিলেন -
ক) ইহাহিয়া খান
খ) রাও ফরমান আলী
গ) জুলফিকার আলী ভুট্টো
ঘ) টিক্কা খান ও রাও ফরমান আলী

সঠিক উত্তর: (ঘ)

মুক্তিযুদ্দের সময় বাংলাদেশ এ কতটি জেলা ছিল?
ক.১৯ টি
খ. ১৮ টি
গ. ১৭ টি
ঘ. ১৫ টি

সঠিক উত্তর: (ক)

মুজিবনগর নামকরণ করেন কে?
ক. শেখ মুজিবুর রহমান
খ. তাজউদ্দীন আহমেদ
গ. নজরুল ইসলাম
ঘ. ক্যাপ্টেন মনসুর আলী

সঠিক উত্তর: (খ)

১৯৭১ সালের ১১ এপ্রিল বেতার ভাষণে মুজিবনগর সরকার গঠনের কথা প্রচার করেন কে?
ক) তাজউদ্দিন আহমদ
খ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম
গ) এ এইচ এম কামরুজ্জামান
ঘ) এম মনসুর আলী

সঠিক উত্তর: (ক)

মুক্তিযুদ্বকে ১১ টি সেক্টরে ভাগ করা হয় -
ক. ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১
খ. ১০ এপ্রিল, ১৯৭১
গ. ১১ এপ্রিল, ১৯৭১
ঘ. ২৬ মার্চ, ১৯৭১

সঠিক উত্তর: (গ)

মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় -
ক. ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১
খ. ১০ এপ্রিল, ১৯৭১
গ. ১১ এপ্রিল, ১৯৭১
ঘ. ২৬ মার্চ, ১৯৭১

সঠিক উত্তর: (খ)

মুজিবনগর সরকারের সদস্য ছিল কতজন -
ক. ৬
খ. ৯
গ. ১১
ঘ. ১২

সঠিক উত্তর: (ক)

মুজিবনগর সরকারের কতটি মন্ত্রণালয় ছিল -
ক. ৮
খ. ৯
গ. ১১
ঘ. ১২

সঠিক উত্তর: (ঘ)

খন্দকার মোশতাক আহমদ মুজিবনগর সরকারের কোন দায়িত্ব পালন করেন?
ক) অর্থমন্ত্রী
খ) পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী
গ) রাষ্ট্রপতি
ঘ) উপ-রাষ্ট্রপতি

সঠিক উত্তর: (খ)

মুজিবনগর সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী কে ছিলেন?
ক) এম. মনসুর আলী
খ) তাজউদ্দিন আহমেদ
গ) খন্দকার মোশতাক আহমেদ
ঘ) এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান

সঠিক উত্তর: (ঘ)

পাকিস্তানের কোন নেতা ইয়াহিয়া খান আহূত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানে অস্বীকৃতি জানায়?
ক) জুলফিকার আলী ভুট্টো
খ) জিয়াউল হক
গ) আইআই চুন্দ্রীগড়
ঘ) মওলানা ভাসানী

সঠিক উত্তর: (ক)

মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক কে ছিলেন?
ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
খ. তাজউদ্দীন আহমেদ
গ. নজরুল ইসলাম
ঘ. জেনারেল আতাউল গণি উসমানী

সঠিক উত্তর: (ক)

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন?
ক) কে এম শফিউল্লাহ
খ) এ কে খন্দকার
গ) এম এ জি ওসমানী
ঘ) মেজর জিয়াউর রহমান

সঠিক উত্তর: (গ)

জাতি মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রদ্ধা করবে, কেননা -
ক) তাঁরা আমাদের সূর্যসন্তান
খ) মৃত্যুকে তুচ্ছজ্ঞান করে তাঁরা যুদ্ধ করেছেন
গ) দেশের স্বাধীনতা অর্জনে তাদের অবদান সবচেয়ে বেশি
ঘ) সবগুলোই

সঠিক উত্তর: (ঘ)

পাকিস্তানের সংবিধানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা স্বীকৃতি প্রদান করা হয় কত সালে?
ক) ১৯৫৪
খ) ১৯৫৫
গ) ১৯৫৬
ঘ) ১৯৬৮

সঠিক উত্তর: (গ)

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে চরমপত্র পাঠ করতেন কে?
ক) বেলাল আহমেদ
খ) এম. আর. আখতার মুকুল
গ) আবদুল জব্বার
ঘ) আপেল মাহমুদ

সঠিক উত্তর: (খ)

বাংলাদেশে সংবিধানের কোন সংশোধনীর মাধ্যমে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বৈধতা লাভ করেছিল?
ক) ৪র্থ সংশোধনী
খ) ৫ম সংশোধনী
গ) ৬ষ্ঠ সংশোধনী
ঘ) ৭ম সংশোধনী

সঠিক উত্তর: (খ)

জিয়াউর রহমানের সামরিক বাহিনীর অধস্তন অফিসাররা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে সেনাপ্রধানকে গৃহবন্দি করে। পরবর্তীতে অপর অভ্যুত্থানে সেনাপ্রধান মুক্ত হন। এর সাথে সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় কোন দেশের ঘটনার?
ক) যুগোস্লাভিয়া
খ) মোজাম্বিক
গ) কিউবা
ঘ) ঘানা

সঠিক উত্তর: (খ)

লিবিয়ার বর্তমান সরকার একটি নির্দেশ জারি করেছে যে, লিবিয়াতে যে গণহত্যা হয়েছে সেগুলোর বিচার করা যাবে না। এ নির্দেশ বাংলাদেশের কোন অধ্যাদেশের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?
ক) মোবাইল কোর্ট অধ্যাদেশ
খ) ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ
গ) সন্ত্রাসবিরোধী অধ্যাদেশ
ঘ) বার কাউন্সিল অধ্যাদেশ

সঠিক উত্তর: (খ)

পশ্চিম পাকিস্তান আমাদের কত বছর শাসন করে?
ক) ২০
খ) ২২
গ) ২৪
ঘ) ২৬

সঠিক উত্তর: (গ)

বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান আমলের ২৪ বছরের মধ্যে কত বছর কারাগারে কাটান?

ক) ১২
খ) ১৩
গ) ১৪
ঘ) ১৫

সঠিক উত্তর: (ক)

১৯৭১ সালের কত তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়?

ক) ২৩ মার্চ প্রথম প্রহরে
খ) ২৫ মার্চ প্রথম প্রহরে
গ) ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে
ঘ) ২৭ মার্চ প্রথম প্রহরে

সঠিক উত্তর: (গ)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে কে প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন?

ক) এম এ হান্নান শাহ
খ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম
গ) মেজর জিয়াউর রহমান
ঘ) তাজউদ্দিন আহমদ

সঠিক উত্তর: (ক)

বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে গঠিত গণপরিষদের মূল লক্ষ্য কী ছিল?

ক) যুদ্ধপরাধীর বিচার করা
খ) সংবিধান প্রণয়ন করা
গ) নির্বাচন পরিচালনা করা
ঘ) দেশের শাসন কাজ পরিচালনা

সঠিক উত্তর: (খ)

৭ মার্চের ভাষণ থেকে বাঙালিরা পায় -

ক) সান্ত্বনা ও সহনশীল হওয়ার উপদেশ
খ) জাতীয়তাবাদের চেতনা
গ) মুক্তিযুদ্ধের নির্দেশনা
ঘ) সবগুলো

সঠিক উত্তর: (গ)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুক্ত ছিলেন -

ক) ১৯৬৬-এর ছয় দফার সাথে
খ) ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের সাথে
গ) ১৯৭০-এর নির্বাচনের সাথে
ঘ) সবগুলো

সঠিক উত্তর: (ঘ)

বঙ্গবন্ধুর সরকার পররাষ্ট্রনীতির সাফল্যস্বরূপ কতটি দেশের স্বীকৃতি আদায় করেছিলেন ?

ক) ১৪২ টি দেশের স্বীকৃতি আদায়
খ) ১৪০ টি দেশের স্বীকৃতি আদায়
গ) ১২২ টি দেশের স্বীকৃতি আদায়
ঘ) ১২০ টি দেশের স্বীকৃতি আদায়

সঠিক উত্তর: (খ)

কোন শহরে ইয়াহিয়া খান আহূত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল?

ক) ইসলামাবাদে
খ) করাচিতে
গ) ঢাকায়
ঘ) লাহোরে

সঠিক উত্তর: (গ)

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব জনমত সৃষ্টিতে কোন বিদেশি 'সংগীত শিল্পী' ভূমিকা রেখেছিলেন?

ক) জেমস ব্রাউন
খ) জর্জ হ্যারিসন
গ) রবিশংকর
ঘ) মাইকেল জ্যাকসন

সঠিক উত্তর: (খ)

জর্জ হারিসন এর জন্ম কোথায়?

ক) লন্ডন
খ) অস্ট্রেলিয়া

গ) প্যারিস
ঘ) মেডিসন স্কয়ার, নিউইয়র্ক

সঠিক উত্তর: (ক)

যুক্তরাষ্ট্রের বিটলস ব্যান্ডের জর্জ হারিসন কোথায় কনসার্ট আয়োজন করেন ?
ক) লন্ডন
খ) অস্ট্রেলিয়া
গ) প্যারিস
ঘ) মেডিসন স্কয়ার, নিউইয়র্ক

সঠিক উত্তর: (ঘ)

প্রসঙ্গিক তথ্য :
১৯৭১ সালের ১ আগস্ট জর্জ হ্যারিসন কনসার্ট আয়োজন করেন
কনসার্টের নাম "দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ"
তিনি ৮ টি গান গেয়েছিলেন
সঙ্গী ছিলেন : পণ্ডিত রবিশংকর, ওস্তাদ আলী আকবর খান, বব ডিলান, জর্জ হ্যারিসন, রিঙ্গো স্টারসহ অনেকে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় কোন প্রচার মাধ্যমটি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপক প্রভাব রাখে?
ক) বিবিসি
খ) ভোয়া
গ) নিউইয়র্ক টাইমস
ঘ) ইনডিপেনডেন্ট

সঠিক উত্তর: (ক)

বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রচারসেল মুক্তিযুদ্ধের সময় নিচের কোনটি প্রকাশ করত?
ক) বই
খ) পুস্তিকা
গ) পত্রিকা
ঘ) কথিকা সংকলন

সঠিক উত্তর: (গ)

মুক্তিযুদ্ধের প্রতিটি সেক্টরেই ছিল -
ক) সেনা
খ) গেরিলা
গ) সাধারণ যোদ্ধা
ঘ) সবগুলো

সঠিক উত্তর: (ঘ)

১৯৭১ সালে যুদ্ধের সময় কাদেরিয়া বাহিনী ছিল -
ক) ২ সেক্টরের অধীনে
খ) গেরিলা বাহিনী
গ) স্থানীয় বাহিনী
ঘ) কে ফোর্সের অধীনে

সঠিক উত্তর: (গ)

যুগোশ্লাভিয়া, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় কোন আদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হতো?
ক) ধনতান্ত্রিক
খ) সমাজতান্ত্রিক
গ) রাজতান্ত্রিক
ঘ) গণতান্ত্রিক

সঠিক উত্তর: (খ)

কোন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ইয়াহিয়া খানকে গণহত্যা বন্ধ ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহবান জানিয়েছিলেন?
ক) সোভিয়েত ইউনিয়ন
খ) চীন
গ) আমেরিকা
ঘ) কিউবা

সঠিক উত্তর: (ক)

কোনটিকে বাংলাদেশের মূল সংবিধান বলা হয়?
ক) ১৯৭২ সালের সংবিধানকে
খ) ১৯৭৩ সালের সংবিধানকে

গ) ১৯৭৮ সালের সংবিধানকে
ঘ) ১৯৮২ সালের সংবিধানকে

সঠিক উত্তর: (ক)

সংবিধান প্রণয়নে সঠিক তথ্য হলো -
ক) পাকিস্তান সময় নিয়েছিল ৯ বছর
খ) ভারত সময় নিয়েছিল ৩ বছর
গ) বাংলাদেশ সময় নিয়েছিল ১০ মাস
ঘ) সবগুলো

সঠিক উত্তর: (ঘ)

বঙ্গবন্ধু কবে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এক জনসভার মাধ্যমে স্বাধীনতার ডাক দেন?
ক) ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ
খ) ১৯৭১ সালের ৪ মার্চ
গ) ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর
ঘ) ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ

সঠিক উত্তর: (ঘ)

বঙ্গবন্ধু কবে ডাক দেন?

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজী কার কাছে আত্মসমর্পণ করেন?
ক) ভারতীয় বাহিনীর কাছে
খ) মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে
গ) সেনাবাহিনীর কাছে
ঘ) যৌথ কমান্ডের কাছে

সঠিক উত্তর: (ঘ)

সৈয়দ নজরুল ইসলাম কত সালে শহিদ হন?
ক) ১৯৭১ সালে
খ) ১৯৭২ সালে
গ) ১৯৭৫ সালে
ঘ) ১৯৭৪ সালে

সঠিক উত্তর: (গ)

সামরিক আইন দ্বারা জিয়াউর রহমান কোন মুক্তিযোদ্ধা ও সেক্টর কমান্ডারকে ফাঁসি দেন?
ক) মেজর শফিউল্লাহ
খ) বিগ্রেডিয়ার খালেদ মোশাররফ
গ) মেজর ডালিম
ঘ) কর্ণেল আবু তাহের

সঠিক উত্তর: (ঘ)

কর্ণেল তাহেরকে ফাঁসি দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য কী ছিল?
ক) তাহের ১৫ আগস্টের হত্যার সাথে জড়িত ছিলেন
খ) জিয়াউর রহমানের ক্ষমতা সুসংহত করা
গ) কর্ণেল তাহের সেনাপ্রধান হতে চেয়েছিলেন
ঘ) তিনি বিশ্বাস ভঙ্গ করেছিলেন

সঠিক উত্তর: (খ)

বিচারপতি এ এস এম সায়েম বাংলাদেশের কোন আদালতের প্রধান বিচারপতি ছিলেন?
ক) সুপ্রিম কোর্ট
খ) হাইকোর্ট
গ) আপিল কোর্ট
ঘ) জেলা কোর্ট

সঠিক উত্তর: (ক)

১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর ভুট্টো-ইয়াহিয়া যে ষড়যন্ত্র করেন তার প্রত্যক্ষ ফলাফল কোনটি?
ক) ৩ মার্চের অধিবেশন স্থগিত করা
খ) ৩ মার্চের অধিবেশন আরো এগিয়ে আনা
গ) ৩ মার্চের অধিবেশন পিছিয়ে দেওয়া
ঘ) ক্ষমতা হস্তান্তরে পশ্চিত পাকিস্তানের প্রস্তুতি নেওয়া

সঠিক উত্তর: (ক)

মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশ পুনর্গঠনের দায়িত্ব নেয় কোন সরকার?

ক) বঙ্গবন্ধু সরকার
খ) সামরিক সরকার
গ) অস্থায়ী সরকার
ঘ) মোশতাক সরকার

সঠিক উত্তর: (ক)

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের মধ্যে প্রধান ছিল -

ক) বাঙালি জাতির মুক্তি
খ) সামরিক আইন প্রত্যাহার
গ) বৈষম্যমূলক শাসন প্রতিষ্ঠা
ঘ) পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা প্রদান

সঠিক উত্তর: (ক)

৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য কত সালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গণআদালত অনুষ্ঠিত হয়েছিলো-

১. ১৯৯০ সালে
২. ১৯৯২ সালে
৩. ১৯৯৩ সালে
৪. ১৯৯৪ সালে

সঠিক উত্তর: (খ)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের নাম "বাংলাদেশ" রাখেন কোন তারিখে?

ক. ১০ জানুয়ারী, ১৯৭২
খ. ৭ মার্চ, ১৯৭১
গ. ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১
ঘ. ৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৯

সঠিক উত্তর: (ঘ)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ম পতাকা উত্তোলন করেন

ক. আ স ম রব
খ. হোসাইন আলী
গ. শাজাহান সিরাজ
ঘ. ইউসুফ আলী

সঠিক উত্তর: (ক)

স্বাধীনতার ইশতেহার কে প্রথম পাঠ করেন?

ক. আ স ম রব
খ. হোসাইন আলী
গ. শাজাহান সিরাজ
ঘ. ইউসুফ আলী

সঠিক উত্তর: (গ)

মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন

ক. আ স ম রব
খ. হোসাইন আলী
গ. শাজাহান সিরাজ
ঘ. ইউসুফ আলী

সঠিক উত্তর: (ঘ)

=====================

মুক্তিযুদ্দের তথ্যগুলো

=====================

১. শহীদ হয় - ৩০ লক্ষ জন
২. বাংলাদেশের জনসংখা ছিল - ৭.৫ কোটি
৩. ধর্ষিত হয় নারী (মা-বোন্)- ৩ লক্ষ নারী (মা-বোন্)
৪. পাকিস্তানি সৈন্য সংখা - ৯৩০০০ জন
৫. ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল - ১ কোটি শরণার্থী
৬. ১৫ অগাস্ট কতজন নিহত হয় - ১৬ জন
৭. মুক্তিযুদ্দ পরিচালনার জন্য সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি এর মেম্বার কতজন - ৬ জন
৮. জর্জ হারিসন এর কনসার্ট এ লোক হয়ে ছিল - ৪০০০০ জন

=====================

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা (গাইডের তথ্যবলি revision করি)

======================

প্রশ্ন: প্রথম কবে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয় ?
উঃ ০২ ই মার্চ, ১৯৭১।
প্রশ্ন: বাংলাদেশের পতাকা কে প্রথম উত্তোলন করেন?
উঃ আ স ম আব্দুর রব।
প্রশ্ন: কবে, কোথায় স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করা হয়?
উঃ ০৩ মার্চ, ১৯৭১, পল্টন ময়দানে।
প্রশ্ন: স্বাধীনতার ইশতেহার কে প্রথম পাঠ করেন?
উঃ শাজাহান সিরাজ
প্রশ্ন: মুক্তিযুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ কোথায় সংগঠিত হয়?
উঃ ১৯ মার্চ, ১৯৭১ গাজিপুরে।
প্রশ্ন: মুক্তিযুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন কারা?
উঃ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট।
প্রশ্ন: সর্বপ্রথম কবে বাংলাদেশের স্বাধীন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়?
উঃ ১০ এপ্রিল, ১৯৭১।
প্রশ্ন: বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার কবে গঠিত হয়েছিল?
উঃ ১০ এপ্রিল, ১৯৭১।
প্রশ্ন: বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার কবে শপথ গ্রহন করেছিল?
উঃ ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১।
প্রশ্ন: বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের সদস্য সংখ্যা কত ছিল?
উঃ ৬ জন।
প্রশ্ন: বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের বা মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রনালয় ছিল –
উঃ ১২ জন।
প্রশ্ন: বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের রাজধানী কোথায় ছিল?
উঃ মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে।
প্রশ্ন: মুজিবনগরের পুরাতন নাম কি ছিল?
উঃ বৈদ্যনাথ তলার ভবের পাড়া।
প্রশ্ন: কে বৈদ্যনাথ তলার নাম মুজিব নগর রাখেন?
উঃ তাজউদ্দিন আহম্মেদ।
প্রশ্ন: মুজিনগরে নতুন সরকার গঠনের ঘোষনাপত্র পাঠ করেন?
উঃ অধ্যাপক ইউসুফ আলী।
প্রশ্ন: মুজিনগরে সরকারকে প্রথম গার্ড অনার কে প্রদান করেন?
উঃ মাহবুব উদ্দিন আহমেদ (বীর বিক্রম)
প্রশ্ন: জেনারেল ওসমানী কবে বাংলাদেশের সেনা প্রধান নিযুক্ত হন?
উঃ ১৮ এপ্রিল, ১৯৭১।
প্রশ্ন: প্রথম কোন বাংলাদেশী কূটনীতিক দেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন?
উঃ এম হোসেন আলী।
প্রশ্ন: কোন বীর শ্রেষ্ঠের মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি?
উঃ বীর শ্রেষ্ঠ রুহুল আমীন।
প্রশ্ন: কোন বীর শ্রেষ্ঠের কোন খেতাবী কবর নেই?
উঃ বীর শ্রেষ্ঠ রুহুল আমীন।
প্রশ্ন: বীর শ্রেষ্ঠদের মধ্যে প্রথম মৃত্য বরণ কে করেন?
উঃ মোস্তফা কামাল (৮ এপ্রিল, ১৯৭১)।
প্রশ্ন: বীর শ্রেষ্ঠদের মধ্যে সর্বশেষে মৃত্য বরণ কে করেন?
উঃ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর (১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১)।
প্রশ্ন: সমপ্রতি কোন বীর শ্রেষ্ঠের কবর পাকিস্তান থেকে দেশে এনে সমাহিত করা হয়েছে?
উঃ বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান।
প্রশ্ন: একমাত্র বীর বিক্রম খেতাবধারী আদিবাসী/উপজাতী মুক্তিযোদ্ধা কে ছিলেন?
উঃ উক্যাচিং মারমা।

প্রশ্ন: দুইজন খেতাবধারী মহিলা মুক্তিযোদ্ধার নাম কি ?
উঃ ক্যাপ্টেন সেতারা বেগম ও তারামন বিবি।
প্রশ্ন: বাংলাদেশে সর্বকনিষ্ঠ খেতাবধারী মুক্তিযোদ্ধা কে?
উঃ শহীদুল ইসলাম (লালু) বীর প্রতীক।
প্রশ্ন: কোন সাহিত্যক মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য বীর প্রতীক খেতাব লাভ করেন?
উঃ আবদুস সাত্তার।
প্রশ্ন: স্বাধীনতা যুদ্ধে বীর প্রতীক খেতাব প্রাপ্ত একমাত্র বিদেশী কে?
উঃ হোসাইল হেমার ওয়াডার ওয়াডারল্যান্ড, অষ্ট্রেলিয়া।
প্রশ্ন: সাইমন ড্রিং কে ছিলেন?
উঃ ১৯৭১ সালে ঢাকায় কর্মরত ব্রিটিশ সাংবাদিক। যিনি সর্বপ্রথম পাকিস্থানী বর্বরতার কথা বর্হিবিশ্বে প্রকাশ করেন।
প্রশ্ন: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে একজন ইতালীর নাগরিক মৃত্যুবরণ করেন তার নাম কি ছিল?
উঃ মাদার মারিও ভেরেনজি।
প্রশ্ন: ভারত-বাংলাদেশ যৌথ বাহিনী গঠন করা হয় কবে?
উঃ ২১ নভেম্বর, ১৯৭১।
প্রশ্ন: ভারত-বাংলাদেশ যৌথ বাহিনী কবে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে?
উঃ ০৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১।
প্রশ্ন: ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমান্ডের সেনাধ্যক্ষ কে ছিলেন?
উঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা।
প্রশ্ন: মুক্তিযুদ্ধের আত্মসমর্পণ দলিল কোথায় স্বাক্ষরিত হয়?
উঃ রেসকোর্স ময়দানে।
প্রশ্ন: পাকিস্তানের পক্ষে কে আত্মসমর্পন করেন?
উঃ জেনারেল এ, কে নিয়াজী।
প্রশ্ন: জেনারেল এ, কে নিয়াজী কার নিকট আত্মসমর্পণ করে?
উঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার।
প্রশ্ন: আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষে কে নেতৃত্ব প্রদান করেন?
উঃ বিমান বাহিনীর প্রধান কমোডর এ কে খন্দকার।
প্রশ্ন: জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পের সময় পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনীর কত সংখ্যা ছিল ?
উঃ ৯৩ হাজার।
প্রশ্ন: ২৬ মার্চ কে স্বাধীনতা দিবস ঘোষনা করা হয় কখন?
উঃ ১৯৮০ সালে।
প্রশ্ন: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কত তারিখে পাকিস্তানের কারাগার হতে মুক্তিলাভ করেন ?
উঃ ৮ জানুয়ারী ১৯৭২।
প্রশ্ন: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন -
উঃ ১০ জানুয়ারী ১৯৭২।

বোর্ড বই :: বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় এর MCQ
৪র্থ অধ্যায় :: সৌরজগৎ ও ভূমন্ডল 🙂:

পাঁচটি প্রমাণ সময় আছে নিচের কোন দেশটিতে?
ক) চীনে
খ) যুক্তরাষ্ট্রে
গ) জাপানে
ঘ) কানাডায়

সঠিক উত্তর: (ঘ)

বাংলাদেশে প্রবল বান হতে দেখা যায় -
ক) গ্রীষ্মকালে
খ) বর্ষাকালে
গ) শীতকালে
ঘ) শরৎকালে

সঠিক উত্তর: (খ)

প্রবল বান দেখা যায় -
ক) মেঘনা নদীতে
খ) সুরমা নদীতে

গ) ভাগীরথী নদীতে
ঘ) সবগুলো

সঠিক উত্তর: (গ)

পৃথিবীর কক্ষপথটি দেখতে -
ক) বৃত্তাকার
খ) ত্রিভুজাকৃতির
গ) উপবৃত্তাকৃতির
ঘ) চতুর্ভুজাকৃতির

সঠিক উত্তর: (গ)

পৃথিবীর দিন-রাত্রি সমান হওয়াকে বলে -
ক) শারদ বিষুব
খ) বাসন্ত বিষুব
গ) উত্তর অয়নান্ত
ঘ) দক্ষিণ অয়নান্ত

সঠিক উত্তর: (ক)

সূর্যকে নিয়ন্ত্রক বলা হয় -
ক) গ্রহের
খ) উপগ্রহের
গ) নক্ষত্রের
ঘ) সবগুলো

সঠিক উত্তর: (ক)

গ্রিনিচের সঠিক সময় কোন ঘড়ি থেকে জানা যায়?
ক) টাইমমিটার
খ) ব্যারোমিটার
গ) অটোমিটার
ঘ) ক্রনোমিটার

সঠিক উত্তর: (ঘ)

বাংলাদেশের প্রমাণ সময় ও গ্রিনিচের সময়ের পার্থক্য কত?
ক) ১২ ঘন্টা আগে
খ) ৬ ঘন্টা পরে
গ) ৬ ঘন্টা আগে
ঘ) ৮ ঘন্টা পরে

সঠিক উত্তর: (ক)

বাংলাদেশের প্রমাণ সময় ধরা হয় কোন দ্রাঘিমার স্থানীয় সময়কে?
ক) ৯০ ডিগ্রি পূর্ব
খ) ৯০ ডিগ্রি পশ্চিম
গ) ১৮০ ডিগ্রি পূর্ব
ঘ) ১৮০ ডিগ্রি পশ্চিম

সঠিক উত্তর: (ক)

সূর্য পৃথিবী থেকে দূরে অবস্থান করলে সেই অবস্থাকে কী বলে?
ক) অপসূর
খ) অনসূর
গ) দক্ষিণায়ন
ঘ) উত্তরায়ণ

সঠিক উত্তর: (ক)

যখন সূর্য পৃথিবীর নিকটতম স্থানে থাকে তখন তাকে কী বলে?
ক) অপসূর
খ) অনুসূর
গ) শারদ বিষুব
ঘ) বাসন্ত বিষুব

সঠিক উত্তর: (খ)

মূলমধ্যরেখার মান কত?
ক) ০ ডিগ্রি
খ) ২৩.৫ ডিগ্রি
গ) ৬৬.৫ ডিগ্রি
ঘ) ৯০ ডিগ্রি

সঠিক উত্তর: (ক)

নিরক্ষরেখার অপর নাম কী?
ক) বিষুবরেখা
খ) মেরুরেখা
গ) সমাক্ষরেখা
ঘ) মূল মধ্যরেখা

সঠিক উত্তর: (ক)

নিরক্ষরেখা পৃথিবীকে কোন দুটি ভাগে বিভক্ত করেছে?
ক) সুমেরু ও কুমেরুবৃত্ত
খ) কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি
গ) উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধ
ঘ) মহাসাগর ও মহাদেশ

সঠিক উত্তর: (গ)

পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণে কল্পিত রেখার উত্তর প্রান্তবিন্দুকে কী বলে?
ক) সুমেরু
খ) মেরুবিন্দু
গ) কুরিবিন্দু
ঘ) কুমেরু

সঠিক উত্তর: (ক)

মেরুরেখার দক্ষিণ প্রান্তবিন্দুকে বলা হয় -
ক) সুমেরু
খ) দক্ষিণ মেরু ও কুমেরু
গ) কুমেরু
ঘ) দক্ষিণ মেরু

সঠিক উত্তর: (খ)

পৃথিবীর দিন-রাত্রি সমান হয় কোন তারিখে?
ক) ২৫ জুলাই
খ) ২৯ ফেব্রুয়ারি
গ) ২৩ সেপ্টেম্বর
ঘ) ২৫ মার্চ

সঠিক উত্তর: (গ)

সৌরবছর গণনা করা হয় কত দিনে?
ক) ৩৬৪ দিনে
খ) ৩৬৫ দিনে
গ) ৩৬৬ দিনে
ঘ) ৩৬৭ দিনে

সঠিক উত্তর: (খ)

কোনটির প্রভাবে জলরাশি সর্বদা বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়?
ক) মহাকর্ষণ শক্তির
খ) অভিকর্ষ শক্তির
গ) কেন্দ্রাতিগ শক্তির
ঘ) আণবিক শক্তির

সঠিক উত্তর: (গ)

অক্ষাংশ পরিমাপের একককে কী বলে?
ক) রেডিয়ান
খ) মিনিট
গ) ডিগ্রি
ঘ) মিটার

সঠিক উত্তর: (গ)

সমুদ্রের পানিরাশি অনেক উঁচু নিচু হয় কোন অংশে?
ক) উপরিভাগে
খ) মধ্যভাগে
গ) অভ্যন্তরভাগে
ঘ) উপকূলের নিকটে

সঠিক উত্তর: (ঘ)

কোন যন্ত্রের সাহায্যে মধ্যাহ্ন সূর্যের অবস্থান থেকে পৃথিবীর যেকোনো স্থানের অক্ষাংশ নিরুপণ করা যায়?
ক) সেক্সট্যান্ট যন্ত্র
খ) ক্রনোমিটার ঘড়ি
গ) দিগন্ত রেখা
ঘ) সূর্যের ছায়া

সঠিক উত্তর: (ক)

দ্রাঘিমারেখার বিকল্প নামটি কী?
ক) সমাক্ষরেখা
খ) মধ্যরেখা
গ) নিম্নরেখা
ঘ) অক্ষরেখা

সঠিক উত্তর: (খ)

পৃথিবীর মানচিত্রে কোনো স্থানের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য পূর্ব-পশ্চিমে যে কাল্পনিক রেখা অঙ্কন করা হয় সেটি কী নামে পরিচিত?

ক) দ্রাঘিমা রেখা
খ) অক্ষরেখা
গ) বিষুবরেখা
ঘ) মূল মধ্যরেখা

সঠিক উত্তর: (খ)

কোন রেখার সাহায্যে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্ব স্থির করা হয়?

ক) নিরক্ষরেখা
খ) মেরুরেখা
গ) মূলমধ্যরেখা
ঘ) সমাক্ষরেখা

সঠিক উত্তর: (খ)

সময়ের হিসাব করতে হলে দ্রাঘিমা জানা বিশেষ জরুরি। এর মাধ্যমেই আমরা বিভিন্ন স্থানীয় এবং প্রমাণ সময় জানতে এবং তুলনা করতে পারি -

ক) গ্রিনিচের দ্রাঘিমা শূন্য (০) ডিগ্রি
খ) পৃথিবীর পরিধি দ্বারা উৎপন্ন কোণ ৩৬০ ডিগ্রি
গ) ১ ডিগ্রি দ্রাঘিমার পার্থক্যে সময়ের ব্যবধান হয় ৪ মিনিট
ঘ) সবগুলো

সঠিক উত্তর: (ঘ)

এক ডিগ্রি দ্রাঘিমার পার্থক্যের জন্য সময়ের পার্থক্য কত?

ক) ১ মিনিট
খ) ৪ মিনিট
গ) ৪ ঘন্টা
ঘ) ২৪ ঘন্টা

সঠিক উত্তর: (খ)

কোনো স্থানের সময় বেলা ২ টা বাজলে তার ১ ডিগ্রি পূর্বের স্থানের সময় কী হবে?

ক) ২ টা ৪ মিনিট
খ) ১২ টা ৫২ মিনিট
গ) ১ টা ৫৬ মিনিট
ঘ) ২ টা ৫৬ মিনিট

সঠিক উত্তর: (ক)

দৈনিক কয়বার জোয়ার-ভাটা হয়?

ক) একবার
খ) দুইবার
গ) তিনবার
ঘ) চারবার

সঠিক উত্তর: (খ)

জোয়ার-ভাটার কারণ -

ক) পৃথিবীর নিজস্ব গতি
খ) পৃথিবীর ওপর চাঁদ ও সূর্যের প্রভাব
গ) পৃথিবীর ওপর মঙ্গল গ্রহের প্রভাব
ঘ) ক + খ

সঠিক উত্তর: (ঘ)

চন্দ্র নিজ কক্ষপথে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করতে চন্দ্রের কতদিন সময় লাগে?

ক) ১৫ দিন
খ) ২৫ দিন
গ) ২৭ দিন
ঘ) ৩০ দিন

সঠিক উত্তর: (গ)

শনি গ্রহটি পৃথিবী অপেক্ষা কত গুণ বড়?

ক) প্রায় ৮ গুণ
খ) প্রায় ৯ গুণ
গ) প্রায় ১০ গুণ
ঘ) প্রায় ১১ গুণ

সঠিক উত্তর: (খ)

উত্তর গোলার্ধে সবচেয়ে ছোট রাত কোনটি?
ক) ২১ মার্চ
খ) ২১ জুন
গ) ২৩ সেপ্টেম্বর
ঘ) ২২ ডিসেম্বর

সঠিক উত্তর: (খ)

পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধে দিন সবচেয়ে বড় হয় কোন তারিখে?
ক) ২২ মার্চ
খ) ২২ ডিসেম্বর
গ) ২৩ সেপ্টেম্বর
ঘ) ১২ নভেম্বর

সঠিক উত্তর: (খ)

পৃথিবী তার অক্ষ থেকে চারদিকে দ্রুতবেগে ঘোরায় তার পৃষ্ঠ থেকে পানিরাশির চতুর্দিকে ছিটকে যাওয়ার প্রবণতাকে কী বলে?
ক) জোয়ার
খ) অভিকর্ষ শক্তি
গ) মহাকর্ষণ শক্তি
ঘ) কেন্দ্রাতিগ শক্তি

সঠিক উত্তর: (ঘ)

ইউরেনাসের ওজন পৃথিবী থেকে কত গুণ বেশি?
ক) ১২
খ) ১৩
গ) ১৪
ঘ) ১৫

সঠিক উত্তর: (ঘ)

পৃথিবী উপবৃত্তাকার পথে পরিক্রমণ করার কারণে -
ক) বিভিন্ন ঋতুর আবির্ভাব হয়
খ) মাধ্যাকর্ষণ শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে
গ) দিন-রাত্রির দৈর্ঘ্যের তারতম্য ঘটে
ঘ) ক + গ

সঠিক উত্তর: (ঘ)

শুক্রকে কখন আমরা শুকতারা রূপে দেখতে পাই?
ক) সন্ধ্যায়
খ) রাতে
গ) ভোরে
ঘ) বিকেলে

সঠিক উত্তর: (গ)

সৌরজগতে মোট উপগ্রহের সংখ্যা কত?
ক) ১৯
খ) ৩৯
গ) ৪১
ঘ) ৪৯

সঠিক উত্তর: (ঘ)

নিচের কোনটি সৌরজগতের ক্ষুদ্রতম গ্রহ?
ক) মঙ্গল
খ) নেপচুন
গ) পৃথিবী
ঘ) বুধ

সঠিক উত্তর: (ঘ)

কোনটি সৌরজগতের সর্ববৃহৎ গ্রহ?
ক) শনি
খ) মঙ্গল
গ) বৃহস্পতি
ঘ) নেপচুন

সঠিক উত্তর: (গ)

পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ কোনটি?
ক) ফেবোস
খ) ক্যারন
গ) চন্দ্র
ঘ) গ্যানিমেড

সঠিক উত্তর: (গ)

ইউরেনাসের উপগ্রহ কোনটি?
ক) ক্যাপিটাস
খ) এরিয়েল
গ) নেরাইড
ঘ) গ্যানিমেড

সঠিক উত্তর: (খ)

কোনটি বৃহস্পতির উপগ্রহ?
ক) গ্যানিমেড
খ) ডিমোস
গ) টাইটান
ঘ) ফেবোস

সঠিক উত্তর: (ক)

'টাইটানিয়া' কোন গ্রহের একটি উপগ্রহ?
ক) ইউরেনাস
খ) শনি
গ) মঙ্গল
ঘ) বৃহস্পতি

সঠিক উত্তর: (ক)

শনির উপগ্রহ কয়টি?
ক) ২১টি
খ) ২২টি
গ) ২৩টি
ঘ) ২৪টি

সঠিক উত্তর: (খ)

মঙ্গল গ্রহের মোট কয়টি উপগ্রহ রয়েছে?
ক) একটি
খ) দুইটি
গ) পাঁচটি
ঘ) ষোলটি

সঠিক উত্তর: (খ)

কোনটি পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ?
ক) বুধ
খ) মঙ্গল
গ) শুক্র
ঘ) শনি

সঠিক উত্তর: (গ)

সূর্যের তৃতীয় নিকটতম গ্রহের নাম কী?
ক) বুধ
খ) মঙ্গল
গ) পৃথিবী
ঘ) শনি

সঠিক উত্তর: (গ)

আহ্নিক গতির ফলে -
ক) সময় গনণা করা যায়
খ) জোয়ার ও ভাটা হয়
গ) দিবা-রাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে
ঘ) ক + খ

সঠিক উত্তর: (ঘ)

পৃথিবীর বার্ষিক গতির ফলে -
ক) দিন ও রাতের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে
খ) সূর্যরশ্মি কোথাও লম্ব আবার কোথাও তির্যকভাবে পতিত হয়
গ) পৃথিবীতে তাপমাত্রার পার্থক্য ঘটে
ঘ) সবগুলো

সঠিক উত্তর: (ঘ)

ট্রপোমন্ডলের ঊর্ধ্বসীমাকে কী বলা হয়?
ক) ট্রপোস্ফিয়ার
খ) ট্রপোপস
গ) ট্রপোসীমা
ঘ) আয়নমন্ডল

সঠিক উত্তর: (খ)

ট্রপোমন্ডলের গড় গভীরতা কত কিলোমিটার?
ক) ১১
খ) ১২
গ) ১৩
ঘ) ১৪

সঠিক উত্তর: (গ)

শুক্র গ্রহ সন্ধ্যায় পশ্চিমাকাশে কী নামে পরিচিত?
ক) শুকতারা
খ) সন্ধ্যাতারা
গ) ধ্রুবতারা
ঘ) নীহারিকা

সঠিক উত্তর: (খ)

ইন্দোনেশিয়া দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত একটি দেশ। ২১ শে জুন তারিখে ইন্দোনেশিয়াতে -
ক) শীতকাল থাকবে
খ) ভূপৃষ্ঠ বেশি উত্তপ্ত থাকবে
গ) দিন ছোট থাকবে
ঘ) শীতকাল ও দিন ছোট থাকবে

সঠিক উত্তর: (ঘ)

ভূত্বক ও গুরুমন্ডলের ঊর্ধ্বাংশে কোন স্তর অবস্থিত?
ক) তাপমন্ডল
খ) কেন্দ্রমন্ডল
গ) ট্রপোমন্ডল
ঘ) অশ্বমন্ডল

সঠিক উত্তর: (ঘ)

বৃহস্পতি সূর্যকে একবার আবর্তন করতে কত সময় লাগে?
ক) ১২ বছর
খ) ২৯ বছর
গ) ৪৭ বছর
ঘ) ৮৪ বছর

সঠিক উত্তর: (ক)

পৃথিবী থেকে মঙ্গলের গড় দূরত্ব কত কোটি কিলোমিটার?
ক) ৫.৮
খ) ৭.৮
গ) ৭.৯
ঘ) ৯.৭

সঠিক উত্তর: (খ)

বুধের সূর্যের চারদিকে পরিক্রমণ করতে সময় কত লাগে?
ক) ৮৮ দিন
খ) ১৭৫ দিন
গ) ২২৫ দিন
ঘ) ৩৬৫ দিন

সঠিক উত্তর: (ক)

সূর্য চন্দ্র অপেক্ষা কত গুণ বড়?
ক) ১.৫০ কোটি
খ) ২.৫০ কোটি
গ) ২.৬০ কোটি
ঘ) ৩.৬০ কোটি

সঠিক উত্তর: (গ)

সূর্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তথ্য হলো -
ক) সূর্য গোলীয় পদার্থ দ্বারা গঠিত
খ) আণবিক শক্তি প্রক্রিয়ায় সূর্যে শক্তি তৈরি হয়
গ) ইউরেনাসের তাপের উৎস সূর্য
ঘ) সবগুলো

সঠিক উত্তর: (ঘ)

আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা জলভাগের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করার মূল কারণ -
ক) জাহাজ সঠিক সময়ে চলাচল করার জন্য
খ) আন্তর্জাতিক তারিখ ঠিক রাখার জন্য
গ) স্থানীয় সময় ঠিক রাখার জন্য
ঘ) সবগুলো

সঠিক উত্তর: (খ)

কোন প্রণালিটি আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার সাথে যুক্ত?
ক) হরমুজ প্রণালি
খ) জিব্রাল্টার প্রণালি
গ) বেরিং প্রণালি
ঘ) পক প্রণালি

সঠিক উত্তর: (গ)

অ্যালিউসিয়ান দ্বীপপুঞ্জের ওপর দিয়ে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা না যাওয়ার কারণ কী?
ক) এদের অবস্থান ১৮০ ডিগ্রি দ্রাঘিমায় নয়
খ) এরা প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত
গ) এই রেখাটি বিষুবরেখার ওপর দিয়ে গিয়েছে
ঘ) এই রেখাটি মূল মধ্যরেখায় অবস্থিত

সঠিক উত্তর: (ক)

কয়টি উজ্জ্বল বলয় শনিকে বেষ্টন করে আছে?
ক) দুইটি
খ) তিনটি
গ) চারটি
ঘ) পাঁচটি

সঠিক উত্তর: (খ)

মেরু প্রদেশীয় অক্ষাংশসমূহকে কী বলে?
ক) দ্রাঘিমাংশ
খ) উচ্চ অক্ষাংশ
গ) নিম্ন অক্ষাংশ
ঘ) মধ্য অক্ষাংশ

সঠিক উত্তর: (খ)

এসিড বৃষ্টির ঘটনা ঘটে -
ক) শুক্র গ্রহে
খ) বুধ গ্রহে
গ) শনি গ্রহে
ঘ) সবগুলো

সঠিক উত্তর: (ক)

বোর্ড বই :: বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় এর MCQ

= = = = ভূমিকম্প = = = =

বাংলাদেশে ভূমিকম্প হয়ে থাকে কোন প্লেটের সংঘর্ষের কারণে?
ক) লিনিয়ামোট
খ) টেকটনিক
গ) ইন্ডিয়ান
ঘ) কনসোর্টিয়াম

সঠিক উত্তর: (খ)

বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবে অবস্থিত -
ক) ইন্ডিয়ান প্লেট সীমানায়
খ) মায়ানমার প্লেট সীমানায়
গ) ইউরোপিয়ান প্লেট সীমানায়
ঘ) নেপালিয়ন প্লেট সীমানায়

সঠিক উত্তর: (ক)

বাংলাদেশের ভূমিকম্প বলয়সমূহ কী নামে পরিচিত?
ক) বিপজ্জনক জোন
খ) কনসোর্টিয়াম জোন
গ) সিসমিক রিস্ক জোন
ঘ) লিনিয়ামোট জোন

সঠিক উত্তর: (গ)

বাংলাদেশের ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকাগুলোকে কয়টি প্রধান বলয়ে / অংশে ভাগ করা হয় ?
ক) দুইটি
খ) তিনটি
গ) চারটি
ঘ) পাঁচটি

সঠিক উত্তর: (খ)

বাংলাদেশে ভূমিকম্প বলয়ের কোনটি অধিক বিপজ্জনক?

ক) প্রথম বলয়
খ) দ্বিতীয় বলয়
গ) তৃতীয় বলয়
ঘ) চতুর্থ বলয়

সঠিক উত্তর: (ক)

ভূমিকম্প কিরূপ দুর্যোগ?

ক) সাধারণ
খ) স্বাভাবিক
গ) প্রাকৃতিক
ঘ) কৃত্রিম

সঠিক উত্তর: (গ)

ভূমিকম্পের কেন্দ্রের ঠিক সোজাসুজি উপরে ভূ-পৃষ্ঠস্থ স্থানের নাম কী?

ক) চ্যুতি
খ) কেন্দ্র
গ) উপকেন্দ্র
ঘ) উপত্যকা

সঠিক উত্তর: (গ)

বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত ভূমিকম্পের কয়টি কারণ চিহ্নিত করেছেন?

ক) একটি
খ) দুইটি
গ) তিনটি
ঘ) চারটি

সঠিক উত্তর: (খ)

ভূমিকম্পের অন্যতম কারণ কী?

ক) পৃথিবীর অভ্যন্তরের শূন্যস্থান পূরণ
খ) ভিত্তিশিলা ক্ষয় এবং ক্ষয়ের স্থানচ্যুতি
গ) ভিত্তিশিলা চ্যুতি বা ফাটল বরাবর আকস্মিক ভূ-আলোড়ন
ঘ) পৃথিবীর অভ্যন্তরের তরল পদার্থের স্থানান্তর

সঠিক উত্তর: (গ)

কী দিয়ে ইটের দেয়ালে প্রলেপ দিলে ভূমিকম্প প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়?

ক) ইস্পাত
খ) কংক্রিট ঢালাই
গ) ফেরো সিমেন্ট
ঘ) কাঠের ব্রেসিং

সঠিক উত্তর: (গ)

কত সালে বাংলাদেশের ভূমিকম্প বলয় সংবলিত মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে?

ক) ১৯৮০
খ) ১৯৮৫
গ) ১৯৮৯
ঘ) ১৯৯৫

সঠিক উত্তর: (গ)

বাংলাদেশের কোন জেলা ভূমিকম্পের ডেঞ্জার ফন্ট লাইনে অবস্থান করছে?

ক) ঢাকা
খ) চট্টগ্রাম
গ) রংপুর
ঘ) সিলেট

সঠিক উত্তর: (ঘ)

খুলনা বাংলাদেশের কোন ভূমিকম্প বলয়ে অবস্থিত?

ক) প্রথমটিতে
খ) দ্বিতীয়টিতে
গ) তৃতীয়টিতে
ঘ) চতুর্থটিতে

সঠিক উত্তর: (গ)

সবচেয়ে বেশি ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা হলো প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের -

ক) ক্যালিফোর্নিয়া
খ) জাপান
গ) আলাস্কা
ঘ) সব

সঠিক উত্তর: (খ)

= = = ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু ও ভৌগোলিক অবস্থান = = =

বাংলাদেশের অবস্থান কোথায়?
ক) পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার অববাহিকায়
খ) পদ্মার অববাহিকায়
গ) ঝিলাম ও গঙ্গার অববাহিকায়
ঘ) ইরাবতির অববাহিকায়

সঠিক উত্তর: (ক)

বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশের কোন দিকে অবস্থিত?
ক) দক্ষিণ
খ) পূর্ব
গ) দক্ষিণ-পশ্চিম
ঘ) দক্ষিণ-পূর্ব

সঠিক উত্তর: (ক)

বাংলাদেশের পশ্চিমে কী অবস্থিত?
ক) ভারতের নদীয়া
খ) ভারতের ত্রিপুরা
গ) ভারতের আসাম
ঘ) ভারতের পশ্চিমবঙ্গ

সঠিক উত্তর: (ঘ)

ভূ-প্রকৃতির ভিত্তিতে বাংলাদেশকে প্রধানত কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়?
ক) দুইটি
খ) তিনটি
গ) চারটি
ঘ) পাঁচটি

সঠিক উত্তর: (খ)

বাংলাদেশের জলবায়ু -
ক) উষ্ণ
খ) শীতল
গ) সমভাবাপন্ন
ঘ) সব

সঠিক উত্তর: (গ)

বাংলাদেশের মোট বৃষ্টিপাতের কতভাগ বর্ষাকালে হয়ে থাকে?
ক) পাঁচ ভাগের দুই ভাগ
খ) পাঁচ ভাগের তিন ভাগ
গ) পাঁচ ভাগের চার ভাগ
ঘ) পাঁচ ভাগের পাঁচ ভাগ

গ্রীষ্মকালে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কত হয়?
ক) ২৭ ডিগ্রি সে.
খ) ২৯ ডিগ্রি সে.
গ) ৩০ ডিগ্রি সে.
ঘ) ৩৮ ডিগ্রি সে.

সঠিক উত্তর: (ঘ)

কোন বায়ুর প্রভাবে এপ্রিল মাসে দেশের দক্ষিণ হতে উত্তর দিকে তাপমাত্রা ক্রমান্বয়ে বেশি হয়?
ক) মৌসুমি বায়ু
খ) স্থানীয় বায়ু
গ) সাময়িক বায়ু
ঘ) সামুদ্রিক বায়ু

সঠিক উত্তর: (ঘ)

North westerlies কী?
ক) দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ু
খ) আশ্বিনা বায়ু
গ) উত্তর-পশ্চিম বায়ু
ঘ) কালবৈশাখী

সঠিক উত্তর: (ঘ)

বঙ্গোপসাগরে সাধারণত নিম্নচাপ সৃষ্টি হয় যে মাসে -
ক) এপ্রিল
খ) জানুয়ারি
গ) মে
ঘ) কোনটিই নয়

সঠিক উত্তর: (ঘ)

মধুপুর ও ভাওয়ারের সোপানভূমির মাটি কেমন?
ক) কালো, ছাই রঙের
খ) সাদা রঙের
গ) নীলাভ রঙের
ঘ) লালচে ও ধূসর

সঠিক উত্তর: (ঘ)

মধুপুর ও ভাওয়ালের সোপান ভূমির অন্তর্ভুক্ত কোন জেলাগুলো?
ক) ঢাকা, ফরিদপুর, রাজবাড়ি
খ) ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, গাজীপুর ও ঢাকা জেলার অংশবিশেষ
গ) নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, নোয়াখালী
ঘ) বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা

সঠিক উত্তর: (খ)

বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম কী?
ক) লালমাই
খ) মোদকমুয়াল
গ) তাজিনডং
ঘ) কিওক্রাডং

সঠিক উত্তর: (ঘ)

বাংলাদেশের কত ভাগ ভূমি নদীবিধৌত এক বিস্তীর্ণ সমভূমি?
ক) ৭০%
খ) ৭৫%
গ) ৮০%
ঘ) ৮৫%

সঠিক উত্তর: (গ)

১৯৭৪ সাল থেকে বর্তমানে মাথাপিছু জমির পরিমাণ কত কমেছে?
ক) ০.০৩ একর
খ) ০.০০৩ একর
গ) ০.০২ একর
ঘ) ০.০২৫ একর

সঠিক উত্তর: (ক)

কোন ধরনের মাটি দ্বারা সমতল নদী অববাহিকা অঞ্চল সৃষ্ট?
ক) বালি
খ) কংকর মিশ্রিত
গ) পলি
ঘ) দোআঁশ

সঠিক উত্তর: (গ)

কোনগুলো দক্ষিণ এশিয়ার নদী?
ক) মারে ডার্লিং, ইয়াংসিকিয়াং
খ) টেমস, হোয়াংহো
গ) পদ্মা, ইরাবতি
ঘ) পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা

সঠিক উত্তর: (ঘ)

নেপালে মূলত কয়টি ঋতু পরিলক্ষিত হয়?
ক) তিনটি
খ) দুটি
গ) চারটি
ঘ) ছয়টি

সঠিক উত্তর: (খ)

প্রথম আলো পত্রিকা + বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (৯ম-১০ম)

প্রথম আলো পত্রিকায় বোর্ড বই অধ্যায়-৪
===================
১। সূর্যের ব্যাস কত কিলোমিটার?
ক. ১৩,২০,০০০ কিলোমিটার
খ. ১৩,৮৪,০০০ কিলোমিটার
গ. ১৪,৩৪,০০০ কিলোমিটার
ঘ. ১৬,০০,০০০ কিলোমিটার
২। সূর্য পৃথিবীর চেয়ে কত গুণ বড়?

ক. ১২ লাখ খ. ১৩ লাখ গ. ৮৬ লাখ ঘ. ১৬ লাখ

৩। মহাকাশের অসংখ্য জ্যোতিষ্ক নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে—

ক. সূর্য খ. বৃহস্পতি গ. সৌরজগত্ ঘ. বিশ্বজগত্

৪। সূর্যে হিলিয়ামের পরিমাণ শতকরা কত ভাগ আছে?

ক. ৪৪ খ. ৪০ গ. ৪২ ঘ. ৪৫

৫। সূর্য কত দিনে নিজ অক্ষের ওপর আবর্তন করে?

ক. ২৫ দিনে খ. ৭৮ দিনে

গ. ২৪ দিন ১২ ঘন্টায় ঘ. ২৭ দিনে

৬। সৌরজগতের সবচেয়ে বড় গ্রহের নাম কী?

ক. বুধ খ. মঙ্গল গ. বৃহস্পতি ঘ. শুক্র

৭। সৌরজগতের সবচেয়ে ছোট গ্রহের নাম কী?

ক. বৃহস্পতি খ. শুক্র গ. বুধ ঘ. মঙ্গল

৮। দূরত্বের দিক থেকে সূর্য থেকে শুক্রের অবস্থান কততম?

ক. ৫ম খ. ৪র্থ গ. ৩য় ঘ. ২য়

৯। পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ কোনটি?

ক. শুক্র খ. বুধ গ. শনি ঘ. বৃহস্পতি

১০। সন্ধ্যাতারা ও শুকতারা আসলে—

ক. শুক্র খ. মঙ্গল গ. বৃহস্পতি ঘ. ইউরেনাস

১১. বছরে দুবার কোন গ্রহের আকাশে সূর্য উদিত ও অস্তমিত হয়?

ক. শনি খ. বৃহস্পতি গ. শুক্র ঘ. বুধ

১২। সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবীর সময় লাগে—

ক. ২৯ দিন ৫ ঘন্টা ৪৮ মিনিট

খ. ২৪ দিন ৫ ঘন্টা ৪৮ মিনিট

গ. ৩৬৬ দিন ৫ ঘন্টা ৪৮ মিনিট

ঘ. ৩৬৫ দিন ৫ ঘন্টা ৪৮ মিনিট

১৩। পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করতে চাঁদের সময় লাগে—

ক. ২৮ দিন ১২ ঘন্টা খ. ২৯ দিন ১১ ঘন্টা

গ. ২২ দিন ২৯ ঘন্টা

ঘ. ২৯ দিন ১২ ঘন্টা

১৪। শনি গ্রহের কতটি উপগ্রহ আছে?

ক. ২৩ খ. ২ গ. ৭ ঘ. ২২

১৫। কোনটি সৌরজতের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ?

ক. বুধ খ. শনি গ. শুক্র ঘ. নেপচুন

১৬। সমুদ্রপৃষ্ঠে বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি হওয়ার কারণ কী?

ক. স্বচ্ছ পানি খ. বায়ুচাপ

গ. সমুদ্রের গভীরতা ঘ. বিশাল জলরাশি

১৭। বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরটি সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি শোষণ করে?

ক. ওজোন স্তর খ. আয়ন মণ্ডল

গ. গুরু মণ্ডল ঘ. কেন্দ্র মণ্ডল

১৮। পৃথিবীর ব্যাসার্ধ আনুমানিক কত কিলোমিটার?

ক. ৬৪০০ খ. ২৫০০ গ. ২৪০০ ঘ. ১৮৬০০

১৯। নিরক্ষ রেখার অক্ষাংশ কত ডিগ্রি?

ক. শূন্য ডিগ্রি খ. ৯০ ডিগ্রি

গ. ১৮০ ডিগ্রি ঘ. ৩৬০ ডিগ্রি

২০। পৃথিবীর কেন্দ্রে উত্পন্ন কোণ কত ডিগ্রি?

ক. ৯০° খ. ০° গ. ৩৬০° ঘ. ১৮০°।

সঠিক উত্তর :

১. খ ২. খ ৩. ঘ ৪. ক ৫. ক ৬. গ ৭. গ ৮. ঘ ৯. ক ১০. ক ১১. গ ১২. ঘ ১৩. ঘ ১৪. ঘ ১৫. খ ১৬. খ ১৭. ক ১৮. ক ১৯. ক ২০. গ

===================

অধ্যায়-৫

===================

১। নিচের কোনটি পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্ বদ্বীপ?

ক. মালদ্বীপ খ. শ্রীলঙ্কা

গ. ভুটান ঘ. বাংলাদেশ

২। কোন বায়ুর প্রভাব বাংলাদেশের জলবায়ুর ওপর খুব বেশি?

ক. মৌসুমি বায়ু খ. নিয়ত বায়ু
গ. উষ্ণ বায়ু ঘ. স্থানীয় বায়ু
৩। বাংলাদেশের পশ্চিমে অবস্থিত ভারতের যে প্রদেশটি—
ক. কেরালা খ. পশ্চিমবঙ্গ
গ. আসাম ঘ. ত্রিপুরা
৪। বাংলাদেশকে ভূপ্রকৃতির ভিত্তিতে প্রধানত ভাগ করা যায় কয়টি শ্রেণিতে?
ক. ২ খ. ৩ গ. ৫ ঘ. ৬
৫। বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত—
ক. চীন খ. মণিপুর
গ. বঙ্গোপসাগর ঘ. মিয়ানমার
৬। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ নিচের কোনটি?
ক. এভারেস্ট
খ. কেওক্রাডং
গ. তাজিংডং
ঘ. লালমাই পাহাড়
৭। কেওক্রাডংয়ের উচ্চতা কত মিটার?
ক. ১০৩০ মিটার খ. ১২৩০ মিটার
গ. ১১৩০ মিটার ঘ. ১৪৩০ মিটার
৮। প্লাইস্টোসিন যুগের সোপানসমূহকে কত ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. ৫ খ. ৪
গ. ৩ ঘ. ২
৯। লালমাই পাহাড় কোথায় অবস্থিত?
ক. রাজশাহী খ. ময়মনসিংহ
গ. কক্সবাজার ঘ. কুমিল্লায়
১০। লালমাই পাহাড়ের গড় উচ্চতা কত মিটার?
ক. ২১ মিটার খ. ২২ মিটার
গ. ২৩ মিটার ঘ. ৩১ মিটার
১১। বাংলাদেশের প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যা কতজন?
ক. ১০১৫ জন খ. ৯৬৫ জন
গ. ১১১৫ জন ঘ. ১২১৫ জন
১২। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে মাথাপিছু জমির পরিমাণ ছিল—
ক. ০.২৭ একর খ. ০.২৮ একর
গ. ০.২৩ একর ঘ. ০.৩৫ একর
১৩। বর্তমানে বাংলাদেশে মাথাপিছু জমির পরিমাণ কত?
ক. ০.২৫ একর
খ. ০.২৮ একর
গ. ০.২১ একর ঘ. ০.১৫ একর
১৪। শীতকালে সর্বোচ্চ তাপমাত্রার পরিমাণ কত?
ক. ২৭° সে. খ. ২৮° সে.
গ. ২৯° সে. ঘ. ২৫° সে.
১৫। গ্রীষ্মকালে কোন মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়?
ক.পূর্ব-পশ্চিম খ. উত্তর-দক্ষিণ
গ. দক্ষিণ-পশ্চিম ঘ. দক্ষিণ-পূর্ব
১৬। বাংলাদেশে বর্ষাকাল হলো—
ক. জুন-অক্টোবর
খ. জানুয়ারি-মে
গ. মে-জানুয়ারি
ঘ. ফেব্রুয়ারি-আগস্ট
১৭। এ দেশ থেকে বহু নদী হারিয়ে যাচ্ছে কেন?
ক. ময়লা-আবর্জনা জমে
খ. পলি জমে
গ. নদীর পানির অপব্যবহারে
ঘ. নদী খনন না করায়
১৮। ভূপৃষ্ঠের আকস্মিক ও ক্ষণস্থায়ী কম্পনকে কী বলে?
ক. ঘূর্ণিঝড় খ. সিডর
গ. সুনামি ঘ. ভূমিকম্প
১৯। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা হিসেবে পরিচিত—
ক. মিয়ানমার খ. ইন্দোনেশিয়া
গ. বালি দ্বীপ ঘ. জাপান
২০। নিচের কোন দেশটি পৃথিবীর অন্যতম ভূমিকম্প বলয়ে অবস্থিত?
ক. বাংলাদেশ খ. নেপাল
গ. ভুটান ঘ. পাকিস্তান
২১। লালমাই পাহাড়ের মাটি হলো—

i. বালু মিশ্রিত
ii. লালচে রং
iii. কংকর মিশ্রিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii গ. iii ঘ. i, ii ও iii
২২। বাংলাদেশের জনবসতির ঘনত্ব খুবই কম—
i. পশ্চিমাঞ্চলে
ii. পার্বত্য এলাকায়
iii. সুন্দরবন অঞ্চলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii গ. iii ঘ. ii ও iii.

সঠিক উত্তর :
১. ঘ ২. ক ৩. খ ৪. খ ৫. গ ৬. গ ৭. খ ৮. গ ৯. ঘ ১০. ক ১১. ক ১২. খ ১৩. ক ১৪. গ ১৫. গ ১৬. ক ১৭. খ ১৮. ঘ ১৯. ঘ ২০. ক ২১. ঘ ২২. ঘ
===================
অধ্যায়-৬
===================
১। পদ্মা নদীর উত্পত্তি হয়েছে—
ক. হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে
খ. লুসাই পাহাড় থেকে
গ. তিব্বতের মানস সরোবর থেকে
ঘ. বরাক নদী থেকে
২। পদ্মা ব্রহ্মপুত্রের প্রধান ধারা যমুনার সঙ্গে কোথায় মিলিত হয়েছে?
ক. গোয়ালন্দে খ. চাঁদপুরে
গ. ভৈরবে ঘ. ময়মনসিংহে
৩। বাংলাদেশে কোন অঞ্চল দিয়ে পদ্মা নদী প্রবেশ করেছে?
ক. ময়মনসিংহ খ. কুড়িগ্রাম
গ. রাজশাহী ঘ. রাঙামাটি
৪। তিব্বতের মানস সরোবর থেকে নিচের কোন নদীটির উত্পত্তি হয়েছে?
ক. যমুনা খ. পদ্মা গ. ব্রহ্মপুত্র ঘ. মাতামুহুরী
৫। তিতাস কোন নদীর শাখা নদী?
ক. মেঘনা খ. পদ্মা গ. যমুনা ঘ. কর্ণফুলী
৬। আরাকান পাহাড় থেকে কোন নদীটির উত্পত্তি হয়েছে?
ক. নাফ খ. সাঙ্গু গ. মেঘনা ঘ. মাতামুহুরী
৭। নাফ নদীর দৈর্ঘ্য কত?
ক. ৫৬ কি.মি. খ. ৫৫ কি.মি.
গ. ১২০ কি.মি. ঘ. ১৮ কি.মি.
৮। বুড়িগঙ্গার তীরবর্তী স্থান হলো—
ক. চট্টগ্রাম খ. খুলনা গ. ঢাকা ঘ. রাজশাহী
৯। বাংলাদেশ ও মিয়ানমার সীমান্তে কোন নদীর অবস্থান?
ক. মাতামুহুরী খ. সাঙ্গু গ. কর্ণফুলী ঘ. নাফ
১০। চট্টগ্রাম কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
ক. কর্ণফুলী খ. মেঘনা গ. সুরমা ঘ. পদ্মা
১১। কাপ্তাই বাঁধ কোন নদীতে অবস্থিত?
ক. পদ্মা খ. বুড়িগঙ্গা গ. মেঘনা ঘ. কর্ণফুলী
১২। কোনটি দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে বড় দেশ?
ক. চীন খ. বাংলাদেশ গ. ভারত ঘ. পাকিস্তান
১৩। কোথায় মাছের ভান্ডার রয়েছে?
ক. পদ্মা নদীতে খ. খাল-বিলে
গ. বঙ্গোপসাগরে ঘ. বিলে
১৪। কোনটির জন্য পানির ব্যবহার অপরিহার্য?
ক. শিল্পের খ. গ্যাসের
গ. কৃষি ও শিল্পের ঘ. কীটনাশকের
১৫। উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য অনুসারে বনাঞ্চলকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. ২ ভাগে খ. ৩ ভাগে
গ. ৪ ভাগে ঘ. ৫ ভাগে
১৬। দেশের নদ-নদীগুলো কিসের দ্বারা ভরে যাচ্ছে?
ক. পলিতে খ. ময়লা-আবর্জনায়
গ. পাথরে ঘ. মাটিতে
১৭। কোন সময়ে নদীর নাব্যতা হ্রাস পায়?
ক. শরত্কালে খ. শীতকালে
গ. বর্ষাকালে ঘ. শুষ্ক মৌসুমে
১৮। কোথায় প্রচুর বাঁশ ও বেত জন্মে?

ক. সিলেট খ. বরিশাল গ. কুমিল্লা ঘ. খুলনা
১৯. একটি দেশের মোট আয়তনের কত শতাংশ বনভূমি থাকা প্রয়োজন?
ক. ২০-২৫ খ. ২৮ গ. ৩০-৩৫ ঘ. ৩৮।

সঠিক উত্তর :
১. ক ২. ক ৩. গ ৪. গ ৫. ক ৬. খ ৭. ক ৮. গ ৯. ঘ ১০. ক ১১. ঘ ১২. গ ১৩. গ ১৪. গ ১৫. খ ১৬. ক ১৭. ঘ ১৮. ক ১৯. ক
===================
অধ্যায়-৭
===================
১। রাষ্ট্রের উপাদান কতটি?
ক. ৭টি খ. ৬টি গ. ৫টি ঘ. ৪টি
২। কয়টি বিভাগের সমন্বয়ে সরকার গঠিত হয়?
ক. ৩টি খ. ৪টি গ. ৫টি ঘ. ৬টি
৩। বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডটি পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্থান পায়—
ক. ১৯৭২ সালে খ. ১৯৭১ সালে
গ. ১৯৭৪ সালে ঘ. ১৯৫৪ সালে
৪। নিচের কোনটির মাধ্যমে রাষ্ট্রের গঠন পূর্ণতা পায়?
ক. জনসমষ্টি খ. ভূখণ্ড
গ. সার্বভৌমত্ব ঘ. সরকার
৫। সামাজিক জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হলো—
ক. বিরোধী দল খ. নির্বাচন কমিশন
গ. রাষ্ট্র ঘ. সরকার
৬। আদিম মানুষ প্রথম কীভাবে বসবাস করত?
ক. গোত্রভিত্তিক খ. সমাজভিত্তিক
গ. সমপ্রদায়ভিত্তিক ঘ. রাষ্ট্রভিত্তিক
৭। রাষ্ট্রের প্রাথমিক উপাদান কোনটি?
ক. সার্বভৌমত্ব খ. সরকার
গ. নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ঘ. জনসমষ্টি
৮। The Modern State গ্রন্থের লেখক কে?
ক. ম্যাকাইভার খ. প্লেটো
গ. কার্ল মার্ক্স ঘ. সক্রেটিস
৯। বর্তমান সময়ে প্রতিটি রাষ্ট্রই নিজেদের কী ধরনের রাষ্ট্র বলে দাবি করে?
ক. উন্নত খ. আধুনিক
গ. কল্যাণমূলক ঘ. শক্তিশালী
১০। রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সম্পদ—
ক. প্রাকৃতিক গ্যাস খ. প্রাকৃতিক সম্পদ
গ. পেট্রোলিয়াম ঘ. শিক্ষিত জনগোষ্ঠী
১১। নাগরিকের সঙ্গে কিসের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়?
ক. রাষ্ট্রের খ. বিচার বিভাগের
গ. নির্বাচনের ঘ. জনগণের
১২। ব্রিটেনের অধিকাংশ আইনের উত্স কী?
ক. সংবিধান খ. প্রথা গ. ধর্ম ঘ. ন্যায়বোধ
১৩। আধুনিক রাষ্ট্রের আইনের প্রধান উত্স কোনটি?
ক. প্রথা খ. ধর্মগ্রন্থ
গ. আইনসভা ঘ. জনগণের রায়।

সঠিক উত্তর :
১. ঘ ২. ক ৩. খ ৪. গ ৫. গ ৬. ক ৭. ঘ ৮. ক ৯. গ ১০. ঘ ১১. ক ১২. খ ১৩. গ

৩৫ প্রিলির প্রশ্নের আলোকে ৩৬ প্রিলির প্রস্তুতি ::: আন্তর্জার্তিক বিষয়াবলী (১ম পর্ব)
১. বর্ণবাদ ইস্যুতে দক্ষিণ আফ্রিকা যে দেশের মেয়েদের বিয়ে করা নিষিদ্ব করে -
ক. কেনিয়া
খ. নাইজেরিয়া
গ. ভারত (ans)
ঘ. লাইবেরিয়া
ব্যাখ্যা :
১৯৫৬ সালে 'বর্ণবাদ আইনে' দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের আগমন ঠেকাতে ভারতীয় মেয়েদের বিয়ে করা নিষিদ্ব করা হয়েছিল।
=====================

ফাঁদ এবং ব্যাখ্যাসহ ANS দেখুন 🙂:)
======================
২. জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনী (১৯৫৬) গঠিত হয় কোন ইস্যুতে?
ক. সুয়েজ খাল (ans)
খ. কোরীয় যুদ্ধ
গ. ভিয়েতনাম যুদ্ধ
ঘ. ২য় বিশ্বযুদ্ব (ফাঁদ)

ব্যাখ্যা :
জাতিসংঘ = ২য় বিশ্বযুদ্বের পর 'বিশ্বশান্তির' জন্য গঠিত হয়।
শান্তিরক্ষা বাহিনী = ১৯৫৬ সালের সুয়েজ খাল সংকট ইস্যুতে গঠিত হয়।

____
৩. রাশিয়া-আমেরিকা পারমানবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল কোন ইস্যুতে?
ক. কোরীয় যুদ্ধ ইস্যুতে (ফাঁদ)
খ. ভিয়েতনাম যুদ্ধ ইস্যুতে
গ. কিউবার মিসাইল সংকট ইস্যুতে (ans)

ব্যাখ্যা :
১৯৬২ সালে কিউবায় রাশিয়া কর্তৃক ক্ষেপনাস্ত্র বসানোকে কেন্দ্র করে রাশিয়া-আমেরিকার মধ্যে ‘পারমানবিক যুদ্ধের’ সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল।

____
৪. পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সরকার গঠিত হয় -
ক. চীন
খ. রাশিয়া (ans)
গ. জার্মানিতে

ব্যাখ্যা :
রাশিয়া = রুশ বিপ্লব (১৯১৭) by ভাদিমির ইলিচ লেনিন

____
৫. 'এক দেশ এক সমাজতন্ত্র' কোথায় ছিল ?
ক. হংকং (ফাঁদ)
খ. রাশিয়া (ans)
গ. চীন-হংকং
ঘ. চীন

ব্যাখ্যা :
এক দেশ এক সমাজতন্ত্র (স্ট্যালিন) = রাশিয়া
এক দেশ দুই নীতি (দেং জিয়াওপিং) = চীন
চীন = সমাজতান্ত্রিক আর হংকং = পুঁজিতান্ত্রিক দেশ। তাই ১৯৯৭ সালে হংকং চীনের শাসনাধীনে আসলে হংকং এর 'পুজিতন্ত্রকে' টিকিয়ে রাখার জন্য 'এক দেশ দুই নীতি' চালু করা হয়। এই নীতির মেয়াদ (১৯৯৭-২০৪৭)।

____________________________৬.
জাতিসংঘের প্রশাসনিক সংস্কারে (১৯৯৭) কফি আনান কয় দফা প্রস্তাব পেশ করেন ?
ক. ৪ দফা
খ. ৬ দফা
গ. ১০ দফা (ans)

ব্যাখ্যা : ১৯৯৭ সালে জাতিসংঘে ব্যাপক প্রশাসনিক সংস্কারের লক্ষ্যে তত্কালীন মহাসচিব কফি আনান ১০ দফা প্রস্তাব পেশ করেন।

____
৭. 'সোভিয়েত ইউনিয়ন' এখানে সোভিয়েত শব্দের অর্থ :
ক. মুক্তভূমি (ans)
খ. মুক্তাঞ্চল
গ. যুক্তাঞ্চল (ফাঁদ)

ব্যাখ্যা :
সোভিয়েত অর্থ = মুক্তভূমি
থাইল্যান্ড অর্থ = মুক্তভূমি
থাইল্যান্ড কে বলা হয় 'মুক্তভুমির দেশ' কারণ এটি কখনও 'ইউরোপীয় কলোনীতে' পরিণত হয়নি। প্রাচীন নাম শ্যামদেশ।

____
৮. কৃষি ও শিল্পখাতে সংস্কার করে চীনে অর্থনৈতিক বিপ্লব আনেন -
ক. সান ইয়াত সেন
খ. মাও সে তুং (ফাঁদ)

গ. কাইশেক
ঘ. দেং জিয়াও পিং (ans)

ব্যাখ্যা :
সান ইয়াত সেন = চীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা (১৯১১) - জিনহাই বিপ্লব
মাও সে তুং = চীন গণপ্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা (১৯৪৯) - , লালফৌজ, লং মার্চ করে 'সেন সি প্রদেশে' পৌছে এই ঘোষণা দেন।
কাইশেক = চীনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি মাও সে তুং এর সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে 'তাইওয়ানে' গিয়ে 'বিপ্লবী সরকার' প্রতিষ্ঠা করেন।
দেং জিয়াও পিং = মাও সে তুং এর পর ক্ষমতায় আসেন এবং ব্যাপক 'সংস্কার কর্মসূচি' হাতে নেন।

---

৯. ১৯৫৫ NAM এর বান্দুং সম্মেলনে গৃহীত হয় -
ক. ৫ টি নীতি (ফাঁদ)
খ. ৮ টি নীতি
গ. ১০ টি নীতি (ans)

ব্যাখ্যা :
৫ টি নীতি = পঞ্চশীল নীতি = ন্যাম এর সদস্য 'চীন-ভারত সম্পর্ক' নির্ণয়ের নীতি।
১০ টি নীতি = ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং সম্মেলনে (১৯৫৫) ন্যাম গঠনে গৃহীত হয়।

---

১০. স্নায়ুযুদ্বকালীন পুজিবাদীদের সাথে 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি' প্রনয়ন করেন -
ক. গর্বাচেভ (ফাঁদ)
খ. লেনিন
গ. ক্রুশ্চেভ (ans)
ঘ. ন্যাম নেতারা (ফাঁদ)

ব্যাখ্যা :
গর্বাচেভ = গ্লাসনস্ত-পেরেস্ত্রোইকা নীতি
ন্যাম নেতারা স্নায়ুযুদ্বকালীন ন্যাম গঠন করেন = ৩য় বিশ্বের স্বার্থ রক্ষা + শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য
ক্রুশ্চেভ = স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর 'নিকিতা ক্রুশ্চেভ' রাশিয়ায় ক্ষমতাসীন হন। তিনি স্ট্যালিনের নীতির বিরোধিতা করে "পুজিবাদীদের" সাথে 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি' প্রনয়ন করেন।

---

১১. শেতাঙ্গ শাসনের অবসানে সংস্কার পদক্ষেপ ও গণভোট নিয়েছিলেন -
ক. জেমস হার্জল
খ. এফ ডব্লিও ক্লার্ক (ans)
গ. নেলসন ম্যান্ডেলা (ফাঁদ)

ব্যাখ্যা :
জেমস হার্জল = বর্ণবাদ নীতির প্রবক্তা (১৯৪৮)
নেলসন ম্যান্ডেলা = বর্ণবাদ নীতি ও শেতাঙ্গ শাসনের অবসানে 'সংগ্রাম' করেন।
এফ ডব্লিও ক্লার্ক = প্রেসিডেন্ট হিসেবে শেতাঙ্গ শাসনের অবসানে 'সংস্কার পদক্ষেপ ও গণভোট' নিয়েছিলেন।

---

১২. রাশিয়ায় মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু হয় -
ক. গ্লাসনস্ত নীতির ফলে
খ. পেরেস্ত্রোইকা নীতির ফলে (ans)
গ. গ্লাসনস্ত-পেরেস্ত্রোইকা নীতির ফলে (ফাঁদ)

ব্যাখ্যা :
গ্লাসনস্ত = রাজনৈতিক সংস্কারে = সমাজতন্ত্রের পতন
পেরেস্ত্রোইকা = মুক্তবাজার অর্থনীতি প্রচলন
গ্লাসনস্ত-পেরেস্ত্রোইকা = রাশিয়া ভেঙ্গে যায় (১৯৯১)
======================

৩৫ প্রিলির প্রশ্নের আলোকে ৩৬ প্রিলির প্রস্তুতি ::: আন্তর্জার্তিক বিষয়াবলী (২য় পর্ব)

প্রশ্ন :: 'শত ফুল ফুটতে দাও' কার নীতি -
ক. মিখাইল গর্বাচেভ
খ. মাও সে তুং
গ. কাইশেক
ঘ. মাহাতির মুহাম্মদ

উত্তর : মাও সে তুং
ব্যাখ্যা :
১৯৫৬ সালে মাও সে তুং 'শত ফুল ফুটতে দাও' নীতি অনুসরণ করেন। এর ফলে চীনে বুদ্ধিজীবিরা মুক্তচিন্তা প্রকাশের সুযোগ পায়।

প্রশ্ন :: বিশ্বে উন্নয়নশীল দেশ কতটি?
ক. ৪৮
খ. ৫৮
গ. ১৪৮
ঘ. ১৫০

ফাঁদ : স্বল্পোন্নত দেশ বা এলডিসি = ৪৮ টি
উত্তর : উন্নয়নশীল দেশ = ১৫০ টি

ব্যাখ্যা :
IMF এর মতে বিশ্বে উন্নয়নশীল দেশ ১৫০ টি
সর্বাধিক উন্নয়নশীল দেশ = চীন

প্রশ্ন :: বার্লিন সংকটের সৃষ্টি হয় যে সালে -
ক. ১৯৬১
খ. ১৯৬২
গ. ১৯৬০
ঘ. ১৯৫৮

ফাঁদ : ১৯৬১
উত্তর : ১৯৫৮

ব্যাখ্যা :
১৯৬১ : বার্লিন দেয়াল নির্মাণ হয়
১৯৫৮ : বার্লিন সংকটের সৃষ্টি হয়
১৯৬১-১৯৮৯ = বার্লিন দেয়াল নির্মাণ ও ভাঙ্গা হয়
১৯৫৮-১৯৬১ = বার্লিন সংকট, রুশ প্রেসিডেন্ট নিকিতা ক্রুশ্চেভের ভাষণের মধ্য দিয়ে সংকটের শুরু হয়।

প্রশ্ন :: ২০০৫ সালের শুরুতে পোশাক শিল্পে 'কোটা প্রথা' উঠে যায় যে চুক্তি অনুযায়ী -
ক. MFA
খ. GATT
গ. TRIPS
ঘ. TRIMS

ফাঁদ : GAAT
উত্তর : MFA

ব্যাখ্যা :
কোটা প্রথা প্রযোজ্য ছিল = ১৯৭৪ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত।
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) হলো WTO এর পূর্বসরি।
Multi Fiber Arrangement (MFA) চুক্তি অনুযায়ী কোটা প্রথা উঠে যায়।

প্রশ্ন :: 'জাতিপুঞ্জ' ছিল কোন অঞ্চলের সংস্থা ?
ক. ইউরোপ
খ. আমেরিকা
গ. ইউরোপ-আমেরিকা
ঘ. এশিয়া

ফাঁদ : ইউরোপ-আমেরিকা
উত্তর : ইউরোপ

ব্যাখ্যা :
জাতিসংঘ = বিশ্বসংস্থা
জাতিপুঞ্জ = ইউরোপীয় অঞ্চলের সংস্থা

প্রশ্ন :: অভিন্ন ইউরোপ তথা ইউরোপের দেশসমূহের মধ্যে অবাধে যাতায়াত শুরু হয় যার মাধ্যমে -
ক. গ্লাসনস্ত নীতির ফলে
খ. ম্যাসট্রিচট চুক্তির ফলে

গ. গ্লাসনস্ত-পেরেস্ত্রোইকা নীতির ফলে
ঘ. শেঙেন চুক্তির ফলে

ফাঁদ : ম্যাসট্রিচট চুক্তির ফলে
উত্তর : শেঙেন চুক্তির ফলে ইউরোপের দেশসমূহের মধ্যে অবাধে যাতায়াত শুরু হয় ।

ব্যাখ্যা :
১৯৮৫ সালে স্বাক্ষরিত শেঙেন চুক্তির ফলে ইউরোপের ২৫টি দেশের মানুষের অবাধে যাতায়াতের পথ উন্মুক্ত হয়। লুক্সেমবুর্গ-এর শেঙেন শহরে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

প্রশ্ন :: দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা বৃদ্বিকল্পে 'সাউথ কমিশন' এর উদ্যোক্তা হলো -
ক. ন্যাম
খ. এপেক
গ. বিমসটেক
ঘ. সার্ক

ফাঁদ : সার্ক
উত্তর : ন্যাম

ব্যাখ্যা :
১৯৮৬ সালে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য 'ন্যাম' এর পক্ষ থেকে 'সাউথ সাউথ কমিশন' গঠন করা হয়। গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫, জাতিসংঘে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টেকসই উন্নয়ন ও সবার জন্য সম্মানজনক জীবন নিশ্চিত করতে দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার আহ্বান জানান।

প্রশ্ন :: সমাজতন্ত্রের ১ম বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেয়া হয় যে বইতে -
ক. কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো
খ. ক্রিটিক অব পলিটিকাল ইকোনমি
গ. দাস ক্যাপিটাল
ঘ. মেইন ক্যাম্প

ফাঁদ : দাস ক্যাপিটাল
উত্তর : কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো

ব্যাখ্যা :
মেইন ক্যাম্প = নাত্সীবাদের বাইবেল
দাস ক্যাপিটাল = সমাজতন্ত্রের বাইবেল (কার্ল মার্কস, ১৮৬৭ সালে লন্ডনে রচিত, ৩ খন্ডের ২ টি মৃত্যুর পর প্রকাশিত)
কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো = সমাজতন্ত্রের ১ম বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেয়া হয়, কার্ল মার্কস অনুপ্রানিত হন = ফ্রেডরিক এঙ্গেল ও এডাম স্মিথ হতে

প্রশ্ন :: সেভেন সিস্টারস বলা হয় -
ক. ভারতের কোম্পানিসমূহকে
খ. ব্রিটিশ কোম্পানিসমূহকে
গ. আমারিকান কোম্পানিসমূহকে
ঘ. ব্রিটিশ ও আমারিকান কোম্পানিসমূহকে

ফাঁদ : ভারতের কোম্পানিসমূহকে
উত্তর : ব্রিটিশ ও আমারিকান কোম্পানিসমূহকে

ব্যাখ্যা :
সেভেন সিস্টারস কোম্পানি = ব্রিটিশ তেল কোম্পানি যথা: শেল, ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম এবং আমারিকান তেল কোম্পানি যথা: শেভরন, এক্রোন, মবিল, টেক্রাকো, গালফ কে 'সেভেন সিস্টারস কোম্পানি' বলা হয়। এরা বিশ্বব্যাপী তেল বাণিজ্যে আধিপত্য বিস্তার করে।

সেভেন সিস্টারস রাজ্য = উত্তর-পুর্ব ভারতের ৭ টি স্বাধীনতাকামী রাজ্য যথা: অরুনাচল, ত্রিপুরা, আসাম, মিজোরাম, মেঘালয়, মনিপুর, নাগাল্যান্ড কে সেভেন সিস্টার বলে।

শর্টকার্ট :
"অমি আমেত্রি মনা" or "অত্র আমি মেম না"

প্রশ্ন :: স্বাধীন-সার্বভৌম রাশিয়ার প্রথম প্রেসিডেন্ট -
ক. মিখাইল গর্বাচেভ
খ. ভাদিমি ইলিচ লেনিন
গ. জোসেফ স্ট্যালিন
ঘ. বরিস ইয়েলেটসিন

ফাঁদ : ভাদিমি ইলিচ লেনিন
উত্তর : বরিস ইয়েলেটসিন

ব্যাখ্যা :
১০ জুন, ১৯৯১ স্বাধীন-সার্বভৌম রাশিয়ায় জনগনের ভোটে নির্বাচিত প্রথম প্রেসিডেন্ট হন বরিস ইয়েলেটসিন ।

প্রশ্ন :: CIS (কমনওয়েলথ ইন্ডিপেন্ডেট স্টেটস) গঠনের উদ্যোক্তা যে দেশ -
ক. সোভিয়েত ইউনিয়ন
খ. অস্ট্রেলিয়া
গ. যুক্তরাজ্য
ঘ. ভারত

ফাঁদ : যুক্তরাজ্য
উত্তর : রাশিয়া

ব্যাখ্যা :
যুক্তরাজ্য = কমনওয়েলথ গঠনে উদ্যোগ নেয়
রাশিয়া = ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে ১৫ টি রাষ্ট্র গঠন হয়। এর ১১ টি দেশ মিলে CIS গঠন করে।
=====================

*** * * মিখাইল গর্বাচেভ * * ***

১৯৮৫ সালে ক্ষমতায় আসেন
১৯৯০ সালে নোবেল শান্তি পুরষ্কার লাভ করেন
'অভিন্ন ইউরোপীয় বাসভূমি' বা 'অখন্ড ইউরোপ' ধারণার প্রবক্তা
পেরেস্ত্রৈকা (পুণর্গঠন) ও গ্লাসনস্ত (খোলাদ্বার) নীতির প্রবক্তা
দেমোক্রাইতিজাতসিয়া (গণতন্ত্রায়ন) কর্মসূচিগুলো চালু করেন
উস্কোরেনিয়ি (অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতিশীলতা) কর্মসূচিগুলো চালু করেন
CIS (কমনওয়েলথ ইন্ডিপেন্ডেট স্টেটস) গঠন করেন
ওয়ারশ জোট ভেঙ্গে দেন
গর্বাচেভের আমলে রাশিয়া ভেঙ্গে যায়
গর্বাচেভের আমলে জার্মানিতে বার্লিন দেয়ালের পতন হয়
২৫ ডিসেম্বর ১৯৯১ = সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট পদ থেকে পদত্যাগ করেন
২৬ ডিসেম্বর ১৯৯১ = আনুষ্ঠানিকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি ঘোষণা
২৬ ডিসেম্বর ১৯৯১ = রুশ ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয়
সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট = মিখাইল গর্বাচেভ
মিখাইল গর্বাচেভের পর ক্ষমতায় আসেন = বরিস ইয়েলেটসিন
স্বাধীন-সার্বভৌম রাশিয়ায় জনগনের ভোটে নির্বাচিত প্রথম প্রেসিডেন্ট = বরিস ইয়েলেটসিন

মিখাইল গর্বাচেভ ক্ষমতায় এসে পেরেস্ত্রৈকা (পুণর্গঠন) ও গ্লাসনস্ত (খোলাদ্বার), দেমোক্রাইতিজাতসিয়া (গণতন্ত্রায়ন) ও উস্কোরেনিয়ি (অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতিশীলতা) নামক একের পর এক কর্মসূচিগুলো চালু করতে থাকেন। বিশ্লেষকরা মনে করেন, এ-সব কর্মসূচির পরিণতিতেই ১৯৯১ সালে রাশিয়া ভেঙ্গে যায়।

*** * * * গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রৈকা * * ***

গ্লাসনস্ত-পেরেস্ত্রোইকা নীতি গৃহীত হয় = ১৯৮৫ সালে (অনেক গাইডে নেই আবার কোথাও ভুল দেয়া, প্রমাণস্বরূপ pic দেখুন)
গ্লাসনস্ত-পেরেস্ত্রোইকা নীতি কার্যকর হয় = ১৯৮৮ সালে

মিখাইল গর্বাচেভ 'গ্লাসনস্ত' সংস্কার কর্মসূচির ধারণা নেন = চীনা প্রেসিডেন্ট দেং জিয়াও পিং থেকে
গ্লাসনস্ত = খোলামেলা আলোচনা বা মত প্রকাশের নীতি, সমাজতন্ত্রের পতন
পেরেস্ত্রোইকা = পূর্ণগঠন ও সংস্কার প্রশ্নে নেয়া, মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রচলন

======================,
বাংলাদেশ বিষয়াবলী = Globalization and Bangladesh (WTO, World Bank, IMF)
আন্তর্জার্তিক বিষয়াবলী = Global Initiatives and Institutions (WB, IMF, EU, WTO) & Trade.
=====================

= = = ব্রেটন উডস সম্মেলন = = =

১৯৪৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ার এর ব্রেটন উডস শহরে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৪ সালের ১ থেকে ২২ জুলাই পর্যন্ত এ সম্মেলনে বিশ্বের ৪৪টি দেশের ৭৩০ জন প্রতিনিধি অংশ নেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থা গঠন, যুদ্ধোত্তর রাষ্ট্রসমূহের পুণর্গঠন ও উন্নয়ন সাধন এবং বাণিজ্য ব্যবস্থা সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

সম্মেলনে এ মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, উক্ত বিষয়গুলোর প্রয়োগকল্পে সঠিক কাঠামো নির্মাণের উদ্দেশ্যে ৩ টি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করা যুক্তিযুক্ত হবে। প্রস্তাবিত ৩ টি বহুজাতিক ব্যবস্থা নিুরূপ: বিশ্বব্যাংক (IBRD), আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF), আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা (ITO) । এদের প্রধান কাজ হবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সমস্যা সমূহ পর্যবেক্ষণ ও সমাধানের উপায় বের করা।

১৯৪৪-৪৫ সাল নাগাদ প্রথমে ২ টি সংস্থা (বিশ্বব্যাংক গ্রুপের IBRD এবং IMF) প্রতিষ্ঠা লাভ করে । কিন্তু তৃতীয়টি নিয়ে দেখা দেয় বিবাদ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং অন্যান্য কতিপয় রাষ্ট্র বাণিজ্য ব্যবস্থা তদারকির জন্য একটি পরিবর্তনশীল সংস্থা হিসাবে গ্যাটের জন্ম দেয় ১৯৪৭ সালে। ১৯৬৪ সালে জাতিসংঘ পর্ষদ প্রদত্ত বিকল্পের ভিত্তিভূমিতেই UNCTAD প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, এবং এক সময় মনে হয়েছিল যে, ১৯৬৪ এর UNCTAD ১৯৪৭ এর গ্যাটের প্রতিস্থাপক হবে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বোতভাবে গ্যাটকে সমর্থন করায় গ্যাট পর্যায়ক্রমে শক্তিশালী হতে থাকে।

'ব্রেটন উডস ইনস্টিটিউশন' বলতে বুঝায় = ২ টি প্রতিষ্ঠানকে ।
১. WB (IBRD)
২. IMF

NB : বাজারের বেশিরভাগ বইতে ১ টি প্রতিষ্ঠান, IMFদেয়া।
(এটি ভুল, স্বপক্ষে WB ওয়েব হতে গৃহিত চিত্র দেখুন)

NB : ৩৫ লিখিত, ৩৫ প্রিলি, পূর্বের প্রিলির প্রশ্নে বহুবার, ব্যাংকসহ অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায়ও এটি নিয়ে প্রতিনিয়ত প্রশ্ন আসে।

____

ব্রেটন উডস সম্মেলনের ২ মিনিটের ভিডিও দেখতে : (Link)
https://www.youtube.com/watch…

ব্রেটন উডস সম্মেলন সম্পর্কে আরও জানতে : (Link)
http://www.brettonwoods.org/…/about-the-bretton-woods-insti…

____

= = = বিশ্বব্যাংক (World Bank) =

* বিশ্বব্যাংক (World Bank) একটি আন্তর্জাতিক আর্থিক সহায়তাকারী সংস্থা
* বিশ্বব্যাংক গঠিত হয় = ২ টি প্রতিষ্ঠান নিয়ে
১. IBRD : পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাংক
২. IDA : আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা

* লক্ষ্য : বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য বিমোচন
* কাজ : উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য ঋণ ও অনুদান প্রদান করে
* সদর দপ্তর : ওয়াশিংটন ডিসি
* সদস্য সংখ্যা : ১৮৮ টি রাষ্ট্র
* বাংলাদেশ সদস্যপদ পায় = ১৭ আগস্ট, ১৯৭২
* বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের জনক = লর্ড কেইনস এবং হ্যারি ডেক্সটার হোয়াইট
* বিশ্বব্যাংকের প্রথম প্রেসিডেন্ট = ইউগেন মেয়ার
* বিশ্বব্যাংকের বর্তমান প্রেসিডেন্ট = জিম ইয়ং কিম (১২তম)
* বিশ্বব্যাংকের সাহায্য পাওয়া প্রথম দেশ = ফ্রান্স (বিশ্বব্যাংকের প্রথম ঋণ গ্রহীতা)
* মধ্যম আয়ের দেশকে ঋণ ও সহযোগিতা দেয় = IBRD
* ১৯৯১ সালে বিশ্বব্যাংক ঘোষণা করে যে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কাঠ কাটা বা পরিবেশের ক্ষতি করে এমন স্থাপনা নির্মাণের জন্য সংস্থাটি কোন অর্থায়ন করবে না।

= **= বিশ্বব্যাংক গ্রুপ =** =

* প্রতিষ্ঠিত হয় = ১৯৪৪
* বিশ্বব্যাংক গ্রুপকে বলা হয় = Five Institutions, One Group.
* ৫ টি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে বিশ্বব্যাংক গ্রুপ গঠিত :
১. IBRD (১৯৪৪)
২. IFC (১৯৫৬)
৩. IDA (১৯৬০)
৪. ICSID (১৯৬৬)
৫. MIGA (১৯৮৮)

....
IBRD: International Bank for Reconstruction and Development.
* প্রতিষ্ঠিত হয় = ১৯৪৪
* IBRD কার্যক্রম শুরু করে = ১৯৪৬
* বিশ্ব ব্যাংক বলতে বুঝায় = IBRD কে
* এটি মধ্যম আয়ের দেশ ও দরিদ্র দেশগুলোকে ঋণ ও আর্থিক সহায়তা দেয়। …………………….................. ....
IFC: International Finance Corporation
* প্রতিষ্ঠিত হয় = ১৯৫৬
* উন্নয়নশীল দেশের টেকসই উন্নয়নে 'বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্বিতে' কাজ করে।
* বেসরকারি খাতের প্রকল্পে অর্থায়ন করে।
* আন্তর্জাতিক 'আর্থিক বাজার উন্নয়নে' কাজ করে।
....
IDA: International Development Association
* প্রতিষ্ঠিত হয় = ১৯৬০
* soft loan window বলা হয় = IDA এর ঋণকে (কারণ সহজ শর্তে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেয়)
....
ICSID : International Centre for Settlement of Investment Disputes
* প্রতিষ্ঠিত হয় = ১৯৬৬
* সরকার এবং বিদেশী বিনিয়োগকারীদের মধ্যে 'বিনিয়োগ বিরোধ নিষ্পত্তি' করতে কাজ করে।
....
M IGA: Multilateral Investment Guarantee Agency
* প্রতিষ্ঠিত হয় = ১৯৮৮
* উদীয়মান অর্থনীতির দেশে 'বৈদেশিক

বিনিয়োগ' (FDI) আকর্ষণ ও বিনিয়োগ বৃদ্বিতে কাজ করে।

সহজে মনে রাখতে .... 🙂:)

* 'ব্রেটন উডস ইনস্টিটিউশন' বলতে বুঝায় = ২ টি প্রতিষ্ঠানকে ।
১. WB (IBRD)
২. IMF

* বিশ্বব্যাংক গঠিত হয় = ২ টি প্রতিষ্ঠান নিয়ে ।
১. IBRD (International Bank for Reconstruction and Development)
২. IDA (International Development Association)

* বিশ্বব্যাংক গ্রুপ গঠিত হয় = ৫ টি প্রতিষ্ঠান সমন্বয়ে: (আদ্যাক্ষর অনুযায়ী মনে রাখুন)
১. IBRD
২. ICSID
৩. IDA
৪. IFC
৫. MIGA

= = IMF : International Monetary Fund = =

* গঠনের সিদ্বান্ত হয় = ১৯৪৪ (ব্রেটন উডস সম্মেলন)
* প্রতিষ্ঠিত হয় = ১৯৪৫, ২৭ ডিসেম্বর
* আর্থিক কার্যক্রম শুরু করে = ১৯৪৭ (১৬ তম বিসিএস)
* সদস্য = ১৮৮ টি দেশ
* ব্যবস্থাপনা পরিচালক = ক্রিস্টিনা লাদার্থ (ফ্রান্স)
* এটি 'মুদ্রার বিনিময় হার স্থিতিশীল' রাখতে কাজ করে।
* এটি 'অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্বিতে' ও 'বানিজ্য ঘাটতি' শোধরাতে আর্থিক সহযোগিতায় দান করে।
* এর রিজার্ভ সম্পদের একককে বলে = SDR (special drawing right)
* ১৯৬৯ সালে SDR প্রবর্তন করা হয়।

The IMF uses a quota system and its unit of account is the SDR (special drawing right). The currency value of the SDR is determined by summing the values in U.S. dollars, based on market exchange rates, of a basket of major currencies (dollar, Euro, yen, and pound).

= = BIS : Bank for International Settlements = =
* প্রতিষ্ঠিত হয় = ১৯৩০
* সকল 'কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ব্যাংক' হলো = BIS
* আর্থিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার সাধনার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকসমূহকে সহযোগিতা করে।

= = = বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) = = =

* এটি বিশ্বের বাণিজ্য সংক্রান্ত নীতি প্রবর্তন এবং সদস্য রাষ্ট্র বা পক্ষ সমূহের মধ্যকার মতপার্থক্য দূর করতে সাহায্য করে থাকে
* প্রতিষ্ঠিত হয় = ১জানুযারী, ১৯৯৫ (প্রতিষ্ঠাকালীন উরুগুয়ে রাউন্ডেই সদস্য হয় = ১২৩)
* বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ = ১০ জানুয়ারী, ১৯৯৫
* 'উরুগুয়ে রাউন্ড বাণিজ্য সমঝোতার' মাধ্যমে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) গঠিত হয়
* উরুগুয়ে রাউন্ডের সংলাপ হয়েছিল = ৮ বত্সর (১৯৮৬-৯৪)

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :
* বিশ্ব বাণিজ্যের প্রসার করা
* মুক্ত বাণিজ্যের প্রসার করা
* বাণিজ্যের অ- শুল্ক বাধা সমূহ দূর করা

* বাণিজ্য আলোচনার ফোরাম হিসেবে বাণিজ্য বিরোধ নিষ্পত্তি করে।

* সদর দপ্তর = জেনেভা, সুইজারল্যান্ড
* দাপ্তরিক ভাষা = ৩ টি (ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, স্পেনিশ)
* বর্তমানে মোট সদস্য = ১৬১ টি
* সর্বশেষ সদস্য = সিচেলিস
* WTO এর পুর্বসরি = GATT or GATT উত্তরাধিকারী WTO
* GATT WTO তে রুপান্তরিত হয় = ১৯৯৫ সালে
* WTO এর সবোর্চ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহনের দায়িত্ব মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের (Council of Ministers) ওপর ন্যস্ত। মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন (Council of Ministers) অন্তত দুবছরে একবার মিলিত হয়।

= = = GATT = = =

* গ্যাট মূলত কোন বাণিজ্যিক সংস্থা নয়, এটা একটা বাণিজ্যিক চুক্তি।
* ১৯৪৭ সালে জেনেভাতে GATT চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
* উদ্দেশ্য : বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নতুন কর্মসূচী প্রণয়ন করা এবং মুক্তবাজার অর্থনীতিকে গতিশীল করা।

= = = GATT হতে WTO (একনজরে) = = =

২য় বিশ্বযুদ্ব পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক নির্ধারণের প্রয়োজন থেকেই GATT জন্মলাভ করে। গ্যাট চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে চুক্তিটিকে একটি বহুপাক্ষিক বাণিজ্য সংস্থায় রূপান্তর করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এ প্রয়োজনেই ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত গ্যাটের কর্তৃত্বকে আরো শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে চুক্তিটির আলোচনার মাধ্যমে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (WTO) গঠনের উদ্যোগ শুরু হয়। অবশেষে ১৯৮৬ সালে গ্যাটের উরুগুয়ে রাউন্ড আলোচনার মধ্য দিয়েই চুক্তিটি বিশ্ববাণিজ্য সংস্থায় রুপান্তর লাভ করে। ১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারী GATT আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে।

= = = উরুগুয়ে রাউন্ড = = =
* ১৯৮৬ সালে উরুগুয়েতে ১০৭টি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে 'গ্যাট বৈঠক' শুরু হয়।
* উরুগুয়ে রাউন্ডই 'ডাংকেল প্রস্তাব' গৃহীত হয়।

= = = ডাংকেল প্রস্তাব = = =
* ১৯৯৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর 'ডাংকেল প্রস্তাব' গৃহীত হয়।
* এই 'ডাংকেল প্রস্তাবের' আওতায় ২০০৪ সালে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পে নির্ধারিত 'কোটা প্রথা' উঠে যায়।

======================
তথ্যসূত্র :
* WB ওয়েবসাইট
* WB গ্রুপ ওয়েবসাইট
* IMF ওয়েবসাইট
* WTO ওয়েবসাইট

A to Z solution - পরিবেশ বিষয়ে বাজারের বইয়ের কিছু ভুল সংশোধনসহ..........!!!

======================
Plz follow the update post : (New) update of old post
প্রিলির সিলেবাসে উল্লেখকৃত : আন্তর্জার্তিক বিষয়াবলী = আন্তর্জাতিক পরিবেশ ইস্যু ও কূটনীতি (৪ নম্বর)

লিখিতর সিলেবাসে উল্লেখকৃত : বাংলাদেশ বিষয়াবলী = Bangladesh's environment and nature and

challenges and prospects.
আন্তর্জার্তিক বিষয়াবলী = Global Environment, Climate change.
=====================
পরিবেশ বিষয়ক সংগঠন ও অন্যান্য
=====================

UNEP : (United Nations Environment Program)
গঠিত হয় = ৫ জুন, ১৯৭২
সদর দপ্তর = নাইরোবি, কেনিয়া

IPCC : (Intergovernmental Panel on Climate Change)
* এটি জাতিসংঘের একটি 'বিজ্ঞানসম্মত body' যা জলবায়ু পরিবর্তনের 'ঝুঁকি মূল্যায়নে' কাজ করে
* এটি UNEP ও WMO এর যৌথ উদ্যোগে গঠিত হয়।
* গঠিত হয় = ১৯৮৮
* সদস্য সংখ্যা = ১৯৫ (বাজারের বইতে নেই)

স্টকহোম সম্মেলন তো হিয়েছিলো ১৯৭২ সালে. আর সেখানেই UNEP গঠিত হয়েছিলো এবং ৫জুন কে বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

UNFCCC : (United Nations Framework Convention on Climate Change)

* জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে জাতিসংঘের একটি 'রূপরেখা'
* ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত ১ম ধরিত্রী সম্মেলনে এটি স্বাক্ষরিত হয়।

COP (Conference of the Parties) :
* The COP is the supreme body of the UNFCCC. It currently meets once a year to review the Convention's progress and establish the rules of its implementation.
* মোট পক্ষ = ১৯৬ (বাজারের বইতে নেই)
* sign করেছে = ১৬৮

=====================
পরিবেশ ও জলবায়ু সম্মেলন
=====================

স্টকহোম সম্মেলন : ((CORRECTION))
* ১৯৭২ সালে বিশ্ব পরিবেশ বিষয়ে প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়
* সেখানেই UNEP গঠিত হয়েছিলো
* ৫ জুন কে 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' ঘোষণা / পালনের সিদ্ধান্ত হয়।

১ম ধরিত্রী সম্মেলন :
* ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়
* ১৭২ টি দেশের ২৪০০ প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশ নেয়। (বাজারের বইতে ও কিছু পোস্টে ভুল দেয়া ছিল) (pic দেখুন)
* Agenda-21 (৮০০ পৃষ্ঠাব্যাপী) নামক কার্যক্রম গৃহিত হয়
* সম্মেলনের 'রিও ঘোষণায়' (Rio Declaration) ২৭ টি নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত আছে
* জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে জাতিসংঘের রূপরেখা = UNFCCC স্বাক্ষরিত হয়।

২য় ধরিত্রী সম্মেলন (রিও+৫) :
১৯৯৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয়।

হেগ সম্মেলন :
২০০০ সালে নেদারল্যান্ডের হেগ শহরে পরিবেশ বিষয়ক হেগ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

৩য় ধরিত্রী সম্মেলন (রিও+১০)
* ২০০২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে ৩য় ধরিত্রী সম্মেলন (রিও+১০) বা 'বিশ্ব টেকসই উন্নয়ন সম্মেলন' (World Summit on Sustainable Development) অনুষ্ঠিত

হয়
* টেকসই উন্নয়ন বিষয়ে এটিই প্রথম সম্মেলন।

কোপেনহেগেন সম্মেলন (কোপ-১৫) :
* ২০০৯ সালে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কোপ-১৫ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় - ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে
* উন্নত দেশগুলো একটি 'গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড' গঠনের অঙ্গীকার করে
* ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র দেশগুলোর সহায়তায় প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন ডলার প্রদান করা হবে - ২০২০ সাল হতে।

৪র্থ ধরিত্রী সম্মেলন (রিও+২০) :
* ২০১২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরিতে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যার মূল নাম (United Nation Conference on Sustainable Development).
* ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট দিলমা রুসেফ “কেমন পৃথিবী আমরা দেখতে চাই” (The future world that we want to see) নামক বক্তব্য পাঠ করে
* টেকসই উন্নয়নে 'প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো' তৈরি করার সিদ্ধান্ত হয়
* 'সবুজ অর্থনীতি' (Green Economy) গড়ে তোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়

জলবায়ু বিষয়ক সম্মেলন : (update)
* জাতিসংঘের জলবায়ু বিষয়ক সর্বশেষ সম্মেলন = পেরুর রাজধানী লিমায় (১-১২ ডিসেম্বর, ২০১৪)
* জাতিসংঘের জলবায়ু বিষয়ক পরবর্তী সম্মেলন = লি বুরগেট, ফ্রান্স (নভেম্বর- ডিসেম্বর, ২০১৫)
* কানকুন সম্মেলন অনুণিষ্ঠত হয় = মেক্সিকোর কানকুন শহরে (২০১৪)
* COP পরবর্তী সম্মেলন = মরক্কোতে (ডিসেম্বর, ২০১৬) ((CORRECTION))

====================
চুক্তি, প্রটোকল ও কনভেনশন
====================

ভিয়েনা কনভেনশন :
১৯৮৫ সালে গৃহীত, ওজোন স্তর সুরক্ষা ও সংরক্ষণ বিষয়ে

বাসেল কনভেনশন :
১৯৮৯ সালে সুইজারল্যান্ডে গৃহীত, বিপজ্জনক বর্জ্য দেশের সীমান্তের বাইরে চলাচল এবং এদের নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে

মন্ট্রিল প্রটোকল : ((CORRECTION))
* কানাডার মন্ট্রিলে শহরে ওজোন স্তর বিনষ্টকারী দূষিত রাসায়নিক পর্দাথের নি:সরণ কমানো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়
* গৃহীত হয় = ১৯৮৭
* কার্যকর হয় = ১৯৮৯
* প্রটোকলটি কার্যকর হওয়ার পর এই পর্যন্ত মোট ৪ বার সংশোধিত হয়েছে :
১.লন্ডনে ১৯৯০ সালে
২.কোপেনহেগেনে ১৯৯২ সালে
৩.মন্ট্রিলে ১৯৯৭ সালে
৪.বেইজিংয়ে ১৯৯৯ সালে।

UNFCCC :
* এটি জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে জাতিসংঘের একটি রূপরেখা
* তৈরি হয় = ১৯৯২
* কার্যকর হয় = ১৯৯৪
* বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে = ১৯৯২, ৯ জুন
* বাংলাদেশ অনুমোদন করে = ১৯৯৪, ১৫ এপ্রিল

জীব বৈচিত্র্য সংক্রান্ত কনভেনশন :
* স্বাক্ষরিত হয় = ৫ জুন, ১৯৯২
* কার্যকর হয় = ১৯৯৩ সালে

কিয়োটো প্রটোকল :
* জাপানের প্রাচীন রাজধানী কিয়েটোতে বিশ্বের উষ্ণতা রোধ বিষয়ে এই প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়

* স্বাক্ষরিত হয় = ১৯৯৭, ১১ ডিসেম্বর (অনেক বইতে নেই, আবার কোথাও ভুল তারিখ দেয়া) (pic দেখুন)
* কার্যকর হয় = ২০০৫, ১৬ ফেব্রুয়ারি (অনেক বইতে নেই, আবার কোথাও ভুল তারিখ দেয়া) (pic দেখুন)
* বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে = ২০০১, ২২ অক্টোবর
* বাংলাদেশ কার্যকর করে = ২০০৫, ১৬ ডিসেম্বর
* প্রটোকলটির মেয়াদ শেষ হবে = ২০২০ সালে (পূর্বের মেয়াদ ২০১২ + ৮ বত্সর বৃদ্ধি)
* অনুমোদনকারী মোট দেশ = ১৯২ (বাজারের বইতে update নেই)
* স্বাক্ষর করেছে কিন্তু অনুমোদন (ratify) করেনি = আমেরিকা
* কিয়োটো প্রত্যাহার কারী একমাত্র দেশ = কানাডা
NB: প্রিলি ও ৩৪ লিখিতসহ একাধিকবার এই ইস্যুটি এসেছে।

The Kyoto Protocol was adopted in Kyoto, Japan, on 11 December 1997. Due to a complex ratification process, it entered into force on 16 February 2005.

.

There are now 195 Parties to the Convention and 192 Parties to the Kyoto Protocol.

.

KP, as it is referred to in short, sets binding emission reduction targets for 37 industrialized countries and the European community in its first commitment period. Overall, these targets add up to an average five per cent emissions reduction compared to 1990 levels over the five-year period 2008 to 2012 (the first commitment period).

.

The Protocol's first commitment period started in 2008 and ended in 2012. The second commitment period began on 1 January 2013 and will end in 2020.

কার্টাগোনা প্রটোকল :
* জৈব নিরাপত্তা বিষয়ক চুক্তি কানাডার মন্ট্রিলে স্বাক্ষরিত হয়
* গৃহীত হয় = ২০০০
* কার্যকর হয় = ২০০৩
* বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে = ২০০০ সালে
* বাংলাদেশ কার্যকর করে = ২০০৪ সালে

====================

বাংলাদেশের -- স্বাক্ষর, অনুমোদন ও কার্যকর
(একনজরে)

====================

* জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত কনভেনশন স্বাক্ষর = ১৯৯২
* UNFCCC স্বাক্ষর = ১৯৯২, ৯ জুন
* UNFCCC অনুমোদন = ১৯৯৪, ১৫ এপ্রিল
* কার্টাগোনা প্রটোকল স্বাক্ষর = ২০০০ সালে
* কার্টাগোনা প্রটোকল কার্যকর = ২০০৪ সালে
* কিয়োটো প্রটোকল স্বাক্ষর = ২০০১, ২২ অক্টোবর
* কিয়োটো প্রটোকল কার্যকর = ২০০৫, ১৬ ডিসেম্বর

জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র :
* অনুমোদন = ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
* মেয়াদ = ১০ বছর (২০১২-২০২১)

====================

গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য :
=====================
* সর্বাধিক গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণকারী দেশ = চীন (২য়: যুক্তরাষ্ট্র)
* সর্বাধিক কার্বন নিঃসরণকারী দেশ = চীন (২য়: যুক্তরাষ্ট্র)
* মাথাপিছু হিসেবে সর্বাধিক কার্বন নিঃসরণকারী দেশ = কানাডা
* সম্প্রতি কার্বন কর চালু করেছে = অস্ট্রেলিয়া
* সম্প্রতি পরিবেশ দূষণ বীমা চালু করেছে = চীন

পুরস্কার :
=====================
চ্যাম্পিয়ন অফ দ্যা আর্থ :
* ২০০৪ সালে জাতিসংঘ পরিবেশ সংস্থা কর্তৃক এই পুরস্কার প্রবর্তিত হয়
* ২০০৫ সাল হতে পুরস্কার দেয়া শুরু হয়
* মোট ৬ টি ক্যাটাগরিতে এই পুরুস্কার দেয়া হয়
* প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'পলিসি লিডারশিপ' ক্যাটাগরিতে এই পুরুস্কার পেয়েছেন
* এই পর্যন্ত ৬৭ জন এই পুরস্কার পেয়েছেন

গোল্ডম্যান এনভায়রনমেন্টাল প্রাইজ :
* এটিকে 'পরিবেশের নোবেল' বলা হয়
* প্রবর্তন হয় = ১৯৯০

পরিবেশে বিষয়ে প্রথম
=====================
* 'ইকোলজি' শব্দটি ১৮৭০ সালে ব্যবহার করেন = জার্মান পরিবেশ বিজ্ঞানী আর্নেস্ট হেইকেল। ইকোলজি গ্রিক শব্দ
* 'গ্রিনহাউস' শব্দটি ১৮৯৬ সালে ব্যবহার করেন = সুইডিস বিজ্ঞানী সোভনর্টে আরহেনিয়াস
* মেরু প্রদেশে ওজনস্তরের ফাটল লক্ষ্য করেন = জোনাথন শাকলিন
* সবুজ বিপ্লবের সৃষ্টি করেন = নরম্যান বেলেরগ

পরিবেশ বিষয়ক Terms:
=====================
* গ্রিনফান্ড = পরিবেশ দুর্যোগ মোকাবেলাতে গঠিত তহবিল
* গ্লোবাল জিরো = ২৫ বছরের মধ্যে 'বিশ্বকে পরমাণূ অস্ত্রমুক্তকরণ কর্মসূচী'
* গ্রিন সার্টিফিকেট = কার্বন ডাই অক্সাইড হ্রাসের লক্ষ্যে ডেনমার্কে প্রবর্তিত হয়
* গ্রিন পার্টি = = নিউজিল্যান্ডের 'ভ্যালুস পার্টিকে পৃথিবীর প্রথম গ্রিন পার্টি বলা হয়
* গ্রিন কেমিস্টি = পরিবেশ সহায়ক রাসায়নিক পদার্থ যাতে পরিবেশের ক্ষতি কম হয়
* গ্রিনবেল্ট মুভমেন্ট = কেনিয়ার নোবেল বিজয়ী ওয়াংগেরি মাথেই এর বনায়ন কর্মসূচী

শব্দের উত্পত্তি ও অর্থ
=====================
* সুনামি (জাপানি শব্দ) = ঢেউ বা সামুদ্রিক ভূমিকম্প
* এল নিনো (স্প্যানিশ শব্দ) = বালক
* লা-নিনা (স্প্যানিশ শব্দ) = বালিকা
* সিডোর (সিংহলী শব্দ) = চোখ
* আইলা = ডলফিন
* নার্গিস = ফুল

অঞ্চলভিত্তিক সাইক্লোনের বিভিন্ন নাম
=====================
* উইলি উইলি = অস্ট্রেলিয়া
* জোয়ান = ক্যারিবীয় অঞ্চলে
* সাইক্লোন = বাংলাদেশ ও ভারতীয় অঞ্চলে
* টাইফুন = জাপান ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে

* হ্যারিকেন/ক্যাটেরিনা = আমেরিকা ও আটলান্টিক মহাসাগরীয় অঞ্চলে

সুনামি :
* ৭.৫ রিখটার স্কেল ভুমিকম্পের সাথে সুনামি হয়
* বাংলাদেশে প্রথম সুনামি হয় = ১৭৭৬ সালের ২ এপ্রিল
* ২০১১ তে জাপানের ফুকুসিমাতে সুনামির সাথে পারমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র ধ্বংস হয়

পরিবেশ, দুর্যোগ ও বাংলাদেশ
=====================
* পলিথিন শপিংব্যাগ নিষিদ্ধ করা হয় = ২০০২ সালে
* বাংলাদেশে পরিবেশ আদালত আছে = ৩টি (ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট)
* ঘূর্নিঝড় ও দুর্যোগ পূর্বাভাস কেন্দ্র = ১ টি (SPARSO)
* প্রতিরক্ষা মন্ত্রাণালয়ধীন Bangladesh Space Research & Remote Sensing Organization (SPARSO) আগারগাঁওয়ে অবস্থিত।

গুরুত্বপূর্ন সাল
=====================
১৯৮০ = SPARSO প্রতির্ষ্ঠিত
১৯৯২ = জাতীয় পরিবেশ নীতি
১৯৯২ = বেলা গঠিত হয়
১৯৯৩ = দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো গঠিত
১৯৯৩ = বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরষ্কার প্রবর্তন
১৯৯৪ = জাতীয় বৃক্ষমেলা প্রবর্তন
১৯৯৫ = পরিবেশ সংরক্ষণ আইন
১৯৯৭ = পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা
২০০০ = বাপা গঠিত হয়
২০০৪ = দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি চালু
২০১২ = দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন প্রণীত
২০১৩ = জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র অনুমোদন

অন্যান্য
=====================
বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রলংঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস হয় = ১৯৭০ সালের ১২ই নভেম্বর এবং ২৯ শে এপ্রিল ১৯৯১
সিডর = ১৫ই নভেম্বর ২০০৭ আঘাত হানে
আইলা = ২০০৯ সালে আঘাত হানে
কাল বৈশাখী ঝড় হয় = এপ্রিল-মে মাসে
বাংলাদেশকে ৩টি ভুমিকম্পনীয় অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে
১ রিখটার স্কেলের ৭ মাত্রার সর্বোচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে দেশের 'উত্তর-পূর্ব' অঞ্চল

৩৫ প্রিলির প্রশ্নের আলোকে ৩৬ প্রিলির প্রস্তুতি :: আন্তর্জার্তিক বিষয়াবলী Topic :: আন্তর্জার্তিক সংগঠন ও বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান (এলডিসি: কিছু তথ্য)

এলডিসিভুক্ত দেশ ছিল = ৫২ টি
বর্তমানে এলডিসিভুক্ত দেশ আছে = ৪৮টি
জাতিসংঘ বিশ্বের স্বল্পোন্নত (এলডিসি) দেশের তালিকা করে = ১৯৭১ সালে
১৯৭১ সাল থেকে এ পর্যন্ত মাত্র এলডিসি থেকে বের হতে পেরেছে = ৪ টি দেশ
এলডিসি থেকে বের হতে পেরেছে = বতসোয়ানা, কেপ ভারদে, মালদ্বীপ ও সামোয়া
এলডিসি থেকে বের হওয়া দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র দেশ = মালদ্বীপ
এলডিসি গ্রুপ এর সদস্য সংখ্যা = ৩৪টি
এলডিসির অভিধা থেকে বের হওয়ার জন্য কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে সময় পেয়েছে: ২০২০ সাল

স্বল্পোন্নত (এলডিসি) কি :
স্বল্পোন্নত (এলডিসি) নির্ণয়ে উন্নয়ন-প্রক্রিয়া কার্যত স্থবির, দারিদ্র্যহার কমানোর ক্ষেত্রে ব্যর্থ, ঝুঁকির তীব্রতা বেশি তাদের স্বল্পোন্নত (এলডিসি) দেশ বলে। স্বল্পোন্নত (এলডিসি) দেশকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বিদেশি ঋণ ও অনুদান পাওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্থা ও উন্নত দেশগুলোর কাছ থেকে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার নীতি ও সিদ্ধান্ত রয়েছে জাতিসংঘ, ডাব্লিউটিওসহ নানা আন্তর্জাতিক সংস্থায়।

স্বল্পোন্নত দেশ (LDC) নির্ধারণ করার সূচক বা ভিত্তি : ৩ টি
১. মাথাপিছু আয়
২. মানবসম্পদ উন্নয়ন
৩. অর্থনীতির ভঙ্গুরতা

স্বল্পোন্নত দেশ (LDC) থেকে উন্নয়নশীল দেশে উঠে আসতে জাতিসংঘের শর্ত রয়েছে : ৩ টি
১ম শর্ত: ৩ বছরের গড় মাথাপিছু আয় কমপক্ষে ১১৯০ ডলার হতে হবে।
২য় শর্ত: হলো-মানবসম্পদের উন্নয়ন। এ ক্ষেত্রে পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়নকে মূল্যায়ন করে জাতিসংঘ।
৩য় শর্ত: ভঙ্গুর অর্থনৈতিক অবস্থা দূর করা।

এলডিসি গ্রুপ (LDC Group) :
বর্তমানে ৪৮টি স্বল্পোন্নত দেশের মধ্যে ৩৪টি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) এর সদস্য। আর বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় (ডব্লিউটিওতে) এই ৩৪টি দেশের দল বা গ্রুপটিকেই "এলডিসি গ্রুপ" বলে। সুতরাং এলডিসি গ্রুপ (LDC Group) এর সদস্য সংখ্যা ৩৪টি ।

অন্যান্য :
এলডিসি দেশ নিয়ে আঙ্কটাডের নেতৃত্বে ১৯৮১, ১৯৯০, ২০০১ ও ২০১১ সালে ৪ টি সম্মেলন হয়েছে।
এলডিসির সর্বশেষ সম্মেলন হয় ইস্তাম্বুল, তুরস্কে।
বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় (ডব্লিউটিও) স্বল্পোন্নত দেশ বা এলডিসির সমন্বয়ক মনোনীত হয়েছে = ৫ বার

৩৬ প্রিলি ::: আন্তর্জার্তিক বিষয়াবলী
Topic ::: বৈশ্বিক ইতিহাস (৪ নম্বর)

প্রতিবাদ অন্যায়কে পরিবর্তন করার ভাষা। প্রতিবাদের মাধ্যমে পরিবর্তন সাধিত হয় সমাজে, সমাজ থেকে রাষ্ট্রে। আসুন দুনিয়া কাঁপানো কিছু প্রতিবাদ (বিশ্বস্মরণীয় বিপ্লব) সম্পর্কে জেনে নিই:

মার্টিন লুথার কিংয়ের বিখ্যা “ I have a dream ভাষণ ”

১৯৬৩ সালে মার্টিন লুথার কিং কিং এই বৈষম্যমূলক আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন ঘোষনা করেন। কিং তার অনুসারীদের নিয়ে দুইমাস ব্যাপী আন্দোলন চালিয়ে যান, আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল আলাবামাতে কালোদেরকেও সাদাদের সমান অর্থনৈতিক সুবিধা দিতে হবে, কালোদের সর্বত্র প্রবেশাধিকার থাকতে হবে, শিশুশ্রম বন্ধ করতে হবে। এমনি এক শান্তিপূর্ন প্রতিবাদ সমাবেশে আলাবামার পুলিশ সেই সমবেত জনতার উপর দমনমূলক নীপিড়ন চালায়, পুলিশ উষ্ণ

ক্ষমতাসম্পন্ন জলকামান, টিয়ার গ্যাস, কুকুর লেলিয়ে দেয়াসহ সব রকম অত্যাচার করে সেই শান্তিকামী কালো জনতার উপর, শিশুরাও রেহাই পায়নি এর থেকে। মার্টিন লুথার কিং সহ আরও অনেকেই গ্রেফতার হন। এই ঘটনা খুব ব্যাপক সাড়া জাগায় সারা বিশ্বব্যাপী।

সকল নাগরিকের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার চলমান আন্দোলনের এক পর্যায়ে ১৯৬৪ সালের ২৮শে অগাস্ট দাসপ্রথা বিলুপ্তির ১০০ বছর পূর্তিতে অগুনতি মানুষের সমাগম হয় ওয়াশিংটন ডিসির লিঙ্কন মেমোরিয়ালের সামনে। সাদা কালো সকল বর্ণের মানুষ এসেছিল সেদিন ঐ শান্তিপূর্ন প্রতিবাদ সমাবেশে কারন এই সমাবেশ ছিল কালোদের স্বাধীনতা বা মুক্তি এবং চাকুরীর নিশ্চয়তা সম্পর্কিত, এই সমাবেশে আমেরিকার দক্ষিনী রাজ্যের দুঃখী কালো মানুষদের হয়ে বক্তৃতা করেছিলেন মার্টিন লুথার কিং। ডঃ মার্টিন লুথার কিং ঐদিন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ, পৃথিবী শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা করেন, যা কিনা 'আই হ্যাভ এ ড্রিম' নামে খ্যাত।

এই ভাষণে তিনি বলেছিলেন, কিভাবে বর্ণবৈষম্য গোটা জাতিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, শুধু কালো আমেরিকানদের জীবনকে নয়। এরপর তিনি তুলে ধরেন ভবিষ্যতের আমেরিকা নিয়ে তার আশাবাদকে, যেখানে সব আমেরিকান হবে সমান। এটাই হবে সত্যিকারের স্বপ্নের আমেরিকা। 'আই হ্যাভ এ ড্রিম' শিরোনামের ওই ভাষণে তিনি বলেন, 'আমার একটি স্বপ্ন আছে যে একদিন জর্জিয়ার লাল পাহাড়ে, সাবেক দাসের সন্তান আর সাবেক দাস-মালিকের সন্তান একসঙ্গে ভ্রাতৃত্বের আসনে বসতে সক্ষম হবে। আমার একটি স্বপ্ন আছে যে একদিন, এমনকি মিসিসিপি স্টেটে যে ছটফট করছে অবিচারের উত্তাপে, যে ছটফট করছে নিষ্পেষণের উত্তাপে, সেটিও পাল্টে গিয়ে হয়ে উঠবে মুক্তি আর ন্যায়ের মরুদ্যান। আমার একটি স্বপ্ন আছে যে আমার ছোট চারটি সন্তান একদিন এমন একটি জাতির মধ্যে বসবাস করবে, যেখানে গায়ের রং দিয়ে আর তাদের বিচার করা হবে না, করা হবে চরিত্রগুণ দিয়ে। এই ভাষণের প্রভাবেই ১৯৬৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার আইন ও ১৯৬৫ সালে ভোটাধিকার আইন প্রণয়ন করা হয়। আমেরিকা থেকে কাগজে কলমে, রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিটি ধাপে, প্রতিটি ক্ষেত্রে বর্ণ বৈষম্য দূর হয়েছে। এই মানুষটি মাত্র ৩৫ বছর বয়সেই শান্তিতে নোবেল প্রাইজ পান ১৯৬৪ সালে।

**** তিয়েনআনমেন স্কয়ার *****

১৯৮৯ সালের জুন মাসে কমিউনিস্ট চীন কেঁপে উঠে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভে। এর আগে ১৫ এপ্রিল নিহত হন চীনের সুশীল সমাজের অন্যতম অগ্রনায়ক ও সরকারবিরোধী বুদ্ধিজীবী হু ইয়াওবাং । তার মৃত্যুর পর থেকেই ছাত্র, জনতা ও পেশাজীবীরা প্রতিবাদ জানাতে থাকে বিভিন্ন ভাবে। জুন মাসে রাজধানী বেইজিংয়ের তিয়েনআনমেন স্কয়ারে এ বিক্ষোভের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এই সময়ে তিয়েনআনমেন স্কয়ারে জমায়েত হয়ে উদার নীতির আদর্শে উদ্ভাসিত প্রায় ১০ লাখ ছাত্র জনতা ও সাধারণ মানুষ চীন সরকারের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক প্রতিবাদ জানায়। এই আন্দোলনের এক পর্যায়ে চীন সরকার সামরিক আইন জারি করে কঠোর দমননীতির আশ্রয় নেয়। অনুমান করা হয়, চীন সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর প্রায় কয়েক হাজার প্রতিবাদী মানুষকে সে দিন হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়ে হয়েছিলো।

*** বার্লিন দেয়াল ভাঙ্গার ডাক ****

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে আলাদা হয়ে গিয়েছিলো জার্মানি। পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির রাজনৈতিক ভিন্নতার প্রতীক বার্লিন দেয়াল

নির্মিত হয়েছিলো ১৯৬১ সালে বার্লিনের মাঝখান দিয়ে। দেয়াল তুলে আলাদা করে দেওয়া হয়েছিলো সাধারণ জার্মানদের আশা আকাঙ্ক্ষাকে। রাজনৈতিক ভিন্নতার স্বীকার হয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে মুখ দেখাদেখি হয়েছিলো বন্ধ। আশির দশকের শেষ দিকে পূর্ব জার্মানি নিজেদের রাজনৈতিক নীতির উদারীকরণ শুরু করে। ১৯৮৯ সালে সমগ্র পূর্ব ইউরোপে যখন উদার নীতির জয়গান চলছে, ঠিক তখনই পূর্ব জার্মানি পশ্চিমের সঙ্গে সীমান্ত খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সে বছরের ৯ নভেম্বর হাজার হাজার জার্মান বার্লিন দেয়ালের কাছে জড়ো হয়ে দেয়ালটি ভেঙ্গে ফেলতে উদ্যত হয়। তারা দেয়ালের ওপর উঠে নেচে-গেয়ে ২৮ বছরের বিচ্ছেদের প্রতিবাদ জানায়। ভেঙে ফেলে সেই বিচ্ছেদের সৌধ। পরের বছর ১৯৯০ সালের ৩ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে দুই জার্মানির মধুর মিলন ঘটে।

***** মিসরে আরব বসন্ত *****

হোসনি মোবারক সরকারের লাগামহীন দুর্নীতি, নিত্যপণ্যের উচ্চমূল্য মূল্য, অসীম বেকারত্ব মিসরীয়দের দারুণ হতাশার জন্ম দেয়। সেই হতাশার সর্বোচ্ছ বহিঃপ্রকাশ ঘটে ২০১১ সালের ২৫ জানুয়ারী। রাজধানী কায়রোর কেন্দ্রে অবস্থিত তাহরির স্কয়ারে জমায়েত হয় মোবারক বিরোধী লাখ লাখ জনতা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের যুগে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এই বিক্ষোভ। পরাজিত হন স্বৈরশাসক হোসনি মোবারক। পরবর্তীতে তিনি ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন।

*** ডান্ডি পদযাত্রা বা লবন সত্যাগ্রহ ****

১৯৩০ সালের ১২ মার্চ ডান্ডি পদযাত্রা বা লবন সত্যাগ্রহ শুরু হয়। এই সত্যাগ্রহ ছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। লবণ পদযাত্রা ঔপনিবেশিক ভারতে ব্রিটিশদের একচেটিয়া লবণ নীতির বিরুদ্ধে একটি অহিংস করপ্রদান-বিরোধী প্রতিবাদ আন্দোলন। ১৯২০-২২ সালের অসহযোগ আন্দোলনের পর লবণ সত্যাগ্রহই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংগঠিত ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন। ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস "পূর্ণ স্বরাজ" প্রস্তাব গ্রহণ করার অব্যবহিত পরেই এই সত্যাগ্রহের সূচনা ঘটে। মহাত্মা গান্ধী আমেদাবাদের কাছে তাঁর সবরমতী আশ্রম থেকে ডান্ডি পদযাত্রা শুরু করে ২৪ দিনে ২৪০ মাইল (৩৯০ কিলোমিটার) পথ পায়ে হেঁটে ডান্ডি গ্রামে এসে বিনা-করে সমুদ্রের জল থেকে লবণ প্রস্তুত করেন। বিরাট সংখ্যক ভারতীয় তাঁর সঙ্গে ডান্ডিতে আসেন। ১৯৩০ সালের ৬ এপ্রিল সকাল সাড়ে ৬টার সময় গান্ধীজি লবণ আইন ভেঙে প্রথম লবণ প্রস্তুত করেছিলেন। সেই সঙ্গে তাঁর লক্ষাধিক অনুগামীও লবণ আইন ভেঙে ভারতে আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা করলেন। এই আন্দোলনের ফলে ভারতের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে ব্রিটিশদের মনোভাব অনেকটাই বদলে যায়।

৩৫ প্রিলির প্রশ্নের আলোকে ৩৬ প্রিলির প্রস্তুতি (সত্যের সন্ধানে)
প্লিজ, কয়েকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর নতুন করে মনে রাখা দুরুহ / load মনে হলে এড়িয়ে যাবেন।

প্রতিবারই প্রিলিতে ৩/৪ তা confusing প্রশ্ন আসে আর এগুলোর উত্তর নিয়ে পরীক্ষার পর শুরু হয় তুমুল লড়াই, বিতর্ক। বাজারের বইয়ের তথ্যগত ঘাটতি, বই to বই উত্তরে পার্থক্য এবং ভুল তথ্য এসব বিভ্রান্তির জন্ম দেয়।
আর বাজারের বইয়ের কিছু ভুল সংশোধনে এবং সঠিক তথ্য শেয়ার করতেই এই পোস্ট।

প্রিলির জন্য সব জানতে হয় না, it's true। আর এখন পর্যাপ্ত সময় নেই যে শুদ্বটি আমরা জানার জন্য তথ্য খুঁজে বেড়াব বা ঘেটেঘুটে

সঠিকটি জানব। কিন্তু যাদের কাছে পূর্বেই/ইতোমধ্যেই গুরুত্বপূর্ন প্রশ্নের confusing উত্তর বা ভুল উত্তর গাইডে চোখে পড়েছে, সেগুলো আমরা কয়েকদিনের মধ্যে share করতেই পারি। এতে অনেকগুলো confusing উত্তরের সমাধান মিলবে। ৪-৫ টি উত্তর সঠিক জানলে negative থেকে বেঁচে সেটা উল্টো নম্বর বৃদ্বিতে সহায়তা করবে।

সতর্কতা ও আহবান :
যাদের কাছে কয়েকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর নতুন করে মনে রাখা দুরুহ মনে হবে, প্লিজ না পড়ে এরকম পোস্টগুলো আপনি save করে রাখতে পারেন। এটি অন্তত পরে **(৩৭প্রিলি) কাজে দিবে।**
=====================
প্রশ্ন : ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত '১ম ধরিত্রী সম্মেলনে' কতটি দেশ অংশ নেয় ?
ক. ১৭৮ (প্রফেসরস)
খ. ১৮৫ (assurance ডাইজেস্ট)

সঠিক উত্তর :
১৭২ টি দেশের সরকার এই সম্মেলনে অংশ নেয়।
Ref : জাতিসংঘ ওয়েবসাইট (সংযুক্ত pic দেখুন)
বাজারের প্রায় সব বইতে ভুল দেয়া আছে ।

প্রশ্ন : কিয়োটো প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয় কবে ?

সঠিক উত্তর :
১৯৯৭, ১১ ডিসেম্বর (অনেক বইতে নেই, আবার কোথাও ভুল তারিখ দেয়া)
Ref : জাতিসংঘ পরিবেশ সংস্থা ওয়েবসাইট (সংযুক্ত pic দেখুন)
NB: প্রটোকল নিলে ৩৫ প্রিলিতে ২ টি প্রশ্ন ছিল। আর পিএসসি এর বিগত প্রশ্নে প্রায় ৫/৭ বার এত ছিল।

প্রশ্ন : বাংলাদেশে এ পর্যন্ত মোট কতটি শিক্ষা কমিশন হয়েছে?

সঠিক উত্তর :
মোট শিক্ষা কমিশন হয়েছে = ৯ টি
স্বাধীনতার পর শিক্ষা কমিশন হয়েছে = ৫ টি
শিক্ষা নীতি = ৩ টি
Ref : শিখা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট

প্রশ্ন : পোশাক শিল্পে কত লাখ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে ?

সঠিক উত্তর :
৪ মিলিয়ন বা ৪০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে
Ref : বিজিএমইএ (BGMEA) ওয়েবসাইট (সংযুক্ত pic দেখুন)

পোশাক শিল্পের গুরুত্বপূর্ন তথ্য :
* বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের যাত্রা শুরু = ১৯৮০ সালে। (আশির দশকে)
* প্রথম পোশাক কারখানা = দেশ গার্মেন্টস (১৯৭৮)
* পোশাক শিল্পের পথ প্রদর্শক = নুরুল কাদের (দেশ গার্মেন্টস)
Ref : বিজিএমইএ (BGMEA) ওয়েবসাইট (সংযুক্ত pic দেখুন)

প্রশ্ন : বাংলাদেশে বিশেষায়িত ব্যাংক কতটি?

সঠিক উত্তর : ৩ টি
১. BDBL (বাংলাদেশ উন্নয়ন ব্যাংক)
২. BKB (বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক)
৩. RKUB (রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক)

Ref : বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়েবসাইট = ২ টি (confusion) (সংযুক্ত pic দেখুন)

প্রাসঙ্গিক কথা :
* পূর্বে বিশেষায়িত ব্যাংক ছিল = ৪ টি। সম্প্রতি BASIC ব্যাংক বানিজ্যিক ব্যাংকে রুপান্তরিত হয়েছে। তাই এখন বিশেষায়িত

ব্যাংক ৩ টি।
* কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক এর ওয়েবসাইট বলছে = ২ টি
* আমি মনে করি = ৩ টি হবে। কারণ, BDBL, BKB, RKUB এর ওয়েবসাইটে গেলে আপনি দেখবেন, এই ৩ টি ব্যাংক নিজেদের বিশেষায়িত ব্যাংক (specialized bank) দাবি করছে।

প্রশ্ন : বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পুর্বে কয়টি অন্তরবর্তীকালীন সংবিধান প্রণীত হয় ?

সঠিক উত্তর :
স্বাধীন হবার পুর্বে দুইটি অন্তরবর্তীকালীন সংবিধান প্রণীত হয়।
ক- স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (১০ এপ্রিল ১৯৭১)
খ- অস্থায়ী সংবিধান আদেশ (১১ জানুয়ারি ১৯৭২)

প্রশ্ন : গণপরিষদের সদস্য কত জন ছিল?

সঠিক উত্তর : ৪০৩ জন
গণপরিষদের সদস্য = ৪০৩ জন
কিন্তু হস্তলিখিত সংবিধানের সাক্ষর করেন = গণপরিষদের- ৩০৯ জন সদস্য। আর মোট সাক্ষর পরেছিল ৩৮৬ জনের।

প্রশ্ন : হস্তলিখিত সংবিধানে কারুকাজ করেন কে?
ক. শিল্পী হাশেম খান
খ. শিল্পী জয়নুল আবেদীন

সঠিক উত্তর :
জয়নুল আবেদীন = খসড়া সংবিধানের অলঙ্করণ ও ডিজাইনার
শিল্পী হাশেম খান = চূড়ান্ত সংবিধানের কারুকাজ/অলংকরণের দায়িত্বে ছিলেন
আবদুর রাউফ = প্রথম খসড়া সনবিধানের হস্ত লিখক/মূল লেখক
(সংযুক্ত pic দেখুন)

প্রশ্ন : সংবিধানের বাংলা ভাষারূপ পর্যালোচনার জন্য কমিটির আহবায়ক কে ছিলেন ?
সঠিক উত্তর : ড. আনিসুজ্জামান
বর্তমানে বাংলা একাডেমির সভাপতি = ড. আনিসুজ্জামানকে

ব্রেটন উডস প্রতিষ্ঠান কয়টি ? (৩৫ লিখিত)

সঠিক উত্তর :
ব্রেটন উডস প্রতিষ্ঠান বলতে ২ টি প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়।
১. WB (IBRD)
২. IMF

Ref : ব্রেটন উডস সম্মেলন, প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানতে - ২ মিনিটের ভিডিও দেখুন।
লিংক (Link)
: https://www.youtube.com/watch…

NB : ৩৫ লিখিত, ৩৫ প্রিলি, পূর্বের প্রিলির প্রশ্নে বহুবার, ব্যাংকসহ অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায়ও এটি নিয়ে প্রতিনিয়ত প্রশ্ন আসে। বাজারের বেশিরভাগ বইতে ১ টি প্রতিষ্ঠান, IMFদেয়া।
====================
বাজারের প্রফেসরস, MP3, ওরাকল, Barron's TOEFL, competitive exam, assurance সিরিজের ENGLISH বইয়ের প্রায় ৩৫+ ভুল উত্তর আমার সংগ্রহে আছে। কথা দিলাম, ৩৭ প্রিলির জন্য/পূর্বে, ভুল সংশোধনে ব্যাখ্যাসহ সেগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করব ইন-শা-আল্লাহ।
(এই পোস্ট এর প্রায় সব পূর্বেই রেডি ছিল) 🙂

= = = মানবাধিকার সনদ = = =
* অনুমোদন = ১০ ডিসেম্বর, ১৯৪৮
* সনদে অনুচ্ছেদ রয়েছে = ৩০
* মানবাধিকার দিবস পালন করা হচ্ছে = ১৯৫০ সাল থেকে

* মানবাধিকার দিবস = ১০ ডিসেম্বর
* সনদ ঘোষিত হয় = প্যালাইজ দ্য চেইলট, প্যারিস

----

* মানবাধিকার সনদ (Universal Declaration of Human Rights) হলো একটি ঘোষণাপত্র যা প্রত্যেক মানুষের মানবাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৪৮ সালে প্যারিসে ঘোষিত হয়।

* জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ১০ ডিসেম্বর, ১৯৪৮ সালে মানবাধিকারের উপর সার্বজনীন ঘোষণার খসড়া সিদ্ধান্তটি অনুমোদিত হয়।

* প্রস্তাবের পক্ষে ৪৮ ভোট পড়ে এবং বিপক্ষে কোন ভোটপড়েনি। কিন্তু ৮টি দেশ ভোট প্রদানে বিরত থাকে। দেশগুলো হলো: সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইউক্রেন, বেলারুশ, যুগোস্লাভিয়া, পোল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, চেকোস্লোভাকিয়া এবং সৌদী আরব।

প্রিলির জন্য অপ্রয়োজনীয় কিন্তু ভবিষ্যতে লিখিত ও ভাইবাতে কাজে দিবে 🙂

সনদ লেখকগণ :
জন পিটার্স হামফ্রে (কানাডা)
রেনে ক্যাসিন (ফ্রান্স)
স্টিফানে হেসেল (ফ্রান্স)
পি. সি. চ্যাং (চীন)
চার্লস মালিক (লেবানন)
এলিয়ানর রুজভেল্ট (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) সহ আরো অনেকে

মানবাধিকার সনদ (Background) :

যেহেতু মানব পরিবারের সকল সদস্যের সহজাত মর্যাদা ও সম অবিচ্ছেদ্য অধিকারসমূহের স্বীকৃতি বিশ্বে স্বাধীনতা, ন্যায়-বিচার ও শান্তির ভিত্তি; যেহেতু মানবিক অধিকারসমূহের প্রতি অবজ্ঞা ও ঘৃণা মানবজাতির বিবেকের পক্ষে অপমানজনক বর্বরোচিত কাযর্কলাপে পরিণতি লাভ করেছে এবং সাধারণ মানুষের সর্বোচ্চ আশা-আকাঙ্খার প্রতীক হিসেবে এমন একটি পৃথিবীর সূচনা ঘোষিত হয়েছে যেখানে মানুষ বাক ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা এবং ভয় ও অভাব থেকে নিষ্কৃতি ভোগ করবে;

যেহেতু চূড়ান্ত পদক্ষেপ হিসেবে মানুষকে অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হতে বাধ্য করা না হলে মানবিক অধিকারসমূহ অবশ্যই আইনের শাসনের দ্বারা সংরক্ষিত করা উচিত;

যেহেতু জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উন্নয়নে সহায়তা করা অবশ্যক; যেহেতু জাতিসংঘভুক্ত জনগণ সনদের মাধ্যমে মৌল মানবিক অধিকারসমূহ অধিকারসমূহ, মানুষের মর্যাদা ও মূল্য এবং নারী ও পুরুষের সম-অধিকারের প্রতি আস্থা পুনর্ব্যক্ত করেছে এবং সামাজিক অগ্রগতি ও ব্যাপকতর স্বাধীনতা উন্নততর জীবনমান প্রতিষ্ঠাকল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ;

যেহেতু সদস্যরাষ্ট্রসমূহ জাতিসংঘের সহযোগিতায় মানবিক অধিকার ও মৌল স্বাধিকারসমূহের প্রতি সার্বজনীন শ্রদ্ধা ও মান্যতা বৃদ্ধি অর্জনে অঙ্গীকারাবদ্ধ; যেহেতু সকল অধিকার ও স্বাধিকারের ব্যাপারে একটি সাধারণ সমঝোতা উক্ত অঙ্গীকার সম্পূর্ণরূপে আদায় করার জন্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ;

তাই সাধারণ পরিষদ সকল জাতি ও জনগোষ্ঠীর অগ্রগতির একটি সাধারণ মানদণ্ড হিসেবে জারি করছে এই মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র;

ঐ লক্ষ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি ও সমাজের প্রত্যেক অঙ্গ মানবিক অধিকারসমূহের এই সর্বজনীন ঘোষণাপত্রটিকে সর্বদা স্মরণ রেখে শিক্ষাদান ও

জ্ঞান প্রসারের মাধ্যমে এ সকল অধিকার ও স্বাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধে জাগ্রত করতে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রগতিশীল ব্যবস্থাদির দ্বারা সদস্য-রাষ্ট্রসমূহের জনগণ ও তাদের অধীনস্থ অঞ্চলসমূহের অধিবাসীবৃন্দ উভয়ের মধ্যে ঐগুলোর সর্বজনীন ও কার্যকর স্বীকৃতি ও মান্যতা অর্জনের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাবে।

বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনের ১ম পেশা 🙂

টি এস ইলিয়ট = ব্যাংকের কেরানী
জিমি কার্টার = কৃষক
অ্যাডলফ হিটলার = পোস্টকার্ড আঁকিয়ে
কার্ল মার্ক্স = কাগজের প্রতিনিধি
হো চি মিন = হোটেলের রাঁধুনী
উইলয়াম শেক্সপিয়ার = অভিনেতা
অ্যালবার্ট আইনস্টাইন = অফিসের কেরানী
(বিশ্বস্মরণীয় এরা কেউই আমাদের মত উচ্চশিক্ষা, চাকুরি-ব্যবসায় এসবের পিছনে ছুটেনি। শুধু নিষ্ঠার সাথে নিজের কাজটুকু করে গেছেন আর তাই তারা বিশ্বখ্যাত)

= = = ইংরেজি সাহিত্যিক = = =

উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ = স্ট্যাম্প ডিস্ট্রিবিউটর
উইলিয়াম সামারসেট মম = সার্জন ও গুপ্তচর
স্যার ওয়াল্টার স্কট = আইনজীবী
জুলস ভার্ন = যাত্রা শিল্পী
টমাস হার্ডি = আর্কিটেক্টের সহকারী
জোনাথন সুইফট = ধর্মযাজক
চার্লস ডিকেন্স = মুচি ও আদালতের স্টেনোগ্রাফার
কার্ল মার্ক্স = কাগজের প্রতিনিধি
উইলয়াম শেক্সপিয়ার = অভিনেতা
টি এস ইলিয়ট = ব্যাংকের কেরানী
অলিঘেরি দান্তে = দূতাবাসের কর্মচারী

= = = রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব = = =

হো চি মিন = হোটেলের রাঁধুনী
রোনাল্ড রেগান = চিত্রাভিনেতা
মার্গারেট থ্যাচার = রিসার্চ কেমিস্ট ও আইনজীবী
ভাদিমিন ইলিচ রেনিন = আইনজীবী
ফিদেল ক্যাস্ট্রো = চিত্রাভিনেতা
জোসেফ স্ট্যালিন = শিক্ষার্থী ধর্মযাজক
জিমি কার্টার = কৃষক
চে গুয়াভারা = ডাক্তার
অ্যাডলফ হিটলার = পোস্টকার্ড আঁকিয়ে

= = = বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য = =

টমাস আলভা এডিসন = টেলিগ্রাম অপারেটর ও নিউজবয়
আইজাক নিউটন = মিন্টের ওয়ার্ডেন ও সাংসদ
অ্যালবার্ট আইনস্টাইন = পেটেন্ট অফিসের কেরানী
স্যামুয়েল মোর্স = শিল্পী
ভ্যালেন্তিনা তেরেস্কভা = সুতোকলের শ্রমিক
গ্যালিলিও গ্যালিলি = ডাক্তার
আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল = বধিরদের শিক্ষক
টমাস ম্যালথাস = ধর্মযাজক
গ্রেগর মেন্ডেল = ধর্মযাজক
(জেনে রাখুন, প্রিলি + ভাইবাতে কাজে দিতে পারে) 🙂

ENGLISH - Mini Model Test
নিজেকে যাচাই করি উত্তর ও ব্যাখ্যা সবার শেষে দেয়া আছে 🙂

1. We did not have ________ questions for the lecturer.
A. more
B. any

C. some
D. few

2. Can you hear what he is _____
A saying
B. telling
C. speaking
D. talking

3. They went __________ the rain.
A. despite
B. in spite
C. under
D. avoiding

4. Which one is correct ?
A. Can they tell you when does the movie movie start?
B. Can they tell you what time the movie movie starts?
C. Can they say you what time the movie movie starts?
D. Can they tell you when time the movie movie starts?

5. The manager ____ everyone to go home an hour early on Friday afternoon.
A. allowed
B. let
C. permitted
D. got

6. Bilal is not receiving the call. He is ____ at work.
A. already
B. still
C. yet
D. no longer

7. Asif is getting __________ the car.
A. out of
B. out
C. out from
D. outside

8. Rana is travelling ______ the school.
A. to
B. off
C. towards
D. through

9. 'dead and buried' means-
A. Closed
B. Sleep
C. Complete stop
D. Inception

10. Which one is correct ?
A. The wages she receives is grand.
B. The wages she receives are grand.
C. The wages she received are granted.
D. The wages she receives have been granted.

ANSWER :
----
1. more
2. saying
3. despite
4. Can they tell you what time the movie movie starts?
5. permitted
6. no longer
7. out of
8. towards
9. Complete stop
10. The wages she receives is grand.

প্রশ্নের উত্তর ও ব্যাখ্যা

1. bangla kore line ta poren .... amader (r kono) question chilo na = r kono = more

2. saying r telling confusion hobe.
বাক্যে indirect object থাকলে সর্বদা tell হবে
indirect object না থাকলে = say বসে
ebar poren, line ta bujhley ki money hoy.... tumi ki shuntey pacho sey ki bolchey….= bolchey = saying

3. Despit or in spite of
Amra sometimes vuley jey vul ta kori….
Kheyal korun question tay … in spite (of) - question a ‘of’ nai.

4. ektu matha khatalei easy….
Jey dui tar modhe confusion hobe….
B. Can they (tell) you what time the movie movie starts?
C. Can they (say) you what time the movie movie starts?
Bujhai jachey tell hobe…

5. permitted VS allowed
Permitted = onumoti
Allowed = grant, it relates with money….
manager “permission” dey… so, permitted…

6. no longer
Billal phone dhorchey na … sey r kaje nei = আর নেই = no longer

Example: He no longer smokes.

7. out of = বাহির হচ্ছে

Asif is getting out of the car = আসিফ গাড়ি থেকে বের হচ্ছে

8. Towards = it indictes direction.

9. 'dead and buried'
'dead and buried' is a frequently used phrase which means = নিষ্প্রাণ

10.The wages uncountable she recives (is) grand.
Here subject is = the wages
(amount) = uncountable
So, uncountable noun + verb singular = is

English প্রসঙ্গে কিছু কথা 🙂

দুঃখিত, কষ্ট থেকেই একটা কথা বলি। ইংলিশ শেখা বা চর্চা করার জন্য এত এত বইয়ের লিস্ট বা পরামর্শ শুনি। কিন্তু অনেকেই একটা বইয়ের কথা ভুলে বাদ দেয়।

HSC লেভেল এর chowdhury & hossain বা এই পর্যায়ের ২ টি বই নিন। তারপর প্রিলি ও লিখিতর 'সিলেবাস' আর 'প্রশ্ন' নিয়ে মিলিয়ে দেখেন। অবাক হবেন সেরা বই কোনটি ! 🙂 :) কারন সবার জন্য কমন প্লাটফর্ম আর বেসিকটা দেখার জন্য HSC পর্যন্ত level টাকেই বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়।

'৩৫ লিখিতর প্রশ্নে' ইতিহাসে এই প্রথম sentence connector, punctuation ও capitalization নিয়ে এসেছিল। দেখুনতো বাজারের এত মোটা মোটা '৫-৭ টি লিখিত বইতে' এই টপিকসমূহ দেয়া ছিল কিনা? না ছিল না। কিন্তু HSC লেভেল এর বইতে এই টপিকসমূহ অন্তর্ভূক্ত ছিল। কারণ সম্প্রতি এই টপিকসমূহ উচ্চমাধ্যমিক (HSC) ইংলিশ এর নতুন ও পরিবর্ধিত সিলেবাসে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ৩৫ লিখিতর পূর্বেই আমি HSC লেভেল/পর্যায়ের বইয়ের কথা বলেছিলাম।

====================
সাজেশন :

ইংরেজি প্রশ্নের জন্য psc এর প্রিয় মেনু হলো - group verb, preposition এবং phrase । আপনারা জানেন, পূর্বের প্রায় এমন কোন প্রিলি বা লিখিতর প্রশ্ন নেই, যেখানে group verb, preposition আর phrase আসেনি। উপরন্তু, পিএসসি এখন প্রিলি-লিখিতর জন্য grammar থেকে communicative English এবং vocabulary - তে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। ৩৫ প্রিলি ও লিখিত এরই ইঙ্গিত বহন করে। তাই গ্রামার নিয়ে খুব একটা উদিগ্ন না হলেও চলবে। এবার কি হবে সেটা বড় কথা নয় কিছু group verb আছে খুব গুরুত্বপূর্ন যা প্রিলি বা লিখিতর জন্য জানা আবশ্যক।

হাজার লাখ লোককে বিসিএস পরীক্ষার জন্য 'সাজেশন ও পরামর্শ' দেয়ার যোগ্যতা এখনও অর্জন করি নি। কিন্তু সহপাঠী হিসেবে ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা share করতেই পারি। 🙂
ঢাকা ইউনিভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষার কোচিং ক্লাসে student দের নিচের group verb সমূহ আগে ভাজা ভাজা করতে বলতাম। আল্লাহর রহমতে কাজে দিত ! 🙂
====================
= = Bear = =
Bear on(প্রভাবিত করা)
Bear out(সমর্থন করা)
Bear up(সহ্য করা)
Bear With(সহ্য করা)

= = Break = =
Break away(হঠাৎ পালিয়ে যাওয়া)
Break into(প্রবেশ করা)
Break up(ছুটি হওয়া)
Break In/on(শিক্ষা দেওয়া)
Break through(ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করা)
Break out(প্রাদুর্ভাব হওয়া)

= = Bring = =
Bring in(উৎপাদন করা)
Bring up(লালন পালন করা)
Bring forth(প্রসব করা)
Bring about(ঘটানো)

= = Blow = =
Blow away(উড়াইয়া নেয়া)
Blow up(বিস্ফোরণ ঘটা)
Blow off(নির্গত করা)
Blow out(নিভিয়ে ফেলা)

= = Call = =
Call at(অল্প সময়ের জন্য কোন স্থানে দেখা করা)
Call for(চাওয়া)
Call forth(আহ্বান করা)
Call in(ডাক্তার ডাকা)
Call off(প্রত্যাহার করা)
Call on upon(আবেদন করা)
Call out(উচ্চ স্বরে বলা)
Call over(নাম ডাকা)
Call up(স্বরণ করা)

= = Carry = =
Carry on(চালিয়ে যাওয়া)
Carry out(পালন করা)
Carry away(বাহিয়ে নেওয়া)
Carry off(জয় করা)
Carry over(proceed)
Carry through(টিকিয়ে রাখা)
Carry with(?)
Carry about(সঙ্গে নেয়া)

= = Come = =
Come round(আরোগ্য লাভ করা)
Come to(উপনীত হওয়া)
Come up to(অনুরুপ হওয়া)
Come off(সম্পন্ন হওয়া)
Come out(প্রকাশিত হওয়া)

= = Get = =
Get by(চালানো)
Get down(লেখা)
Get into(প্রবেশ করা)
Get off (নামা)
Get away(পলায়ন করা)
Get at (নাগাল পাওয়া)
Get on (চড়া)
Get out (বাহিরে যাওয়া)
Get through (শেষ করা)
Get up (সাজ)
Get over (অতিক্রম করা)

= = Make = =
Make out (get on)
Make over (সমার্পণ করা)
Make up (ক্ষতিপূরণ করা)
Make up one’s mind (মনস্থির করা)
Make away with (ধ্বংস করা)

Make after (অনুসরণ করা)
Make for (গমনোদ্যত)
Make of (বুঝতে পারা)
Make off with (পালিয়ে যাওয়া)
====================
credit : Samad azad & Akkas Ali vai
=====================
কোথায় পাবেন :
PC Das, JC Nesfield, Murphy, জাকির eng, Chowdhury & Hossain (HSC), s@ifurs grammar বা বাজারের ২/৩ টি গাইড মিলিয়ে পড়ে ফেলা যায়।

NB: 'UCC English Supplementary English book' নামের বইটি এই ৩ টি টপিকসের উপর করা চমত্কার একটি বই। এই ৩ টি টপিকস বইটিতে খুব ভাল ও গুছিয়ে দেয়া আছে। বইটি ফার্মগেট বা নীলক্ষেত পাবেন। মূল্য ১৫০-১৬০ টাকা।
=====================
যে জ্ঞানের সন্ধানে বের হয়, সে আল্লাহর পথে বের হয়। [তিরমিযী
যার মনে বিন্দু পরিমাণ অহংকার আছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। [সহীহ মুসলিম]
যে তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করেন। [সহীহ বুখারী]

____

The roots of education are bitter, but the fruit is sweet (Aristotle)
Enjoy your Learning
Have a nice day 🙂

৩৬ প্রিলি ::: English Literature (১৫ নম্বর)
বিসিএস ছাড়াও সরকারি-বেসরকারি, ব্যাংক-বীমা, বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায়ও ইংরেজি সাহিত্য হতে প্রশ্ন করা হয়। 🙂
গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিকরা - কে কোন যুগের সাহিত্যিক (শর্টকাট)

Romantic Period:
"Australia ও Scotland এর Blake Keats রা Shelley কে Wordsworth বলে Call করে"।

বিস্তারিত :
Australia= Austen
Scotland = Walter Scott
Blake = William Blake
Keats = John Keats
Shelley = P.B Shelley
Wordsworth = William Wordsworth
Call = ST Coleridge

Modern Period:
"Lawrence এর Maugham Forster বলে, Yes (Yeats), Hemingway Well keeping করে।"

বিস্তারিত :
Lawrence = D.H Lawrence
Maugham = Somerset Maugham
Forster = E.M Forster
Yes (Yeats) = W. B. Yeats
Hemingway = Earnest Hemingway
keeping = Rudyard Kipling

Renaissance Period:
Henry Wife (Wyatt) Moore Swovy ডাকে।

বিস্তারিত :
Henry = O Henry
Wife (Wyatt)

It's interesting !

1789 : French Revolution
1798 : Romantic period of English Literature started
1879 : Birth of Edward Forster
1888 : Birth of T.S Eliot

বি: দ্র: এদেরকে মনে রাখাই কষ্টকর। বাকিগুলো সহজ। এতটুকই করেছিলাম।

৩৬ প্রিলি ::: বাংলাদেশ বিষয়াবলি সহজ কিন্তু সহজেই ভুল করি (ব্যাখ্যাসহ উত্তর) 🙂

----

১. বাংলাদেশের ১ম রাজধানী কোনটি?
ক. সোনারগা
খ. জাহাঙ্গীরনগর
গ. মুজিবনগর
ঘ. ঢাকা
উত্তর : মুজিবনগর (মেহেরপুর)

ব্যাখ্যা :
মুজিবনগর (মেহেরপুর) = বাংলাদেশের ১ম রাজধানী / স্বাধীন বাংলাদেশের ১ম রাজধানী/ বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাজধানী
সোনারগা = মুঘল শাসনের পূর্বে বাংলা বারো ভূঁইয়াদের কর্তৃক শাসন হত। বারো ভূইয়ার শাসনের সময় বাংলার প্রধান প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল সোনারগাঁও।
জাহাঙ্গীরনগর = বর্তমান ঢাকার পূর্ব নাম ছিল জাহাঙ্গীর নগর। মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরকে সম্মান করে তার জীবতকাল পর্যন্ত ঢাকার নাম জাহাঙ্গীর নগর রাখা হয়েছিল।
রাজমহল = মুঘল সম্রাট আকবরের সময় বাংলার রাজধানী ছিল বিহারের রাজমহল।

= = = ঢাকা : গুরুত্বপূর্ণ তথ্য = =

* ৭ম শতক থেকে ঢাকায় লোক বসবাস শুরু করে।
* ৯ম শতকে সেন শাসন শুরু হওয়ার আগে ঢাকা বৌদ্ধ রাজ্য কামরূপ-এর অধীনে ছিল।
* ১৬০৮ সালে ঢাকায় প্রথম মুঘলদের পা পড়ে। ১৬১০ সালে ঢাকার নামকরণ করা হয় জাহাঙ্গীর নগর। এ সময় মোগল সুবেদার ছিলেন ইসলাম খান
* ১৯৪৭ সালে ঢাকাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী করা হয়।
* ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ ঢাকাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী হিসেবে মর্যাদা দেয়া হয়।
* ১৯৭২ সালের সংবিধান অনুযায়ি ঢাকাকে গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাজধানী হিসেবে ঘোষনা করা হয়।
*** ১৯৮২ সালের পূর্বে Dacca নামে লেখা হত।**

= = ঢাকা : ৪ বার রাজধানী =

* ১৬১০ : সালে ঢাকাকে প্রথম বাংলার রাজধানী করা হয়। এ সময়ে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের নামানুসারে ঢাকার নামকরণ করা হয় জাহাঙ্গীরনগর। এরপর ১৭১৭ সালের পর দীর্ঘদিন ঢাকা রাজধানীর মর্যাদাহীন থাকে।
* ১৯০৫ : সালে বঙ্গভঙ্গের ফলে ঢাকাকে আবার বাংলার রাজধানী করা হয়; কিন্তু ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হলে ঢাকা থেকে রাজধানী আবার স্থানান্তর করা হয়।
* ১৯৪৭ : সালে ঢাকাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী করা হয়।
* ১৯৭১ : সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকাকে স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী ঘোষণা করা হয়।

---

২. বাংলার ১ম জনক কে?
ক. শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ
খ. সম্রাট আকবর
গ. ইখতিয়ার উদ্দীন বখতিয়ার খলজী
ঘ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

উত্তর : শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ
ব্যাখ্যা :

= শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ (তথ্যাবলি) =

* 'বাঙালী জাতীয়তাবাদের' জনক। তিনিই প্রথম বাঙ্গালি জাতিকে 'বাঙ্গালি' হিসেবে পরিচিত করেন। তাই বাংলার ১ম জনক

শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ
* মধ্যযুগের বাংলার সুলতান, 'ইলিয়াস শাহী' বংশেরই প্রতিষ্ঠাতা
* প্রথম ‘‘শাহ-ই-বাঙ্গালাহ’’ উপাধি ধারন করেন।

---

৩. 'কথায় কথায় এত আইন আইন দেখাবি না' ---- বলতো সংবিধানে আইন এর সজ্ঞা দেয়া হয়েছে কত অনুচ্ছেদে ?
ক. ১৫২
খ. ১৫৩
গ. ১৪৮
ঘ. ১৪৯

উত্তর : ১৫২ অনুচ্ছেদে

---

৪. বাংলাদেশ গনপ্রজাতন্ত্রের ঘোষনা হয়েছিল কবে?
ক. ১০ এপ্রিল, ১৯৭১
খ. ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১
গ. ২৬ মার্চ, ১৯৭১
ঘ. ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

উত্তর : ১০ এপ্রিল, ১৯৭১
ব্যাখ্যা :

= = ভুলেও যেন ভুল না হয় =

* বাংলাদেশ গনপ্রজাতন্ত্রের ঘোষণা হয়েছিল = ১০ এপ্রিল ১৯৭১ (দলিল: সংবিধানের ৬ষ্ঠ তফসিল পড়ুন)
বি: দ্র: অনেক বইতে বাংলাদেশ গনপ্রজাতন্ত্রের ঘোষণা, ১৭ এপ্রিল ১৯৭১, ভুল দেয়া আছে।
* বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী **সরকার** ঘোষণা হয়েছিল = ১০ এপ্রিল ১৯৭১
* মুজিবনগর সরকার গঠন = ১০ এপ্রিল ১৯৭১ (মাধ্যমিক বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়, ১৭ পৃষ্ঠা)
* স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠিত = ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ (মাধ্যমিক বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়, ১৭ পৃষ্ঠা)
* বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা হয়েছিল = ২৬ মার্চ (দলিল: সংবিধানে প্রস্তাবনার ১ম লাইন)
* বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা (আনুষ্ঠানিক ভাবে) = ১০ এপ্রিল ১৯৭১ (দলিল: সংবিধানের ৭ম তফসিল)

= = = খেয়াল করে পড়তে হবে =

১০ এপ্রিল ১৯৭১ :
* প্রথম মন্ত্রিসভা গঠন
* প্রজাতন্ত্রের আত্মপ্রকাশ
* মুজিবনগর সরকার গঠন
* বাংলাদেশ গনপ্রজাতন্ত্রের ঘোষণা
* স্বাধীনতার সাংবিধানিক গোষনা
* আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা
* বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার ঘোষণা

১৭ এপ্রিল,১৯৭১ :
* মুজিবনগর সরকার এর শপথ গ্রহণ
* স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার প্রতির্ষ্ঠিত হয়

১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ :
* বাংলাদেশ হানাদার মুক্ত/শত্রুমুক্ত/চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়
(সতর্ক : স্বাধীন হয় ২৬ মার্চ = স্বাধীনতা দিবস)

---

৫. বাংলাদেশ কবে স্বাধীন হয়?
ক. ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১
খ. ২৬ মার্চ, ১৯৭১
গ. ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১
ঘ. ১০ এপ্রিল, ১৯৭১

উত্তর : ২৬ মার্চ, ১৯৭১
ব্যাখ্যা :
* ২৬ মার্চ, ১৯৭১ = বাংলাদেশ স্বাধীন হয়, তাই স্বাধীনতা দিবস (ঘোষিত হয় ১৯৮০

সালে)
* ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ = হানাদার মুক্ত/শত্রুমুক্ত হয়/চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত

----

৬. সাঁওতাল বিদ্রোহ এর সাথে কোন জেলা জড়িত?
ক. চাপাইনবাবগঞ্জ
খ. দিনাজপুর
গ. লালমনিরহাট
ঘ. ময়মনসিংহ

উত্তর : চাপাইনবাবগঞ্জ
ব্যাখ্যা :
* সাঁওতাল বিদ্রোহ = চাপাইনবাবগঞ্জ
* সাঁওতাল বাস করে = রংপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর, বগুড়া (রং রা দি ব)

৩৫ প্রিলির প্রশ্নের আলোকে ৩৬ প্রিলির প্রস্তুতি :: বাংলাদেশ বিষয়াবলী (পর্ব-২) (ব্যাখ্যাসহ উত্তর)
======================
প্রশ্ন : 'বাবা উর্দু' উপাধি কার ? তিনি কে ছিলেন ?

উত্তর : রাজনীতিবিদ আবদুল হক "বাবা উর্দু" নামে পরিচিত। তিনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন।

১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ৩ এপ্রিলে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করে। এদের একুশ দফা প্রতিশ্রুতি অনুসারে– শহিদ মিনার তৈরির ঘোষণা দেয়। অন্যদিকে ভাষা সংক্রান্ত বিষয়ের অচলাবস্থা নিরসনের উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগের সংসদীয় কমিটির একটি সভা করাচীতে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় বাংলা ভাষাকে উর্দু ভাষার সমমর্যাদা দিয়ে রাষ্ট্রভাষা করে হবে। আবদুল হক ("বাবা উর্দু" নামে পরিচিত) এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানান। তাঁর নেতৃত্বে ২২ এপ্রিল করাচীতে এক বিশাল প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়। প্রায় ১ লক্ষ মানুষ মিছিলে অংশ নেয় ও মুসলিম লীগের এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানায়।

======================

ভুলেও যেন ভুল না হয় (উত্তর)
======================

১. বাংলাদেশে প্রথম যে আন্তর্জাতিক সংস্থা কাজ শুরু করে -
ক. জাতিসংঘ
খ. কমনওয়েলথ
গ. ওআইসি
ঘ. আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)

উত্তর : আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)
ব্যাখ্যা :
বাংলাদেশ প্রথম যে আন্তর্জাতিক সংস্থার 'সদস্যপদ লাভ' করে = কমনওয়েলথ (১৮ এপ্রিল, ১৯৭২)
বাংলাদেশে প্রথম যে আন্তর্জাতিক সংস্থা 'কাজ শুরু' করে = আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২)
সূত্র : আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) ওয়েবসাইট।

---

২. উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ এর সুত্রপাত হয় -
ক. ১৭৫৭
খ. ১৮৫৭
গ. ১৮৩১
ঘ. ১৯৭১

উত্তর : ১৮৫৭
ব্যাখ্যা :
১৮৫৭ = ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ। মঙ্গল পাণ্ডের নেতৃত্বে ১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ

ব্যারাকপুরে সিপাহি বিদ্রোহ শুরু হয় এবং শীঘ্রই তা মিরাট, দিল্লি ও ভারতের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে। ১১ মে মিরাট থেকে তিনশ’ বিদ্রোহী সিপাহি দিল্লি এসে ৪৯ জন ব্রিটিশ নারী, পুরুষ ও শিশুকে হত্যা করে। দিল্লির দখল হাতে নিয়ে বাহাদুর শাহ জাফরকে মুঘল সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করে।

১৮৩১ = বাঁশের কেলস্না আক্রমণের জন্য ইংরেজ সরকারের পাঠানো পদাতিক ঘোড়সওয়ার ও গোলন্দাজ বাহিনীর সঙ্গে তিতুমীরের তীর-বলস্নমসজ্জিত বাহিনীর যুদ্ধ হয় ১৮৩১ সালের ১৯ নভেম্বর। এই অসম যুদ্ধে তিতুমীরসহ বহুসংখ্যক যোদ্ধা শহীদ হন এবং কামানের গোলায় বাঁশের কেলস্না উড়িয়ে দেয়া হয়।

১৯৭১ = বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ। বাংলাদেশ হলো ৩য় বিশ্বের প্রথম দেশ যেটি সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে।

১৭৫৭ = ১৭৫৭ সালের ২৩জুন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দোলা ও রবার্ট ক্লাইভ নেতৃত্বাধীন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে মুর্শিদাবাদের ভাগীরথির নদীর তীরে আমবাগানের পলাশী নামক স্থানে একটি যুদ্ধ নাটক মঞ্চায়িত হয়। এসময় বিশ্বাসঘাতক জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ, মীর জাফর, ঘষেটি বেগম,রাজবল্লভ প্রমুখ কৌশলী চক্র ইংরেজদের সাথে হাত মিলিয়ে সিরাজউদ্দোলাকে ক্ষমতাচ্যুত করার গোপন নকশা তৈরী করে। যুদ্ধে নবাব বাহিনীর পক্ষে সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় ৬৫ হাজার এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে ছিল মাত্র ৩ হাজার। যুদ্ধের ময়দানে নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্রধান সেনাপতি মীরজাফর ও তার অনুসারী প্রায় ৪৫ হাজার সৈন্য নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। এই ঘটনা ছিল ব্রিটিশদের ভারত অধিকারের ক্ষেত্রে কোনো অঞ্চল জয়ের মাধ্যমে প্রথম রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপনের ঘটনা। এরপর সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দীর্ঘ ১৯০ বছর এদেশে শাসন শোষণ করে। কোটি কোটি টাকার অর্থ সম্পদ ইংল্যান্ডে পাচার হয় আর ইংল্যান্ডে ঘটে শিল্প বিপ্লব। এককালের প্রাচ্যের স্বর্গ সোনার বাংলা পরিণত হয় শ্মশান বাংলায়, স্থান পায় বিশ্বের দরিদ্রতম দেশে।

---

৩. আফগানিস্থানে তালেবানদের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় -

ক. ১৯৯৬
খ. ১৯৯৫
গ. ২০০০
ঘ. ২০০১

উত্তর : ২০০০
ব্যাখ্যা :
১৯৯৬ = আফগানিস্থানে তালেবানদের উত্থান হয়।
২০০০ = আফগানিস্থানে তালেবানদের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

---

৪. বারো ভূইয়া প্রকৃতপক্ষে যতজন -

ক. ৩
খ. ১১
গ. ১২
ঘ. অনির্দিস্ট

উত্তর : অনির্দিস্ট
ব্যাখ্যা :
বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল শাসনকারী কতিপয় জমিদার বা ভূস্বামী ছিলেন, যাঁদেরকে 'বারো ভূঁইয়া' বলে। বারো-ভূঁইয়া শব্দটির অর্থ বারোজন ভূঁইয়া। তবে কারা ছিলেন এ বারোজন ভূঁইয়া তা বহুদিন পর্যন্ত সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় নি। আকবর ও জাহাঙ্গীর এর রাজত্বকালে মুগলবিরোধী প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। সমগ্র বাংলাকে বিবেচনায় নিলে ভূঁইয়াদের সংখ্যা বারোর চেয়ে অনেক বেশি

ছিল।

---

৫. "এলডিসি গ্রুপ" এর সদস্য সংখ্যা কত?
ক. ৪৮
খ. ৪৯
গ. ৪৭
ঘ. ৩৪

উত্তর : ৩৪
ব্যাখ্যা :
৪৮ = বর্তমানে এলডিসিভুক্ত দেশ আছে ৪৮টি।
৩৪ = ৪৮টি স্বল্পোন্নত দেশের মধ্যে ৩৪টি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) এর সদস্য। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় (ডব্লিউটিওতে) এই ৩৪টি দেশের দল বা গ্রুপটিকেই "এলডিসি গ্রুপ" বলে।

---

৬. প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে শীর্ষ দেশ -
ক. পাপুয়া নিউগিনি
খ. আমেরিকা
গ. চীন
ঘ. জার্মানি

উত্তর : পাপুয়া নিউগিনি
ব্যাখ্যা :
ক্রয়ক্ষমতার ভিত্তিতে সর্ববৃহত্ অর্থনীতির দেশ = চীন
মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে সর্ববৃহত্ অর্থনীতির দেশ = যুক্তরাষ্ট্র
প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে শীর্ষ দেশ = পাপুয়া নিউগিনি (growth of real GDP)

---

৭. যে উপসাগরীয় দেশ প্রথম বাংলাদেশকে সীকৃতি দেয় -
ক. ইরাক
খ. সেনেগাল
গ. মালোশিয়া
ঘ. সংযুক্ত আরব আমিরাত

উত্তর : সংযুক্ত আরব আমিরাত
ব্যাখ্যা :

বাংলাদেশকে প্রথম সীকৃতিদানকারী দেশ :
মুসলিম দেশ = সেনেগাল
আরব মুসলিম দেশ = ইরাক
মধ্যপ্রাচ্যের দেশ = ইরাক
অনারব মুসলিম দেশ = মালোশিয়া
উপসাগরীয় দেশ = সংযুক্ত আরব আমিরাত

নিজে চেষ্টা করি (উত্তর) 🙂
----

৮. Green money বলা হয় -
ক. ডলার
খ. ইউরো
গ. পাউনড
ঘ. ইয়েন

উত্তর : ডলার

---

৯. "ইকোলজি" শব্দটি যে ভাষা থেকে এসেছে -
ক. গ্রীক
খ. ইংরেজি
গ. ফ্রেঞ্চ
ঘ. ল্যাটিন

উত্তর : গ্রীক

---

১০. ১৯৯২ সালের ধরিত্রী সম্মেলনে যতটি agenda ঘোষিত হয় -
ক. ২০
খ. ৮
গ. ২১
ঘ. ১৭

উত্তর : ২১
ব্যাখ্যা :

১৯৯২ সালের ৩-১৪ জুন ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলন (UNCED) অনুষ্ঠিত হয়, যা ধরিত্রী সম্মেলন নামে পরিচিত। এতে অংশ নেয় ১৮৫টি দেশের ৩৫০০ প্রতিনিধি। প্রথম ধরিত্রী সম্মেলনে Agenda -21 গৃহীত হয়।

---

১১. যে সালে ঢাকায় ট্যাক্সি ক্যাব চালু হয় -

ক. ১৯৯৮
খ. ১৯৯৯
গ. ২০০০
ঘ. ২০০৪

উত্তর : ১৯৯৮

---

১২. ভাষা শহীদ ও ভাষা সৈনিক যথাক্রমে যতজন -

ক. ৬ জন ও ৬৮ জন
খ. ৫ জন ও ৬৮ জন
গ. ৬ জন ও ৬৯ জন
ঘ. ৫ জন ও ৬৯ জন

উত্তর : ৫ জন (প্রাথমিক ভাবে) ও ৬৮ জন
ব্যাখ্যা :
ভাষা আন্দোলনে কতজন শহীদ হয়েছিলেন তার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। কেননা, ছাত্রবিক্ষোভের পর পুলিশের গুলিতে নিহত অনেকের লাশ ওই রাতেই পুলিশ সরিয়ে ফেলে।

---

১৩. 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানটি যতটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে -

ক. ২
খ. ২২
গ. ৪
ঘ. ৬

উত্তর : ২
ব্যাখ্যা : গানটি সুইডিশ ও জাপানি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

---

১৪. 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি' গানটি :

ক. কত সালে, কার, কোন সংকলনে এটি প্রকাশিত হয় ?
খ. কে, কোন ছবিতে এ গানটি প্রথম ব্যবহার করেন ?
গ. গানটি কতটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে ?
ঘ. রচয়িতা/গীতিকার কে কে ?
ঙ. গানটির প্রথম সুরকার কে?
চ. গানটির বর্তমান সুরকার কে?
....
উত্তর :
ভাষা আন্দোলনের গান: আমার ভাইয়ের রক্তে (তথ্যাবলি)
....
রচয়িতা = আবদুল গাফফার চৌধুরী
গীতিকার = আবদুল গফ্ফার চৌধুরী
প্রথম সুরকার = আবদুল লতিফ
বর্তমান সুরকার = আলতাফ মাহমুদ
প্রথম প্রকাশিত = ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'একুশে সংকলনে' প্রকাশিত হয়
প্রথম ব্যবহার হয় যে ছবিতে = জহির রায়হান তাঁর 'জীবন থেকে নেয়া' ছবিতে এ গানটি ব্যবহার করেন
যতটি ভাষায় অনূদিত = গানটি 'সুইডিশ' ও 'জাপানি' ভাষায় অনূদিত হয়েছে
'বিবিসি শ্রোতা জরিপে' বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ গানের তালিকায় = এই গানটি 'তৃতীয় স্থান' লাভ করেছে।
=====================
NB: যেটা বাজারের বইতে নেই, সেটাকেই কিন্তু কঠিন বলা যাবে না।

যেমন: ভাষা শহীদ ও ভাষা সৈনিক কতজন - বাজারের ৭/৮ টি বইতে নেই।
দেখতে হবে, সেটা জানা উচিত কিনা। এরকম কিছু আছে যা জানার চেষ্টা করতে হবে।

যে ওয়েবসাইট হতে ৩৫ প্রিলিতে প্রশ্ন এসেছে, সেটা একটু চোখ বুলিয়ে যেতে যেন ভুলে না যাই ..... 🙂

যারা পরীক্ষা দিয়েছিলেন, আপনাদের অবশ্যই মনে আছে - ৩৫ প্রিলিতে একটা প্রশ্ন ছিল,
প্রশ্নঃ বাংলাদেশে ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা কত?
ক. ৪৫০০
খ. ৪৫৫০
গ. ৫৬০০
ঘ. ৪৬০০

উত্তরঃ খ

প্রসঙ্গকথা :
সে সময় বাজারে প্রচলিত গাইডসমূহে এটি আপডেট ছিল (৪৫৫০+), কিন্তু আপডেট ছিল না সরকারের এই ওয়েবসাইট (বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন) ওয়েবপোর্টালটিতে। সেই ওয়েবসাইটে দেয়া ছিল ইউনিয়ন ৪৫৫০ টি। তাই প্রশ্নের option এ আমাদের জানা আপডেট উত্তরটি না থাকায় আমরা অনেকেই সেটি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম।

যদি আপডেট তথ্যটি প্রশ্নের option থাকে, তবে সেটাই উত্তর করা যুক্তিসঙ্গত। এবার কি হবে জানিনা কিন্তু একটু চোখ বুলিয়ে রাখলে ক্ষতি কী? এই ওয়েবসাইট (বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন) এর গুরুত্বপূর্ন প্রথম পাতাটি তুলে ধরলাম ..... 🙂:)
=====================

বাংলাদেশকে জানুন : এক নজরে বাংলাদেশ
=====================
* আনুষ্ঠানিক নাম: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
* জাতীয়তা: জাতি হিসেবে বাঙ্গালী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলে পরিচিত হবেন।
* আন্তর্জাতিক ডায়ালিং কোড : +৮৮০

* আন্তর্জাতিক সময় অঞ্চল: বিএসটি (জিএমটি +৬ ঘণ্টা)

জনগণ :
----
* জনসংখ্যা : ১৫.২ কোটি
* পুরুষ : ৭.৬৩৫ কোটি
* মহিলা : ৭.৬১৫ কোটি
* শিক্ষার হার : ৬০%

ভাষা :
----
* বাংলা (জাতীয় ভাষা) - ৯৫% জনগণ
* অন্যান্য ভাষা - ৫%

ধর্ম :
----
* মুসলিম - ৮৬.৬%,
* হিন্দু - ১২.১%
* বৌদ্ধ - ০.৬%
* খ্রিস্টান - ০.৪% এবং
* অন্যান্য - ০.৩%.

বয়স-ভিত্তিক বন্টন :

----
* ০-১৪ বছর : ৩৩.৮% (পুরুষ ২,৩০,৬৯,২৪২, নারী ২,১৯,৯৫,৪৫৭)
* ১৫-৬৪ বছর : ৬২.৮% (পুরুষ ৪,২৯,২৪,৭৭৮, নারী ৪,০৮,৭৩,০৭৭)
* ৬৫ বছরের উপরে : ৩.৪% (পুরুষ ২৪,৪৪,৩১৪, নারী ২০,৬৯,৮১৬)
* জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার: ১.৩৭%
* জন্মহার: প্রতি হাজারে ২৫.১২ জন
* মৃত্যুহার : প্রতি হাজারে ৮.৪৭ জন

লিঙ্গ বন্টন :
----
* লিঙ্গ অনুপাত (প্রতি ১০০ জন নারীর বিপরীতে পুরুষ) : ১০০.৩
* উর্বরতা হার : নারী প্রতি ২.৩ শিশু

জাতিগোষ্ঠী :
----
* বাঙালি : ৯৮%
* ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠী : ২%
* প্রধান নৃ গোষ্ঠীসমূহ : চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, গারো, মনিপুরী, ত্রিপুরা, তনচংগা

ভৌগোলিক অবস্থান :
----
* ২৬° ৩৮' উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২০° ৩৪' উত্তর অক্ষাংশ এবং
* ৮৮° ০১' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ থেকে ৯২° ৪১' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ
* আয়তন : ১৪৭,৫৭০ বর্গকিমি (ভূমি : ১৩৩,৯১০ বর্গকিমি, জলজ : ১০,০৯০ বর্গকিমি)
* ভুমির ধরন : প্রধানত সমভূমি, পূর্ব ও দক্ষিনপূর্বে পাহাড়ি ভুমি

সীমানা :
----
* উত্তরে ভারত (পশ্চিমবঙ্গ আর মেঘালয়)
* পশ্চিমে ভারত (পশ্চিম বঙ্গ)
* পূর্বে ভারত (ত্রিপুরা ও আসাম) এবং মিয়ানমার
* দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর
* সীমানা দৈর্ঘ্য : ৪,২৪৬ কিমি. (মায়ানমার : ১৯৩ কিমি., ভারত : ৪,০৫৩ কিমি.)
* সমুদ্র সীমানা : ৫৮০ কিমি.
* মহীসোপান : মহাদ্বীপীয় মার্জিন বাইরের সীমা অবধি (৩৫০ নটিকেল মাইল)
* বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা : ২০০ নটিক্যাল মাইল
* সমুদ্র এলাকা : ১২ নটিক্যাল মাইল

এলাকাভিত্তিক পরিসংখ্যান :
----
* বিভাগ: ৭টি (Update = 8) ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, রাজশাহী, বরিশাল, রংপুর
* জেলা: ৬৪ টি
* উপজেলা: ৪৮৮ টি (Update = 489)

প্রধান নদীসমূহ :

পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, সুরমা, ব্রহ্মপুত্র, কর্ণফুলী, তিস্তা, শীতলক্ষ্যা, রূপসা, মধুমতি, গড়াই, মহানন্দা

জলবায়ু :
----
* জলবায়ুর ধরন : উপ ক্রান্তীয় মৌসুমি বায়ু
* গড় তাপমাত্রা : শীতকালে ১১° সি - ২০° সি (অক্টোবর - ফেব্রুয়ারি)
* গ্রীষ্মকালে ২১° সি - ৩৮° সি (মার্চ - সেপ্টেম্বর)
* বৃষ্টিপাত : ১১০০ মিমি. - ৩৪০০ মিমি. (জুন - আগস্ট)

আর্দ্রতা :

সর্বোচ্চ ৯৯% (জুলাই),
সর্বনিম্ন ৩৬% (ডিসেম্বর - জানুয়ারি)

অর্থনীতি :

----

* অর্জন : বাংলাদেশ D8 এর সদস্য আর গোল্ডম্যান স্যাস কর্তৃক “Next Eleven Economy of the world” হিসেবে বিবেচিত
* জিডিপি : মাথাপিছু $১,৩১৪ (২০১৫) (সূত্র)
* জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%) : ৬.১২ (২০১৩-২০১৪)
* দরিদ্রতার হার : ২৫% (প্রতিদিন $২ এর নিচে বসবাসকারী জনগণ)
* আন্তর্জাতিক অনুদান নির্ভরতা: ২%
* প্রধান ফসল : ধান, পাট, চা, গম, আঁখ, ডাল, সরিষা, আলু, সবজি, ইত্যাদি।
* প্রধান শিল্প : পোশাকশিল্প (পৃথিবীর ২য় বৃহত্তম শিল্প), পাট (বিশ্বের সর্ববৃহৎ উৎপাদনকারী), চা, সিরামিক, সিমেন্ট,
* চামড়া, রাসায়নিক দ্রব্য, সার, চিংড়ি প্রক্রিয়াজাত, চিনি, কাগজ, ইলেক্ট্রিক ও ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রী, ঔষধ, মৎস্য।
* প্রধান রপ্তানি : পোশাক (পৃথিবীর ২য় বৃহত্তম শিল্প), হিমায়িত চিংড়ি, চা, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যাদি,
* পাট ও পাটজাত দ্রব্য (পাট উৎপাদনে বাংলাদেশ প্রথম), সিরামিক্স, আইটি আউটসোর্সিং, ইত্যাদি।
* প্রধান আমদানি : গম, সার, পেট্রোলিয়াম দ্রব্যাদি, তুলা, খাবার তেল, ইত্যাদি।
* প্রধান খনিজ সম্পদ : প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল, কয়লা, চিনামাটি, কাচ বালি, ইত্যাদি।
* মুদ্রা : টাকা (বিডিটি - প্রতীক ৳) ১০০০, ৫০০, ১০০, ৫০, ২০, ১০, ৫, ২, ও ১ টাকার নোট আর ৫০, ২৫, ১০, ৫, ২৫, ১০, ৫ ও ১ পয়সা

শ্রমিক বন্টন :

----

* ৫.৪১ কোটি পুরুষঃ ৩.৭৯ কোটি, নারীঃ ১.৬২ কোটি (সূত্র : বিইএস)
* শিল্প-ভিত্তিক শ্রমিক বন্টন: কৃষি : ৪৮.৪%, শিল্প : ২৪.৩%,
* অন্যান্য : ২৭.৩% (সূত্র : বাংলাদেশ পরিসংখান ব্যুরোপরিবহন ব্যবস্থা)

ইপিজেড :

ঢাকা, উত্তরা, আদমজী, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, কর্ণফুলী, এবং মংলা।

ঐতিহাসিক দিনসমূহ :

----

* স্বাধীনতা দিবস: ২৬ মার্চ
* বিজয় দিবস: ১৬ ডিসেম্বর
* শহীদ দিবস: ২১ ফেব্রুয়ারি (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবেও পরিচিত)

পর্যটনপর্যটন আকর্ষণ :

ঢাকা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, কুয়াকাটা, বগুড়া, খুলনা, সুন্দারবন, সিলেট, রাজশাহী, দিনাজপুর, এবং কুমিল্লা বিমানবন্দর: ঢাকা (আন্তর্জাতিক), চট্টগ্রাম (আন্তর্জাতিক), সিলেট (আন্তর্জাতিক), যশোর, রাজশাহী, সৈয়দপুর, বরিশাল, কক্সবাজার আরও তথ্য: বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন

তথ্য প্রযুক্তি (আইটি) :

----

* জাতীয় ডোমেইন: .bd
* ইন্টারনেট অনুপ্রবেশ : ৪.৪৬ কোটি (জনসংখ্যার ২৯%)
* মোবাইল ব্যাবহারকারী : ১২ কোটি ৩৭ লক্ষ (মার্চ ২০১৫),
* মোবাইল অনুপ্রবেশ : জনসংখ্যার ৮০%

বাংলাদেশের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ক্রম :

----

* জনসংখ্যার দিক দিয়ে পৃথিবীর ৮ম বৃহত্তম দেশ

* ৪র্থ বৃহৎ মুসলিম দেশ, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হিসাবে বিশ্বের ৩য় দেশ
* জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক দিয়ে বিশ্বের ৭ম বৃহৎ দেশ,
* ১০ কোটির উপর জনসংখ্যার দেশ হিসাবে বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ
* গাঙ্গেয় বদ্বীপে অবস্থিত, যা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বদ্বীপ
* কক্সবাজার পৃথিবীর দীর্ঘতম প্রাকৃতিক সমুদ্র সৈকত
* জিডিপির দিক থেকে, বাংলাদেশের অর্থনীতি পৃথিবীর ৩৫তম দেশ
* কিন্তু জিডিপি বৃদ্ধির দিক থেকে পৃথিবীর ২৮তম অর্থনীতি
* বাংলাদেশের পোশাকশিল্প পৃথিবীর ২য় বৃহত্তম পোশাকশিল্প
* পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পাট উৎপাদনকারী দেশ (পাট উদ্ভিজ্জ আঁশের মধ্যে উৎপাদনের দিক দিয়ে ২য়, তুলার পরেই অবস্থান)
* সুন্দরবন (বাংলাদেশ ও ভারত) পৃথিবীর সর্ব বৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন
* বাংলাদেশের পোশাকশিল্পে নূন্যতম মজুরি পৃথিবীর সর্বনিম্ন

উদ্যোগ :

----

* বাংলাদেশ সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৫-০৪-১১)
* বাংলাদেশ সরকারের ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৫-০৪-০৭)
* বাংলাদেশ সরকারের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) = (২০১৫-০৪-০৭)
* দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা জন্য জাতীয় পরিকল্পনা (২০১০-২০১৫) = (২০১৫-০৪-০৭)

======================

লিংক :
http://www.bangladesh.gov.bd/

৩৬ প্রিলি ::: ব্লু ইকোনমি, সমুদ্র বিজয় ও টেকসই উন্নয়ন

*** * * পত্রিকা হতে সংগ্রহকৃত গুরুত্বপূর্ন কিছু তথ্য * * ***

'ব্লু ইকোনমির' ধারণা দেন = অধ্যাপক 'গুন্টার পাউলি' ১৯৯৪ সালে জাতিসংঘে।
টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচীর মূলকথাই হলো = ব্লু ইকোনোমি
সমুদ্রসীমা বিরোধ নিস্পত্তি করে রায় দেয় = আন্তর্জাতিক আদালত
ট্রাইব্যুনাল = ITLOS
সমুদ্রসীমা বিরোধ = 25602 বর্গ কিমি
বাংলাদেশের মোট টেরিটোরিয়াল সমুদ্র এলাকা = ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার
একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল = ২০০ নটিক্যাল মাইল
চট্টগ্রাম উপকূল থেকে = ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহীসোপানের তলদেশে সব ধরনের প্রাণীজ-অপ্রাণিজ সম্পদের ওপর সার্বভৌম অধিকার।

ভারত : সমুদ্র বিজয় (৭ জুলাই, ২০১৪)
ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা বিরোধ নিস্পত্তি হয় = ২০১৪ সালে
ভারতের দাবিকৃত ১০টি ব্লকের সবগুলোই পায় বাংলাদেশ।
বিরোধপূর্ণ ২৫ হাজার বর্গকিলোমিটার অঞ্চলের = ১৯ হাজার পেয়েছে বাংলাদেশ, ৬ হাজার দেওয়া হয়েছে ভারতের অধিকারে।

মিয়ানমার : সমুদ্র বিজয় (14 মার্চ 2012)
মিয়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা বিরোধ নিস্পত্তি হয় = ২০১২ সালে
মিয়ানমারের সাথে সমুদ্রে বিরোধপূর্ণ = ১৭ টি ব্লকের ১২টি পায় বাংলাদেশ।

সমুদ্রসীমা বিরোধ নিস্পত্তি রায়ে বাংলাদেশের স্থলভাগের বাইরে জলসীমায়ও আরেক বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে। ১ লক্ষ ৪৪

হাজার বর্গ কিলোমিটারের বাংলাদেশের জন্য ১ লক্ষ ১৯ হাজার বর্গ কিলোমিটারের সমুদ্রসীমা আরেকটা গোটা বাংলাদেশই বটে।

ব্লু ইকোনমি এবং টেকসই উন্নয়ন :
ইংরেজিতে একটি কথা আছে, ‘ঈশ্বর নিজেই একজন নাবিক, তাই তিনি পৃথিবী এভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, এর তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল।’ এ বক্তব্যের যথার্থতা নিরুপণ দুরুহ। বিশ্ববাণিজ্যের প্রায় ৯০ শতাংশই সম্পন্ন হয় জলপথে।

১৯৯৪ সালে অধ্যাপক 'গুন্টার পাউলি' ভবিষ্যতের অর্থনীতির রুপরেখা প্রণয়নের জন্য জাতিসংঘে একটি টেকসই এবং পরিবেশবান্ধব মডেল হিসেবে 'ব্লু ইকোনমির' ধারণা দেন।

২০৫০ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা হবে প্রায় ৯০০ কোটি। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর খাবার যোগান দিতে তখন সমুদ্রের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে।

সেই লক্ষে জাতিসংঘ ২০১৫ সাল পরবর্তী যে টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচী হাতে নিতে যাচ্ছে তার মূলকথাই হচ্চে ব্লু ইকোনোমি। আর ব্লু ইকোনোমির মূল ভিত্তি হচ্ছে টেকসই সমুদ্র নীতিমালা।

৩৬ প্রিলি ::: বাংলাদেশ বিষয়াবলি

*** * এগিয়ে যাচ্ছে স্বপ্নের পদ্মা সেতু: গুরুত্বপূর্ন কিছু তথ্য * * ***

২০১৮ সালে দেশের কোটি মানুষের কাঙ্খিক্ষত এই সেতুর বাস্তব যাত্রা শুরু হবে ।
দক্ষিণের ২১ জেলার মানুষ এ সেতুর মাধ্যমে আসা-যাওয়া করবে।
পদ্মা সেতুর সংযুক্ত করবে মাওয়া(মুন্সীগঞ্জ) এবং জাজিরা (শরীয়তপুর)
দৈর্ঘ্য : ৬.১৫ কিলোমিটার
প্রস্থ : ১৮.১০ মিটার
লেন সংখ্যা : ৪ টি
পাইল সংখ্যা : ২৬৮ টি
দ্বিতলবিশিষ্ট এই সেতু নির্মিত হচ্ছে : কংক্রিট আর স্টিল দিয়ে।
এর ওপর দিয়ে যানবাহন আর নিচ দিয়ে চলবে ট্রেন।
সেতু নির্মাণ করবে : চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং লি.
নদী শাসনের কাজ করছে : চীনের সিনো হাইড্র
প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্পগুলোর (ফাস্ট ট্রাক) এক নম্বরে রয়েছে পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্প। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এটি সরাসরি মনিটরিং করা হচ্ছে।
সরকারের শীর্ষ মহলের সহযোগিতায় স্বপ্নের পদ্মা সেতু আজ নিজস্ব অর্থায়নেই বাস্তবায়ন হচ্ছে, যা এগিয়ে চলছে দ্রুত গতিতে।
assisted by : Sajib Kundu
(See the Pic)

৩৬ প্রিলি ::: বাংলাদেশ বিষয়াবলি
(ঐতিহাসিক ৬ দফা ও ৬ দফা দিবস)
বিসিএস ছাড়াও সরকারি-বেসরকারি, ব্যাংক-বীমা, বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার জন্য বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ন। ৩৫ তম প্রিলি ও লিখিততে এই বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন এসেছে। 🙂

৬ দফা দিবস :
১৯৬৬ সালের ৭ই জুন বাংলাদেশে ঘটে এক ঐতিহাসিক ঘটনা। যার ফলে প্রকাশ ঘটে এক বিপ্লবী চেতনার উন্মেষ। এইদিনে রাজপথের তপ্ত বালুকাময় পথ যাদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল তেজগাঁওয়ের শ্রমিক শহীদ মনু মিয়া সহ আরো কয়েকজন। স্বাধীনতার ঊষালগ্নের এই দিনে ৬ দফার আন্দোলনে যারা আত্মাহুতি দিয়েছিলেন,

তাদের স্মরণ করার জন্যই প্রতি বছরের ৭ই জুন, ৬ দফা দিবস পালিত হয়।

৬ দফা উত্থাপন :
১৯৬৬ সালের ৫ ফেরুয়ারি / ১৩ ফেব্রুয়ারি, লাহোরে পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী চৌধুরীর বাসভবনে বিরোধী দল মুসলিম লীগ, নেজাম-ই-ইসলামী, জামাত-ই-ইসলামী ও আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন দলের সম্মেলনে আওয়ামী লীগ সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাংবাদিক সম্মেলন করে পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো, অর্থনৈতিক নীতিমালা ও বাংলার নিরাপত্তা বিষয়ে যে ছয়টি দাবি বা প্রস্তাব উত্থাপন করেন তাই 'ঐতিহাসিক ছয় দফা' নামে পরিচিত।

৬ দফার তাত্পর্য :
১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের মধ্যদিয়ে বাঙালী জাতিসত্তার বিকাশ, ১৯৫৪-এর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়ী হয়েও পাকিস্তানী জান্তার ষড়যন্ত্রে তা অকার্যকর হওয়া, আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র, সামরিক শাসন ও সামরিক আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার সম্পদ লুন্ঠন, ছয় দফা প্রণয়ন ও উত্থাপনের যৌক্তিক পটভূমি তৈরি করে দেয়। ১৯৬৫ সালে পাকভারত যুদ্ধের সময়কালে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয় পূর্ব বাংলা সম্পূর্ণভাবে অরক্ষিত ছিল। স্পষ্ট হয়ে ওঠে পাকিস্তানের সামরিক শাসকগণ সামাজিক, সাংস্কৃতিক নিপীড়ন ও অর্থনৈতিক শোষণের ধারাবাহিকতায় পূর্ববাংলার নিরাপত্তা ব্যবস্থার ন্যূনতম উন্নতি করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেনি। বাঙালিদের প্রতি জাতিগত এই বৈষম্যের বাস্তব চিত্র তুলে ধরে ১৯৬৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী লাহোরে আহুত 'সর্বদলীয় জাতীয় সংহতি সম্মেলন' শেখ মুজিবর রহমান ৬ দফা দাবী উপস্থাপন করেন। এই ৬ দফা দাবি বাঙালি জাতির মুক্তিসনদ হিসাবে বিবেচিত হয়।

অন্যান্য তথ্য :
প্রেসিডেন্ট 'আইয়ুব খান ছয়' দফাকে 'হিন্দু আধিপত্যাধীন যুক্তবাংলা গঠনের ষড়যন্ত্র' বলে আখ্যা দেন।
১৪ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের পত্রপত্রিকায় আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবকে 'বিচ্ছন্নতাবাদী' হিসেবে রূপায়িত করে।
মুসলিম লীগ, জামাত-ই-ইসলামী, নেজাম-ই-ইসলামী ছয় দফাকে 'পাকিস্তান বিভক্তকারী' এবং 'পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার দাবি' হিসেবে চিহ্নিত করে।
ভুট্টোর ভাবনা মোতাবেক দু'টো পাকিস্তান বা পাঁচটি স্বাধীন রাষ্ট্র এখনও হয়ত জন্ম নেয়নি, তবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ হয়েছে।

প্রিলি ও ভাইবা :: জাতীয় ও আন্তর্জার্তিক দিবস (একটু ভিন্নভাবে)
EURO day = ১ জানুয়ারি
Civil Service day = ১ সেপ্টেম্বর
পররাষ্ট মন্ত্রণালয় দিবস = ১৮ এপ্রিল

সংবিধান দিবস = ৪ নভেম্বর
সংবিধান সংরক্ষণ দিবস = ৬ ডিসেম্বর

জাতীয় পতাকা দিবস = ২ মার্চ
পতাকা উত্তোলন দিবস = ২৩ মার্চ

____
= = = খেয়াল করে পড়তে হবে =
____

শহীদ আসাদ দিবস = ২০ জানুয়ারি
মতিউর দিবস = ২৪ জানুয়ারি
নুর হোসেন দিবস = ১০ নভেম্বর

গণ-অভ্যুর্থান দিবস = ২৪ জানুয়ারি
স্বৈরাচার বিরোধী দিবস = ১০ নভেম্বর
স্বৈরতন্ত্রের পতন দিবস = = ৬ ডিসেম্বর
গণতন্ত্রের উথান দিবস = ৬ ডিসেম্বর

____

বাংলা ভাষা দাবি দিবস = ১১ মার্চ
রাষ্টভাষা দিবস = ২১ ফেব্রুয়ারি
জাতীয় শহীদ দিবস = ২১ ফেব্রুয়ারি
জাতীয় শোক দিবস = ১৫ আগস্ট
আন্তর্জার্তিক মাতৃভাষা দিবস = ২১ ফেব্রুয়ারি

ছয় দফা দিবস = ৭ জুন
বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস = ১০ জানুয়ারি
মুজিবনগর দিবস = ১৭ এপ্রিল
জেলহত্যা দিবস = ৩ নভেম্বর
জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস = ৭ নভেম্বর
মুক্তিযোদ্ধা দিবস = ১ ডিসেম্বর

শিক্ষক দিবস = ১৯ জানুয়ারি
বিশ্ব শিক্ষক দিবস = ৫ অক্টোবর
শিক্ষা দিবস = ১৭ সেপ্টেম্বর
শিক্ষার অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে সংবিধানের = ১৭ অনুচ্ছেদ

মেন্ডেলা দিবস = ১৮ জুলাই
মীনা দিবস = ২৪ সেপ্টেম্বর
মালালা দিবস = ১০ নভেম্বর
রোকেয়া দিবস = ৯ ডিসেম্বর

আন্তর্জাতিক শুল্ক দিবস = ২৬ জানুয়ারি
জাতীয় মূসক (VAT) দিবস = ১০ জুলাই
জাতীয় আয়কর দিবস = ১৫ সেপ্টেম্বর

শিশু দিবস = ১৭ মার্চ (বঙ্গবন্ধুর জন্ম)
আন্তর্জার্তিক শিশু দিবস = ২০ নভেম্বের
শিশু শ্রম প্রতিরোধ দিবস = ১২ জুন

বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস = ৩১ মে
ধূমপান বিরোধী দিবস = ৩১ মে
মাদক বিরোধী দিবস = ২৬ জুন

আদিবাসী দিবস = ৯ আগস্ট
অভিবাসী দিবস = ১৮ ডিসেম্বর
শরণার্থী দিবস/ উদ্বাস্তু দিবস = ২০ জুন
বিশ্ব বর্ণবৈষম্য দিবস = ২১ মার্চ

বিশ্ব খাদ্য দিবস = ১৬ অক্টোবর
বিশ্ব পানি দিবস = ২২ মার্চ

সুন্দরবন দিবস = ১৪ ফেব্রুয়ারি
বিশ্ব বন দিবস = ২১ মার্চ
বিশ্ব বাঘ দিবস = ২৯ জুলাই
বিশ্ব প্রাণী দিবস = ৪ অক্টোবর

বিশ্ব ধরিত্রী দিবস = ২২ এপ্রিল
জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস = ৩১ মার্চ
শান্তিরক্ষী দিবস = ২৯ মে
সশস্ত্র বাহিনী দিবস = ২১ নভেম্বর
====================
NB : মাস ও তারিখ অনুযায়ী সাজিয়ে নিলে পড়তে সুবিধা হবে।
সূত্র : উকিপিডিয়া ও পত্রিকা

জাতীয়তাবাদ বাঙালী, না বাংলাদেশি ?
একটা ইস্যুতে গত ২-৩ বত্সরেও সমাধান নেই !
=====================
বিসিএস সহ যেকোনো সরকারী প্রয়োজনে কেন আমরা জাতীয়তা = বাংলাদেশি উল্লেখ করি ??
কাগজে কলমে জাতীয়তা = বাঙালি, আর প্রাকটিস বা বাস্তবে অনুশীলন তা হলো জাতীয়তা = বাংলাদেশি।
কাগজে কলমে আর প্রাকটিস বা বাস্তবে অনুশীলন এর মধ্যে ফারাক কেন?

আরও আছে
সংবিধানে বানান "বাঙালী" দেয়া আছে। কিন্তু বাংলা একাডেমির ওয়েবসাইট এ বানান "বাঙালি" দেয়া আছে।
এখানেও ফারাক কেন?
=====================

দেখি জাতীয়তাবাদ ইস্যুতে সংবিধানে কি বলা হয়েছে :

বাংলাদেশ সংবিধান এর ১ম ভাগ বা অধ্যায় এর ৬ নম্বর অনুচ্ছেদ এ বলা হয়েছে:
৬(১) "বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে।"
৬(২) "বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসাবে বাঙালী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন।"

সংবিধানের ৯ নং অনুচ্ছেদে "জাতীয়তাবাদ" নিয়ে বলা হয়েছে :
(৯) "ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালী জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, সেই বাঙালী জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।"

বঙ্গবন্ধুর ভাষণ বিশ্লেষণ :
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ স্বাধীন হবার পর ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২ (স্বদেশ প্রত্যাবর্তন) বলেছিলেন, " আমি বাঙালী, আমি মুসলমান, একবার মরে, বার বার মরে না।"
এছাড়াও ৭ ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু বহুবার "বাঙালী" শব্দটি উচ্চারণ করেন।

ঐতিহাসিক দলিল :
১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলা ভাষা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও বাঙালী জাতিগত পরিচয়ে প্রথম যে জাতীয় ঐক্য গঠিত হয়, তাকেই বলে "বাঙালী জাতীয়তাবাদ"। (বোর্ড বই)

সুতরাং,
তাই আমাদের জাতীয়তাবাদ = বাঙালী
আমাদের জাতীয়তা = বাঙালি (জাতি অর্থে)
নাগরিকত্ব = বাংলাদেশি
=====================
NB: এটা ভাইভাতেও অনেককে জিজ্ঞাসা করেছে দেখলাম.......
কাগজে কলমে জাতীয়তা = বাঙালি, আর প্রাকটিস বা বাস্তবে অনুশীলন হলো জাতীয়তা = বাংলাদেশি। কাগজে কলমে আর প্রাকটিস বা বাস্তবে অনুশীলন এর মধ্যে ফারাক কেন?
সংবিধানে বানান "বাঙালী" আর বাংলা একাডেমির ওয়েবসাইট এ বানান "বাঙালি" দেয়া আছে। এখানেও ফারাক কেন?
=====================
বাংলা বানান সংশোধন করতে আদালত নির্দেশ দেয়, কিন্তু "সুপ্রিম কোর্ট" এর বানান কোর্ট এর প্রধান ফলকেই ভুলে লেখা "সুপ্রীম কোর্ট"।
(বিদেশি বানানে 'ই -কার' হবে)।
কেও দেখার নেই এগুলো !

সংবিধান ::: জেনে রাখা ভাল
১. সংবিধানের কত অনুচ্ছেদ অনুযায়ী - BCS Cadre নিযোগ হয়?
২. psc - 'প্রিলিমিনারি, যাচাই ও সব পরীক্ষা গ্রহণ' করে = ১৪০ (ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী
৩. 'নাগরিক এর দায়িত্ব ও কর্তব্য' - সম্পর্কে বলা হয়েছে = ২১(১) অনুচ্ছেদে
৪. 'সরকারী কর্মকর্তার দায়িত্ব' - সম্পর্কে বলা হয়েছে = ২১(২) অনুচ্ছেদে
৫. প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের 'নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলি' নিয়ন্ত্রণ করে 'সংসদ' = ১৩৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী
৬. সরকারি কর্ম কমিশন (psc) 'প্রতিষ্ঠা' সম্পর্কে বলা হয়েছে = ১৩৭ অনুচ্ছেদে
৭. সরকারি কর্ম কমিশন (psc) এর 'দায়িত্ব' সম্পর্কে বলা হয়েছে = ১৪০ অনুচ্ছেদে
৮. সংবিধানে 'আইনের সজ্ঞা' দেয়া হয়েছে = ১৫২ অনুচ্ছেদে

স্বপ্নে যা দেখলাম ......
৩৫ বিসিএস সহ পূর্বের অনেক প্রিলিতে 'সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত' মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক

চলচ্চিত্র এসেছে। এ ধরনের প্রশ্ন দিয়ে পিএসসি/প্রশ্নকর্তা জানার চেষ্টা করে, তরুণ প্রজন্ম কতটা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস .....। স্বপ্নে দেখেছি এবারও এসেছে ..... 🙂 :)

----
১৫ দিন আগে বলেছিলাম, পড়াশোনার পোস্ট আপাতত স্থগিত। কিন্তু বিজয়ের মাসে প্রিলির জন্য গুরুত্বপূর্ন এই বিষয়টি শেয়ার না করে পারলাম না। আপনাদের মনে আছে, ৩৫ তম প্রিলিতে এসেছিল -

জীবনঢুলী কী?
(ক) একটি উপন্যাসের নাম
(খ) একটি চলচ্চিত্রের নাম
(গ) একটি কাব্যগ্রন্থের নাম
(ঘ) একটি আত্মজীবনীর নাম

সেই সময়ের বাজারের কোন বইতে এই চলচ্চিত্রের নাম গন্ধ ছিল না। এসব কেন বলছি, ৩৫ প্রিলি থেকে পিএসসি নতুন সিলেবাস ও প্যাটার্ন - এ চলে গিয়েছে। লিখিত পরীক্ষাও এর ব্যতিক্রম হয়নি। পিএসসি এখন বাজারের গাইড বই এর উপর অতিমাত্রায় নির্ভরতা কমাতে চাচ্ছে।

তাই ঠিক প্রিলির পূর্বে বিজয়ের এই মাসে - ইন্টারনেট ভান্ডার হতে গৃহীত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কিছু তথ্য তুলে ধরলাম :-

----
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চলচ্চিত্র (সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত)

২০১৩ জীবনঢুলী = তানভীর মোকাম্মেল
২০১৩ ৭১ এর গেরিলা = মিজানুর রহমান শামীম
২০১৪ ৭১-এর সংগ্রাম = মনসুর আলী
২০১৪ মেঘমল্লার = জাহিদুর রহিম অঞ্জন
২০১৪ অনুক্রোশ = গোলাম মোস্তফা শিমুল
২০১৪ হৃদয়ে ৭১ = সাদেক সিদ্দিকী
২০১৪ ৭১ এর মা জননী = শাহ আলম কিরণ
২০১৫ এইতো প্রেম = সোহেল আরমান
২০১৫ শোভনের স্বাধীনতা = মানিক মানবিক

অন্যান্য তথ্য (চলচ্চিত্র) :
★ মুক্তিযুদ্ধকালীন 'জয় বাঙলা' নামে একটি চলচ্চিত্র নির্মার্ণের কাজ শুরু করেছিলেন = মার্কিন চলচ্চিত্রকার 'লিয়ার লেভিন'।
★ 'ছয় দফা' আন্দোলন নিয়ে নির্মিত = জয় বাংলা by ফখরুল আলম
★ ৫২'র ভাষা আন্দোলন নিয়ে নির্মিত = জীবন থেকে নেয়া by জহির রায়হান
★ আমার সোনার বাংলা গানটি চিত্রায়িত হয়েছিল = জীবন থেকে নেয়া by জহির রায়হান
★ বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান স্মরণে নির্মিত = অস্তিত্বে আমার দেশ - "Come Know Your Country" by খিজির হায়াত খান ।

বাংলাদেশ + আন্তর্জার্তিক বিষয়াবলী (Update)
copy-paste নয় .... না পড়লে miss করবেন 🙂:)
মৌলিক / গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য .... প্রিলি ও লিখিত উভয় পরীক্ষার সিলেবাসে অন্তর্ভূক্ত !
(A to Z solution - পরিবেশ বিষয়ে, বাজারের বইয়ের ভুল **সংশোধনসহ**
=====================

প্রিলির সিলেবাসে উল্লেখকৃত :
আন্তর্জার্তিক বিষয়াবলী = আন্তর্জাতিক পরিবেশ ইস্যু ও কূটনীতি (৪ নম্বর)

লিখিতর সিলেবাসে উল্লেখকৃত :
বাংলাদেশ বিষয়াবলী = Bangladesh’s environment and nature and challenges and prospects.

আন্তর্জার্তিক বিষয়াবলী = Global Environment, Climate change.

=====================

পরিবেশ বিষয়ক সংগঠন ও অন্যান্য

=====================

UNEP : (United Nations Environment Program)

গঠিত হয় = ৫ জুন, ১৯৭২

সদর দপ্তর = নাইরোবি, কেনিয়া

IPCC : (Intergovernmental Panel on Climate Change)

* এটি জাতিসংঘের একটি 'বিজ্ঞানসম্মত body' যা জলবায়ু পরিবর্তনের 'ঝুঁকি মূল্যায়নে' কাজ করে

* এটি UNEP ও WMO এর যৌথ উদ্যোগে গঠিত হয়।

* গঠিত হয় = ১৯৮৮

* সদস্য সংখ্যা = ১৯৫ (বাজারের বইতে নেই)

UNFCCC : (United Nations Framework Convention on Climate Change)

* জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে জাতিসংঘের একটি 'রূপরেখা'

* ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত ১ম ধরিত্রী সম্মেলনে এটি স্বাক্ষরিত হয়।

COP (Conference of the Parties) :

* The COP is the supreme body of the UNFCCC. It currently meets once a year to review the Convention's progress and establish the rules of its implementation.

* মোট পক্ষ = ১৯৬ (বাজারের বইতে নেই)

* sign করেছে = ১৬৮

=====================

পরিবেশ ও জলবায়ু সম্মেলন

=====================

স্টকহোম সম্মেলন : ((CORRECTION))

* ১৯৭২ সালে বিশ্ব পরিবেশ বিষয়ে প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়

* সেখানেই UNEP গঠিত হয়েছিলো

* ৫ জুন কে 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' ঘোষণা / পালনের সিদ্ধান্ত হয়।

১ম ধরিত্রী সম্মেলন :

* ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়

* ১৭২ টি দেশের ২৪০০ প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশ নেয়। (বাজারের বইতে ও কিছু পোস্টে ভুল দেয়া ছিল) (pic দেখুন)

* Agenda-21 (৮০০ পৃষ্ঠাব্যাপী) নামক কার্যক্রম গৃহিত হয়

* সম্মেলনের 'রিও ঘোষণায়' (Rio Declaration) ২৭ টি নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত আছে

* জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে জাতিসংঘের রূপরেখা = UNFCCC স্বাক্ষরিত হয়।

২য় ধরিত্রী সম্মেলন (রিও+৫) :

১৯৯৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয়।

হেগ সম্মেলন :

২০০০ সালে নেদারল্যান্ডের হেগ শহরে পরিবেশ বিষয়ক হেগ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

৩য় ধরিত্রী সম্মেলন (রিও+১০)

* ২০০২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে ৩য় ধরিত্রী সম্মেলন (রিও+১০) বা 'বিশ্ব টেকসই উন্নয়ন সম্মেলন' (World Summit on Sustainable Development) অনুষ্ঠিত হয়

* টেকসই উন্নয়ন বিষয়ে এটিই প্রথম সম্মেলন।

কোপেনহেগেন সম্মেলন (কোপ-১৫) :

* ২০০৯ সালে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কোপ-১৫ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় - ডেনমার্কের

রাজধানী কোপেনহেগেনে
* উন্নত দেশগুলো একটি 'গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড' গঠনের অঙ্গীকার করে
* ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র দেশগুলোর সহায়তায় প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন ডলার প্রদান করা হবে - ২০২০ সাল হতে।

৪র্থ ধরিত্রী সম্মেলন (রিও+২০) :
* ২০১২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরিতে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যার মূল নাম (United Nation Conference on Sustainable Development).
* ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট দিলমা রুসেফ “কেমন পৃথিবী আমরা দেখতে চাই” (The future world that we want to see) নামক বক্তব্য পাঠ করে
* টেকসই উন্নয়নে 'প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো' তৈরি করার সিদ্ধান্ত হয়
* 'সবুজ অর্থনীতি' (Green Economy) গড়ে তোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়

জলবায়ু বিষয়ক সম্মেলন : (update)
* জাতিসংঘের জলবায়ু বিষয়ক সর্বশেষ সম্মেলন = লি বুরগেট, ফ্রান্স (নভেম্বর-ডিসেম্বর, ২০১৫)
* জাতিসংঘের জলবায়ু বিষয়ক পরবর্তী সম্মেলন =
* কানকুন সম্মেলন অনুণিষ্ঠত হয় = মেক্সিকোর কানকুন শহরে (২০১৪)
* COP পরবর্তী সম্মেলন = মরক্কোতে (ডিসেম্বর, ২০১৬) ((CORRECTION))
=====================
চুক্তি, প্রটোকল ও কনভেনশন
=====================
ভিয়েনা কনভেনশন :
১৯৮৫ সালে গৃহীত, ওজোন স্তর সুরক্ষা ও সংরক্ষণ বিষয়ে
বাসেল কনভেনশন :
১৯৮৯ সালে সুইজারল্যান্ডে গৃহীত, বিপজ্জনক বর্জ্য দেশের সীমান্তের বাইরে চলাচল এবং এদের নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে

মন্ট্রিল প্রটোকল : ((CORRECTION))
* কানাডার মন্ট্রিলে শহরে ওজোন স্তর বিনষ্টকারী দূষিত রাসায়নিক পর্দাথের নি:সরণ কমানো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়
* গৃহীত হয় = ১৯৮৭
* কার্যকর হয় = ১৯৮৯
* প্রটোকলটি কার্যকর হওয়ার পর এই পর্যন্ত মোট ৪ বার সংশোধিত হয়েছে : (35 Preli)
১.লন্ডনে ১৯৯০ সালে
২.কোপেনহেগেনে ১৯৯২ সালে
৩.মন্ট্রিলে ১৯৯৭ সালে
৪.বেইজিংয়ে ১৯৯৯ সালে।

UNFCCC :
* এটি জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে জাতিসংঘের একটি রুপরেখা
* তৈরি হয় = ১৯৯২
* কার্যকর হয় = ১৯৯৪
* বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে = ১৯৯২, ৯ জুন
* বাংলাদেশ অনুমোদন করে = ১৯৯৪, ১৫ এপ্রিল

জীব বৈচিত্র্য সংক্রান্ত কনভেনশন :
* স্বাক্ষরিত হয় = ৫ জুন, ১৯৯২
* কার্যকর হয় = ১৯৯৩ সালে

কিয়োটো প্রটোকল :
* জাপানের প্রাচীন রাজধানী কিয়েটোতে বিশ্বের উষ্ণতা রোধ বিষয়ে এই প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়
* স্বাক্ষরিত হয় = ১৯৯৭, ১১ ডিসেম্বর (অনেক বইতে নেই, আবার কোথাও ভুল তারিখ দেয়া) (pic দেখুন)
* কার্যকর হয় = ২০০৫, ১৬ ফেব্রুয়ারি (অনেক বইতে নেই, আবার কোথাও ভুল তারিখ দেয়া) (pic দেখুন)
* বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে = ২০০১, ২২

অক্টোবর
* বাংলাদেশ কার্যকর করে = ২০০৫, ১৬ ডিসেম্বর
* প্রটোকলটির মেয়াদ শেষ হবে = ২০২০ সালে (পূর্বের মেয়াদ ২০১২ + ৮ বত্সর বৃদ্বি)
* অনুমোদনকারী মোট দেশ = ১৯২ (বাজারের বইতে update নেই)
* স্বাক্ষর করেছে কিন্তু অনুমোদন (ratify) করেনি = আমেরিকা
* কিয়োটো প্রত্যাহার কারী একমাত্র দেশ = কানাডা
NB: প্রিলি ও ৩৪ লিখিতসহ একাধিকবার এই ইস্যুটি এসেছে l

The Kyoto Protocol was adopted in Kyoto, Japan, on 11 December 1997. Due to a complex ratification process, it entered into force on 16 February 2005.
.
There are now 195 Parties to the Convention and 192 Parties to the Kyoto Protocol.
.
KP, as it is referred to in short, sets binding emission reduction targets for 37 industrialized countries and the European community in its first commitment period. Overall, these targets add up to an average five per cent emissions reduction compared to 1990 levels over the five-year period 2008 to 2012 (the first commitment period).
.
The Protocol’s first commitment period started in 2008 and ended in 2012. The second commitment period began on 1 January 2013 and will end in 2020.

কার্টাগোনা প্রটোকল :
* জৈব নিরাপত্তা বিষয়ক চুক্তি কানাডার মন্ট্রিলে স্বাক্ষরিত হয় (35 প্রিলি)
* গৃহীত হয় = ২০০০
* কার্যকর হয় = ২০০৩
* বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে = ২০০০ সালে
* বাংলাদেশ কার্যকর করে = ২০০৪ সালে
====================
বাংলাদেশের -- স্বাক্ষর, অনুমোদন ও কার্যকর (একনজরে)
====================
* জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত কনভেনশন স্বাক্ষর = ১৯৯২
* UNFCCC স্বাক্ষর = ১৯৯২, ৯ জুন
* UNFCCC অনুমোদন = ১৯৯৪, ১৫ এপ্রিল
* কার্টাগোনা প্রটোকল স্বাক্ষর = ২০০০ সালে
* কার্টাগোনা প্রটোকল কার্যকর = ২০০৪ সালে
* কিয়োটো প্রটোকল স্বাক্ষর = ২০০১, ২২ অক্টোবর
* কিয়োটো প্রটোকল কার্যকর = ২০০৫, ১৬ ডিসেম্বর
জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র :
* অনুমোদন = ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
* মেয়াদ = ১০ বছর (২০১২-২০২১)
====================
গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য
====================
* সর্বাধিক গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণকারী দেশ = চীন (২য়: যুক্তরাষ্ট্র)
* সর্বাধিক কার্বন নিঃসরণকারী দেশ = চীন (২য়: যুক্তরাষ্ট্র)
* মাথাপিছু হিসেবে সর্বাধিক কার্বন নিঃসরণকারী দেশ = কানাডা
* সম্প্রতি কার্বন কর চালু করেছে = অস্ট্রেলিয়া
* সম্প্রতি পরিবেশ দূষণ বীমা চালু করেছে = চীন
====================
পুরস্কার
====================
চ্যাম্পিয়ন অফ দ্যা আর্থ :

* ২০০৪ সালে জাতিসংঘ পরিবেশ সংস্থা কর্তৃক এই পুরস্কার প্রবর্তিত হয়
* ২০০৫ সাল হতে পুরস্কার দেয়া শুরু হয়
* মোট ৬ টি ক্যাটাগরিতে এই পুরুস্কার দেয়া হয়
* প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'পলিসি লিডারশিপ' ক্যাটাগরিতে এই পুরুস্কার পেয়েছেন
* এই পর্যন্ত ৬৭ জন এই পুরস্কার পেয়েছেন
গোল্ডম্যান এনভায়রনমেন্টাল প্রাইজ :
* এটিকে 'পরিবেশের নোবেল' বলা হয়
* প্রবর্তন হয় = ১৯৯০
=====================
পরিবেশে বিষয়ে প্রথম
=====================
* 'ইকোলজি' শব্দটি ১৮৭০ সালে ব্যবহার করেন = জার্মান পরিবেশ বিজ্ঞানী আর্নেস্ট হেইকেল। ইকোলজি গ্রিক শব্দ
* 'গ্রিনহাউস' শব্দটি ১৮৯৬ সালে ব্যবহার করেন = সুইডিস বিজ্ঞানী সোভনর্টে আরহেনিয়াস
* মেরু প্রদেশে ওজনস্তরের ফাটল লক্ষ্য করেন = জোনাথন শাকলিন
* সবুজ বিপ্লবের সৃষ্টি করেন = নরম্যান বেলেরগ
=====================
পরিবেশ বিষয়ক Terms
=====================
* গ্রিনফান্ড = পরিবেশ দূর্যোগ মোকাবেলাতে গঠিত তহবিল
* গ্লোবাল জিরো = ২৫ বছরের মধ্যে 'বিশ্বকে পরমাণূ অস্ত্রমুক্তকরণ কর্মসূচী'
* গ্রিন সার্টিফিকেট = কার্বন ডাই অক্সাইড হ্রাসের লক্ষ্যে ডেনমার্কে প্রবর্তিত হয়
* গ্রিন পার্টি = = নিউজিল্যান্ডের 'ভ্যালুস পার্টিকে পৃথিবীর প্রথম গ্রিন পার্টি বলা হয়
* গ্রিন কেমিস্টি = পরিবেশ সহায়ক রাসায়নিক পদার্থ যাতে পরিবেশের ক্ষতি কম হয়
* গ্রিনবেল্ট মুভমেন্ট = কেনিয়ার নোবেল বিজয়ী ওয়াংগেরি মাথেই এর বনায়ন কর্মসূচী

=====================
শব্দের উত্পত্তি ও অর্থ
=====================
* সুনামি (জাপানি শব্দ) = ঢেউ বা সামুদ্রিক ভূমিকম্প
* এল নিনো (স্প্যানিশ শব্দ) = বালক
* লা-নিনা (স্প্যানিশ শব্দ) = বালিকা
* সিডোর (সিংহলী শব্দ) = চোখ
* আইলা = ডলফিন
* নার্গিস = ফুল
=====================
অঞ্চলভিত্তিক সাইক্লোনের বিভিন্ন নাম
=====================
* উইলি উইলি = অস্ট্রেলিয়া
* জোয়ান = ক্যারিবীয় অঞ্চলে
* সাইক্লোন = বাংলাদেশ ও ভারতীয় অঞ্চলে
* টাইফুন = জাপান ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে
* হ্যারিকেন/ক্যাটেরিনা = আমেরিকা ও আটলান্টিক মহাসাগরীয় অঞ্চলে
সুনামি :
* ৭.৫ রিখটার স্কেল ভুমিকম্পের সাথে সুনামি হয়
* বাংলাদেশে প্রথম সুনামি হয় = ১৭৭৬ সালের ২ এপ্রিল
* ২০১১ তে জাপানের ফুকুসিমাতে সুনামির সাথে পারমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র ধ্বংস হয়
======================
পরিবেশ, দুর্যোগ ও বাংলাদেশ
======================
* পলিথিন শপিংব্যাগ নিষিদ্ধ করা হয় = ২০০২ সালে
* বাংলাদেশে পরিবেশ আদালত আছে = ৩টি (ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট)
* ঘূর্নিঝড় ও দুর্যোগ পূর্বাভাস কেন্দ্র = ১ টি (SPARSO)
* প্রতিরক্ষা মন্ত্রাণালয়ধীন Bangladesh Space Research & Remote Sensing Organization (SPARSO) আগারগাঁওয়ে

অবস্থিত।
=====================
গুরুত্বপূর্ন সাল
=====================
১৯৮০ = SPARSO প্রতিষ্ঠিত
১৯৯২ = জাতীয় পরিবেশ নীতি
১৯৯২ = বেলা গঠিত হয়
১৯৯৩ = দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো গঠিত
১৯৯৩ = বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরষ্কার প্রবর্তন
১৯৯৪ = জাতীয় বৃক্ষমেলা প্রবর্তন
১৯৯৫ = পরিবেশ সংরক্ষণ আইন
১৯৯৭ = পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা
২০০০ = বাপা গঠিত হয়
২০০৪ = দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি চালু
২০১২ = দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন প্রণীত
২০১৩ = জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র অনুমোদন
=====================
অন্যান্য
=====================
বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রলংঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস হয় = ১৯৭০ সালের ১২ই নভেম্বর এবং ২৯ শে এপ্রিল ১৯৯১
সিডর = ১৫ই নভেম্বর ২০০৭ আঘাত হানে
আইলা = ২০০৯ সালে আঘাত হানে
কাল বৈশাখী ঝড় হয় = এপ্রিল-মে মাসে
বাংলাদেশকে ৩টি ভুমিকম্পনীয় অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে
১ রিখটার স্কেলের ৭ মাত্রার সর্বোচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে দেশের 'উত্তর-পূর্ব' অঞ্চল

৩৫ প্রিলির প্রশ্নের আলোকে ৩৬ প্রিলির প্রস্তুতি (সত্যের সন্ধানে)
প্লিজ, কয়েকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর নতুন করে মনে রাখা দুরুহ / load মনে হলে এড়িয়ে যাবেন। 🙂:)

প্রতিবারই প্রিলিতে ৩/৪ তা confusing প্রশ্ন আসে আর এগুলোর উত্তর নিয়ে পরীক্ষার পর শুরু হয় তুমুল লড়াই, বিতর্ক। বাজারের বইয়ের তথ্যগত ঘাটতি, বই to বই উত্তরে পার্থক্য এবং ভুল তথ্য এসব বিভ্রান্তির জন্ম দেয়।
আর বাজারের বইয়ের কিছু ভুল সংশোধনে এবং সঠিক তথ্য শেয়ার করতেই এই পোস্ট। 🙂:)

প্রিলির জন্য সব জানতে হয় না, it's true। আর এখন পর্যাপ্ত সময় নেই যে শুদ্বটি আমরা জানার জন্য তথ্য খুঁজে বেড়াব বা ঘেটেঘুটে সঠিকটি জানব। কিন্তু যাদের কাছে পূর্বেই/ইতোমধ্যেই গুরুত্বপূর্ন প্রশ্নের confusing উত্তর বা ভুল উত্তর গাইডে চোখে পড়েছে, সেগুলো আমরা কয়েকদিনের মধ্যে share করতেই পারি। এতে অনেকগুলো confusing উত্তরের সমাধান মিলবে। ৪-৫ টি উত্তর সঠিক জানলে negative থেকে বেঁচে সেটা উল্টো নম্বর বৃদ্বিতে সহায়তা করবে।

সতর্কতা ও আহবান :
যাদের কাছে কয়েকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর নতুন করে মনে রাখা দুরুহ মনে হবে, প্লিজ না পড়ে এরকম পোস্টগুলো আপনি save করে রাখতে পারেন। এটি অন্তত পরে (৩৭প্রিলি) কাজে দিবে।
=====================
প্রশ্ন : ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত '১ম ধরিত্রী সম্মেলনে' কতটি দেশ অংশ নেয় ?
ক. ১৭৮ (প্রফেসরস)
খ. ১৮৫ (assurance ডাইজেস্ট)

সঠিক উত্তর :
১৭২ টি দেশের সরকার এই সম্মেলনে অংশ নেয়।
Ref : জাতিসংঘ ওয়েবসাইট (সংযুক্ত pic দেখুন)
বাজারের প্রায় সব বইতে ভুল দেয়া আছে ।

প্রশ্ন : কিয়োটো প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয় কবে ?

সঠিক উত্তর :
১৯৯৭, ১১ ডিসেম্বর (অনেক বইতে নেই, আবার কোথাও ভুল তারিখ দেয়া)
Ref : জাতিসংঘ পরিবেশ সংস্থা ওয়েবসাইট (সংযুক্ত pic দেখুন)
NB: প্রটোকল নিলে ৩৫ প্রিলিতে ২ টি প্রশ্ন ছিল। আর পিএসসি এর বিগত প্রশ্নে প্রায় ৫/৭ বার এত ছিল।

প্রশ্ন : বাংলাদেশে এ পর্যন্ত মোট কতটি শিক্ষা কমিশন হয়েছে?

সঠিক উত্তর :
মোট শিক্ষা কমিশন হয়েছে = ৯ টি
স্বাধীনতার পর শিক্ষা কমিশন হয়েছে = ৫ টি
শিক্ষা নীতি = ৩ টি
Ref : শিখা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট

প্রশ্ন : পোশাক শিল্পে কত লাখ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে ?

সঠিক উত্তর :
৪ মিলিয়ন বা ৪০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে
Ref : বিজিএমইএ (BGMEA) ওয়েবসাইট (সংযুক্ত pic দেখুন)

পোশাক শিল্পের গুরুত্বপূর্ন তথ্য :
* বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের যাত্রা শুরু = ১৯৮০ সালে। (আশির দশকে)
* প্রথম পোশাক কারখানা = দেশ গার্মেন্টস (১৯৭৮)
* পোশাক শিল্পের পথ প্রদর্শক = নুরুল কাদের (দেশ গার্মেন্টস)
Ref : বিজিএমইএ (BGMEA) ওয়েবসাইট (সংযুক্ত pic দেখুন)

প্রশ্ন : বাংলাদেশে বিশেষায়িত ব্যাংক কতটি?

সঠিক উত্তর : ৩ টি
১. BDBL (বাংলাদেশ উন্নয়ন ব্যাংক)
২. BKB (বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক)
৩. RKUB (রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক)

Ref : বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়েবসাইট = ২ টি (confusion) (সংযুক্ত pic দেখুন)

প্রাসঙ্গিক কথা :
* পূর্বে বিশেষায়িত ব্যাংক ছিল = ৪ টি। সম্প্রতি BASIC ব্যাংক বানিজ্যিক ব্যাংকে রুপান্তরিত হয়েছে। তাই এখন বিশেষায়িত ব্যাংক ৩ টি।
* কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক এর ওয়েবসাইট বলছে = ২ টি
* আমি মনে করি = ৩ টি হবে। কারণ, BDBL, BKB, RKUB এর ওয়েবসাইটে গেলে আপনি দেখবেন, এই ৩ টি ব্যাংক নিজেদের বিশেষায়িত ব্যাংক (specialized bank) দাবি করছে।

প্রশ্ন : বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পুর্বে কয়টি অন্তরবর্তীকালীন সংবিধান প্রণীত হয় ?

সঠিক উত্তর :
স্বাধীন হবার পুর্বে দুইটি অন্তরবর্তীকালীন সংবিধান প্রণীত হয়।
ক- স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (১০ এপ্রিল ১৯৭১)
খ- অস্থায়ী সংবিধান আদেশ (১১ জানুয়ারি ১৯৭২)

প্রশ্ন : গণপরিষদের সদস্য কত জন ছিল?

সঠিক উত্তর : ৪০৩ জন
গণপরিষদের সদস্য = ৪০৩ জন
কিন্তু হস্তলিখিত সংবিধানের সাক্ষর করেন = গণপরিষদের- ৩০৯ জন সদস্য। আর মোট সাক্ষর পরেছিল ৩৮৬ জনের।

প্রশ্ন : হস্তলিখিত সংবিধানে কারুকাজ করেন কে?

ক. শিল্পী হাশেম খান
খ. শিল্পী জয়নুল আবেদীন

সঠিক উত্তর :
জয়নুল আবেদীন = খসড়া সংবিধানের অলঙ্করণ ও ডিজাইনার
শিল্পী হাশেম খান = চূড়ান্ত সংবিধানের কারুকাজ/অলংকরণের দায়িত্বে ছিলেন
আবদুর রাউফ = প্রথম খসড়া সনবিধানের হস্ত লিখক/মূল লেখক
(সংযুক্ত pic দেখুন)

____

প্রশ্ন : সংবিধানের বাংলা ভাষারূপ পর্যালোচনার জন্য কমিটির আহবায়ক কে ছিলেন ?
সঠিক উত্তর : ড. আনিসুজ্জামান
বর্তমানে বাংলা একাডেমির সভাপতি = ড. আনিসুজ্জামানকে

____

ব্রেটন উডস প্রতিষ্ঠান কয়টি ? (৩৫ লিখিত)

সঠিক উত্তর :
ব্রেটন উডস প্রতিষ্ঠান বলতে ২ টি প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়।
১. WB (IBRD)
২. IMF

Ref : ব্রেটন উডস সম্মেলন, প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানতে - ২ মিনিটের ভিডিও দেখুন।
লিংক (Link)
: https://www.youtube.com/watch…

NB : ৩৫ লিখিত, ৩৫ প্রিলি, পূর্বের প্রিলির প্রশ্নে বহুবার, ব্যাংকসহ অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায়ও এটি নিয়ে প্রতিনিয়ত প্রশ্ন আসে। বাজারের বেশিরভাগ বইতে ১ টি প্রতিষ্ঠান, IMFদেয়া।
====================
বাজারের প্রফেসরস, MP3, ওরাকল, Barron's TOEFL, competitive exam, assurance সিরিজের ENGLISH বইয়ের প্রায় ৩৫+ ভুল উত্তর আমার সংগ্রহে আছে। কথা দিলাম, ৩৭ প্রিলির জন্য/পূর্বে, ভুল সংশোধনে ব্যাখ্যাসহ সেগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করব ইন-শা-আল্লাহ।
(এই পোস্ট এর প্রায় সব পূর্বেই রেডি ছিল) 🙂 :)

৩৬ প্রিলি :::: বাংলা ১ম পত্র (বাংলা সাহিত্য)
'হাসতে দেখো, গাইতে দেখো, অনেক ছড়ায় মুখস্ত করতে দেখো .... দেখো না'। চলুন ছন্দ গানে সুবিশাল বাংলা সাহিত্যের কিছুটা জয় করি। (ছন্দ করে গাইতে হবে) 🙂🙂

" Rajmohon's wife দুর্গেশনন্দিনী আনন্দে বলে --
কৃষ্ণ আইল দেবীর কুন্ডে,
মৃণা রাজা ইন্দিরা,
সীতার বিষেতে,
রাধা চন্দ্রশেখর রজনীকা। "

NB : মুখস্ত করতে একবার ছন্দ করে গাইতে হবে।

বঙ্কিম এর উপন্যাসমূহের নাম :
Rajmohon's wife (বঙ্কিম এর ১ম উপন্যাস)
দুর্গেশনন্দিনী (বঙ্কিম এর বাংলায় রচিত ১ম **উপন্যাস:**
আনন্দে = আনন্দমঠ
কৃষ্ণ = কৃষ্ণকান্তের উইল (সর্বশেষ্ঠ উপন্যাস)
দেবীর = দেবী চৌধুরাণী
কুন্ডে = কপালকুন্ডলা
মৃণা = মৃণালিনী
রাজা = রাজসিংহ
ইন্দিরা = ইন্দিরা
সীতার = সীতারাম
বিষ = বিষবৃক্ষ
রাধা = রাধারানী

চন্দ্রশেখর = চন্দ্রশেখর
রজনীকা = রজনী
NB : গানের সাথে মিলিয়ে নেন।

বঙ্কিম এর ত্রয়ী উপন্যাসমূহের নাম : (৩৪ বিসিএস লিখিত প্রশ্ন)

মনে রাখার ছন্দ:
"আনন্দে আছে সীতা দেবী"
আনন্দে = আনন্দমঠ
সীতা = সীতারাম
দেবী = দেবী চৌধুরাণী

বৈষ্ণব পদাবলির ৫ জন কবির নাম : (বিগত লিখিত প্রশ্ন)

মনে রাখার ছন্দ:
"বলে বিদ্যা চন্ডী, জ্ঞান গোবিন্দ রবি"
বলে = বলরাম,
বিদ্যা = বিদ্যাপতি,
চন্ডী = চন্ডীদাস,
জ্ঞান = জ্ঞানদাস,
গোবিন্দ = গোবিন্দদাস,
রবি =রবীন্দ্রনাথ।

======================
সাহিত্য মনে রাখার পরবর্তী ছন্দগুলো বইয়ের সাথে মিলিয়ে নিবেন
======================

*** * জসিম উদদীন (১৯০৩-১৯৭৬) * ***

নাটক :
পদ্মাপারের বেদের মেয়ে ও পল্লীবধূ মধুমালা গ্রামের মায়া ছেড়ে আসমান সিংহ নাটক দেখে।

কাব্য :
রূপবতী সখিনা বালুচর মাঠের রাখালী হাসুর এক পয়সা বাঁশি শুনতে না পারায় ধানক্ষেতে মাটির কান্না কেঁদে সোজন বাদিয়ার ঘাটে গেল।

*** * * * কাজী নজরুল ইসলাম * * * ***

উপন্যাস :
বাধনহারা কুহেলিকা মৃত্যুক্ষুধায় অস্থির।

গল্প :
শিউলিমালা কে পদ্মগোখরা ব্যথা দিলে রিক্তের বেদনায় জিনের বাদশায় পরিণত হয়।

নাটক :
আলেয়া ও মধুমালা ঝিলিমিলি নাটক থেকে দেখে পুতুলের বিয়েতে গেল।
----

* * * * রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর * * * *

উপন্যাস :
চার অধ্যায় মুখস্ত করা গোরা দুই বোনকে নিয়ে চোখের বালির সাথে দেখা করতে গেলে চতুর রাজর্ষি ও মালঞ্চ শেষ বারের মত নৌকা ডুবিয়ে দেয়।
----

* * * * মানিক বন্দোপাধ্যায় * * * *

উপন্যাস :
মাঝি জননী পুতল নাচে।

======================
(বইগুলো তে মাঝে মাঝে 'মনে রাখার ছড়া' সহজ করতে গিয়ে অনেক 'বড় ও জটিল' করে ফেলেছে, হয়তো আপনিও দেখেছেন। তাই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। ইহা copy paste নয় এবং সবগুলো কোন বই থেকে নেয়া নয়। বইয়ের বাহিরে আপনারাও এমন কিছু জানা থাকলে শেয়ার করুন, কারন Many a little makes a nickle. (দশের লাঠি একের বোঝা)

৩৬ প্রিলি প্রস্তুতি ::: পারিভাষিক শব্দ (ইংরেজি শব্দের বাংলা অর্থ)
বিসিএস ছাড়াও সকল প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি এবং

প্রাত্যহিক জীবনের জন্য যেসব জানা জরুরি। 🙂

এদের পার্থক্য ও অর্থ জানতে....... 🙂

Article VS Articles, Passport VS visa, Immigrant VS Emigrant, Calendar VS Calender

=======================

Article = অনুচ্ছেদ

Articles = নিয়মাবলি / ধারা

Calendar = পঞ্জিকা

Calender = ইস্ত্রি

Emigrant = প্রবাসী = বিদেশী অবস্থানকারী বাংলাদেশী নাগরিক

Immigrant = অভিবাসী = আমাদের দেশে অবস্থানকারী বিদেশী নাগরিক

Passport = ছাড়পত্র

visa = প্রবেসাজ্ঞা

Password = সংকেত

****

আসুন প্রয়োজনীয় কিছু শব্দের অর্থ আমরা মনে রাখি ... 🙂

****

Academic = অধিবিদ্যা / শিক্ষায়তনিক

Academic year = শিক্ষাবর্ষ

Acknowledgement = প্রাপ্তিস্বীকার

Address of welcome = অভিনন্দন পত্র বা সংবর্ধনা ভাষণ

Ad-hoc = অনানুষ্ঠানিক / তদর্থক

Agenda = আলোচ্য-সূচি

Appendix = পরিশিষ্ট

Assembly = পরিষদ, সভা

Autonomous = স্বায়ত্তশাসিত

Background = পটভূমি

Bail = জামিন

Ballot-paper = ভোটপত্র

Bidding = নিলাম ডাক

Biography = জীবনচরিত, জীবনী

Boycott = বর্জন

Board = পরিষদ

Bureau = সংস্থা

Cabinet মন্ত্রিপরিষদ

Camp = শিবির

Campaign = প্রচারণা

Campus অঙ্গন

Caption শিরোনাম, পরিচিতি

Cartoon = ব্যঙ্গচিত্র

Cashier = খাজাঁচী,কোষাধ্যক্ষ

Catalog = তালিকা

Catalogue তালিকা, গ্রন্থতালিকা

Census = আদমশুমারি

Civil war= গৃহযুদ্ধ

Code = বিধি, সংকেত

Collector = সমাহর্তা

Consul = বাণিজ্যদূত

Copy = প্রতিলিপি

Copyright = লেখস্বত্ব

Data = উপাত্ত

Deed = দলিল

Deed of gift = দানপত্র

Demonstrator = প্রদর্শক

Deputation = প্রেষণ

Dialect = উপভাষা

Diplomat = কূটনীতিক

Donor = দাতা

Edition = সংস্করণ

Embargo = অবরোধ, নিষেধাজ্ঞা

Ex-officio = পদাধিকার বলে

Fiction = কথাসাহিত্য

File = নথি

Forecast = পূর্বাভাস

Gazette = ঘোষণাপত্র

Graph = লেখচিত্র

Green house = সবুজ বলয়

Hand bill = প্রচারপত্র

Hand-book = তথ্যপুস্তিকা

Idiom = বাগধারা

Index = নির্ঘণ্ট, নির্দেশক

Inspector = পরিদর্শক
Judge = বিচারক
Justice = বিচারপতি
Key-word = মূল-শব্দ
Leap-year = অধিবর্ষ
Lease = ইজারা / পাট্টা
Legend = কিংবদন্তি
Magistrate = আধিকরণিক / হাকিম
Manifesto = ইশতেহার
Manuscript = পান্ডুলিপি
Mayor = মেয়র, পুরকর্তা
Memorandum = স্মারকলিপি
Message = বার্তা
Morgue = শবাগার
Note = মন্তব্য
Notice Board = বিজ্ঞপ্তি ফলক
Notification = প্রজ্ঞাপন
Pact = চুক্তি
Philanthropist = লোকহিতৈষী
Postmaster = ডাককর্তা
Public works = গণপূর্ত
Quota = বরাদ্দ
Rank = পদমর্যাদা
Refer = জ্ঞাতার্থে প্রেরণ
Riot = দাঙ্গা
Routine = রুটিন / নিত্যক্রম
Sabotage = অন্তর্ঘাত
Subsidiary = সম্পূরক
Superintendent = অধীক্ষক
Supervisor = তত্ত্বাবধায়ক
Theory = তত্ত্ব / সিদ্ধান্ত / সূত্র
Ultimatum = চরমপত্র
Update = হালনাগাদ
Up-to-date = হালনাগাদ
Valid = বৈধ / সিদ্ধ / চালু
Venue = স্থান
Vocation = বৃত্তি
Walk-out সভাবর্জন / ওয়াক আউট
Warning = হুশিয়ারী
Whitepaper = শ্বেতপত্র
X-ray = রঞ্জনরশ্মি
Year-Book = বর্ষপঞ্জি
Zone = অঞ্চল; বলয় / মণ্ডল

সত্যের সন্ধানে ..... 🙂:)

আমার নিকট "বিষয় বাংলা -by সৌমিত্র শেখর" (2011 edition) বইটি আছে। কিন্তু বইটিতে আমি কিছু problem খুঁজে পেয়েছি। যেমন :

* ব্রজবুলি ভাষা কোন ভাষার মিশ্রনে সৃষ্টি :
বাংলা ও মৈথিলি (পৃষ্ঠা নং-২৭৭)
বাংলা, হিন্দি ও প্রাকৃত (পৃষ্ঠা নং-৩০৩)

* ইউসুফ জোলেখা রচনাকাল :
চতুর্দশ শতক (পৃষ্ঠা নং-২৭৬)
পঞ্চদশ শতক (পৃষ্ঠা নং-২৬৪)

* অধ্যাপক আহমদ শরীফ এর মৃত সাল :
১৯৯৮ (পৃষ্ঠা নং-৩৩৮)
১৯৯৯ (31th Bcs Q. solution)

* নক্সীকাথার মাঠ বিষয়বস্তু :
গ্রামীন জীবন (পৃষ্ঠা নং-৪৯৬)
প্রেম (পৃষ্ঠা নং-৪৯৮)

বিষয় বাংলা - সৌমিত্র শেখর (2011 edition)
If you have the correct ans, plz let me know.

৩৬ ::: মানসিক দক্ষতা (Mental Ability) --- (re-post) ---
প্রিলিতে মানসিক দক্ষতা ১৫ নম্বর এবং বিসিএস লিখিততে মানসিক দক্ষতায় ৫০ নম্বর। বিসিএস ছাড়াও সরকারি-বেসরকারি, ব্যাংক-বীমা, বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায়ও মানসিক দক্ষতা হতে প্রশ্ন করা হয়। এই বিষয়ে ১ টি টপিকস শেয়ার করলাম। আসুন, মজার

এই বিষয়টি জানার চেষ্টা করি ..... 🙂🙂
=====================
সূত্র ১ : যেকোন বত্সরের ১ম ও শেষ তারিখ (১ম দিন ও শেষ দিন) সর্বদা একই বার হবে। (Leap year না হলে)
example:
২০১৫ সালের ১ জানুয়ারি = মঙ্গলবার ছিল
২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর = মঙ্গলবার হবে

____

সূত্র ২: আর Leap year হলে ১ দিন বাড়ে, তাই ১ দিন যোগ দিতে হবে। অর্থাৎ Leap year এর ১ম ও শেষ তারিখ (১ম দিন ও শেষ দিন) একই বার হবে না। ১ দিন যোগ দিতে হবে।
example:
২০১৬ = Leap year
২০১৬ সালের ১ জানুয়ারি = শুক্রবার হবে
২০১৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর = শনিবার হবে

____

সূত্র ৩: চলতি বত্সরের কোন তারিখ যে বার ছিল, পরবর্তী বত্সরে সেই তারিখ কি বার হবে??..... তা পেতে ১ দিন যোগ দিতে হবে।
example:
২০১৫ সালের ১ জানুয়ারি = মঙ্গলবার
২০১৬ সালের ১ জানুয়ারি = বুধবার হবে
=====================
একনজরে পুনরায় দেখি (revision at a glance)
=====================
বত্সরের ১ম ও শেষ তারিখ 'একই বার' হবে : (Leap year না হলে)
২০১৫ সালের ১ জানুয়ারি = মঙ্গলবার ছিল
২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর = মঙ্গলবার হবে
বত্সরের ১ম ও শেষ তারিখ,...... Leap year হলে :
২০১৬ = Leap year
২০১৬ সালের ১ জানুয়ারি = শুক্রবার হবে
২০১৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর = শনিবার হবে
চলতি বত্সরের কোন তারিখ, পরবর্তী বত্সরে সেই একই তারিখ কি বার হবে:
২০১৫ সালের ১ জানুয়ারি = মঙ্গলবার
২০১৬ সালের ১ জানুয়ারি = বুধবার হবে

বিসিএস প্রিলি + লিখিত :: মানসিক দক্ষতা (১৫ + ৫০ নম্বর)
মানসিক দক্ষতা - অনুশীলনের লিংকসহ (Link) ...... 🙂)
এই পোস্টটি আপনাকে প্রিলির ১৫ নম্বর ছাড়াও লিখিত পরীক্ষায় (মানসিক দক্ষতা) ৫০ নম্বরের প্রস্তুতি নিতে সহায়তা করবে।

বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় ৫০ নম্বরের গাণিতিক যুক্তির সাথে ৫০ নম্বরের মানসিক দক্ষতার MCQ পরীক্ষা হয়ে থেকে যা আমরা জানি। তাই বিগত সালের মানসিক দক্ষতার (লিখিত পরীক্ষার) প্রশ্নগুলো একটু চোখ বুলিয়ে নিলে কমন না আসলেও কিছুটা ধারণা বা অনুশীলনটা হয়ে যাবে। আর মানসিক দক্ষতার প্রশ্ন বাংলা ও ইংরেজী যেকোন/উভয় ফরম্যাটেই হতে পারে।

____

প্রিলির মানসিক দক্ষতার সিলেবাসে যা যা উল্লেখ আছে :
1. ভাষাগত যৌক্তিক বিচার (Verbal Reasoning)
2. সমস্যা সমাধান (Problem Solving)
3. বানান ও ভাষা (Spelling and Language)
4. যান্ত্রিক দক্ষতা (Mechanical Reasoning)
5. স্থানাংক সম্পর্ক (Space Relation)
6. সংখ্যাগত ক্ষমতা (Numerical Ability)

____

1. Verbal reasoning মানে হল একটু ভাষাগত প্যাচ দিয়ে একটা প্রশ্ন দেয়া। অনেক ধরনের verbal reasoning হয়। নিচের লিংকটা দেখুন। এই লিংকে টপ -৫০০ Verbal

Reasoning উপর শ্রেণীবিভাগ আকারে প্রশ্ন সহ উত্তর আছে।

★ অনুশীলনের লিংক (Link)
http://tamilcube.com/career/aptitude-test/verbal-reasoning/

2. Problem solving এ যে কোন বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশ্ন দিতে পারে।

3. Spelling and Language মানে বানান কারেকশন, গ্রামাটিক্যাল কারেকশন।

4. Mechanical Reasoning বলতে বোঝায় ছবি দিয়ে বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যা দেওয়া থাকবে। এইগুলো খুব সহজও নয় আবার খুব কঠিন ও নয়। বিষয়টি আরো ডিটেইল বোঝার জন্য নিচের লিংকটি দেখে নিতে পারেন।

★ অনুশীলনের লিংক (Link)
http://www.psychometric-success.com/…/faq-mechanical-reason…

5. Space Relation: এটাঅর্থাৎ জায়াগ / অবস্থান / স্থানাংক বিশিষ্ট প্রশ্ন। এই সেগমেন্ট থেকে আগেরো প্রশ্ন এসেছে। পূর্বের প্রশ্নগুলো সমাধান করলেই এই সম্পর্কে ধারনা পাওয়া যাবে।
ছবি দিয়ে অথবা কোন সংখ্যা বা কোন দিয়ে বলে দিবে এর অক্ষরটি অবস্থান ঐ এ কত তম কিংবা ... ওমুক সংখ্যার ডান / বামের সংখ্যাটি কি?

যেমনঃ ELEPHANT শব্দটির P কত তম অবস্থান? উঃ ৪র্থ
আরো ভালো ভাবে বোঝার জন্য নিচের লিংকটি দেখতে পারেন।

★ অনুশীলনের লিংক (Link)
http://worksheets.tutorvista.com/spatial-relation-test-ques…

6. Numerical Ability অর্থ গণিত সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্ন। এতে বিভিন্ন সিরিজ, ডায়াগ্রাম, জ্যামিতিক চিত্র, পাটিগাণিতিক প্রশ্ন ইত্যাদি থাকে। নিচের লিংকটি দেখতে পারেন।
Numerical Ability সম্পর্কিত টপ-৩০০ প্রশ্ন

★ অনুশীলনের লিংক (Link)
http://tamilcube.com/car…/aptitude-test/numerical-reasoning/

======================
★ সতর্কতা ::
এই বিষয়টিতে প্রিলির পূর্বে এখন খুব একটা সময় দেয়ার প্রয়োজন নেই। তবে হাতে সময় থাকলে ও সম্ভব হলে পরিকল্পিতভাবে একটু সময় নিয়ে দেখা যেতে পারে। তবে বেশি সময় নিয়ে নয়। পোস্টটি সংগ্রহে রাখতে পারেন যা পরবর্তী প্রিলি ও লিখিত পরীক্ষায় কাজে দিবে।
======================
কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ :
NB: এই পোস্টটি তৈরিতে নীলমামুন ভাইয়ের একটি পোস্ট এবং পত্রিকার সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

সুখবর ! সুখবর ! সুখবর !
৩৫ ভাইভাসহ যেকোন ভাইবার প্রস্তুতিকে শাণিত করতে....
*** লেকচার শিট, গ্রুপ ডিসকাশন, ট্রায়াল ভাইবা, বিগত ভাইবার প্রশ্নসহ - মহা আয়োজন নিয়ে আমরা থাকবো আপনাদের সাথে।**
*** কোচিং করে টাকা নষ্ট করা লাগবে না ! 🙂:)**

=====================
ভাইবা প্রত্যাশীরা দলে দলে এই গ্রুপের শাখা গ্রুপে join করুন।
https://www.facebook.com/groups/35THBCSVIVAPASSION/

প্রিলির পর দিন থেকে ভাইবা গ্রুপে জোর প্রস্তুতি শুরু হবে। আর এখন প্রিলির প্রস্তুতি

continue করাই উত্তম।
======================
বিজয়ের মাস : ডিসেম্বর (মুক্তিযুদ্ধকে জানি)
গত ২ বিসিএস ভাইবার কঠিন প্রশ্ন, কমন প্রশ্ন.....

প্রশ্ন :
পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পন অনুষ্ঠানে পূর্ব-বাংলার সেনাপ্রধান এম আতাউল গণি ওসমানী উপস্থিত ছিলেন না কেন ?

NB: (এরকম technical প্রশ্ন করে বোর্ড বুঝে নিবে আপনি কোন দলের, সাদা নাকি নীল্। 🙂 :)বর্তমান সরকার বিরোধীরা এই কথাটি দিয়ে সরকারের সমালোচনা করে। এরকম আরও আছে)
======================
প্রশ্ন : পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পন অনুষ্ঠানে পূর্ব-বাংলার সেনাপ্রধান MAG ওসমানী উপস্থিত ছিলেন না কেন ?

শিরোনাম দেখে আপনি বিভ্রান্ত হলেও, ঠিক এরকমটাই বিশ্বাস করে স্বাধীনতাবিরোধী চক্র। আর এতে উত্তাপ দিচ্ছে একাত্তরের ঘাতক-দালাল আর রাজাকারি চেতনাধারী। স্বাধীনতার পর থেকেই এরা প্রচার করে আসছে –পাকিস্তান ভারতের কাছে সারেন্ডার করেছে। আর ভারতই নাকি ষড়যন্ত্র করে করিয়েছে এটা। ইচ্ছে করেই নাকি সেদিন মুক্তিবাহিনীর সিএনসি ওসমানীকে সারেন্ডার অনুষ্ঠানে থাকতে দেয়া হয়নি ...

কিন্তু আসলেই কি তাই? চলুন তাহলে দেখা যাক, কেন ওসমানি সেদিন অনুপস্থিত ছিলেন? আর কেনই বা পাকিরা মিত্রবাহিনীর অরোরার কাছে সেরান্ডার করলেন?

১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে) আত্মসমর্পন করেছিল যৌথকমান্ডের অন্যতম অধিনায়ক জেনারেল অরোরার কাছে। আত্মসমর্পণের দলিলে জগজিত সিং আরোরা স্বাক্ষর করেন মিত্রবাহিনীর পক্ষে। দলিলের নীচে স্বাক্ষরের নীচে ইংরেজিতে আরোরার পদবি ছিল- General Officer Commanding in Chief, India and BANGLA DESH Forces in the Eastern Theatre. শিক্ষিত কোন ব্যক্তির এ শব্দটুকুর না বুঝার কোন কারণ নেই। আর বাংলাদেশের পক্ষে এই অনুষ্ঠানে প্রতিনিধিত্ব করেন মুক্তিবাহিনীর উপপ্রধান গ্রুপ ক্যাপ্টেন (এয়ার ভাইস মার্শাল) একে খন্দকার। আরো উপস্থিত ছিলেন ২ নং সেক্টর (ঢাকা) কমান্ডার এ টি এম হায়দার।

আত্মসমর্পণের ভিডিও :
www.youtube.com/watch?v=QYtKuXFY13o
======================
যাইহোক, দেখা যাক কেন জেনারেল ওসমানী এ আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে আসতে পারেননি---
১) ড. এ আর মল্লিক এর স্মৃতিচারণ,
"তাজউদ্দিন আহমদ এর সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিলো। তাজউদ্দিন আহমদ আমাকে বললেন, দেখুন তো পাকিস্তান আর্মী সেরান্ডার করবে, প্লেন যাবে অথচ ওসমানি সাহেবকে পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি মনে হয় খুব রিলাকটেন্ট। এর কারণ কি তা বুঝা গেলনা। তিনি আমাকে বললেন, একটু খুজে দেখতে হবে। খোজাখুজি আমিও করলাম। কিন্তু পেলাম না। পরে শুনলাম যে তিনি এয়ারপোর্টে গিয়ে একটি হেলিকপ্টার নিয়ে সিলেট চলে গেছেন কাউকে না জানিয়ে।"
বস্তুত, ওসমানী ১১ ডিসেম্বর থেকে রণাঙ্গন সফরে বেরিয়েছিলেন।

২) ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের তদানীন্তন চিফ অব স্টাফ লে. জেনারেল জে. এফ. আর. জ্যাকব এর বক্তব্য -
Why was the Commander in Chief of the Bangladesh Army, General MAG

Osmani, absent at the ceremony?
Jacob: There is a lot of propaganda about it. The fact is, he was in Sylhet. He was in a helicopter that was shot at by the Pakistan army. I had ordered everyone on the Bangladesh side to stay in Kolkata. But he rode the chopper, got shot and couldn't attend the ceremony. It's not our fault. He should have been there. We wanted him there. Khondkar attended in his absence.

৩) "জেনারেল ইয়াহিয়া জেনারেল মানেকশ'র নিকট একটি আবেদনে জানালেন যে, পাকবাহিনী আত্মসমর্পনে প্রস্তুত তবে তাদের শুধু একটি প্রার্থনা যে আত্মসমর্পন গ্রহন করবে ভারতীয় সেনানায়কেরা । কারণ ভারত জেনেভা কনভেনশন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । কিন্তু বাংলাদেশ যেহেতু জেনেভা কনভেনশনে সই করেনি তাই বাংলাদেশের জেনেরেলের নিকট আত্মসমর্পন করা সম্ভব নয় ।কারণ মুক্তিবাহিনী যদি প্রতিশোধমূলক হত্যা চালায় তবে আন্তর্জাতিক আইন বা জেনেভা কনভেনশন তাদের রক্ষা করতে পারবে না ।"

৪) ১৮ ডিসেম্বর ওসমানী সিলেট থেকে সদর দপ্তরে ফিরে আসেন। তাকে নিয়ে নানা গুজব শুনে ভীষণ ক্ষুব্ধ হন তিনি। তিনি নিজেই বলেন, "দেখুন আমরা স্বাধীনতা অর্জন করতে যাচ্ছি। কিন্তু দুঃখ হলো স্বাধীন জাতি হিসেবে আমাদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ সম্পর্কে কোনো চেতনা এখনও জন্ম হয়নি। আমাকে নিয়ে রিউমার ছড়ানোর সুযোগটা কোথায়? কোনো সুযোগ নেই। তার অনেক কারণ রয়েছে। নাম্বার ওয়ান- পাকিস্তানী সেনাবাহিনী কবে আত্মসমর্পণ করবে আমি জানতাম না। আমি কলকাতা ছেড়ে চলে যাওয়ার পর তাদের আত্মসমর্পণের প্রস্তাব এসেছে।

নাম্বার টু- ঢাকায় আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে আমার যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ এই সশস্ত্র যুদ্ধ ভারত-বাংলাদেশের যৌথ কমান্ডের অধীনে হলেও যুদ্ধের অপারেটিং পার্টের পুরো কমান্ডে ছিলেন ভারতীয় সেনাপ্রধান লেফট্যানেন্ট জেনারেল স্যাম মানেকশ। সত্যি কথা হচ্ছে আমি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোনো নিয়মিত সেনাবাহিনীর সেনাপ্রধানও নই। আন্তর্জাতিক রীতিনীতি অনুযায়ী পাকিস্তান সেনাবাহিনী আমার কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারে না। কারণ বাংলাদেশ জেনেভা কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী কোনো দেশ নয়।

আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে জেনারেল মানেকশকে রিপ্রেজেন্ট করবেন লে.জে অরোরা। জেনারেল মানেকশ গেলে তার সঙ্গে যাওয়ার প্রশ্ন উঠতো। সার্বভৌম সমতার ভিত্তিতে আমার অবস্থান জেনারেল মানেকশর সমান। সেখানে তার অধীনস্থ আঞ্চলিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল অরোরার সফরসঙ্গী আমি হতে পারি না। এটা দেমাগের কথা নয়। এটা প্রটোকলের ব্যাপার। আমি দুঃখিত, আমাকে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। আমাদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধের বড় অভাব।

ঢাকায় ভারতীয় বাহিনী আমার কমান্ডে নয়। জেনারেল মানেকশর পক্ষে জেনারেল অরোরার কমান্ডের অধীন। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করবে যৌথ কমান্ডের ভারতীয় বাহিনীর কাছে। আমি সেখানে (ঢাকায়) যাবো কি জেনারেল অরোরার পাশে দাড়িয়ে তামাশা দেখার জন্য? হাও ক্যান আই!

আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করবেন জেনারেল মানেকশর পক্ষে জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা আর পাকিস্তানী বাহিনীর পক্ষে জেনারেল নিয়াজী। এখানে আমার ভূমিকা কি? খামোখা আমাকে নিয়ে টানা হ্যাচড়া করা হচ্ছে।

পাশাপাশি কেনো মুক্তিবাহিনীর কাছে পাকিস্তানীরা আত্মসমর্পণ করেনি এটার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন ওসমানী সংক্ষেপে ব্যাপারটা এমন যে যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক নীতিমালা আছে যার অন্যনাম জেনেভা কনভেনশন। বাংলাদেশ এই কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী দেশ নয় বলেই সেই নীতিমালা মানতে মুক্তিবাহিনী বাধ্য ছিলো না। তাই তাদের হত্যা করলে বা তাদের উপর অত্যাচার করলে বলার থাকতো না কিছু। পাকিস্তানীরা জেনেশুনে সে ঝুকি নেয়নি। তাছাড়া ৯০ হাজার যুদ্ধবন্দীকে খাওয়ানো পড়ানো তদারক করার ক্ষমতাও যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের ছিলো না। তখনও নিজের খাওয়াটাই যে জোটে না!”

কি বুঝলেন? গোয়েবলসের ‘বিগ লাই থিওরি’র মত স্বাধীনতা-বিরোধীদের এ প্রপাগান্ডার শিকার অনেকেই। একটা মিথ্যাকে ১০০ বার বললে, তা বড়জোড় সত্যের মত মনে হতে পারে। কিন্তু কখনোই সত্য হয় না। সত্য ধ্রুব। ১০০ হাত মাটির নীচে পুঁতে ফেললেও, তা বের হয়ে আসবেই।

তথ্যসূত্র:
[১] আমার জীবন কথা ও বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ১১৫
[২] মাইদুল হাসান, মুলধারা '৭১
[৩] http://bit.ly/Rd7XtP
[৪] স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতঃপর ,কামরুদ্দীন আহমদ , নওরোজ কিতাবিস্তান , ঢাকা, ১৯৮২, পৃষ্ঠা ১৩১
[৫] http://bit.ly/U3BdHf
(collected)

কৃতজ্ঞতা :
নুরুজ্জামান মানিক
প্রকৌশলী আমিনুল ইসলাম সজীব

======================

*** প্রিলির পর দিন থেকে ভাইবা গ্রুপে জোর প্রস্তুতি শুরু হবে। আর এখন প্রিলির প্রস্তুতি continue করাই উত্তম।**
*** লেকচার শিট, গ্রুপ ডিসকাশন, ট্রায়াল ভাইবাসহ মহা আয়োজন নিয়ে আমরা থাকবো আপনাদের সাথে।**
*** কোচিং করে টাকা নষ্ট করা লাগবে না !**

হাসতে কিন্তু নেই মানা .... 🙂:)

'সিগারেট' কবিতাটি কার রচনা ?
ক. শামসুর রহমান
খ. সুকান্ত ভট্টাচার্য
গ. জীবনানন্দ দাস
ঘ. সমর সেন

উত্তর : সুকান্ত ভট্টাচার্য

'আফিম যুদ্ব' বলা হয় যেটিকে -
ক. কোরীয় যুদ্ধ
খ. রাশিয়া-জাপান
গ. ইঙ্গ-চীন যুদ্ব
ঘ. ভিয়েতনাম

উত্তর : ইঙ্গ-চীন যুদ্ব

"বেঁচে থাকার নেশা" কার লেখা?
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
খ. সুকুমার রায়
গ. কাজী নজরুল ইসলাম
ঘ. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

উত্তর : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

"যে পারে পারুক" কি এবং কার লেখা?
ক. কাব্য, আসাদ চৌধুরী
খ. নাটক, জসিমউদ্দিন
গ. উপনাস, আবুল হোসেন
ঘ. উপন্যাস, আব্দুল্লাহ আল মামুন

উত্তর : কাব্য, আসাদ চৌধুরী

"ছাতা বিপ্লব" হয়েছিল -
ক. হংকং
খ. থাইল্যান্ড
গ. তিউনিসিয়া
ঘ. ইউক্রেন

উত্তর : হংকং

পাসওয়ার্ড এর অর্থ কি?
ক. সংকেত
খ. নমুনা সংকেত
গ. লুকিয়ে রাখা
ঘ. চিহ্ন সংকেত

উত্তর : সংকেত

SAFTA : South Asian Free Trade Area
SAPTA : SAARC Preferential trading Arrangement
OPEN : Organization to Promote Equality Now
START: Strategic arms reduction treaty
STOP : Save the Oppressed People

🙂:) ------- হা, আপনাকেই বলছি ------

পিএসসি ৩৫ প্রিলিতে যা দেখালো, জানি না ৩৬ প্রিলিতে কি অপেক্ষা করছে। এটা নিশ্চিত, পিএসসি (PSC) এখন বাজারের প্রচলিত বই থেকে বের হয়ে প্রশ্নের ধরণ ও কাঠামোতে বিরাট পরিবর্তন আনতে চাচ্ছে। ৩৫ তম প্রিলি পরীক্ষার পর, পত্রিকায় প্রচারিত পিএসসির চেয়ারম্যানের সাক্ষাত্কার এবং ৩৫ লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন- এর যথেষ্ট ইঙ্গিত বহন করে। আপনি বোর্ড বই, রেফারেন্স বই, ছাড়াও কম বেশি কয়েকটা পাবলিকেশনের এক সেট করে হয়তো কমবেশি ৫০ টি বই পড়েছেন। পুরো ডাইজেস্ট থেকে আপনি ১ লক্ষ + প্রশ্ন বানাতে পারবেন। মনে করে দেখুন, গতবার কতটুকু কমন পেয়েছি আমরা? এগুলো বলছি, শুধু পিএসসি কি চাচ্ছে তা আরেকবার স্মরণ করার জন্য, পরিবর্তিত পরিস্থিতি মনে রাখার জন্য।

বই পড়ার সাথে সাথে আমরা কেন এখানে আসি? তথ্য আদান প্রদান, রিসোর্স share, বইয়ের ভুলত্রুটি সংশোধন, পরীক্ষায় অংশগ্রহন ইত্যাদির মাধ্যমে যে window of opportunity সৃষ্টি হয়, তার পরশ পেতে। আর যেটা বইতে নেই সেটা জানতে বা knowledge শেয়ার করতে। বইয়ের পরে অঢেল ভান্ডার থেকে বাড়তি কিছু পেতে। কেউই সব পারে না আর সব জানে না। আবার প্রিলির জন্য সব জানা লাগে না, সব পারা লাগে না। সঠিক পরিকল্পনা ও কৌশল, মেধা ও অর্জিত জ্ঞান, প্রস্তুতি ও পরিশ্রম- এসবের সমন্বয়ে অন্তত প্রিলি পাড়ি দেয়া সম্ভব। কিন্তু এসব বিষয়ে সবার strength ও weakness তো এক নয় ! হয়তো আপনার যেটা strength সেটাই আমার weakness. তাই আমাদের সবার একসাথে কাজ করতে হবে।

গ্রুপতো বস্তুবাচক ! বন্ধনটা হলো হলো মানবিক। পড়াশোনা করতে গিয়ে কেনই বা আমাদের এত মতের অমিল হবে। তারপরও গ্রুপ অনেক থাকবেই, সিক্রেটও থাকবে। আর প্রতিযোগিতা বেশি হলে output ভাল হয়। কিন্তু অন্তত প্রিলির জন্য আমাদের বড় একটি প্লাটফর্মে থাকতে হবে। এর যৌক্তিকতা অনেক। গ্রুপে গুটিকয়েক মেম্বার পোস্ট করে, participate করে, আর active থাকে। এবার আপনি ভাবুনতো, এই অঢেল ভান্ডার কখন বড় হবে, যেখানে সম্ভাবনা বেশি থাকে। তখন resource, ডাটা, পোস্ট, আর participation বেশি হবে। বলুনতো, পূর্বে এই Goal গ্রুপ যতটা জমেছিল, এর মত আর কোন প্রিলির গ্রুপ এখনও জমেছে কিনা ? না জমেনি। এটা প্রিলি, লিখিত নয়। ১৫-২০ জন বেশিদূর টানতে পারবে না। এটা সম্ভব নয়। দিনে দিনে গ্রুপ যত বাড়বে, ততই আমরা

বিচ্ছিন্ন হব, বঞ্চিত হবো আর সম্ভাবনার অপমৃত্যু হবে।

যারা ২-১ বত্সরের পড়াশোনা তাদের কথা না হলে বাদ দিলাম, কিন্তু যারা মোটামুটি অনেক পড়েছি, জানি, সময় ও সামর্থ্য আছে তাদের বলি। আমার মেধা কি এতই কৃপণ, এতই ছোট, মনও কি এতই বন্ধি, যে আমি একটা লাইনও কোথাও শেয়ার করতে পারি না। জানেনতো 'Many a little makes a nickle .... আসলেই একজনের পক্ষে যা সম্ভব নয়, দশে মিলে তা সম্ভব। হ্যা, participation ও contribution বাড়ানোর কথা বলছি। ভাই, এই ইন্টারনেট ও মোবাইল এর যুগে তথ্য লুকিয়ে রাখার কিছু নাই। একটু চোখ খুললেই সব উন্মুক্ত ও সহজলভ।

একটি ইংরেজি প্রবাদের শরণাপন্ন হই, 'Early birds get the insect'. সময় আছে আর অল্প। মনে রেখেছি 'রাত যত গভীর হয়, প্রভাত তত নিকটে আসে'। তাই "আর নয় দেরি, চলুন কাল থেকে sharing শুরু করি"। সুন্দর পরিবেশ বজায় রেখে সবার participation বাড়বে, বিজ্ঞদের আরো বেশি বেশি উপকারী পোস্ট আসবে, সবার প্রস্তুতি আরও সুন্দর হবে- এটাই আশা করা যায়।

সবার জন্য শুভ কামনা রইলো। 🙂:) 🙂:)

#স্বপ্নের_পথে_যাত্রা ★পর্ব ০৬★
কার্টেসি : Samad Azad ভাইয়া
প্রিলি+ লিখিত প্রস্তুতি :: আন্তর্জার্তিক বিষয়াবলি (New)
★ সম্ভাব্য প্রশ্ন:
১। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির রূপরেখা আলোচনা করুন।
২। মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি উল্লেখ করুন।
৩। দক্ষিণ এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি আলোচনা
করুন।

.
★ লিখিত সিলেবাসে উল্লেখকৃত (আন্তর্জার্তিক বিষয়াবলি):
Section A: Conceptual Issues = Foreign policy and
Diplomacy:
Section B: Empirical Issue = Foreign Relations of Major
Powers: USA
.
.
* * * মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি * * *
.
১.
বিশ্বব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে ও নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতিতে
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন এসেছে। ১৮২৩ সাল
হতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিচ্ছিন্নতাবাদী নীতি অনুসরণ
করে পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্ত হতে নিজেকে আলাদা
করে রাখে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন জার্মানির হামলা হতে
ব্রিটেনকে রক্ষা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আবার বিচ্ছিন্নতাবাদী নীতিতে ফিরে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ
চলাকালীন জাপান কর্তৃক মার্কিন নৌ ঘাঁটি পার্ল হারবার ব্যাপকভাবে
আক্রান্ত হবার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব রাজনীতির সঙ্গে
নিজেকে সংশ্লিষ্ট করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের (বর্তমান রাশিয়া) সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্নায়ুযুদ্ধ
(পড়ষফ ধিৎ) চলতে থাকে। ৯০'র দশকের শুরুতে স্নায়ুযুদ্ধ

শেষ হওয়ার মধ্য দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বী
সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হয় এবং বিশ্বে মার্কিন
যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে এক মেরুকরণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত
হয়।

.

২.

স্নায়ুযুদ্ধের পর ফ্রান্সিস ফুকোয়ামা নামের একজন পণ্ডিত
ব্যক্তি একটি তত্ত্ব পেশ করেন। এ তত্ত্বে তিনি উল্লেখ
করেন, স্নায়ুযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শকে
মোকাবিলা করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল। কিন্তু এখন
কেউ নেই। তাই বিশ্বব্যাপী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শই
প্রতিফলিত হবে। এর ফলে গণতন্ত্র, পুঁজিবাদ ও মুক্তবাজার
অর্থনীতি ইত্যাদি অবাদে চলবে। অন্যদিকে স্যামুয়েল পি
হান্টিংটন নামে আরেক পণ্ডিত ব্যক্তি 'সভ্যতার সংঘাত' নামে
আরেকটি তত্ব পেশ করেন। এতে তিনি দেখান যে,
নতুন করে যেসব সংঘাত হবে তা হবে সভ্যতার মধ্যকার
সংঘাত।

.

স্নায়ুযুদ্ধত্তোরকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মনে করতে থাকে বিশ্বে সামরিক, অর্থনীতি, কূটনৈতিক দিক দিয়ে কোন
রাষ্ট্রই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমতূল্য নয়। দেশটি আরও
মনে করে তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার দীর্ঘায়িত
হবে। এর কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সামরিক ও অর্থনৈতিক
শক্তি দ্বারা প্রতিপক্ষদের সহজেই মোকাবিলা করতে
পারে। তাছাড়া বিশ্বব্যাপী মার্কিন কর্তৃত্বকে সুদৃঢ় করার জন্য
বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ও সামরিক স্থানগুলো মার্কিন
যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন আছে।

.

৩.

৯/১১ এর ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মার্কিন
যুক্তরাষ্ট্রের কোন মহা পরিকল্পনা ছিল না। ৯/১১ পরবর্তী
সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি মহা পরিকল্পনা
প্রণয়ন করে।
৯/১১ এর পর দেশটি যে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে
তোলে তার আদর্শিক ভিত্তি হলো নব্য-
রক্ষণশীলতাবাদ।
বর্তমান জর্জ ডব্লিউ বুশ প্রশাসনের নীতি নির্ধারকদের
অধিকাংশই নব্য রক্ষণশীল। নব্য-রক্ষণশীল শাসকবর্গ মনে
করে, বিশ্বব্যাপী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একক কর্তৃত্বকে
টিকিয়ে রাখার জন্য কূটনৈতিক ব্যবস্থাপনার চেয়ে সামরিক
ব্যবস্থাপনাই অধিক ফলপ্রসূ।

.

৯/১১ পরবর্তী সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার নিরাপত্তা
নিশ্চিত করা নিয়ে সবচেয়ে বেশি চিন্তিত হয়ে
পড়ে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মনে করে, বিশ্বব্যাপী ইসলামী
জঙ্গিবাদই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের

নিরাপত্তাহীনতার
কারণ। কেননা ইসলামী জঙ্গিবাদীদের একটি সাধারণ লক্ষ্য
হলো বিশ্বব্যাপী মার্কিন স্বার্থে আঘাত হানা। মার্কিন
যুক্তরাষ্ট্র ‘দুর্বত্ত রাষ্ট্র’ (জড়ঁমব ঝঃধঃব) নামে যেসব
রাষ্ট্রের নাম তালিকাভুক্ত করেছে তাতে দেখা যায় একমাত্র
উত্তর কোরিয়া ছাড়া বাকি সবগুলোই মুসলিম রাষ্ট্র। মার্কিন
যুক্তরাষ্ট্রের মতে, দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে
বিজয় অর্জন করতে পারলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার
মিত্রদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। বর্তমান বুশ
প্রশাসন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইজেন হাওযার
কর্তৃক প্রণীত ‘ডোমিনো থিওরি’ (উড়সরহড় ঞযবড়ৎু)
গ্রহণ করে। এ তত্ত্বে বলা হয়েছিলো, কমিউনিস্ট
আন্দোলনকে দমানোর জন্য এসব রাষ্ট্রগুলোকে
আগেই আক্রমণ করতে হবে। বুশ প্রশাসন এ তত্ত্ব
অনুযায়ী দুর্বৃত্ত রাষ্ট্রগুলোকে আগেই আক্রমণ করার
নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।
.
৪.
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে একটা বড় ধরনের সামাজিক ও
অর্থনৈতিক পরিবর্তন আনতে চায়। দেশটি মনে করে, বিশ্ব
সন্ত্রাসবাদের উৎস হলো মধ্যপ্রাচ্য। এর কারণ হলো
সেখানে গণতন্ত্র না থাকায় সন্ত্রাসবাদের জন্ম হচ্ছে।
তাদের মতে, গণতন্ত্র থাকলে দেশের উন্নতি হবে
বেশি এবং দারিদ্র্য দূর হবে। আর দারিদ্র্য দূর হলে সন্ত্রাসী
তৈরি হবে না। এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুক্তবাজার
অর্থনীতি চালু করতে চায়। অথচ মধ্যপ্রাচ্য মুক্তবাজার
অর্থনীতির জন্য এখনো প্রস্তুত নয়, সেখানে
প্রয়োজন অবাধ (সুষ্ঠু) বাজার অর্থনীতি।
.
একইভাবে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক স্বার্থ অর্জনের জন্য
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ
লক্ষ্য হলো অবাধ বাণিজ্যের প্রসার করা। কারণ অবাধ
বাণিজ্যের মাধ্যমে মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ উন্নত
দেশগুলোর অধিক অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা হয়। তাছাড়া মার্কিন
যুক্তরাষ্ট্র মনে করে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক
যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য অবাধ বাণিজ্যের প্রচলন করা
দরকার। অবশ্য সাম্প্রতিক সময়ে মার্কিন পুঁজিবাদী ব্যবস্থা
ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছে। মুক্তবাজার
অর্থনীতির নামে বর্তমান নব্য রক্ষণশীল বুশ প্রশাসন
চেয়েছিল বাজার ব্যবস্থার ওপর থেকে রাষ্ট্রীয়
নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণরুপে তুলে নিতে এবং গণহারে
বিরাষ্ট্রীয়করণ করতে। যার নেতিবাচক প্রভাবে
যুক্তরাষ্ট্রে দেখা দিয়েছে মারাত্মক অর্থনৈতিক
বিপর্যয়।
.
বর্তমান মার্কিন প্রশাসন মনে করে, বিশ্বের অধিকাংশ
সন্ত্রাসী হামলার কারণ হলো মধ্যপ্রাচ্যে

ফিলিস্তিনীদের
রাষ্ট্রহীনতা। সাম্প্রতিক সময়ে ফিলিস্তিন স্বাধীন রাষ্ট্র
প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। যেখানে ইসরাইল
ও ফিলিস্তিন উভয়কে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেবে।
কিন্তু ইসরাইলীরা ফিলিস্তিনের রাজধানী হিসেবে
জেরুজালেকে স্বীকৃতি না দেয়া এবং মার্কিন
যুক্তরাষ্ট্রের আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে স্বাধীন
ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে বিলম্বিত হচ্ছে। অন্যদিকে
মুসলিম বিশ্ব মনে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে তাদের
স্বার্থসিদ্ধির জন্য ফিলিস্তিন সমস্যাটি সমাধান করতে চাচ্ছে না।
গত পঞ্চাশ বছর যাবত মধ্যপ্রাচ্যে গণতন্ত্র ও স্থিতিশীলতার
জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েও যুক্তরাষ্ট্র সেখানে গণতন্ত্র ও
স্থিতিশীলতা কোনটাই অর্জন করতে পারেনি।
যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র ইসরাইল ও সৌদি আরব কর্তৃক মানবাধিকার
লংঘিত হলেও সে ব্যাপারে তারা কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না।
অন্যদিকে হামাস ফিলিস্তিনে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়ে
সরকার গঠন করলেও তাদের ক্ষমতা থেকে উৎখাত করে
এবং সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করছে।
.
২০০৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে ব্যাপক বিধ্বংসী
অস্ত্রের মজুদ ও ইরাকি নেতা সাদ্দামের সঙ্গে আল-
কায়েদাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা আছে এ বলে সেখানে
আক্রমণ করে। কিন্তু এ দুটি বিষয় প্রমাণিত না হবার কারণে এটা
বলা যায় যে, বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তেল উৎপাদনকারী
দেশ ইরাকের তেল সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাই
ছিলো এ যুদ্ধের মূল কারণ। দীর্ঘ ছয় বছর যুদ্ধ করেও
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে গণতন্ত্র ও স্থিতিশীলতা
কোনটাই পুরোপুরি অর্জন করতে পারেনি। ইরাকে এ
পর্যন্ত ছয় শ' বিলিয়ন ডলার ব্যয় হয়েছে মার্কিন
যুক্তরাষ্ট্রের। ইরাকে প্রতিদিন মার্কিন সরকারকে ২ হাজার
৪০০ কোটি টাকা খরচ করতে হচ্ছে। এ বিপুল ব্যয় বহন
করতে গিয়ে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে মার্কিন
যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির ওপর।
.
ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি থেকে নিবৃত করার জন্য
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। মার্কিন
যুক্তরাষ্ট্রের মতে, পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে ইরান যদি
আনবিক শক্তির অধিকারী হয়, তাহলে তা মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন
যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র ইসরাইল ও সোদি আরবের নিরাপত্তার
জন্য হুমকির কারণ হতে পারে। তাই যুক্তরাষ্ট্র ইরানের ওপর
কঠোর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। কিন্তু
তারপরও ইরান তার আনবিক কার্যক্রম
চালিয়ে যাচ্ছে। ইরান দাবি

করছে যে, তাদের আনবিক পরীক্ষা সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ এবং
শুধুমাত্র বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য। এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
কর্তৃক চাপিয়ে দেয়া অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ইরানের ওপর
তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি। কেননা ইরান খাদ্যদ্রব্য
উৎপাদনে অনেকটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাছাড়া আন্তঃআরব
বাণিজ্যের মাধ্যমে ইরান তার অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনীয়
দ্রব্যের চাহিদা মিটিয়ে থাকে।

.

৫.

১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল কম্যুনিজমের সম্প্রসারণ
ঠেকানোর জন্য এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক
জোট ওয়ারশ প্যাক্টকে (ডধৎংড়ি চধপঃ) মোকাবিলা করার
জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ন্যাটো সামরিক জোট গড়ে
তোলে। ঠাণ্ডাযুদ্ধের অবসানের ফলে সোভিয়েত
ইউনিয়ন ও ওয়ারশ প্যাক্টের পতন হওয়ার পর অনেকে
মনে করেন যে, ন্যাটোকে টিকিয়ে রাখার আর
প্রয়োজন নেই। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মনে করে,
ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তরকালে বিশ্বব্যাপী ইসলামী জঙ্গিবাদ ও
বিভিন্ন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও জাতিগত বিবাদ
নিরসনের জন্য ন্যাটোর প্রয়োজনীয়তা এখনো
বিদ্যমান। দেশটি মনে করে, বসনিয়া ও আফগানিস্তানে
বিদ্যমান বিবাদ নিরসনে ন্যাটো গুরুত্বপূর্ণ
ভূমিকা পালন করছে।

নতুন বিশ্ব ব্যবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার পররাষ্ট্রনীতির
উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নে ন্যাটোকে আরও বিস্তৃত
করতে চায়। বুশ প্রশাসনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিসা
রাইস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির যে মূলনীতি
ঘোষণা করেছেন সেখানে তিনি বলেছেন, বিশ্বব্যাপী
গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়নের জন্য ন্যাটোর ভূমিকা
অত্যাবশ্যক। এছাড়াও সমাজতন্ত্রের পতন ও সোভিয়েত
ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়া সত্ত্বেও রাশিয়া এখনো বেশ
শক্তিশালী। বিপুল পরিমাণ পারমাণবিক অস্ত্রসহ অন্যান্য
মারণাস্ত্র এখনো রাশিয়ার কাছে মজুদ রয়েছে। তাছাড়া পূর্ব
ইউরোপে এখনো রাশিয়ার আধিপত্য রয়েছে। এ অবস্থায়
ভবিষ্যতে যে কোন সময়ে রাশিয়া পশ্চিমা বিশ্বের প্রতি
হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারে। আর ন্যাটো এ ভবিষ্যত
হুমকির মোকাবিলায় একটি নিবারক শক্তি
হিসেবে কাজ করবে।

.

৬.

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
বিশ্বব্যাপী উদারবাদের মাধ্যমে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার
সমুন্নত রাখার জন্য এগিয়ে আসে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মনে
করে, বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা
গেলে বিশ্বে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও মানবাধিকার সমুন্নত রাখা

সম্ভব হবে। দেশটির মতে, কম্যুনিজম, সামরিক শাসন ও রাজতন্ত্র মানবাধিকার রক্ষার অনুকূলে নয়। তাই অর্ধ-শতাব্দীরও অধিককালব্যাপী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কম্যুনিজম, স্বৈরশাসন ও রাজতন্ত্রকে প্রতিহত করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে ঠাণ্ডাযুদ্ধ চলাকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার স্বার্থরক্ষার জন্য স্বৈর-শাসকদেরও সহযোগিতা করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র সৌদি আরবে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার এ দুটির বাস্তবিক প্রয়োগ নেই। এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র দেখায় যে, সৌদি আরবের মতো একটি রাজতান্ত্রিক দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া আনয়ন করতে গেলে বিশ্বব্যাপী স্থিতিশীলতা নষ্ট হতে পারে। আর মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার।

.

৭.

চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আদর্শগত ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও চীন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বৃহৎ বাণিজ্যিক অংশীদার। চীন তাইওয়ানে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে চাইলে যুক্তরাষ্ট্র তাতে বাধা প্রদান করে। চীনের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগও যুক্তরাষ্ট্র করে আসছে। চীনকে যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্যিকভাবে বৃহৎ অংশীদার করার কারণ হলো চীনের যেসব আচরণ যুক্তরাষ্ট্র পছন্দ করে না সেসব আচরণ চীন তার অর্থনৈতিক স্বার্থের কথা বিবেচনা করে সংশোধন করবে।

১৯৮৯ সালে চীনের তিয়েন আনমেন স্কোয়ারে গণতন্ত্রকামী ছাত্রদের হত্যা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণে চীনের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার পর কিছুদিন পরে তা প্রত্যাহার করে নেয়। তবে সাম্প্রতিককালে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ানকে মিসাইল হামলা থেকে রক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বুশ প্রশাসন একটি ক্ষেপনাস্ত্র বিধ্বংসী ব্যবস্থা গড়ে তোলার কারণে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের মধ্যে উত্তেজনা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

.

৮.

ইউরোপীয় ইউনিয়ন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্র। দু'পক্ষেই গণতন্ত্র এবং বাজার অর্থনীতি বুনিয়াদি ভিত্তি লাভ করেছে। সঙ্গত কারণেই এরা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরস্পর পরস্পরের সহযোগী হতে চায়। তবে এ কথা সত্য যে, বর্তমান সময়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বিষয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের অধিকাংশ রাষ্ট্রই ইরাক যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল। ন্যাটোকে পাশ কাটিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন নিজস্ব সেনাবাহিনী গঠনের

প্রচেষ্টা চালায়। এ কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে
ইউরোপীয় ইউনিয়নের সম্পর্ক বর্তমানে কিছুটা শিথিল
অবস্থায় রয়েছে।
.
৯.
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মনে করে, উগ্র জাতীয়তাবাদী রাশিয়া
পুনরায় শক্তিশালী হয়ে সম্প্রসারণবাদী ভূমিকা অবলম্বন
করতে পারে। পূর্ব ইউরোপের যেসব রাষ্ট্র রাশিয়ার
শাসনাধীনে ছিল সে সকল রাষ্ট্র এখনো রাশিয়ার প্রভাব
থেকে পুরোপুরি মুক্ত হয়নি। সাম্প্রতিককালে রাশিয়াকে
প্রতিপক্ষ বিবেচনা করে রাশিয়ার নিকট প্রতিবেশী রাষ্ট্র
চেক প্রজাতন্ত্র ও পোলান্ডে আধুনিক ক্ষেপনাস্ত্র
মোতায়েন করার কারণে রাশিয়াও কিউবাতে আনবিক অস্ত্র
মোতায়েন করেছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। মার্কিন
যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে একক পরাশক্তি বিবেচনা করলেও
রাশিয়া মনে করে এখনো দ্বি-মেরু বিশ্ব ব্যবস্থার অবসান
ঘটেনি। এমতাবস্থায় বিশ্বেও একমাত্র পরাশক্তি হিসেবে
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার পররাষ্ট্র নীতি দ্বারা যদি রাশিয়ার উগ্র
জাতীয়তাবাদী চেতনাকে নিবৃত্ত করতে না পারে তাহলে
বিশ্বব্যাপী তার জন্য ক্ষতিকর কারণ হতে পারে।

#স্বপ্নের_পথে_যাত্রা ★পর্ব ০৫★
কার্টেসি : Samad Azad ভাইয়া
প্রিলি+ লিখিত প্রস্তুতি :: বাংলাদেশ + আন্তর্জার্তিক বিষয়াবলি
সম্ভাব্য প্রশ্ন : (VVI)

১. স্বল্পোন্নত দেশ (LDC) কী? স্বল্পোন্নত দেশ কীভাবে নির্ধারণ করা হয়?
২. স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) এর সামগ্রিক অবস্থা মূলায়ন
করুন।
৩. স্বল্পোন্নত দেশ/ এলডিসি থেকে উন্নয়নশীল দেশে উঠে আসার জন্য জাতিসংঘের
নির্ণায়কগুলো কী
কী?
৪. এলডিসি গ্রুপ (LDC Group) কি? এর সদস্য সংখ্যা কত?
৫. বাংলাদেশ সম্প্রতি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় (WTO)
স্বল্পোন্নত দেশ বা এলডিসির সমন্বয়ক নির্বাচিত হয়েছে।
এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ কীভাবে লাভবান
হতে পারে? এলডিসির স্বার্থে বাংলাদেশ আর কী ভূমিকা
পালন করতে পারে?
৬. এশিয়ার এলডিসি ও আফ্রিকার এলডিসির স্বার্থের মধ্যে
কী পার্থক্য রয়েছে? এক্ষেত্রে বাংলাদেশ কীভাবে সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবে?
৭. বাংলাদেশের এখনও এলডিসিতে থাকার কারণ কী?
বাংলাদেশের এলডিসি থেকে বের হতে কত সময়
লাগবে?
৮. বাংলাদেশের এলডিসি থেকে বেরিয়ে যাবার পক্ষে-
বিপক্ষে কী যুক্তি রয়েছে? vvi
৯. এলডিসি থেকে বেরিয়ে আসার স্বপ্ন এবং

আপনি কি
মনে করেন মধ্যম আয়ের দেশ হলেই বাংলাদেশ এলডিসি
থেকে বেরিয়ে আসবে ? vvi
১০. এলডিসিতে বাংলাদেশের অবস্থান, চ্যালেঞ্জ, করণীয়
ও সুপারিশ সম্পর্কে আপনার মতামত পেশ করুন। vvi
.
.
★ সিলেবাস সম্পর্কিত বিষয় (Related Topics):
বাংলাদেশ বিষয়াবলি (সিলেবাস) :
Economy, Foreign Policy and External Relations of Bangladesh (Participation in International Organizations), International Economic Institutions, International Trade.
.
আন্তর্জার্তিক বিষয়াবলি (সিলেবাস) :
Participation in International Organizations, International Economic Institutions, International Economic Relations,
International trade, WTO.
Bangladesh in International Affairs (Major achievements, challenges, future directions)
Section C : Problem-solving (International Trade issue)
.
.
★ কেন প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু মনে হচ্ছে ??
১. এলডিসি থেকে উত্তরণে কাজ করার জন্য গত ২২
ডিসেম্বর ‘সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ’ কমিটি গঠন করে
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। এ ছাড়া সরকারের আরো ২৬টি মন্ত্রণালয়
ও বিভাগের সিনিয়র সচিব ও সচিবদের ওই কমিটির সদস্য রাখা
হয়েছে।
.
২. বাংলাদেশ সম্প্রতি পঞ্চমবারের মতো বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায়
(ডব্লিউটিও) স্বল্পোন্নত দেশ বা এলডিসির সমন্বয়ক নির্বাচিত
হয়েছে।
.
.
✏️✏ ✏️✏ ✏️✏ ✏️✏ ✏️✏✏️✏ ✏️✏ ✏️✏ ✏️✏ ✏️✏
উত্তর :: উত্তর :: উত্তর :: উত্তর :: উত্তর
✏️✏ ✏️✏ ✏️✏ ✏️✏ ✏️✏✏️✏ ✏️✏ ✏️✏ ✏️✏ ✏️✏
.

★ স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) :

১৯৭১ সাল থেকে জাতিসংঘ বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে আলাদা তালিকায় রেখেছে। উন্নয়ন-
প্রক্রিয়া কার্যত স্থবির, দারিদ্র্যহার কমানোর ক্ষেত্রে
ব্যর্থতা, ঝুঁকির তীব্রতা বিবেচনায় এ তালিকা। আন্তর্জাতিক
বাণিজ্য, বিদেশি ঋণ ও অনুদান পাওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্থা
ও উন্নত দেশগুলোর কাছ থেকে এ ধরনের দেশকে
বিশেষ সুবিধা দেওয়ার নীতি ও সিদ্ধান্ত রয়েছে জাতিসংঘ,
ডাব্লিউটিওসহ নানা আন্তর্জাতিক সংস্থায়। এসব দেশ নিয়ে
জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠান আঙ্কটাডের নেতৃত্বে ১৯৮১, ১৯৯০,
২০০১ ও ২০১১ সালে চারটি সম্মেলন হয়েছে। সর্বশেষ
ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে এলডিসির অভিধা

থেকে
বের হওয়ার জন্য কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে ২০২০ সাল
পর্যন্ত সময় পায় দেশগুলো।
.
বর্তমানে এলডিসিভুক্ত দেশ আছে ৪৮টি। ১৯৭১ সাল
থেকে এ পর্যন্ত মাত্র চারটি দেশ এলডিসি থেকে বের
হতে পেরেছে। দেশগুলো হলো বতসোয়ানা, কেপ
ভারদে, মালদ্বীপ ও সামোয়া।
.
According to the United Nations,
A least developed country (LDC) is a country that, exhibits
the lowest indicators of socioeconomic development, with
the lowest Human Development Index ratings of all
countries in the world.
.

★ স্বল্পোন্নত দেশ (LDC) কীভাবে নির্ধারণ করা হয়?

তিনটি সূচকের ওপর ভিত্তি করেই স্বল্পোন্নত দেশ নির্ধারণ
করা হয়:
১. মাথাপিছু আয়
২. মানবসম্পদ উন্নয়ন
৩. অর্থনীতির ভঙ্গুরতা
স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের
পর্যায়ে পৌঁছাতে হলে এই দেশগুলোর মাথাপিছু আয়
এক হাজার ১৯০ ডলার, মানবসম্পদ সূচক ৬৬ এবং অর্থনীতির
ভঙ্গুরতা সূচক ৩২ হতে হবে।
.

★ স্বল্পোন্নত দেশ (LDC) এর সামগ্রিক অবস্থা মূল্যায়ন :

বিশ্বব্যাংকের এক হিসাব অনুযায়ী, ৪৮টি এলডিসির মধ্যে
বিশ্বের ৮৫ কোটি মানুষের বসবাস। এর মধ্যে
অর্ধেকেরই অবস্থান দারিদ্র্যসীমার নিচে। বৈশ্বিক মোট
দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ২ শতাংশ, পণ্য বাণিজ্যের ১ শতাংশ
এবং সেবা বাণিজ্যের মাত্র দশমিক ৫ শতাংশের ভাগীদার
এলডিসিভুক্ত দেশগুলো। ডব্লিউটিওর অধীনে বাণিজ্য
স্বার্থসম্পর্কিত বাংলাদেশসহ যে ৩৪টি এলডিসি রয়েছে,
এদের অবস্থা আরও খারাপ।
.

★ স্বল্পোন্নত দেশ (LDC) থেকে উন্নয়নশীল দেশে উঠে আসার জন্য জাতিসংঘের নির্ণায়কগুলো কী
কী?

এলডিসি থেকে উন্নয়নশীল দেশে উঠে আসার
ক্ষেত্রে জাতিসংঘের ৩ টি শর্ত রয়েছে:
.
১ম শর্ত:
তিন বছরের গড় মোট দেশজ আয়ের (জিএনআই)
ভিত্তিতে মাথাপিছু আয় কমপক্ষে ১১৯০ ডলার হতে হবে।
তবে সর্বনিম্ন মাথাপিছু আয়ের এ অঙ্ক
প্রতিবছরই বাড়ে।
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) হিসাব অনুযায়ী, বর্তমান
মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ১০৪৪ ডলার।
.

২য় শর্ত:
হলো-মানবসম্পদের উন্নয়ন। এ ক্ষেত্রে পুষ্টি, স্বাস্থ্য,
শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়নকে মূল্যায়ন করে
জাতিসংঘ।
.
৩য় শর্ত:
ভঙ্গুর অর্থনৈতিক অবস্থা দূর করা। এটি কৃষি উৎপাদন, পণ্য ও
সেবা রপ্তানি, প্রচলিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ছাড়াও জিডিপিতে
সম্পূর্ণ পণ্য উৎপাদন ও আধুনিক সেবার অংশীদারিত্ব এবং
ছোট অর্থনীতির প্রতিবন্ধকতা দূর করার ওপর নির্ভর
করবে।
.

★ অর্থাৎ এলডিসি দেশগুলো মূলত তিন ভাবে এখান থেকে
বের হয় :

প্রথমত, প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার করে, যেমন
করেছে মালদ্বীপসহ দ্বীপরাষ্ট্রগুলো।
দ্বিতীয়ত, অর্থনীতিকে বহুমুখীকরণ করা (যেমন বিভিন্ন
ধরনের শিল্প খাতকে সহায়তা দেওয়া, যেন তারাও ভূমিকা
রাখতে পারে)।
তৃতীয়ত, অর্থনীতিকে বিশেষায়িত করা (যেমন কোনো
ক্ষেত্রে একটি বিশেষ খাতকে ধরে এগিয়ে
যাওয়া)।
.

★ এলডিসি গ্রুপ (LDC Group) কি?
এর সদস্য সংখ্যা কত?

বর্তমানে ৪৮টি স্বল্পোন্নত দেশের মধ্যে ৩৪টি বিশ্ব
বাণিজ্য সংস্থার (WTO) এর সদস্য। আর বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায়
(ডব্লিউটিওতে) এই ৩৪টি দেশের দল বা গ্রুপটিকেই "এলডিসি
গ্রুপ" বলে।
.
বাংলাদেশের বিশ্ব বাণিজ্যে নিজেদের হিস্যা আদায়ের
কৌশল নির্ধারণে ১৯৯৫ সালে ডব্লিউটিওর যাত্রা শুরুর
পরপরই গঠিত হয় এ দল। ৪৮টি স্বল্পোন্নত দেশের
মধ্যে ডব্লিউটিওর সদস্য ৩৪টি দেশই হলো এলডিসি
গ্রুপের সদস্য। উল্লেখ্য যে, আরও ৮টি দেশ ডব্লিউটিওর
সদস্য হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে।
.

★ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় (ডব্লিউটিও) স্বল্পোন্নত দেশ বা
এলডিসির সমন্বয়ক বাংলাদেশ :

বাংলাদেশ পঞ্চমবারের মতো বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় (ডব্লিউটিও)
স্বল্পোন্নত দেশ বা এলডিসির সমন্বয়ক মনোনীত
হয়েছে। সম্প্রতি এলডিসি গ্রুপের এক সভায় বাংলাদেশকে
সমন্বয়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার
থেকে পরবর্তী ছয় মাস বাংলাদেশ এ দায়িত্ব
পালন করবে।
তবে মেয়াদ আরও ছয় মাস বাড়তে পারে। এর আগে

বাংলাদেশ ১৯৯৬, ২০০৩, ২০০৬ এবং ২০১০ সালেও এলডিসির
সমন্বয়ক ছিল। সমন্বয়ক ছাড়াও এলডিসিগুলোর মধ্যে
বাংলাদেশ সব সময়ই নেতৃত্বস্থানীয় ভূমিকা পালন করে
আসছে।
.
ডব্লিউটিওতে এলডিসির সমন্বয়ক নির্বাচিত হয় যদিও দেশের
নামের আদ্যক্ষরের ক্রম অনুযায়ী (অ্যালফাবেটিক্যালি),
তবে সব এলডিসিরই ৩৪টি দেশের সমন্বয়ক হওয়ার সক্ষমতা
নেই। ডব্লিউটিওতে ১২টি স্বল্পোন্নত দেশের
কোনো অফিসই নেই। জেনেভাতে বাংলাদেশের
যেমন একটি স্থায়ী মিশন রয়েছে, দেশেও রয়েছে
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি ডব্লিউটিও সেল।
মোটকথা, এলডিসির মধ্যে বাংলাদেশের একটা শক্ত অবস্থান
রয়েছে। তা ছাড়া শুরু থেকেই বাংলাদেশ ডব্লিউটিওকে
গুরুত্ব দিয়ে আসছে। ১৯৯৫ সালে ১২২টি সদস্য নিয়ে
সংস্থাটি যখন গঠিত হয়, তখন থেকেই
বাংলাদেশ সদস্য।
বহুপক্ষীয় বাণিজ্য ব্যবস্থার মধ্যে নিজের অবস্থানকে
সুদৃঢ় করতে সীমিত সাধ্যের মধ্যেও চেষ্টা করছে
বাংলাদেশ।
.

★ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় (ডব্লিউটিও) এলডিসির সমন্বয়ক
হিসেবে বাংলাদেশ কীভাবে লাভবান হতে পারে?

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় (ডব্লিউটিও) এলডিসি গ্রুপের সমন্বয়ক
হওয়ার বড় লাভ হচ্ছে উন্নত দেশগুলোর কাছে এলডিসির
দাবি ও অধিকার আদায়ে নেতৃত্ব দেবে বাংলাদেশ। অর্থাৎ
স্বল্পোন্নত ৪৮ দেশের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করার সুযোগ
তৈরি হলো বাংলাদেশের।
.
বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ বলেন,
‘উন্নত দেশগুলোতে এলডিসির শুল্ক ও কোটামুক্ত পণ্য
রপ্তানির দাবিতে বাংলাদেশ সব সময়ই উচ্চকন্ঠ। আবারও
সময়ন্বক হওয়ায় এ দায়িত্ব আরও বাড়ল।’
.
এলডিসির উন্নয়নে ডব্লিউটিওতে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক
(গ্রিনরুম মিটিং) অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, যেগুলোতে শুধু
সমন্বয়ক দেশের প্রতিনিধিই উপস্থিত থাকতে পারে।
বাংলাদেশের স্বার্থের বাইরে চলে যেতে পারে—এ
রকম কোনো বিষয় কোনো বৈঠকে উপস্থাপিত হলে,
বাংলাদেশ তখন তা নিয়ে কথা বলতে পারবে। শুধু শুল্ক ও
কোটামুক্ত পণ্য রপ্তানি নয়, সেবা খাতে বাজার পেতেও
নিজেদের অধিকার, সুযোগ ও স্বার্থের বিষয়ে জোরালো
ভূমিকা রাখবে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের দৃঢ় অবস্থান ও সক্ষমতার
কারণে এলডিসির অনেক সদস্যই আমাদের

ঈর্ষার চোখে
দেখে।
.

★ এলডিসির স্বার্থে বাংলাদেশ আর কী ভূমিকা পালন করতে
পারে?

উন্নত দেশগুলো তাদের জাতীয় আয়ের শূন্য দশমিক ৭
শতাংশ সহায়তা (এইড) হিসেবে দরিদ্র দেশগুলোকে
দেওয়ার কথা। জাতিসংঘের কাছে তাদের স্বীকারোক্তি
ছিল। অনেক দিন থেকেই আমরা বলছি, এ থেকে শূন্য
দশমিক ২ শতাংশ যাতে এলডিসিগুলো পায়। নরওয়েসহ
কোনো কোনো দেশ অবশ্য তা মানছে। এই বিষয়টি
নিয়ে বাংলাদেশ তার কন্ঠস্বর আরও জোরালো করতে
পারে।
.

★ এশিয়ার এলডিসি ও আফ্রিকার এলডিসির স্বার্থের মধ্যে
কী পার্থক্য রয়েছে?

সমন্বিত অধিকার আদায়ের ব্যাপারে উন্নত দেশগুলোর
সঙ্গে দর-কষাকষি চললেও এশিয়ার এলডিসি ও আফ্রিকার
এলডিসিগুলোর মধ্যে সব সময়ই একটা প্রতিযোগিতা বা
মতবিরোধ থাকে। মহাদেশভেদে স্বার্থের বিষয়গুলো
ভিন্ন বলেই এ প্রতিযোগিতা। এশিয়ার এলডিসির প্রধান স্বার্থের
জায়গা হলো যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে শুল্ক ও কোটামুক্ত
প্রবেশাধিকারসহ তৈরি পোশাকের রপ্তানি বৃদ্ধি। আর আফ্রিকার
এলডিসির প্রধান স্বার্থ হলো কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য রপ্তানিতে
নিরঙ্কুশ ও শর্তমুক্ত প্রবেশাধিকার।
.

★ এক্ষেত্রে বাংলাদেশ কীভাবে সমন্বয়কের দায়িত্ব
পালন করবে?

বাংলাদেশের ওপর সব এলডিসির একধরনের আস্থা
রয়েছে। এর কারণ হচ্ছে—আমাদের রপ্তানি আয়, প্রবাসী
আয় (রেমিট্যান্স) এবং মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি)
বাণিজ্যের অংশ। বাংলাদেশকে এসব দিক থেকে অন্য
স্বল্পোন্নত দেশগুলো যথেষ্টই সমীহ করে। উন্নত
দেশগুলোর কাছে বাংলাদেশের প্রধান চাওয়া হচ্ছে পণ্য
বাণিজ্যে বিশেষ করে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে শুল্ক ও
কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার। আর আফ্রিকার এলডিসির অন্যতম
চাওয়া হচ্ছে কৃষি। বাংলাদেশের প্রতি সবার এ রকম একটি আস্থা
রয়েছে যে বাংলাদেশ দুইয়ের মধ্যে একটি সুষম ভাব
নিয়ে আসতে সক্ষম। আর আফ্রিকার এলডিসিদের আমরা
বলতে পারি যে আমাদের শিল্পে তোমরা সমর্থন দাও,
তোমাদের কৃষিতেও আমরা তা দেব।
.

এলডিসির জন্য একটা বড় সম্ভাবনা হচ্ছে সেবা
খাতের
বাণিজ্যে ছাড় (সার্ভিস ওয়েভার)। অর্থাৎ
এলডিসি থেকে
উন্নত দেশগুলোতে বেশি হারে ও শিথিল শর্তে
সেবা
খাতের বাজার উন্মুক্ত হওয়া। আগামী
জুলাইয়ের মধ্যে
উন্নত দেশগুলো এ বিষয়ে তাদের
প্রতিবন্ধকতার কথা
ডব্লিউটিওকে জানাবে। একটা হিসাবে এসেছে,
উন্নত
দেশগুলো তাদের ৩ শতাংশ শ্রমবাজার উন্মুক্ত
করলে
এলডিসির জন্য ১৫ হাজার কোটি ডলারের
বাজারের সুযোগ
তৈরি হয়।
.
সেবা খাতের বাণিজ্যে ছাড় উন্নত দেশগুলো ১,
২ বা ৫
বছর পরেও যদি দেয়, সেই সুযোগটি কাজে
লাগানোর
জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। বাজার
উন্মুক্ত হলেই
যাতে সুযোগটি নেওয়া যায়। এ ব্যাপারে
গবেষণারও দরকার
রয়েছে। কয়েকটি খাতকে অবশ্য এর মধ্যে
চিহ্নিত করা
হয়েছে। তবে আমাদের সবার আগে নজর দিতে
হবে
নার্সিং ও দক্ষ জনশক্তি—এ দুই খাতে। এর
মধ্যে সনদটা খুব
গুরুত্বপূর্ণ। দেখা গেল, একজন নার্সিং পাস
করলেন ঠিকই,
কিন্তু তাঁর সনদ উন্নত দেশগুলো গ্রহণ করল
না। সে জন্য
এখন থেকেই সুষ্ঠু পরিকল্পনা করে এগোতে হবে,
যাতে শিক্ষার মানটা ভালো হয়, উন্নত দেশের
কাছাকাছি হয়।
.

★ বাংলাদেশের এখনও এলডিসিতে থাকার
কারণ কী?

বাংলাদেশের এখনও এলডিসিতে থাকার বড়
একটি কারণ হলো
বিপুল জনসংখ্যা। ১৬ কোটি মানুষের এ দেশে
মাথাপিছু আয়
এখন ১০৪৪ ডলার। আয়তন বিবেচনায়
জনসংখ্যা পাঁচ কোটি
হলে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণও দুই হাজার
ডলার ছাড়িয়ে যেত।
একই সঙ্গে মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রেও
অনেক
অগ্রগতি হতো। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ
মধ্যম
আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার জন্য কাজ করছে।
তাই
স্বাভাবিকভাবেই এলডিসি অভিধা থেকে
উত্তরণের জন্য
আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।
.

★ বাংলাদেশের এলডিসি থেকে বের হতে কত
সময়
লাগবে?

এলডিসি থেকে বের হয়ে আসতে হলে তিনটি
সূচকেই
উন্নয়ন করতে হয়। এর মধ্যে টানা তিন
বছরের মাথাপিছু গড়
আয়ের পরিমাণ হতে হবে ৯৯২ মার্কিন ডলার।
উচ্চ পর্যায়ে
তা হতে হবে ১ হাজার ২৪২ ডলার। এভাবে
পরপর দুই
মেয়াদে অর্থাৎ ৬ বছর পর্যন্ত এই সক্ষমতা

অর্জন করতে
হয়। এরপর এক মেয়াদ অর্থাৎ ৩ বছর গ্রেস পিরিয়ড ধরা হয়।
সবমিলিয়ে সক্ষমতা অর্জনের ৯ বছর পর কোনো
দেশকে এলডিসি থেকে বাদ দেয়া হয়। কিন্তু ২০১৪ সালে
বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় দাঁড়িয়েছে ১১৯০ ডলার। মানবসম্পদ
সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ৫৪ দশমিক ৭ এবং অর্থনৈতিক
ভঙ্গুরতা সূচকে ৩২ দশমিক ৪। খুব দ্রুতগতিতে আগালেও
২০২৫ সালের আগে বাংলাদেশ এলডিসি থেকে বের হয়ে
আসতে পারবে না। খুব দ্রুতগতিতে এগিয়ে দক্ষিণ কোরিয়া
২৬ বছরে এলডিসি থেকে বের হয়ে এসেছে।

.

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) :
বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)
সংস্থাটির বিশেষ ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন,
'স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) কাতার থেকে আগামী
এক দশকের মধ্যে বাংলাদেশের বের হওয়া সম্ভব নয়।
আগামীকালও যদি বাংলাদেশ এলডিসি থেকে বের হওয়ার
শর্ত পূরণ করে, তাহলেও ছয় বছরের আগে এখান
থেকে বের হতে পারবে না। কারণ তিন বছর করে ছয়
বছর বাংলাদেশকে পর্যবেক্ষণে থাকতে হবে। এলডিসি
দেশগুলোর অবস্থা তিন বছর পর পর মূল্যায়ন করা হয়।
পরবর্তী মূল্যায়ন হবে ২০১৫ সালে। ওই বছরের তালিকায়
বাংলাদেশ বিবেচনায় নেই। এর পরের তালিকায় (২০১৮ সাল) যদি
থাকে, তাহলেও অন্তত এক দশকের আগে এলডিসি
থেকে বের হতে পারছে না বাংলাদেশ।"

.

আংকটাডের প্রতিবেদন অনুযায়ী,
২০১৪ সালের হিসাবে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ১১৯০ডলার,
মানবসম্পদ সূচক ৫৪ দশমিক ৭ এবং অর্থনীতির ভঙ্গুরতা সূচক
৩২ দশমিক ৪। প্রসঙ্গত, অন্য দুই সূচক বাড়লে তা ভালো।
অন্যদিকে অর্থনীতির ভঙ্গুরতা সূচক কমলে তা ওই
দেশের জন্য ভালো। আবার ২০১৫ সালে যে মূল্যায়ন
হবে, তাতে এলডিসি থেকে বের হওয়ার ক্ষেত্রে
অ্যাঙ্গোলা ও কিরিবাতিকে সম্ভাব্য দেশ মনে করা হচ্ছে।

.

আংকটাডের এলডিসি প্রতিবেদনটি বলছে,
বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ১৭ দশমিক ২
শতাংশ আসে কৃষি খাত থেকে। উৎপাদনশীল খাত থেকে
১৮ দশমিক ৫ শতাংশ এবং সেবা খাত থেকে আসে ৩২ শতাংশ।
অথচ দেশের মোট কর্মসংস্থানের ৫৪ দশমিক ৪ শতাংশই
হয়েছে কৃষি খাতে। আর শিল্পে কর্মসংস্থান হয়েছে ১৩
দশমিক ৭ শতাংশ। কৃষি খাতে নিয়োজিতদের আয় যেমন কম,

তেমনি উৎপাদনশীলতাও কম। এ খাত থেকে যত বেশি
লোককে উৎপাদনশীল খাতে নেওয়া যাবে, তাদের
উৎপাদন ও আয় তত বাড়বে।
.

★ বাংলাদেশের এলডিসি থেকে বেরিয়ে যাবার বিপক্ষে
যুক্তি :

এলডিসি থেকে বেরিয়ে গেলে বাংলাদেশ যেসব সুবিধা
হারাবে তা হলো :
১. জিএসপি সুবিধা হারানোর আশঙ্কা :
বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার (ডাব্লিউটিও) নীতি অনুযায়ী বাংলাদেশ
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে
অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য সুবিধা-জিএসপি পেয়ে থাকে। এলডিসি
পরিচয় ঘুচে গেলে জিএসপি সুবিধাসহ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে
অনেক সুযোগই হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে
বাংলাদেশের সামনে।
.
২. শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার-সুবিধা হারানোর আশঙ্কা :
ডব্লিউটিওর আওতায় স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে শতভাগ
শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার-সুবিধা দিচ্ছে উন্নত দেশগুলো।
একমাত্র যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশসহ কয়েকটি এলডিসিকে শতভাগ
শুল্কমুক্ত সুবিধা দেয়নি। এলডিসি থেকে বেরিয়ে গেলে
বাংলাদেশ শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার-সুবিধা হারাবে।
.
৩. বাংলাদেশের রপ্তানি কমবে :
ডব্লিউটিওর আওতায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশ
কোনো রকম শুল্ক ছাড়াই নিজেদের পণ্য রপ্তানি করতে
পারে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কানাডা, জাপানসহ বিভিন্ন উন্নত
দেশে বাংলাদেশও এ ধরনের সুবিধা ভোগ করছে।
উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তর হলে এসব সুবিধা হারাবে
বাংলাদেশ। এতে ওই সব দেশের আমদানিকারকদের বাড়তি
শুল্ক দিয়ে বাংলাদেশের পণ্য কিনতে হবে। ফলে
দেশগুলোর বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের দাম বাড়বে। এতে
ওই সব দেশে বাংলাদেশি পণ্যের চাহিদা কমবে। ফলে
বাংলাদেশের রপ্তানিও কমবে।
.
৪. ঋণের সুদের হার বাড়বে :
এলডিসির সদস্যগুলো উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে
কম সুদে ঋণও পায়। এলডিসি থেকে বেরিয়ে গেলে
বাণিজ্যিক সুদের হারে ঋণ নিতে হবে। কিন্তু এখনই অনেক
ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক হারে ঋণ নেওয়া হচ্ছে। আর কম
সুদের ঋণ এলডিসি হিসেবে দেওয়া হয় না। দেওয়া হয় নিম্ন
আয়ের দেশ হিসেবে। এখন আমরা যদি মধ্যম আয়ের
দেশে উন্নীত হই, তাহলেও কিন্তু সুদের হার বেড়ে
যাবে।
.

তাই অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত না করে
উন্নয়নশীল দেশের
পরিচিতি অর্জন করলে বাংলাদেশের লোকসান
অনেক।
তবে উন্নয়নের মাধ্যমে অগ্রগতি সাধন করার
মাধ্যমে
সত্যিকার অর্থে উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তর হলে
তখন
এসব সুবিধা না থাকলেও কোনো সমস্যা হবে
না। তবে
বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা এখনো সে
অবস্থায় যায়নি।
.

★ বাংলাদেশের এলডিসি থেকে বেরিয়ে যাবার
পক্ষে
যুক্তি :

এলডিসি হিসেবে বাংলাদেশ অগ্রাধিকারমূলক
বাজারসুবিধা পায়।
তবে বিশ্বব্যাপী এখন শুল্ক কমছে। বিশ্ব বাণিজ্য
সংস্থার
(ডব্লিউটিও) মাধ্যমে যেমন শুল্ক কমানো হয়,
তেমনি
দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের
মধ্যকার
শুল্কহার কমে যাচ্ছে। তাই অগ্রাধিকারমূলক
বাজারসুবিধা
এমনিতেই দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। সামনের
দিনগুলোতে আরও কমে যাবে। কিন্তু
বাজারসুবিধা হারানোর
ভয়ে এলডিসি হয়েই থাকা সুবিবেচিত নয়।
.
এলডিসি থেকে উত্তরণ হলে হয়তো বাংলাদেশের
কিছু
সুযোগ-সুবিধা থাকবে না। তবে সুযোগ-
সুবিধার আশায় চিরদিন
তো আর গরিব হয়ে থাকা যায় না। এলডিসি
অভিধা থেকে
উত্তরণ ঘটলেই যে জিএসপি সুবিধা থাকবে না,
এমনটি নয়।
কারণ, অনেক উন্নয়নশীল দেশও রপ্তানির
ক্ষেত্রে এ
সুবিধা ভোগ করছে।
.
এলডিসি হওয়ার কারণে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের
সুনামহানি
হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তর হলে সুনামের
পাশাপাশি বিনিয়োগ, বাণিজ্যে নতুন কিছু
সুবিধাও পাওয়া যাবে।
বাংলাদেশে বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে বিদেশিদের
আস্থা
বাড়বে। তাই যত তাড়াতাড়ি বাংলাদেশ
এলডিসি থেকে বেরিয়ে
আসবে, ততই মঙ্গল। কারণ, ২০২১ সালের
মধ্যে মধ্যম
আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার স্বপ্ন আগে থেকেই
আমাদের সামনে রয়েছে।
.

★ মধ্যম আয়ের দেশ হলেই কী এলডিসি থেকে
বেরিয়ে আসবে বাংলাদেশ :

দুনিয়ার কাছে গরিব বা স্বল্পোন্নত দেশ
(এলডিসি) পরিচয়ে
আর থাকতে চায় না বাংলাদেশ। গরিব
দেশগুলো নিয়ে করা
জাতিসংঘের এলডিসি তালিকা থেকে বের হয়ে
‘উন্নয়নশীল
দেশ’-এর খেতাব পেতে তৎপর ঢাকা। পার্শ্ববর্তী
দেশগুলোর মধ্যে ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা
এলডিসি
থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উঠে এসেছে।
অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এসব দেশের
অনেক
পেছনে বাংলাদেশ। তা সত্ত্বেও উন্নয়নশীল দেশ

হওয়ার স্বপ্ন দেখছে বাংলাদেশ। তবে আর্থ-সামাজিক খাতে
উন্নতি করে শর্ত পূরণের মধ্য দিয়ে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে পৌঁছতে পারলে তা বড় সফলতা হবে।

.

মধ্যম আয়ের দেশ হলে এলডিসি থেকে বেরিয়ে আসবে বাংলাদেশ এই ধারণাটি সঠিক নয়। মধ্যম আয়ের
দেশের কাতারে যাওয়ার মধ্য দিয়ে শুধু একটি দেশের আয়
বাড়ে, কিন্তু অন্যান্য সূচকে পিছিয়ে পড়ার আশঙ্কা থেকে
যায়। এ অবস্থায় অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন ছাড়া যদি আয়
বাড়ানোর দিকেই বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়, তাহলে
হয়তো মানুষের আয় বাড়বে, কিন্তু অর্থনীতির বড়
সমস্যাগুলো কাটবে না।

.

সাম্প্রতিক সময়ে মাথাপিছু আয় কিছু বাড়লেও জিডিপি বাড়েনি।
কারণ হল রেমিটেন্সের কারণে জাতীয় আয় বেড়েছে। এছাড়া মাথাপিছু আয় হিসাব করা হয় ডলারে। কিন্তু
গত কয়েক বছরে ডলারের মূল্য স্থিতিশীল। আর
ডলারের মূল্য বাড়লে মাথাপিছু আয় কমবে।

.

বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় বাড়িয়ে এলডিসি থেকে বের
হয়ে আসা সম্ভব নয়। কারণ বিশাল জনসংখ্যা। ফলে গড় আয়
বাড়লেও সবার আয় বাড়ে না। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক
ভঙ্গুরতা এবং মানবসম্পদ সূচকে আগাতে হবে।

এলডিসিতে বাংলাদেশের অবস্থান ও চ্যালেঞ্জ :

.

জাতিসংঘের মাপকাঠি অনুযায়ী, বিশ্বের অন্য ৪৮টি দেশের
সঙ্গে বাংলাদেশও রয়েছে এলডিসির তালিকায়। আপাতত
দৃষ্টিতে মনে হতে পারে এলডিসিভুক্ত দেশগুলোর
মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থা কিছুটা ভালো। শীর্ষ কয়েকটি
দেশের মধ্যে রয়েছে দেশটি। এমডিজি অর্জনে এগিয়ে বাংলাদেশ। এছাড়া রফতানি এবং রেমিটেন্সে আয়ের
অগ্রগতি হয়েছে। তবে দুষ্টচক্রে এখনও রয়েছে বাংলাদেশ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা দৃশ্যমান। বিশেষ করে
কর্মসংস্থান এবং আয় সৃষ্টিতে পিছিয়েছে বাংলাদেশ।

.

প্রথমত, বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ
কর্মসংস্থান। যতটুকু কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, তা
অপ্রাতিষ্ঠানিক। উন্নত কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে না। প্রতি বছর ২৫
লাখ মানুষ শ্রমবাজারে আসছে। ২০১২ সালে মোট
জনসংখ্যার ৫৪ দশমিক ৪ শতাংশ কৃষি খাতে, ১৩ দশমিক ৭ শতাংশ
শিল্পে এবং ৩২ শতাংশ ছিল সেবা খাতে। কিন্তু জিডিপিতে
অবদানের দিক থেকে একেবারে উল্টো। মোট জিডিপিতে সেবা খাতের অবদান ৫১ শতাংশ, শিল্পের ৩১ এবং
কৃষি খাতে ১৭ শতাংশের কিছুটা বেশি। এর অর্থ হল প্রবৃদ্ধি
বাড়লেও ওই অনুপাতে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে না।

.
দ্বিতীয়ত, দেশের রফতানি আয় বাড়লেও তা গার্মেন্ট
খাতের ওপর নির্ভরশীল। ফলে বৈশ্বিক পরিবর্তনের
সঙ্গে কোনো ধরনের ভঙ্গুরতা নেমে এলে এ
থাতে বিপর্যয় হতে পারে।
.
তৃতীয়ত, আমাদের মজুরি এবং উৎপাদনশীলতা কম। ফলে
সামষ্টিকভাবে আয় বাড়লেও তার বন্টন
সঠিকভাবে হয় না।
এছাড়াও পুঁজির জোগানে বড় ধরনের সমস্যা
রয়েছে।
এছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে ঋণখেলাপি এবং বিভিন্ন স্ক্যামের
কারণে পুঁজি সহজলভ্য নেই। প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর
নির্ভর করে বিশ্বের কিছু দেশের আয় বেড়েছে।
কিন্তু তাদেরও আর্থিক কাঠামোতে পরিবর্তন
আসেনি।
.

★ আমাদের করণীয় কী?

শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান, আমদানি-রপ্তানি, রাজস্ব সংগ্রহ—সবদিক
থেকেই বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ব বাণিজ্যে নিজেদের
অংশগ্রহণ ও হিস্যা বাড়াতে বাণিজ্যবিষয়ক জ্ঞান আহরণে এখন
পিছিয়ে থাকার সুযোগ নেই। অথচ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গ
ুলোর পাঠ্যক্রমে (কারিকুলাম) বাণিজ্য, বাণিজ্য আইন ততটা
গুরুত্বের সঙ্গে পড়ানো হয় না। বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড
ইনস্টিটিউট (বিএফটিআই) নামে একটি সংস্থা রয়েছে, সেটিও
অবহেলিত। বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ে বাণিজ্য ও পররাষ্ট্র
মন্ত্রণালয়ের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হওয়ার
দরকার।
.
জনসংখ্যা অনেক বেশি হওয়ায় মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে
এলডিসি থেকে বের হওয়া বাংলাদেশের জন্য
বেশ কঠিন।
সে ক্ষেত্রে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও অর্থনীতির ভঙ্গুরতা
সূচকে ভালো করা সহজ।
.
দেশের অর্থনীতিকে ভালো করতে না পারলে মানুষের
সুশিক্ষা ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা যাবে না। আবার সুশিক্ষা ও
সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা না গেলে অর্থনীতিকে এগিয়ে
নেওয়া যাবে না। এটা একধরনের দুষ্টচক্র। সে কারণে
অর্থনীতির স্বার্থেই শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ
বাড়াতে হবে।
.

★ সুপারিশ :

অর্থনৈতিক কাঠামোতে গুণগত পরিবর্তন করা ছাড়া প্রকৃত
উন্নয়ন সম্ভব নয়। আর টেকসই উন্নয়নের জন্য
লক্ষ্যের সঙ্গে নীতির সমন্বয় জরুরি। এক্ষেত্রে
কার্যকর শিল্প, বাণিজ্য, রাজস্ব এবং মুদ্রানীতি নিশ্চিত করতে
হবে। পাশাপাশি আর্থিক খাতে সুশাসন নিশ্চিত
করতে হবে।

.
টেকসই উন্নয়নের জন্য সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি
বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। যে কোনোভাবে হোক উদ্যোক্তাদের মূলধনের জোগান দিতে হবে। সরকারি
ব্যাংকগুলো এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়া অবকাঠামো উন্নয়নসহ আঞ্চলিক ও
আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বাড়াতে হবে। পাশাপাশি উন্নত
দেশগুলোর দেয়া প্রতিশ্র“তি রক্ষা, আর্থিক খাতের
সংস্কার, সুশাসন নিশ্চিত এবং জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত
মোকাবেলায় কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

.

.

===================

উত্স ও তথ্যসূত্র :

পত্রিকা, আর্টিকেল, ওয়েব, ব্লগ থেকে সংগৃহীত ও
সম্পাদিত।

#স্বপ্নের_পথে_যাত্রা **★পর্ব ০৪★**

কার্টেসি : Samad Azad ভাইয়া

প্রিলি ও লিখিত প্রস্তুতি :: আন্তর্জার্তিক বিষয়াবলি (New)

★ সম্ভাব্য প্রশ্ন:

১। বিমসটেক কি ধরণের সংস্থা? এর পূর্ণরূপ, পূর্বনাম,
গঠনের প্রেক্ষাপট, লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য, কার্যনীতি উল্লেখ করুন।

২। 'লুক ওয়েস্ট পলিসি' এবং 'লুক ইস্ট পলিসি' কোন
দেশসমূহের সাথে জড়িত? বিমসটেক এর সাথে এটি
কিভাবে সম্পর্কযুক্ত?

৩। সার্ক চ্যার্টার এর দুর্বলতা কাটিয়ে বিমস্টেক কিভাবে একটি
'কার্যকর আঞ্চলিক সংস্থা' হতে পারে?

৪। বিমসটেক কিভাবে 'আঞ্চলিক কানেকটিভিটি' প্রতিষ্ঠায় ভুমিকা
রাখতে পারে?

৫। বিমসটেক কিভাবে 'আঞ্চলিক সমৃদ্ধির প্লাটফর্ম'
হিসেবে কাজ করতে পারে?

৬। বিমসটেকের মাধ্যমে কিভাবে অপার সম্ভাবনার দ্বার
উন্মোচিত হতে পারে?

.

★ লিখিত সিলেবাসে উল্লেখকৃত (আন্তর্জার্তিক বিষয়াবলি):

Section A: Conceptual Issues = International Economic
Relations: International trade, free trade, FDI, regionalism &
regionalization.

Section B: (Empirical Issue) = BIMSTEC

.

★ কেন প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু মনে হচ্ছে?

১। গত বত্সর ঢাকায় বিমসটেক এর
সচিবালয় চালু হয়েছে।

২। সার্ক চ্যার্টার এর দুর্বলতা ও সার্কে রয়েছে ঐক্যের
অভাব। এক্ষেত্রে আঞ্চলিক সমৃদ্ধির প্লাটফর্ম হিসেবে
সার্ক এর বিকল্প হতে পারে বিমসটেক। (প্রধানমন্ত্রী
শেখ হাসিনা)

.

=====================

.

বে অফ বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টিসেক্টরাল,
টেকনিকাল এন্ড ইকনমিক কোঅপারেশন বা সংক্ষেপে

বিম্সটেক দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়
কয়েকটি দেশকে
নিয়ে গঠিত একটি আঞ্চলিক জোট। মূলত
বঙ্গোপসাগরকে ঘিরে অবস্থিত দেশগুলোর
অর্থনৈতিক
ও কারিগরি সহযোগিতার জন্য গঠিত
ফোরাম/সংস্থাই হলো
বিমসটেক।

.

★ পূর্ণরূপ :
Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC)

.

★ পূর্বনাম :
Bangladesh, India, Sri Lanka and Thailand Economic Cooperation (BISTEC)

.

★ সদর দপ্তর :
এর সদর দপ্তর ঢাকায় গুলশানে অবস্থিত। ১৩
সেপ্টেম্বর
২০১৪, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিমস্টেকের
প্রধান
কার্যালয় উদ্বোধন করেন।

.

★ সদস্যভূক্ত দেশসমূহ :
বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, শ্রীলংকা,
থাইল্যান্ড, ভুটান ও নেপাল।

.

★ গঠনের প্রেক্ষাপট :
১৯৯৭ সালের ৬ জুন ব্যাংককে বাংলাদেশ,
ভারত, শ্রীলংকাও
থাইল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে
“ব্যাংকক
ডিক্লারেশন” এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বে অফ
বেঙ্গল
ইকনমিক কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন গঠিত
হয়। পরে
সদস্য দেশগুলোর নামানুসারে সংগঠনটির নাম
রাখা হয় BISTEC;
বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড
ইকোনমিক
কোঅপারেশন। পরে এতে মায়ানমার যোগ
দিলে নাম
দাঁড়ায় BIMSTEC। ভুটান ও নেপাল ২০০৪
সালে সংগঠনটিতে
যোগ দিলে সংগঠনটির নাম পরিবর্তনের
সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

.

★ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য :
বিমস্টেকের গঠনের পেছনে মৌল উদ্দেশ্যসমূহ
হচ্ছে: অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিবেশ
তৈরি করা, বাণিজ্য,
বিনিয়োগ, কারিগরি, মানবসম্পদ উন্নয়ন,
কৃষি, জ্বালানি,
অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থা অর্থনীতিতে
গতিময়তা
আনয়নের বৃহত্তর স্বার্থে প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক
উন্নয়ন উপ-
আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে অর্জন করা,
পারস্পরিক
সহযোগিতা ও সৌহার্দ্যের মাধ্যমে সদস্য
রাষ্ট্রসমূহের
অর্থনৈতিক, সামাজিক, কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক
ক্ষেত্রে সহায়তা করা,
যৌথ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সহযোগিতাপূর্ণ এবং
জাতীয়
উন্নয়ন পরিকল্পনার সুবিধা সহযোগী সদস্য
রাষ্ট্রসমূহের
কর্মকাণ্ডে ব্যাপ্ত করা। সদস্যরাষ্ট্র একে অন্যের
সহযোগিতায় বাজার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে
দক্ষতায়
সিনার্জী তৈরি হবে।

.

১। বাণিজ্য, বিনিয়োগ, শিল্প ও প্রযুক্তিগত
উন্নয়ন সহ পর্যটন,

কৃষি, জ্বালানি ও অবকাঠামো এবং পরিবহন খাতে নির্দিষ্ট
সহযোগিতা প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক
উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি সক্রিয় পরিবেশ সৃষ্টি করা।
২। অর্থনৈতিক সাম্য ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে যৌথ
প্রচেষ্টার মাধ্যমে উপ-অঞ্চলের প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক
অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা।
৩। অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রযুক্তিগত এবং বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে
স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তা বৃদ্ধি করা।
৪। শিক্ষা, পেশা এবং প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ও
গবেষণা সুবিধা প্রদান।
৫। যৌথ প্রচেষ্টায় সদস্য রাষ্ট্রের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে
জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাকে ত্বরান্বিত করা এবং পরিবহন ও
যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নতি করে তাদের
জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন নিশ্চিত করা।
৬। আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংগঠনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এবং
লাভজনক সহযোগিতা বজায় রাখা।
.
.
★ মূলনীতি:
১। সার্বভৌম সমতা, ভৌগলিক অখণ্ডতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা
নীতর উপর ভিত্তি করে এবং অভ্যন্তরীণ বিষয়ে
হস্তক্ষেপ না করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে পারস্পরিক সুবিধা ও
সহযোগিতার জন্য কাজ করা।
.
.
★ কার্যনীতি:
সংস্থাটি ১৪ টি সেক্টর নিয়ে কাজ করে। যথা:
1. Trade & Investment (বাণিজ্য ও বিনিয়োগ)
2. Technology (প্রযুক্তি)
3. Energy (শক্তি)
4. Transport & Communication (পরিবহন ও যোগাযোগ)
5. Tourism (পর্যটন)
6. Fisheries (মৎস্য)
7. Agriculture (কৃষি)
8. Cultural Cooperation (সাংস্কৃতিক সহযোগিতা)
9. Environment & Disaster Management (পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা)
10. Public Health (জনস্বাস্থ্য)
11. People to People (পিপলস টু পিপলস)
12. Poverty Alleviation (দারিদ্র্য বিমোচন)
13. Counter-Terrorism and Transnational Crime (কাউন্টার-টেররিজম এবং ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম)
14. Climate Change (জলবায়ু পরিবর্তন)
.
.
★ প্রশ্ন: ‘লুক ওয়েস্ট পলিসি’ এবং ‘লুক ইস্ট পলিসি’ কোন
দেশসমূহের সাথে জড়িত? বিমসটেক এর সাথে এটি
কিভাবে সম্পর্কযুক্ত?
বিমসটেক-কে বলা হচ্ছে থাইল্যান্ডের ‘লুক ওয়েস্ট
পলিসি’ এবং ভারতের ‘লুক ইস্ট পলিসি’ এর সম্মিলন। অবশ্য
উদ্যোগটি থাইল্যান্ডেরই। এর আর একটি দিক হল সার্ক ও
আসিয়ানের সংযোগ। এখানে আছে সার্ক-এর

৫টি দেশ এবং
আসিয়ানভুক্ত দেশ থাইল্যান্ড। বিমসটেকে
অংশগ্রহণের
বিষয়ে থাইল্যান্ডের আবেদনে ভারতের সাড়া
দেয়ার
পেছনে অন্যতম কারণ হল উত্তর-পূর্বাঞ্চলের
প্রদেশগুলোতে সহজে যোগাযোগ স্থাপন, অনুন্নত
এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং আসাম,
অরুনাচল
প্রদেশ, মেঘালয়, মিজোরাম, মনিপুর,
নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা এবং
সিকিমে আন্ত:নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এ
রাজ্যগুলো সেভেন
সিস্টার্স হিসেবে পরিচিত এবং স্বাধীন হতে
চায়। সেভেন
সিস্টারের সাথে সীমান্ত রয়েছে মিয়ানমার,
বাংলাদেশ এবং
ভুটানের। বিমসটেক রোড কানেক্টিভিটির
আওতায় ভারত
সেভেন সিস্টারের সাথে সহজে যোগাযোগ
ব্যবস্থা
প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। এক্ষেত্রে চীনের
নেতৃত্বে কুনমিং ইনিসিয়েটিভ এ যোগ দেয়ার
প্রয়োজন
কমবে। বিমসটেক ‘রিজিওনাল কানেকটিভিটি’
এর আওতায়
ভারতের ‘ল্যান্ড নক’ সেভেন সিস্টারের জন্য
বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দর ব্যবহারেরও সুযোগ
তৈরি হতে
পারে।
.
.
★ প্রশ্ন: সার্ক চ্যার্টার এর দুর্বলতা কাটিয়ে
বিমস্টেক
কিভাবে একটি 'কার্যকর আঞ্চলিক সংস্থা' হতে
পারে?
বর্তমান বিশ্বে পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া
কোন দেশের
পক্ষে এগিয়ে যাওয়ার কথা কল্পনাও করা যায়
না। আর এ
ক্ষেত্রে কার্যকর আঞ্চলিক সহযোগিতার কোন
বিকল্প
নেই। দুঃখজনক হলেও সত্য, দক্ষিণ এশিয়া
আঞ্চলিক
সহযোগিতা সংস্থা সার্ক যে প্রত্যাশা নিয়ে যাত্রা
শুরু করেছিল,
বাস্তবে সেই প্রত্যাশা পূরণ থেকে আমরা
অনেকটাই
দূরে রয়ে গেছি। পাকিস্তান ও ভারতের
মধ্যকার বিরোধ
মীমাংসা না হওয়ায় তিন দশক বয়সী দক্ষিণ
এশীয় আঞ্চলিক
সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক) প্রায় একটি অকার্যকর
সংস্থায় পরিণত
হয়েছে। এক্ষেত্রে বিমসটেককে একটি কার্যকর
আঞ্চলিক সংস্থা হিসেবে কাজ করতে পারে।
.
.
★ প্রশ্ন: বিমসটেক কিভাবে 'আঞ্চলিক
কানেকটিভিটি'
প্রতিষ্ঠায় ভুমিকা রাখতে পারে?
বৈশ্বিক অর্থনীতির ভরকেন্দ্র ক্রমেই এশিয়ার
দিকে ধাবিত
হচ্ছে। চীন, জাপান পশ্চিমের সমান্তরালে একটি
অবস্থান
এরই মধ্যে নিতে সক্ষম হয়েছে। ওই পথের
অনুগামী
হলো বিমসটেক দেশগুলো। সংস্থাটি পূর্ণ অবয়ব
নিয়ে
কার্যকর হলে অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে সহজেই
প্রতিষ্ঠিত
হতে পারবে।
.
দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর
মধ্যে পারস্পরিক
সহযোগিতা ও সংযোগ প্রসারের ক্রমবর্ধমান

রাজনৈতিক
আকাঙ্ক্ষা বিকশিত হচ্ছে। আঞ্চলিক দেশগুলোর এই বাস্তব
উপলব্ধি সহযোগিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচনের বার্তাই বহন
করছে।
.
একটি ট্রান্সন্যাশনাল হাইওয়ে নির্মাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ,
ভারত, চীন ও মায়ানমার চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। এর ফলে
বাংলাদেশ হবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংযোগের
কেন্দ্রবিন্দু।
আঞ্চলিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ প্রসারিত হবে। সম্ভব হবে
আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সম্ভাবনাগুলোকে কাজে লাগানো। শুধু
তাই নয়, প্রস্তাবিত গভীর সমুদ্র বন্দর উল্লিখিত চারটি দেশ
ব্যবহার করতে পারলেও, এর ফলে বাংলাদেশ সবচেয়ে
বেশি উপকৃত হবে।
.
.
★ প্রশ্ন: বিমসটেক কিভাবে 'আঞ্চলিক সমৃদ্ধির প্লাটফর্ম'
হিসেবে কাজ করতে পারে?
বিমসটেক দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার
মধ্যকার সেতুবন্ধন।
প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে গভীর বোঝাপড়া ও
পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির অন্যতম ক্ষেত্র হিসেবে কাজ
করতে পারে বিমসটেক।
.
এ অঞ্চলে বিশ্বের এক-পঞ্চমাংশেরও বেশি মানুষের
বাস। সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সম্মিলিত জিডিপি’র পরিমাণ প্রায় ২
দশমিক ৭ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। এখানে রয়েছে প্রচুর
প্রাকৃতিক সম্পদ। যার সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে এই
অঞ্চলের জনগণের জীবনমানসহ আর্থ-সামাজিক অবস্থার
ব্যাপক উন্নয়ন সম্ভব।
.
বহুমুখী খাতে সহযোগিতার মাধ্যমে একটি উত্কৃষ্ট ও
আরো সমৃদ্ধ ভবিষ্যত্ গড়তে এ অঞ্চলের অগ্রগতি ও
সমৃদ্ধি অর্জনে এক অনন্য প্লাটফরম হিসাবে কাজ করতে
পারে বিমসটেক।
.
বিমসটেকের সদস্য দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে
বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, মায়ানমার, ভুটান ও
নেপাল। বিমসটেক অঞ্চলের মধ্যে বাস করে দেড়শ'
কোটি মানুষ, যা বিশ্ব জনসংখ্যার ২০ শতাংশ। অথচ বিশ্বের সম্পদ
ভোগের ক্ষেত্রে এরা অনেক পিছিয়ে। কাজেই এই
বিপুল জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নে নিজেদেরই সমন্বিত
উদ্যোগ নিতে হবে। এই সত্যকে উপলব্ধি করেই
সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলোতে এগিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজতে
হবে।
.
এই অঞ্চলে, বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ায় বর্তমানে
উন্নয়নের একটি প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে জঙ্গিবাদ
ও সন্ত্রাসবাদ। সহযোগিতার ১৪টি ক্ষেত্রের মধ্যে কাউন্টার
টেররিজম ও আন্তঃসীমান্ত অপরাধ

মোকাবিলায় যৌথ
উদ্যোগও রয়েছে।
বিমসটেক দক্ষিণ এশিয়াকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে
সংযুক্ত করেছে। বিকাশমান অর্থনীতি ও ভূ-রাজনৈতিক কারণে
এতদঞ্চলের গুরুত্ব আজ যে কোন সময়ের চাইতে বৃদ্ধি
পেয়েছে। এ জোটভুক্ত দেশগুলোর মোট জনসংখ্যা
এক দশমিক ৩ বিলিয়ন, যা বিশ্বের মোট
জনসংখ্যার ২১ শতাংশ।
একই সঙ্গে সম্মিলিত জিডিপির পরিমাণ দুই দশমিক ৫ ট্রিলিয়ন
ইউএস ডলার।
.
.
★ প্রশ্ন: বিমসটেকের মাধ্যমে কিভাবে অপার সম্ভাবনার
দ্বার উন্মোচিত হতে পারে?
পূর্বমুখী উন্নয়নে গতিশীল নেতৃত্বে রয়েছেন
শেখ হাসিনা, ভারতে আছেন নরেন্দ্র মোদী, মিয়ানমারে
আছেন অং সান সু চি, নেপালে আছেন
কেপিশর্মা অলী।
জননেত্রী যেভাবে তার নেতৃত্ব গুণে বাংলাদেশকে
এগিয়ে দিচ্ছেন তেমনি তিনি চাইলে বিমস্টেক আরো
গতিশীলতা পেতে পারে। বিমস্টেকের সদস্য সংখ্যাও
বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। জাপান, চীন,
সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়াকে সংযুক্ত করার প্রয়াস নেয়া যেতে
পারে। আসলে পূর্বমুখী পরিকল্পনার সার্থক রূপ পেতে
হলে বিমস্টেক প্রতিষ্ঠার মূল উদ্যোগকে ঢেলে
সাজাতে হবে। সর্বাগ্রে ধরতে হবে শিক্ষা ক্ষেত্রে
পারস্পরিক সহযোগিতা, কাঠামোগত সংস্কার এবং জ্ঞান
গবেষণা, বিজ্ঞান-সংস্কৃতি সর্বমুখী অথচ কার্যকর শিক্ষার মান
উন্নয়ন। এক্ষেত্রে আঞ্চলিক উচ্চশিক্ষা কাঠামো গঠনে
জননেত্রী বিশেষ উদ্যোগ নিতে পারেন কেননা
বঙ্গবন্ধু কন্যা শিক্ষার মান উন্নয়ন ও শিক্ষার মর্যাদা রক্ষায়
সবসময়ে, সচেষ্ট রয়েছেন। এরপরই আসে স্বাস্থ্য
খাত। এখাতেও প্রচুর সহযোগিতা আবশ্যক। সন্ত্রাস ও
জঙ্গিবাদ দমনে বিমস্টেক পারস্পরিক সহযোগিতা করতে
পারে। আবার প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও জলবায়ু পরিবর্তনের
ক্ষেত্রে বিমস্টেকের গতিশীল ভূমিকা বাঞ্ছনীয়।
অন্যদিকে Food security নিশ্চিত করতে শস্য ভাণ্ডার
হিসেবে বিমস্টেক যাতে কার্যকর হয় সেজন্য পদক্ষেপ
বাঞ্ছনীয়। ভারত যদি বাংলাদেশকে সহযোগিতা করে এবং
থাইল্যান্ড, মিয়ানমার এগিয়ে আসে তবে একটি সত্যিকার
আঞ্চলিক সংস্থা হিসেবে বিমস্টেক আসিয়ানের মতো
আগামী দশবছরে শক্তিশালী হতে পারে।
.
উন্নয়নের একটি বড় শর্তই হলো গণতান্ত্রিক পরিবেশ। আশার
কথা, বিমসটেক দেশগুলো গণতান্ত্রিক ধারার পথেই
রয়েছে। এটাও দেশগুলোর মধ্যে সম্পর্কোন্নয়নের
বড় স্তম্ভ।

.
বিমসটেককে একটি কার্যকর আঞ্চলিক সংস্থা হিসেবে
গড়ে তুলতে হলে এর সদস্যভুক্ত দেশগুলোর মধ্যকার
বিরোধের নিষ্পত্তি জরুরি। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তিন
দশকেরও বেশি সময় ধরে রোহিঙ্গা সমস্যাটি বাংলাদেশের
ওপর চেপে আছে। মায়ানমারের রাজনৈতিক সমস্যা ও সহিংসতার
কারণেই বিভিন্ন সময়ে তারা বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নেয়।
এ সমস্যার সমাধান হতে হবে।

স্বপ্নের_পথে_যাত্রা ★পর্ব ০২ ★
কার্টেসি : Samad Azad ভাইয়া
লিখিত প্রস্তুতি :: আন্তর্জার্তিক বিষয়াবলি (New)
★ সম্ভাব্য প্রশ্ন (বড় / সংক্ষিপ্ত / টিকা)
১। GATT কি? গ্যাট বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার পুর্বসরি -
ব্যাখ্যা করুন।
২। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ
হলো উল্লেখ করুন।
৩। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) এর বাণিজ্য নীতি কি?
WTO এর
কার্যাবলী আলোচনা করুন।
৪। স্বল্পোন্নত দেশসমূহ ও WTO এবং উন্নত বিশ্ব ও WTO
এর মধ্যে সম্পর্ক আলোকপাত করুন।
৫। WTO এর সাফল্য ও ব্যর্থতা মূল্যায়ণ করুন।
৬। ট্রিপস চুক্তি (TRIPs) সম্পর্কে যা জানুন লিখুন।
৭। গ্যাট চুক্তি (GAAT) সম্পর্কে যা জানুন উল্লেখ লিখুন।
৮। প্রিলি, সংক্ষিপ্ত বা টীকার জন্য সহায়ক কিছু তথ্য

.
★ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)
বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সচিবালয় জেনেভায় অবস্থিত এবং
এর প্রধান
একজন মহাপরিচালক। বিভিন্ন ধরনের বিরোধ নিষ্পত্তিতে ও
বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সচিবালয় সহায়তা করে থাকে।
তবে
সচিবালয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন ক্ষমতা নেই। WTO এর
সবোর্চ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহনের দায়িত্ব মন্ত্রী
পর্যায়ের সম্মেলনের (Council of Ministers) ওপর ন্যস্ত
। সদস্যদের সর্বসম্মতিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মন্ত্রী
পর্যায়ের সম্মেলন (Council of Ministers) অন্তত দুবছরে
একবার মিলিত হয়।
.
★ প্রিলি, সংক্ষিপ্ত বা টীকার জন্য সহায়ক কিছু তথ্য:
* এটি বিশ্বের বাণিজ্য সংক্রান্ত নীতি প্রবর্তন এবং
সদস্য
রাষ্ট্রে বা পক্ষ সমূহের মধ্যকার মতপার্থক্য দূর করতে সাহায্য
করে থাকে
* প্রতিষ্ঠিত হয় = ১ জানুয়ারী, ১৯৯৫ (প্রতিষ্ঠাকালীন উরুগুয়ে
রাউন্ডেই সদস্য হয় = ১২৩)
* বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ = ১০ জানুয়ারী,

১৯৯৫
* বর্তমান মহাপরিচালক = রবার্তো আজেভেদো
* সদর দপ্তর = জেনেভা, সুইজারল্যান্ড
* দাপ্তরিক ভাষা = ৩ টি (ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, স্পেনিশ)
* বর্তমানে মোট সদস্য = ১৬২ টি
* 'উরুগুয়ে রাউন্ড বাণিজ্য সমঝোতার' মাধ্যমে
বিশ্ব বাণিজ্য
সংস্থা (WTO) গঠিত হয়
* উরুগুয়ে রাউন্ডের সংলাপ হয়েছিল = ৮ বত্সর
(১৯৮৬-৯৪)
* WTO এর পুর্বসরি = GATT or GATT উত্তরাধিকারী WTO
* GATT WTO তে রুপান্তরিত হয় = ১৯৯৫ সালে
.
.
★ GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)
* গ্যাট মূলত কোন বাণিজ্যিক সংস্থা নয়, এটা একটা
বাণিজ্যিক
চুক্তি।
* ১৯৪৭ সালে জেনেভাতে GATT চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
* উদ্দেশ্য : বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নতুন কর্মসূচী প্রণয়ন করা এবং
মুক্তবাজার
অর্থনীতিকে গতিশীল করা।
.
.
★ WTO এর পুর্বসরি GATT
২য় বিশ্বযুদ্ব পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক
বাণিজ্যিক সম্পর্ক নির্ধারণের প্রয়োজন থেকেই GATT
জন্মলাভ করে। গ্যাট চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে
চুক্তিটিকে একটি বহুপাক্ষিক বাণিজ্য সংস্থায় রূপান্তর
করার
প্রয়োজন দেখা দেয়। এ প্রয়োজনেই ১৯৪৭ সাল
থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত গ্যাটের কর্তৃত্বকে আরো
শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে চুক্তিটির
আলোচনার মাধ্যমে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (WTO) গঠনের
উদ্যোগ শুরু হয়। অবশেষে ১৯৮৬ সালে গ্যাটের
উরুগুয়ে রাউন্ড আলোচনার মধ্য দিয়েই চুক্তিটি বিশ্ববাণিজ্য
সংস্থায় রূপান্তর লাভ করে। ১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারী GATT
আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে।
.
.
★ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ হলো-
মূল লক্ষ্য:
* বিশ্ব বাণিজ্যের প্রসার করা
* মুক্ত বাণিজ্যের প্রসার করা
* বাণিজ্যের অ- শুল্ক বাধা সমূহ দূর করা
* বাণিজ্য আলোচনার ফোরাম হিসেবে বাণিজ্য বিরোধ
নিষ্পত্তি করে।
.
পারস্পরিক সহায়তা নীতি:
এ নীতির অর্থ হলো বাণিজ্যের বাধাসমূহ হ্রাস করে
বাণিজ্যের ভারসাম্য রক্ষা করা অর্থাৎ এক দেশকে
যখন
শুল্ক ক্ষেত্রে কোন সুবিধা প্রদান করা হবে তখন সেই

দেশেও এর বিনিময়ে সুবিধা প্রদান করবে। এ নীতি যদিও
পারস্পরিক লেনদেনের উপর নির্ভরশীল বলে মনে হয়
তবুও এটি সবদেশের জন্য সুবিধাজনক নয়। এটা
উন্নত
দেশের পারস্পরিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে যতটুকু সুবিধাজনক
অনুন্নত দেশের ক্ষেত্রে ততটুকুই অসুবিধাজনক। যেমন:
অনুন্নত দেশসমূহ কাঁচামাল উৎপাদনকারী অপরদিকে উন্নত
দেশগুলো তৈরি দ্রব্য উৎপাদনকারী। আবার উন্নত দেশসমূহ
তৈরী করে অধিক দামে তৃতীয় বিশ্বে বেশী দামে
বিক্রয় করতে পারে। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উন্নত
দেশগুলো দ্বারা মূল্য নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে
পারস্পরিক সহায়তা নীতির মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্ব
প্রকৃতপক্ষে অগ্রসর হতে পারছে না।

.

বৈষম্যমূলক আচরণ না করা:
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নীতির মূল কথা হলো বৈষম্যমূলক নীতি
অবলম্বন না করা, আন্তর্জাতিক বিনিময় যেন রাজনৈতিক ও
অর্থনৈতিক ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল না হয়ে পড়ে।
বাণিজ্য বাধা দূর করা: আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে
সকল বাধা রয়েছে সেসব বাধা চিহ্নিত করে অপসারণমূলক
ব্যবস্থা গ্রহণ করা গ্যাটের অন্যতম প্রধান নীতি।

.

শুল্ক কমানো:
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে শুল্ক সংক্রান্ত বাধাসমূহ কমাতে হবে।
এক্ষেত্রে সকল দেশের সুবিধা সমান হতে হবে। অর্থাৎ
সকল দেশের বাণিজ্য শুল্কের পরিমাণ যেন একই
রকম
হ্রাস পায়।

.

Most Favoured Nation (MFN):
যুদ্ধোত্তর বিশ্বের গ্যাট আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দিক
নির্দেশকে নীতি হিসাবে Most Favoured Nation (MFN)
নীতি প্রবর্তন করে। এ নীতি বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে
সমতা স্থাপন করে। তাই এই চুক্তি সদস্যভূক্ত নির্দিষ্ট
কোনো দেশকে কোনো বিশেষ সুযোগ সুবিধা
প্রদান করে না। কেবলমাত্র চুক্তিভূক্ত দেশের
সামগ্রীকে একই পর্যায়ে বিবেচনা করে।

.

এছাড়াও আরও কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমন-
উরুগুয়ে রাউন্ড চুক্তির বিভিন্ন বিষয়ের বাস্তবায়ন
কাজে
তদারকি করা। অধিকতর ন্যায়ভিত্তিক মুক্ত বাণিজ্যের
পরিবেশ
সৃষ্টি করা। বাজারগুলোতে ক্রমবর্ধমান প্রবেশাধিকার এবং
সম্ভাব্য প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।

.

.

★ WTO এর কার্যাবলী:

বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা WTO ১৯৯৫ সালে কার্যক্রম শুরু
করে। WTO
ই একমাত্র বিশ্ব সংস্থা যা বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়াবলী
আলোচনা
করে। শুধু আলোচনাই করে না এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয়
ব্যবস্থাও গ্রহণ করে। কার্যাবলী সমূহ হচ্ছে, বিভিন্ন
দেশের বাণিজ্য চুক্তি পর্যালোচনা করে এবং সেগুলো
সংগঠিত করে। সদস্য দেশগুলোর মাঝে বহুপাক্ষিক বাণিজ্য
আলোচনা করে, একটি ফোরাম হিসাবে দায়িত্ব পালন করা।
রাষ্ট্রসমূহের বাণিজ্য সংক্রান্ত সমস্যাগুলো সমাধান
করে
থাকে। এ সকল সমস্যা যেন সংঘাতে রুপ না নেয়
সে
বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। সদস্য রাষ্ট্রসমূহের
বাণিজ্য নীতি পর্যালোচনা করে, প্রসারিত করে এবং বৈশ্বিক
অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারনে স্বচ্ছতা এবং সহযোগীতা নিশ্চিত
করে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য
নীতি তৈরী করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দেশ গুলাকে সাহায্য
করে। উন্নয়নশীল, অনুন্নত এবং স্বল্প আয়ের
দেশসমূহকে কারিগরি সহায়তা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিয়ম
শৃঙ্খলার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে। এছাড়াও অর্থনৈতিক
গবেষণা এবং বিশ্লেষনেরও একটা কেন্দ্র হিসাবে কাজ
করে। এর মাধ্যমে নিয়মিত বার্ষিক প্রকাশনা এবং
গবেষণার
রিপোর্টে নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশ্ব বাণিজ্যিক চিত্র
তুলে ধরা হয়।
অন্যান্য বহুজাতিক অর্থনৈতিক সংস্থা যেমন- বিশ্বব্যাংক,
আই.এম.এফ এর সাথে গভীর সহযোগীতার সম্পর্ক রক্ষা
করে।

.

.

★ WTO এর বাণিজ্য নীতিঃ
WORLD TRADE ORGANIZATION এর নিজস্ব কিছু
বাণিজ্য
নীতিমালা আছে। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ
করা হলো-

.

NON DISCRIMINATION:
WTO এর সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ২ টি প্রধাান বৈশিষ্ট্য
পাওয়া যায়। প্রথমটি হলো অধিক ক্ষমতাশালী জাতিগুলোর
শাসন এবং দ্বিতীয়টি হলো জাতীয় পরামর্শ প্রদান
নীতি।
নিয়ম আছে যে, সদস্য দেশগুলো
কোটামুক্ত,
শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা ভোগ করবে। WTO এর
MFN
(MOST FAVOURED NATIONS)
RULE অনুযায়ী
যেকোন
সদস্য রাষ্ট্র তার ইচ্ছানুযায়ী অপর যেকোন সদস্য
দেশের সাথে বাণিজ্য সুবিধা ভোগ করবে

এক্ষেত্রেকোন প্রকার বৈষম্য করা হবে না।
WTO এর
সকল সদস্য একটি নিশ্চিত ও একই অবস্থান
থেকে
বাণিজ্য
করবে। এছাড়া পরামর্শ প্রদান নীতির ক্ষেত্রেও
দেখা যায়
যে, দেশের অভ্যন্তরীণ চিকিৎসা সামগ্রীর
ক্ষেত্রে
বিদেশী সামগ্রীকে বাজারে ঢুকিয়েছে শুল্ক
মুক্তভাবে।
Reciprocity: অধিক ক্ষমতাশালী জাতিগুলোর
শাসনের
কারণে অবাধ বাণিজ্যের সীমাবদ্ধতা নিয়ে
একটি
আকাঙ্ক্ষা
প্রতিফলিত হয় । যাতে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের
বিশ্ব
বাজারে প্রবেশাধিকার অর্জনের ক্ষমতা থাকে।
প্রত্যেক
সদস্য দেশসমূহ পারস্পারিক সহযোগিতা করবে
অর্থ ও
প্রযুক্তি দিয়ে । আলোচনার মাধ্যমে অধিকতর
ভালো
সমাধান ও উপদেশ দিবে।
.
Binding and Enforceable Commitment:
বহুপাক্ষিক বাণিজ্যিক আলোচনার অন্যতম
বিষয়
ছিলো- বিনা
শুল্কে সদস্য দেশসমূহ বাণিজ্য করবে এতে
কোন বাঁধা বা
সীমাবদ্ধতা থাকবেনা। সদস্য রাষ্ট্রগুলোর
মধ্যে এমন
কোন বিষয় থাকবে না যা আপোষ বা
আলোচনার
মাধ্যমে
তার সমাধান করা যাবে না। কোন দেশ যদি
ক্ষতিসাধন
করে
তাহলে ঐ দেশের সম্পূর্ণ ক্ষতি পূরণ দিতে
হবে।
.
Transparency:
সদস্য রাষ্ট্রগুলোর বাণিজ্য নীতি স্বচ্ছ থাকবে
এবং
জবাবদিহিতা থাকবে। প্রত্যেক দেশ তার
প্রশাসনিক
সিদ্ধান্ত
গ্রহণ, ব্যবসা-বাণিজ্য এগুলো অপরাপর দেশকে
প্রভাবিত
করবে। WTO বাণিজ্য নীতিমালার মাঝেমাঝে
পরিবর্তন সাধন
করা হয়। সদস্য দেশগুলোর আলোচনায় বিভিন্ন
দেশের
বার্ষিক বাণিজ্য প্রতিবেদন দেখা হয় ও
ভবিষ্যদ্বানী করা হয়
এবং আমদানী-রপ্তানীর দিক তুলে ধরা হয়।
.
WTO বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ
করতে
সক্ষম।
এখানে তিন ধরনের দিক নির্দেশনা দেয় আছে।
১.
অর্থনীতির বাইরে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য হচ্ছে
একটি দেশ
বার্ষিক কি পরিমাণ লক্ষ্য অর্জন করবে তা ঠিক
করা।
২. উন্মুক্ত
প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা। ৩.অর্থনৈতিক
কারণে
বাণিজ্যিক
হস্তক্ষেপের অনুমোদন দেওয়া।
.
.
★ বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার চুক্তিসমূহ:

বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রায় ৬০ টিরও অধিক
চুক্তি সম্পাদন করেছে। যা আন্তর্জাতিক আইনগত
দলিলের
মর্যাদা পেয়েছে। সদস্য দেশ সমূহকে অবশ্যই উক্ত
চুক্তি সমূহে স্বাক্ষর ও অনুমোদন করতে হয়। এর মধ্যে
উল্লেখযোগ্য চুক্তি সমূহ হলো: Agreement on
Agriculture (AoA), The General Agreement on
Trade in
Services, Trade-Related Aspects of Intellectual
Property
Rights Agreement (TRIPs), Agreement on the
Application
of Sanitary and Phytosanitary Measures, Agreement on
Technical Barriers to Trade (TBT)
.
GATS (The General Agreement on Trade in
Services):
১৯৮৬ সালে উরুগুয়ে পর্যায়ের পূর্বে সেবা খাত যেমন:
জনপ্রশাসন, স্বাস্থ্য, পোস্টাল সার্ভিস, শিক্ষা এ জাতীয়
বিষয়গুলো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল না।
অনেক সেবা আভ্যন্তরীণ হিসাবে বিবেচিত হত যা
দেশের সীমানার বাইরে যাওয়া কঠিন ছিল। উরুগুয়ে
পর্যায়েই বিশ্ববিদ্যালয় সমূহকে আন্তর্জাতিক ছাত্রদের জন্য
খুলে দেওয়া হয়। পরে ইন্টারনেটের উন্নতির কারণে
দূরে শিক্ষা গ্রহণ, প্রকৌশল, স্বাস্থসেবা, স্থাপত্য বিদ্যা ইত্যাদি
ক্ষেত্রে সারাবিশ্বব্যাপী একটি নেটওয়ার্কের আওতায়
এসে যায়। যার ফলে সেবা খাত সমূহ দ্রুত আন্তর্জাতিক
বাণিজ্যের আওতায় আসে। তারা সিদ্ধান্ত নেয় চার
ধরনের
দ্রব্যাদি দেশীয় সীমানার বাইরে বাণিজ্যের জন্য
অনুমোদন প্রদান করা হয়। যথা:
ধরণ ১: Cross border supply: এ ধরনের সেবা
কোন
সদস্য দেশের ভূখন্ড হতে অন্য কোন সদস্য দেশের
ভূখন্ডে রপ্তানি করতে পারবে। এক্ষেত্রে সেই
বিক্রেতাকে ক্রেতা দেশে উপস্থিত না
থাকলেও চলবে।
ধরণ ২: Consumption abroad: এ ধরনের সেবা
কোন
সদস্য দেশের ভূখন্ড হতে অন্য কোন সদস্য ভুক্তা তা
ক্রয় করতে পারবে। এক্ষেত্রেও বিক্রেতার উপস্থিতি না
থাকলেও চলবে।
ধরণ ৩: Commercial presence: যে সকল দেশে সেবা
সমূহ সরবরাহ করবে সেখানে সরবরাহকারীর উপস্থিতি থাকা
শর্ত।
ধরণ ৪: Presence of a natural person: একজন
সাধারণ ব্যক্তি
হিসাবে সরবরাহকারী সরবরাহকৃত দেশের

ভূখন্ডে উপস্থিত
থাকবে।
সেবার খাত : সেবার খাত হিসাবে বিশ্ববাণিজ্য
সংস্থা "
W /120
list" এর কথা উল্লেখ করে।
.
TRIPs (Trade- Related Aspects of
Intellectual
Property
Rights Agreement):
মেধাস্বত্ব অধিকারের বিষয়টি ডওচঙ ও
টঘঈঞঅউ
এর মত
আন্তর্জাতিক ফোরামে বহু বছর ধরে
আলোচনা
পর্যালোচনা চলছিল। উন্নত দেশ সমূহের চাপের
মুখে
উরুগুয়ে রাউন্ডে এ বিষয়টি গ্যাটের
আলোচনায়
অন্তর্ভূক্ত হয়। বু্দ্ধিভিত্তিক (Intellectual
Property)বলতে
বুঝায় কোন ব্যক্তি বা কোম্পানী I উদ্ভাবিত
নতুন সামগ্রী,
ডিজাইন বা প্রযুক্তি; আর অধিকার বলতে
বুঝায়
উদ্ভাবনকারী
ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের রয়্যালিটি পাবার
একচেটিয়া
অধিকার।
সাধারণত: এই অধিকার প্রদান করা হয়
প্যাটেন্ট
(প্রযুক্তি বা
ডিজাইন উদ্ভাবনকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে
প্রদান
করা
বিশেষ প্রতীক বা চিহ্ন), গ্রন্থস্বত্ব বা
ট্রেডমার্ক
রেজিস্ট্রেষনের মাধ্যমে। উরুগুয়ে
রাউন্ডে উন্নত
ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের মেধাস্বত্ব
সংক্রান্ত বিষয়ে
দুই ধরনের প্রস্তাব ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত
উন্নত
দেশসমূহের চাপের মুখে তাদের প্রস্তাবটিই
পাশ হয়।
.
.
★ উন্নত বিশ্ব ও WTO:
উন্নয়শীল বিশ্বের অনেক বিশেষজ্ঞ
সাধারনভাবে এটা
ধারনা করে থাকেন যে পুজিবাদি বিশ্ব তথা
পশ্চিমা
বিশ্ব গোটা
বিশ্ববাজার দখলের একটা হীন কৌশল হিসেবে
মুক্তবাজার
অর্থনীতির তত্ব বাস্তবায়নের লক্ষ্যে GATT
বা WTO
প্রতিষ্ঠা করেছে। উন্নত দেশসমূহ আধুনিক
প্রযুক্তিতে
উৎপাদন করে থাকে বলে তাদের দ্রব্যের
গুনগত মান
যেমন ভাল তেমনি মূল্যে ও প্রতিযোগিতা
মূলক।
তা
সত্ত্বেও সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ অনেক
উন্নয়নশীল
দেশ সংরক্ষন মূলক নীতি অবলম্বন করে কোন
রকম
উন্নত বিশ্বের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে ছিল।
কিন্তু উন্নত
দেশসমূহ বিশ্বব্যাংকসহ বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক
সংস্থা
কে হাতিয়ার
হিসেবে ব্যবহার করে নানা দিক দিয়ে
সমাজতান্ত্রিক এবং
সংরক্ষন নীতি অবলম্বনকারী উন্নয়নশীল

দেশসমূহের
ওপর বাজার উন্মুক্ত করার জন্য চাপ প্রয়োগ
করে থাকে।
এভাবে অনেক দেশ বলা চলে বাধ্য হয়ে
তাদের বাজার
উন্মুক্ত করে। ফলে তাদের দেশসমূহে
স্থানীয়
শিল্পসমূহ ডুবতে বসেছে। এবং দেশের বাজার
বিদেশী
পণ্যের বাজারে পরিনত হয়েছে। বিশ্ববাণিজ্য
সংস্থার আওতায়
যে TRIPS (Trade Related Intellectual
Property
Rights)
চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে তা ও ধনী
দেশসমূ্হের পক্ষে
পক্ষপাতমুলক।এ চুক্তি দরিদ্যের স্বার্থনক্ষার
ক্ষেত্রে
কোন ভূমিকা রাখেনি। TRIPS এর আওতায়
প্যাটেন্ট করা
দ্রব্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে উৎপাদনকারী
অহেতুক
অতিমাত্রায় মূল্য নির্ধারন করে থাকেন, তাও
সর্ম্পুন্ন
উন্নয়নশীল দেশসমূহের ভোক্তাদের
প্রতিকূলে।
.
.
★ স্বল্পোন্নত দেশসমূহ ও WTO:
স্বল্পোন্নত দেশসমূহ হচ্ছে বর্তমান বিশ্বের
সবচেয়ে দূবর্লতম অংশ। ভয়াবহ দারিদ্য, দুবর্ল
অর্থনীতি,
অনুন্নত প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং মানবসম্পদের
অপ্রতুলতা
স্বল্পোন্নত দেশের সাধারন চিত্র হিসেবে
হিসেবে
বিবেচনা করা হয়। WTO চুক্তিসমূহের
প্রত্যেকটিতে অবশ্য
স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য বিশেষ সুবিধা
রাখা
হয়েছে। বিশেষ সুবিধা হলো: ১.চুক্তি
বাস্তবায়নের
ক্ষেত্রে দীর্ঘ সমূহের সুবিধা প্রদান। ২.এসব
দেশের
বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পদক্ষেপ
গ্রহন।
৩.এসব দেশর WTO সংক্রান্ত কার্যাবলী
বাস্তবায়নের জন্য
প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরীতে সাহায্য
করা। ৪.কতিপয়
বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যহতি প্রদান। ১৯৯৭
সালে
Trade
Initiatives and technical assistance for
least
developed
countries সংক্রান্ত একটি উষ্চ পর্যায়ের সভা
অনুর্ষ্ঠিত হয়।
উক্ত সভায় বাণিজ্যিক ক্ষমতা বৃদ্ধি কল্পে একটি
সমন্বিত
কাঠামো তৈরি করা হয়। এ উদ্দেশ্য ৬টি
আন্তসরকার
সংস্থাকে
অর্ন্তভূক্ত করা হয়। স্বল্পোন্নত দেশসমূহ
সংক্রান্ত সাব
কমিটির সহায়তায় Trade and
Development সংক্রান্ত
কমিটি
স্বল্পোন্নত দেশসমূহের প্রয়োজন সমূহ
তদারক করে
থাকে। এ কমিটির দায়িত্ব হচেছ -চুক্তিসমূহ
বাস্তবায়ন,
কৌশলগত সহযোগিতা , বিশ্ববানিজ্য সংস্থায়
অধিক মাত্রায়
অংশগ্রহন নিশ্চিত করা।
.
WTO বিশ্বের দেশগুলোর বানিজ্য স্বার্থ রক্ষায়

সম্পূর্নরুপে ব্যর্থ হচেছ। কারন WTO তে
অর্ন্তভূক্তিতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো
বিভিন্ন
ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে।
যেমন-
স্বল্পোন্নত দেশসমূহের উৎপাদিত পণ্য
সামগ্রীর
উৎপাদন ব্যয় তুলনামূলক বেশি হওয়ায়
বিদেশী
বাজারে
প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা এদের জন্য কঠিন।
Agreement on
Agriculture (AoA)এ চুক্তিতে আভ্যন্তরীণ
ভর্তুকির বিধান
থাকায় উন্নত দেশ সমূহ তাদের কৃষি
উৎপাদনের
জন্য বড়
অংকের ভর্তুকি প্রদান করে যা উন্নয়নশীল
দেশ দিতে
পারে নি। উরুগুয়ে রাউন্ড চুক্তির মাধ্যমে
স্বল্পোন্নত
দেশসমূহের জন্য বাণিজ্য সুবিধা সম্প্রসারনের
যে সম্ভাবনা
ছিল, সরবরাহ সংক্রান্ত সমস্যা তাকে
সম্পূর্নরুপে
নষ্ট করে
দিয়েছে। ফ্রি লেবার বা দরিদ্র দেশের সুলভ
শ্রমিকদের
শিল্পোন্নত দেশে যাওয়ার কথা থাকলেও তারা
তা
করছে না।
অবাধ বাণিজ্য থাকায় দেশীয় শিল্প ধ্বংস হয়ে
যাচ্ছে ফলে
বেকারত্ব ও দারিদ্যতা ভয়াবহ ভাবে বাড়ছে।
.
.
★ স্বল্পোন্নত দেশ হিসাবে বাংলাদেশ ও WTO:
অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশের মত বাংলাদেশের
ও প্রধান
বৈশিষ্ট্যই হল ভয়াবহ দারিদ্য, দুবর্ল অর্থনীতি,
অনুন্নত
প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং মানবসম্পদের
অপ্রতুলতা।
তাই
বাংলাদেশ বাণিজ্যিক সুবিধা অজনের লক্ষ্যে
বিশ্ব
বাণিজ্য
সংস্থার প্রতিটি সম্মেলনেই তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ঠ
দাবিগুলো
পেশ করে আসছে। নিুে সেগুলো
আলোচনা করা হল।
.
উরুগুয়ে রাউন্ড ও বাংলাদেশ: ১৯৮৬ সালে
উরুগুয়েতে
১০৭টি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে গ্যাট বৈঠক
শুরু
হয়। শেষ
পর্যন্ত ১৯৯৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর ৮ম
রাউন্ডের চুক্তি
হিসেবে ডাংকেল প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই
প্রস্তাবে ২
হাজার পন্যের শ্রল্ক হ্রাস করার প্রস্তাব করা হয়।
এছাড়া
উরুগুয়ে রাউন্ডে আলোচনায় শিল্পজাত পন্যের
বাজার
উন্মুক্ত করনের বিষয়টি বেশি অগ্রগতি সাধিত
হয়।
আর এই
চুক্তির মধ্যে বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ন ছিল
টেক্সটাইল
ও তৈরী পোষাকের বাজার উদারীকরন
সম্পর্কীত
Agreement on Textile and Clothing যা
সংক্ষেপে ATC
নামে পরিচিত। ATC অনুসারে ১৯৯৫ থেকে
২০০৫

সালের
জানুয়ারীর মধ্যে চারটি পর্যায়ে টেক্সটাইল ও
তৈরী
পোষাকের উপর Multi Fiber Agreement
এর
আওতায়
নির্ধারিত কোটার অবসান হয়।
.
এই চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ বেশ কিছু
ক্ষতির
সম্মুখিন হয়।
চুক্তি বাস্তবায়নের পর ইউরোপের দেশগুলো
কোটা
তুলে নিলে বাজার উন্মুক্ত হয়ে যাবে। ফলে
উন্নত
বিশ্বের সাথে প্রতিযোগীতায় টিকতে না
পেরে
অনেক শিল্প বন্ধ হয়ে যাবে। সেই সাথে
দেশের
বেকার সমস্য বাড়বে। যা অভ্যন্তরীন
রাজনৈতিক
পরিবেশ
অস্থিতিশীল করে তুলবে। চুক্তিতে
শিল্পপণ্যের ৪০%
শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে। শিল্পজাত পন্য
রপ্তানীতে
সংশ্লিষ্ট দেশ আগের মত আর ভর্তূর্কি পাবেনা।
এজন্য
উন্নয়নশীল দেশ ৮ বছর ও উন্নত দেশ ২ বছর
সময়
পাবে। বাড়তি চাপ পড়বে ক্রেতাদের উপর।
আবার
রপ্তানী
তে ভর্তূকি দেয়ার ফলে যাদের রপ্তানী
বেড়েছিল তার
আর সেই সুযোগ পাবে না। ফলে এসব
দেশের
রপ্তানী কমে আসবে। সুতরাং বাংলাদেশ
আমদানি
নির্ভর
হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্থ হবে। সেবাখাতে নিয়ন্ত্রন
থাকবে না
ফলে উন্নত বিশ্বের বিনিয়োগের কাছে
স্থানীয়
বিনিয়োগ মার খাবে। বানিজ্য সম্পর্কীত
মেধাসত্ব বা TRIP
চুক্তির ফলে কপিরাইট ট্রেডমার্ক ও পেটেন্ট
মালিকানাতে
বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এতে
বাংলাদেশকে
মোটা অংকের বিনিময়ে উন্নত প্রযুক্তি কিনতে
হবে
বহুজাতিক কোম্পানী গুলো থেকে। বানিজ্য
সম্পর্কীত
বিনিয়োগ ব্যবস্থা বা TRIM চুক্তির ফলে
বিদেশী
কোম্পানীগুলো দেশীয়
কোম্পানীগুলোর মত
অবাধ আমদানি রপ্তানী করার সুযোগ পাবে
ফলে
দেশীয় রপ্তানী গুলো মার খাবে।
.
সুতরাং দেখা যাচ্ছে উরুগুয়ে রাউন্ড চুক্তির
ফলে
বাংলাদেশ
যে টুকু সুবিধা পেয়েছে তার চেয়ে অসুবিধার
সম্মুখিন
হতে হয়েছে বেশি।
.
.
★ WTO এর সাফল্য ব্যর্থতা:
বিশ্বকে একই ছাতার নিচে এনে ধনী - দরিদ্রের
বৈষম্য
কমিয়ে অবাধ বাণিজ্য স্থাপনের জন্য সৃষ্ঠি
হয়েছিল বিশ্ব

বাণিজ্য সংস্থা। অথচ শুরু থেকেই সংস্থার বিভিন্ন
সিদ্ধান্ত এক
বিতর্কিত করে তুলেছে। এর সাফল্য যেমন আছে
তেমনি রয়েছে ব্যর্থতা। তবে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর ক্ষেত্রে এর ব্যর্থতাই বেশি।
যেমন:
বাণিজ্য ক্ষেত্রে বৈষম্য। ভর্তুকি কমানোর কথা থাকলেও
কতকগুলো দেশ ভর্তুকি কমাবে বা বাণিজ্যিক প্রতিবন্ধকতা
সহজ করবে তা এখনো নির্ধারিত হয়নি। WTO এর
সিদ্ধান্তই
সঠিক এবং প্রত্যেক দেশকে তাই মেনে চলতে হবে।
কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিচারকের ভূমিকায় দেখা যায়,
যেখানে
ন্যায়ের পক্ষ থেকে সরে আসে।
ভারসাম্যপূর্ণ নীতির
অভাব, সময় অপচয়, বুদ্ধিবৃত্তি সংরক্ষন, বিরিয়োগ,
সেবা
খাতের বাণিজ্য এবং কৃষির সংযুক্তি। অধিকাংশ
সম্মেলন সিদ্ধান্ত
ছাড়াই সমাপ্ত হয় তবে অন্যান্য সংস্থার তুলনায় WTO
ট্যাক্স এবং
বাণিজ্যের বিষয়ে কিছুটা সফলতা অর্জন করেছে।
যেমন-
ভোটের মাধ্যমে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ,
কোন দেশের ভেটো প্রদানের ক্ষমতা নেই, স্বল্প
ট্যাক্সের মাধ্যমে মুক্ত বাজার বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো ও
ভর্তুকি কমানো ,বাণিজ্যিক প্রতিবন্ধকতা দূর করার
চেষ্টা
ইত্যাদি।

.

.

★ মূল্যায়ন:
WTO এর নীতিমালা মূলত বিশ্ব বানিজ্য ব্যবস্থা
তদারকির জন্য
প্রণীত হয়েছে। WTO বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে
মুক্তবাজার অর্থনীতি বাস্তবায়নের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে
যাচ্ছে। প্রত্যেকটি দেশের ওপর তার একটা প্রতিকূল বা
অনুকূল প্রভাব পড়বে। বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত
দেশগুলোর ক্ষেত্রে এর প্রতিকূল প্রভাবই বেশি
পড়বে। অধিকাংশ স্বল্পোন্নত দেশগুলো উন্নত বিশ্বের
চাপে তাদের বাজারসমূহকে পূর্নমাত্রায় উদার করে
দিয়েছে। কিন্তু সে অনুযায়ি যথাযথ বিনিময় তারা
পায়নি।
বিদেশী পন্যসামগ্রী অবাধে প্রবেশ করায় এ
দেশগুলোর শিল্প কারখানা একের পর এক বন্ধ হয়ে
যাচ্ছে। ফলে বেকারত্ব ও দারিদ্র ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।
বিশ্ব বানিজ্য সংস্থার এ বিরুপ প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্তি পাওয়ার
জন্য উন্নত দেশসমূহের সাহায্য সহযোগিতার পাশাপাশি

স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে এগিয়ে আসতে
হবে।
তাদের দ্রব্যের গুনগত মান বাড়াতে হবে,
মানবসম্পদ
উন্নয়নে সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা চালাতে
হবে।
শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা ,ব্যবস্থাপনার
দক্ষতা
বাড়ানোর
পাশাপাশি পণ্যসামগ্রী বহুমুখীকরন প্রক্রিয়া
করতে হবে।
আর এসব ব্যবস্থা গ্রহনের উপরই নির্ভর করছে
স্বল্পোন্নত দেশসমূহের বিশ্ব প্রতিযোগিতায়
টিকে
থাকতে পারা।
.
বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যর
গুরুত্ব
বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই বিশ্ব
বাণিজ্যকে
শৃঙ্খলিত ও সব রাষ্ট্রের বাণিজ্যিক অধিকার
নিশ্চিত
করার জন্যই
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিশ্ব বানিজ্য সংস্থা বা
WTO। কিন্তু
সংস্থাটি
উন্নত বিশ্বের পৃষ্টপোষকতা করায় অনুন্নত ও
উন্নয়নশীল
দেশগুলো তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত
হচ্ছে। ফলে
সংস্থাটি বেশ বিতর্কিত হয়ে পড়েছে।
.
.
===================
উত্স ও তথ্যসূত্র :
পত্রিকা, আর্টিকেল, ওয়েব, ব্লগ থেকে
সংগৃহীত ও

#স্বপ্নের_পথে_যাত্রা ★পর্ব ০৩★
কার্টেসি : Samad Azad ভাইয়া
প্রিলি/লিখিত প্রস্তুতি :: আন্তর্জার্তিক
বিষয়াবলি (New)
★ সম্ভাব্য প্রশ্ন: (বড়/সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও টিকা)
১। ন্যাম এর উদ্যোগ, প্রতিষ্ঠা ও পেক্ষাপট
(বান্দুং
সম্মেলন, বেলগ্রেড সম্মেলন) উল্লেখ করুন।
২। ন্যামের 'পঞ্চশীল নীতি' ও প্রবক্তা - সম্পর্কে
আলোচনা করুন।
৩। ন্যাম এর মূলনীতি ও কার্যপ্রণালী বর্ণনা
করুন।
৪। ন্যামের প্রতিষ্ঠাতা পাঁচ বিশ্ব রাজনৈতিক
ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে
লিখুন।
৫। ন্যাম এর অন্যান্য খুঁটিনাটি তথ্য সম্পর্কে ..
NAM (Non-Aligned Movement)
ন্যাম (জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন)
৩য় বিশ্বের দেশসমূহের প্রথম সংগঠন ....
.
.
★ ন্যাম - খুঁটিনাটি তথ্য :
'NAM' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন = ১৯৫৩
সালে ভি কে
কৃষ্ণ মেনন, জাতিসংঘে। মেননের বন্ধু
জওহরলাল নেহরু
১৯৫৪ সালে 'জোট নিরপেক্ষ' শব্দটি আবারো
ব্যবহার
করেন ।
পঞ্চশীল নীতির প্রবক্তা = ভারতের জওহরলাল
নেহরু এবং
চিনা প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই
ন্যামের কো-অরডিনেটিং বুরো = নিউইয়র্ক,
যুক্তরাষ্ট্র।
১ম মহাসচিব = মার্শাল টিটো (যুগোস্লোভিয়া)
বর্তমান মহাসচিব = হাসান রুহানি (ইরান)
বর্তমান চেয়ারম্যান = ইরান (সংস্থাটির

চেয়ারম্যান সর্বদাই দেশ
থাকে, ব্যাক্তি নয়)
বর্তমান সদস্য সংখ্যা = ১২০।
সর্বশেষ সদস্য - আজারবাইজান ও ফিজি।
সর্বশেষ সম্মেলন = ২০১২ সালে ইরানের
তেহরানে
অনুষ্ঠিত হয়। (১৭ তম)
পরবর্তী সম্মেলন = ২০১৬ সালে ভেনিজুয়েলায়
অনুষ্ঠিত
হবে।
সিদ্বান্ত গ্রহণ প্রকিয়া = সদস্য রাষ্ট্রের সরকার
প্রধানদের
ন্যাম সম্মেলনে অংশগ্রহনের মধ্য দিয়ে সকল
সিদ্বান্ত
গ্রহণ করা হয়।
(By a conference of Heads of State or Government of Non-Aligned Countries)
.
★ বান্দুং সম্মেলন, ১৯৫৫ (উদ্যোগ, প্রতিষ্ঠা ও
পেক্ষাপট)
১৯৫৫ সালের এপ্রিলে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং-
অনুষ্ঠিত য়ে-
বান্দুং কনফারেন্স ছিল ন্যামের ইতিহাসে প্রথম
গুরুত্বপূর্ণ
মাইলফলক। ন্যামের প্রথম সম্মেলনে ২৫ টি
দেশ অংশ
গ্রহন করে। ন্যাম আসলে নিজস্ব অর্থনৈতিক,
রাজনৈতিক,
সাংস্কৃতিক আইডেনটিটি'র অন্বেষার বার্তা
শোনায়।
.
এই কনফারেন্সেই ইন্দোনেশিয়ার প্রথম
প্রেসিডেন্ট
আহমেদ সুকর্ন বলেন,
"অনেক প্রজন্ম ধরেই আমরা পৃথিবীতে ছিলাম
বাকহীন।
সেই মানুষগুলো, যারা অশেষ দারিদ্র্য ও
অবমাননার মধ্যে
রয়েছে, তাদের জন্য যারা সিদ্ধান্তগুলো নেয়
তাতে
তাদেরই স্বার্থ প্রাধান্য পায়"।
.
★ বেলগ্রেড সম্মেলন, ১৯৬১ (উদ্যোগ,
প্রতিষ্ঠা ও
পেক্ষাপট)
কাগজে কলমে 'জোট নিরপেক্ষের' জন্মসাল
সেপ্টেম্বর,১৯৬১ সাল, স্থান যুগোস্লাভিয়ার
বেলগ্রেড;
এবং পোশাকী নাম 'জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন'
ওরফে ন্যাম অর্জন করে আরো পরে, ১৯৬৪
সালে -
মিসরের কায়রোতে অনুষ্ঠিত ৪৭ টি রাষ্ট্রীয়
প্রধানদের
অংশগ্রহণে পঞ্চম সম্মেলনের সময়ে।
.
★ ন্যামের প্রতিষ্ঠাতা : পাঁচ বিশ্ব রাজনৈতিক
ব্যক্তিত্ব
ইন্দোনেশিয়ার প্রথম প্রেসিডেন্ট আহমেদ সুকর্ন,
ভারতের প্রথম প্রধাণমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু,
যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট জোসেফ মার্শাল
টিটো,
মিসরের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুল
নাসের ও
ঘানার প্রেসিডেন্ট ডঃ কোয়ামে নক্রুমা। পাঁচ
দেশের এই
পাঁচ নেতার সক্রিয় কর্মোদ্যোগ "পাঁচের
উদ্যোগ" নামে
পরিচিতি পায়। ন্যাম এশিয়া, আফ্রিকা ও
ল্যাটিন আমেরিকার
উন্নয়নশীল দেশগুলোর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা
মঞ্চে
পরিণত হয়। আকারের দিক দিয়ে বর্তমানে
ন্যাম, জাতিসংঘের
পরেই, দ্বিতীয় বৃহত্তম আন্তর্জাতিক সংস্থা।
ন্যামের

কাঠামোগত গঠণ এমন যে নিউইয়র্কে অস্থায়ী ঠিকানা ছাড়া
কোন স্থায়ী কার্যালয় এর নেই। অর্থাৎ কাঠামোগতভাবে
অত্যন্ত ঢিলেঢালা সংস্থা একটি।
.
★ পঞ্চশীল নীতি :
১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে উদ্ভাবিত এই পঞ্চশীল নীতিই হল জোট
নিরপেক্ষ নীতির মূলকথা। ভারতের জওহরলাল নেহরু এবং চিনা
প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই ছিলেন এই নীতির অন্যতম প্রবক্তা
। ভারতের জোটনিরপেক্ষ বিদেশনীতি পঞ্চশীলের
উপর স্থাপিত।
.
পঞ্চশীল নীতি গুলো হল :
(ক) প্রতিটি স্বাধীন দেশের ভৌগোলিক অখন্ডতা ও
সার্বভৌমত্বের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধাশীল হওয়া,
(খ) দ্বন্দ্ব-সংঘাত পরিত্যাগ বা অনাক্রমণ নীতি গ্রহণ করা,
(গ) অন্য কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকা,
(ঘ) পারস্পরিক সাম্য ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা এবং
(ঙ) শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সকল সমস্যার
সমাধান করা।
.
এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলি এবং ইউরোপীয় রাষ্ট্র
যুগোস্লাভিয়াও নির্জোট আন্দোলনে সামিল হন। স্টালিনের
সঙ্গে মতভেদের ফলে যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট
মার্শাল টিটো কমিউনিস্ট ব্লক থেকে বেরিয়ে এসে
পশ্চিমি শক্তিগোষ্ঠীর সঙ্গে না গিয়ে জওহরলাল নেহরুর
নেতৃত্বে পরিচালিত জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে
যোগদান করেন। তাঁর আমন্ত্রণে জওহরলাল নেহরু ১৯৫৪
খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে যুগোস্লাভিয়া যান এবং ওই বছরের
ডিসেম্বর মাসে মার্শাল টিটো ভারত সফরে
আসেন।
১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ২২ শে ডিসেম্বর প্রচারিত এক যৌথ
ঘোষণায় উভয় নেতা জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের
প্রতি নিজেদের গভীর আস্থার কথা বর্ণনা
করেন। ১৯৫৪
খ্রিস্টাব্দে ভারত-তিব্বত চুক্তির পর তিব্বত ভারতের
পঞ্চশীল নীতি মেনে নিয়েছিল।
.
★ ১৯৫৪ সালের ২৯ এপ্রিল "শান্তিপুর্ণ সহাবস্থানের
পঞ্চশীল নীতি" এর জন্ম :
"পরস্পরের ভূভাগ এবং সার্বভৌমত্ব সম্মান করা, পরস্পরকে
আগ্রাসন না করা, পারস্পরিক অভ্যন্তরীণ ব্যাপারাদিতে
হস্তক্ষেপ না করা, সমতা ও পারস্পরিক উপকারিতা এবং
শান্তিপূর্ণসহাবস্থান করা" এই পাঁচটি মৌলিক নীতি চল্লিশাধিক
বছরের আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের পরীক্ষায়
উত্তীর্ণ হয়ে আধুনিক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিচালনার
ব্যাপারে বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্য মৌলিক নীতিতে পরিণত

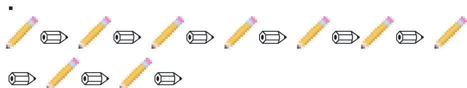
হয়েছে।
.
১৯৫৪ সালের ২৯ এপ্রিল স্বাক্ষরিত "চীনের তিব্বতী
অঞ্চল এবং ভারতের মধ্যকার বাণিজ্য ও পরিবহন সংক্রান্ত
চীন-ভারত চুক্তি"তে প্রথমে "শান্তিপুর্ণ সহাবস্থানের
পঞ্চশীল নীতি" আনুষ্ঠানিকভাবে উত্থাপিত হয়েছে।
১৯৫৫ সালের এপ্রিলে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ আন লাই
ইন্দোনেশিয়ার বান্দুংয়ে অনুষ্ঠিত ২৯টি দেশের অংশগ্রহনে এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলন অর্থাত্ বান্দুং
সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের চূড়ান্ত ইস্তাহারে উত্থাপিত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ১০টি মৌলিক
নীতির মধ্যে পঞ্চশীল নীতির সমস্ত বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
.
চীন হচ্ছে "শান্তিপুর্ণ সহাবস্থানের পঞ্চশীল নীতির"
উদ্যোক্তা অন্যতম, এবং এর বিশ্বস্ত অনুসরণকারী।
"শান্তিপুর্ণ সহাবস্থানের পঞ্চশীল নীতি" চীনের পররাষ্ট্র ব্যাপারাদির মৌলিক নীতি হিসেবে সংবিধানে লিপিবদ্ধ
করা হয়েছে। চীন আর এক শতাধিক দেশের কূটনৈতিক
সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার দলিলে এই পাঁচটি মৌলিক নীতি স্বীকার করা
হয়েছে। বাস্তব অনুশীলন থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, "শান্তিপুর্ণ সহাবস্থানের পঞ্চশীল নীতি" হচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূল নীতি।"মনে রাখার সহজ টেকনিক -জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা

""মনে রাখার সহজ টেকনিক :::::::
টেকনিক:- জাতিসংঘের যে সকল সংস্থার প্রথমে W ও শেষে O আছে, ওই গুলোর সদর দপ্তর 'জেনেভা'।
যেমন:::::---
* WTO => জেনেভা।
* WHO => জেনেভা।
* WMO => জেনেভা।
* WIPO => জেনেভা।
.
Extra:::::::
* ILO=> জেনেভা।
* FAO=> রোম।
* IMCO=> লন্ডন।
* IMO=> লন্ডন।
* ICAO=> মন্ট্রিল।
* UNESCO=> প্যারিস।
* NATO=> ব্রাসেলস।
* UNIDO=> ভিয়েনা।
.
** অর্থ ও টাকা সংক্রান্ত সকল সংস্থার সদর দপ্তর 'ওয়াশিংটন ডিসি'।
** খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সদর দপ্তর 'রোম'। (WFP, FAO)""

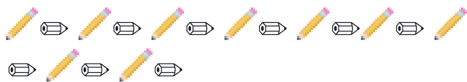
স্বপ্নের_পথে_যাত্রা ★পর্ব ০১ ★
কার্টেসি : Samad Azad ভাইয়া
এক ঢিলে বহু পাখি !!
প্রিলি, লিখিত ও ভাইভা :: আন্তর্জার্তিক বিষয়াবলি
★ সম্ভাব্য প্রশ্ন:
১। জাতিসংঘ সম্পর্কে কিছু তথ্য : প্রতিষ্ঠা, সদস্য সংখ্যা, সদর দপ্তর, মহাসচিব, ভাষা, ইত্যাদি।
২। জাতিসংঘ গঠনের প্রেক্ষাপট আলোকপাত করুন।

৩। জাতিসংঘের সাংগঠনিক কাঠামো বিধৃত করুন।
৪। জাতিসংঘের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা করুন।
৫। জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা আলোচনা করুন।
৬। সাধারণ পরিষদ গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি বর্ণনা করুন।
৭। সাধারণ পরিষদের অধিবেশন, আলোচ্যসূচি, ভোটদান ও কার্য পরিচালনার পদ্ধতি উল্লেখ করুন।
৮। ১৯৫০ সালে গৃহীত 'শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাব' এর মূল বিষয়বস্তু আলোকপাত করুন।
৯। ‘শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাব’ কিভাবে সাধারণ পরিষদের মর্যাদা বৃদ্ধি ও এর এখতিয়ার সম্প্রসারিত করেছে? এই প্রস্তাবের ইতিবাচক দিকসমূহ উল্লেখ করুন।
১০। বাংলাদেশের ‘শান্তির সংস্কৃতি প্রস্তাব’ জাতিসংঘে গৃহীত বিষয়ে যা জানুন লিখুন।

.



উত্তর :: উত্তর :: উত্তর :: উত্তর



.

★ জাতিসংঘ :

জাতিসংঘ (রাষ্ট্রসংঘ) বিশ্বের জাতিসমূহের একটি সংগঠন যার লক্ষ্য হলো আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আইন, নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক অগ্রগতি এবং মানবাধিকার বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা। ৫১টি রাষ্ট্র কর্তৃক সনদ স্বাক্ষর করার মাধ্যমে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ বা রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত লীগ অফ নেশন্সের স্থলাভিষিক্ত হয়। জাতিসংঘ শব্দটির প্রবর্তক হলেন তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ফ্রাংকলিন রুজভেল্ট। জাতিসংঘ একটি রাজনৈতিক সংগঠন। এর ব্যাপক কর্মপ্রক্রিয়া মূলত রাজনীতির বৃত্তেই প্রস্ফুটিত।

★ সদস্য সংখ্যা :

জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা ১৯৩। বিশ্বের প্রায় সব স্বীকৃত রাষ্ট্রই এর সদস্য। তবে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হলো তাইওয়ান ও ভ্যাটিকান সিটি। এছাড়া অন্যান্য কিছু অস্বীকৃত এলাকার মধ্যে রয়েছে ট্রান্সনিস্ট্রিয়া ও উত্তর সাইপ্রাসের তুর্কী প্রজাতন্ত্র। জাতিসংঘে যোগদানকারী সর্বশেষ সদস্য রাষ্ট্র হলো দক্ষিণ সুদান (২০১১ সালের ১৪ জুলাই, ১৯৩তম) যোগদান করে।

.

★ সদর দপ্তর :

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের ম্যানহাটনে জাতিসংঘের সদর দপ্তর অবস্থিত। এটি ১৬ একর জমিতে ভবনটি ইস্ট নদীর তীরে অবস্থিত। সদর দপ্তর স্থাপনের জমি কেনার জন্য জন ডি রকফেলার জুনিয়র ৮.৫ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেন। তিনি

জাতিসংঘকে এই জমি দান করেন। সদর দপ্তরের মূল ভবনটির
নকশা প্রণয়ন করেন - লে করবুসিয়ে, অস্কার নিয়েমেয়ার
সহ আরো অনেক খ্যাতনামা স্থপতি। নেলসন রকফেলারের উপদেষ্টা ওয়ালেস কে হ্যারিসন এই স্থপতি
দলের নেতৃত্ব দেন। ১৯৫১ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে সদর
দপ্তরের উদ্বোধন হয়। ১৯৪৯ সালের আগে পর্যন্ত
লন্ডন ও নিউইয়র্কের বিভিন্ন স্থানে জাতিসংঘের কার্যালয়ের
অবস্থান ছিল। নিরাপত্তার খাতিরে জাতিসংঘের কার্যালয়ে
প্রেরিত সকল ধরণের চিঠিপত্র পরীক্ষণ-নিরীক্ষণসহ
জীবাণুমুক্ত করা হয়।
জাতিসংঘের সদর দপ্তরের ঠিকানা হল ......
760 United Nations Plaza, NewYork City, NY
10017, USA.
.
★ ভাষা :
জাতিসংঘের অফিসিয়াল বা দাপ্তরিক ভাষা ৬ টি: ইংরেজি, ফরাসি,
স্পেনীয়, আরবি, চীনা, রুশ ভাষা।
জাতিসঙ্ঘ বা রাষ্ট্রসঙ্ঘের
সচিবালয়ে ২টিভাষা ব্যবহৃত হয়: ইংরেজি ও ফরাসি। জাতিসংঘের
অফিসিয়াল বা দাপ্তরিক ভাষাগুলোর মধ্যে ইংরেজি ৫২টি সদস্য
দেশের সরকারী ভাষা। ফরাসি হলো ২৯টি দেশের, আরবি
২৪টি দেশের, স্পেনীয় ২০টি দেশের, রুশ ৪টি
দেশের, এবং চীনা ভাষা ২টি দেশের
সরকারি ভাষা।

.
★ মহাসচিব :
জাতিসংঘ সনদের ৯৭ অনুচ্ছেদ মোতাবেক
মহাসচিবকে
“প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা” হিসেবে উল্লেখ করা
হয়েছে। সনদে আরো বলা হয়েছে যে, মহাসচিব যে-
কোন বিশ্ব শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা ও নিরাপত্তার খাতিরে
কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে
নিরাপত্তা পরিষদে
প্রস্তাব আনতে পারবেন। মহাসচিব পদটি দ্বৈত ভূমিকার
অধিকারী – জাতিসংঘের প্রশাসক এবং কুটনৈতিক ও
মধ্যস্থতাকারী হিসেবে। নিরাপত্তা পরিষদের
সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে জাতিসংঘের সাধারণ
পরিষদ মহাসচিব নিযুক্ত করেন। এক বা দুই মেয়াদে ৫ বছরের
জন্য ভৌগোলিক চক্রাবর্তে মহাসচিব পদে মনোনীত
করার বিধান চলে আসছে। বর্তমানে মহাসচিব পদে
রয়েছেন দক্ষিণ কোরিয়ার নাগরিক বান
কি মুন।
.
★ জাতিসংঘ গঠনের প্রেক্ষাপট :
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব নেতারা যুদ্ধ বন্ধ এবং শান্তি ও
নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য লিগ অব
নেশন্স গঠন করেন।
সংঘর্ষ ও উত্তেজনা রোধে সংস্থাটি কার্যকর ভূমিকা পালনে
ব্যর্থ হয়। ১৯৩৯ সালে শুরু হয় দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধ। এ যুদ্ধের
ধ্বংসাত্মক তাণ্ডবলীলা এবং সৃষ্ট
মানবতার বিপর্যয় বিশ্ব
নেতাদের শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা
নিশ্চিত করার লক্ষ্যে
পদক্ষেপ গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে। দ্বিতীয়
বিশ্বযুদ্ধের
শেষে বিজয়ী মিত্রশক্তি পরবর্তীকালে
যাতে যুদ্ধ ও
সংঘাত প্রতিরোধ করা যায় এই উদ্দেশ্যে
জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা
করতে উদ্যোগী হয়। একটি কার্যকর
আন্তর্জাতিক সংগঠন
গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় নানা ধরনের
পদক্ষেপ গৃহীত
হয় এবং লিগ অব নেশন্স-এর ধ্বংসস্তুপের ওপর
দাঁড়িয়ে
জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪১ সালের জুন
থেকে ১৯৪৫
সালের জুন পর্যন্ত বিশ্ব নেতাদের নানা
প্রচেষ্টায় এবং
গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্তের
পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে ওঠে
জাতিসংঘ। জাতিসংঘের নিরাপত্তা
পরিষদের ৫টি স্থায়ী সদস্য
(যাদের ভেটো প্রদানের ক্ষমতা আছে)
মার্কিন
যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া ও
গণচীন হলো
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী দেশ।

.

★ জাতিসংঘের উদ্দেশ্য :
জাতিসংঘ সনদের প্রস্তাবনা এবং ১নং অনুচ্ছেদে সংস্থাটির উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণিত হয়েছে এভাবে-

১. বিশ্বব্যাপী শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা
করা,
২. পৃথিবীর স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে
বন্ধুত্বপূর্ণ
সম্পর্ক স্থাপন,
৩. মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার
প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং
আন্তর্জাতিক অর্থনীতি, সামাজিক ও
সাংস্কৃতিক সমস্যাবলী
নিরসনের দ্বারা সৃষ্ট বাধ্যবাধকতার প্রতি
সুবিচার ও সম্মান
প্রদর্শন করা এবং জাতিসংঘকে
রাষ্ট্রসমূহের ক্রিয়া-কলাপের
কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা।

.

★ জাতিসংঘের সাংগঠনিক কাঠামো :
সনদের ৭ নং ধারায় উল্লিখিত এই ৬টি
সংস্থা হল:
১) সাধারণ পরিষদ (The General
Assembly);
২) নিরাপত্তা পরিষদ (The Security
Council);
৩) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (The
Economic and Social
Council);
৪) অছি পরিষদ (The Trusteeship
Council);
৫) আন্তর্জাতিক বিচারালয় (The
Internation Court of Justice)
এবং
৬) সচিবালয় (The Secretariat)।
এছাড়াও জাতিসংঘ সনদে কয়েকটি সহায়ক
সংস্থা এবং বিশেষ
উদ্দেশ্যসাধক সংস্থা গঠনেরও ব্যবস্থা
রয়েছে। বর্তমানে
এই ধরনের কয়েকটি সংস্থা হল: ইউনেস্কো,
খাদ্য ও

কৃষিসংস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা,
জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি এবং
অন্যান্য।

.

★ জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার ৭০ বছর :: সাফল্য ও ব্যর্থতার খতিয়ান

জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার ৭০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে সংস্থাটির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সদস্য দেশগুলোর পরস্পরের প্রতি সন্দেহ এবং অবিশ্বাস জাতিসংঘের স্বাধীন কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করে চলেছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে জাতিসংঘ কোনো কোনো ক্ষেত্রে সফলতার পরিচয় দিয়েছে, আবার অনেক ক্ষেত্রেই দিয়েছে ব্যর্থতার পরিচয়।

.

সফলতা :

৭০ বছরের ইতিহাসে জাতিসংঘের সফলতার পরিসংখ্যান একেবারে কম নয়। ১৯৪৫ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সংস্থাটি ১৮৬ টি সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। এতে অবসান হয়েছে অনেক আঞ্চলিক সংঘাতের। জাতিসংঘ তার নীরব কূটনীতির মাধ্যমে ৮০টিরও বেশি আসন্ন যুদ্ধ এড়াতে সক্ষম হয়েছে। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর থেকে সংস্থাটির মূল্যবোধ ও কার্যকর পদক্ষেপের কারণে বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে বড় ধরনের কোনো সংঘাত হয়নি। সংস্থাটি ৫০টিরও বেশি দেশের স্বাধীনতা অর্জনে পালন করেছে সক্রিয় ভূমিকা।

নব্বইয়ের দশকে নামিবিয়া, এলসালভেদর, মোজাম্বিক ও কম্বোডিয়ায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় অবদান উল্লেখযোগ্য।

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের উদ্যোগে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। এটি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় উদ্যোগ। দু বার বিশ্ব মানবাধিকার সম্মেলনের মধ্য দিয়ে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে জাতিসংঘ।

.

১৯৫০ সালে সৃষ্ট কোরিয়া সংকট, ১৯৫৬ সালে সৃষ্ট সুয়েজ সংকট, এবং কঙ্গো ও সাইপ্রাস সংকট নিরসনে জাতিসংঘ কার্যকর ভূমিকা পালন করে। ইরান-ইরাক যুদ্ধ অবসানে জাতিসংঘ ১৯৮৭ সালের ২৫ জুন ৫৯৮নং প্রস্তাব গ্রহণ করে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরে দু দেশকে সহযোগিতা করে। নামিবিয়া ও পূর্ব তিমুরের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৩ সালের মধ্যপ্রাচ্য সংকট, ১৯৯১ সালে ইরাক-কুয়েত সংকট, ১৯৯২ সালে বসনিয়া হার্জেগোভিনায় এবং সোমালিয়ায় শান্তিরক্ষী বাহিনী পাঠানোর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকায়

শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্বশান্তি নিশ্চিত করায় জাতিসংঘ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনী আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করায় ১৯৮৮ সালে এ বাহিনীকে দেয়া হয় নোবেল পুরস্কার। এছাড়া পরিবেশ সংরক্ষণ ও নিরস্ত্রীকরণে জাতিসংঘের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশন ১৯৪৮ সাল থেকে আজ অবধি বিশ্বে স্থিতিশীলতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

.

ব্যর্থতা :

সফলতার পাশাপাশি জাতিসংঘের ব্যর্থতাও কম নয়। স্নায়ুযুদ্ধোত্ত র পৃথিবীতের জাতিসংঘের কার্যকর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে জোরেশোরে। জতিসংঘ আসলে বিশ্বব্যাপী বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষা পারবে কি না এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

ফিলিস্তিন-ইসরাইল সমস্যার সমাধান করতে না পারাকে জাতিসংঘের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ সমস্যা সমাধানে শুধু প্রস্তাব গ্রহণ করেই জাতিসংঘ ক্ষান্ত থেকেছে। লেবানন সংকট নিরসনে শুধু শান্তিরক্ষী বাহিনী গঠন করেই জাতিসংঘ তার দায়িত্ব শেষ করেছে।

ইসরাইলের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। ১৯৪৮ সালে বার্লিন সমস্যা, ১৯৬২ সালে কিউবান মিসাইল ক্রাইসিস নিরসনে জাতিসংঘ নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছিল। কসোভো ও বসনিয়া হার্জেগোভিনার যুদ্ধ বন্ধের ক্ষেত্রে জাতিসংঘ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

জাতিসংঘ যদিও অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের মাধ্যমে সামাজিক ও অথনৈতিক উন্নয়নে তৎপর, কিন্তু বৃহৎ শক্তিগুলোর চাপ ও প্রাধান্য বিস্তারের প্রচেষ্টা এক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করেছে। জাতিসংঘ অনেকটাই বৃহৎ শক্তিগুলোর ক্রীড়ানকে পরিণত হয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের ভেটো ক্ষমতার যথেচ্ছ ব্যবহার, জাতিসংঘ সনদের তোয়াক্কা না করা এবং সাধারণ পরিষদকে বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে এড়িয়ে চলার মানসিকতার কারণে জাতিসংঘ কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত রয়েছে। ইরাক ও আফগানিস্তানে মার্কিন একতরফা হামলায় জাতিসংঘ দর্শকের ভূমিকা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি। বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্থা ও ন্যাটোর মত সামরিক সংগঠন জাতিসংঘের ওপর বিভিন্নভাবে প্রভাব তৈরি করেছে, যা সংগঠনটির স্বাভাবিক কার্যক্রমকে ব্যাহত করছে।

বিশ্বায়নের ফলে বিশ্ব আজ উন্নত ও অনুন্নত

এই দু
শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে আছে। এ অবস্থায়
পৃথিবীব্যাপী
সংঘাত, দারিদ্র্য ও এইডসের মত ভয়াবহ
ব্যাধি মোকাবিলায়
জাতিসংঘের কার্যকর পদক্ষেপ প্রয়োজন।
পরিবর্তিত এ
বিশ্ব ব্যবস্থায় জাতিসংঘের ভূমিকা
অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
সংস্থাটির বর্তমান ব্যর্থতা আর
অকার্যকারিতার জন্য এর সাংগঠনি
কাঠামো, প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা,
অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাসহ বৃহৎ
শক্তিগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ককে দায়ী
করা হয়। তাই
সংস্থাটির প্রয়োজনীয় সংস্কারের
মাধ্যমে প্রতিষ্ঠার
উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তথা
বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা
রক্ষায় সংস্থাটি আরও বেশি কার্যকর
ভূমিকা পালন করবে - এটাই
সবার প্রত্যাশা।

.

★ জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা (একনজরে)

সাফল্যসমূহ :

১। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা
রক্ষা
- এ পর্যন্ত ৬৯ টি শান্তি মিশন (১৬ টি
চলমান)
- ১৭২ টি আসন্ন যুদ্ধ বন্ধ করা
- ১৯৪৮ সালে প্যালেস্টাইন যুদ্ধ বন্ধ করা
- ১৯৮৮ সালে ইরাক ইরান যুদ্ধ বন্ধ করা
- ১৯৫০ সালে কোরিয়া সংকট সামাধান
করা
- ১৯৫৬ সালে সুয়েজ সংকট মোকাবিলা
- ১৯৯১ সালে ইরাক কুয়েত সংকট
মোকাবিলা করা
২। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে:
UNDP, UNICEF,
ECOSOCপ্রতিষ্ঠা
৩। উপনিবেশ বিলোপ ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা:
কম্বোডিয়া,
নামিবিয়া, এল সালভাদর, মোজাম্বিক এ
গণতন্ত্র উত্তরণ
৪। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা: ১৯৪৮ সালে
মানবাধিকার সনদ ঘোষনা
৫। উন্নয়নে অবদান: MDG বাস্তবায়ন,SDG
প্রণয়ন, UNDP
প্রতিষ্ঠা
৬। পরিবেশ সংরক্ষনে: UNFCCC
৭। শিশু ও নারী অধিকার রক্ষণ: CEDAW
প্রতিষ্ঠা, ইউনিফেম
প্রতিষ্ঠা
৮। স্বাস্থসেবা: WHO গঠন
৯। শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা: ILO গঠন
১০। আন্তর্জাতিক আইন: আন্তর্জাতিক
বিচারালয় প্রতিষ্ঠা
১১। পরমানু অস্ত্র বিস্তার রোধ: ১৯৬৮ সালে
NPT, ১৯৯৬
সালে CTBT, IAEA গঠন
১২। বিশ্ব ঐতিহ্য সংরক্ষন: UNESCO
১৩। বিশ্ব বানিজ্য : WTO গঠন

.

ব্যর্থতাসমূহ :

১। মধ্যপ্রাচ্য শান্তিরক্ষায় ব্যর্থতা
২। মধ্যপ্রাচ্ গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ
৩। ইরাক, আফগান, প্যালেস্টাইনে আগ্রাসন
রোধে ব্যর্থ
৪। কসোভো, আলবেনীয়তে জাতিগত সমস্যা
নিরসনে
ব্যর্থ
৫। বসনিয়া সংকট সমাধানে ব্যর্থ
৬। ভিয়েতনাম যুদ্ধ বন্ধে ব্যর্থতা
৭. নিরস্ত্রীকরণে ব্যর্থ (উত্তর কোরিয়া,

ইসরাইল)
৮.জাতিসংঘে USA এর প্রাধান্য, ইত্যাদি।

★ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ :

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ (United Nations General Assembly (UNGA/GA) জাতিসংঘের ৬টি শাখার মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রতিনিধিত্বমূলক অঙ্গসংস্থা।
জাতিসংঘকে যদি একটি সরকাররূপে বিবেচনা করা হয় তাহলে সাধারণ পরিষদ হল তার জনপ্রিয় কক্ষ, মূল আলোচনা ও বিতর্কের কেন্দ্র। এটিই একমাত্র পরিষদ যেখান জাতিসংঘের সদস্যভূক্ত সকল রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও প্রতিনিধিত্বের অধিকারী হিসেবে অবস্থান করে। তাই সাধারণ পরিষদকে 'বিশ্বমানবের সংসদ'নামে অভিহিত করা হয়।

.

★ গঠন :

জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হয়েছে। প্রতিটি সদস্যরাষ্ট্র সাধারণ পরিষদে ৫ জন করে প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারে। কিন্তু সদস্য দেশগুলোর প্রত্যেকেই সভায় উত্থাপিত কোন বিষয়ের উপর কেবল একটিমাত্র ভোট প্রয়োগ করতে পারে।
সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রতিটি সদস্যরাষ্ট্রই সমমর্যাদার অধিকারী। তবে অনেকে মনে করেন যে, সাধারণ পরিষদ বিশ্বের জনগণের প্রতিনিধি নয়; বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারের প্রতিনিধি মাত্র। সাধারণ পরিষদে প্রতিনিধিত্বকার ী সদস্যগণ নিজ নিজ দেশের সরকারের প্রতিনিধি মাত্র। তাঁরা সরকারের বক্তব্যই সাধারণ পরিষদের নিকট পেশ করেন।

.

★ অধিবেশন ও আলোচ্যসূচি :

সাধারণ পরিষদ হল 'বিশ্বের মহাপরিষদ' বিশেষ। প্রতি বৎসর সেপ্টেম্বর মাসের ৩য় মঙ্গলবার নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দফতরে সাধারণ পরিষদের অধিবেশন বসে। সাধারণত ডিসেম্বর মাসের ১ম সপ্তাহ পর্যন্ত ঐ অধিবেশন চলে।
প্রয়োজনবোধে 'বিশেষ অধিবেশন' এবং 'বিশেষ জরুরি অধিবেশন' আহ্বানের ব্যবস্থা আছে। সনদের ২০ নং ধারা অনুসারে নিরাপত্তা পরিষদের ৯ জন সদস্য অথবা জাতিসংঘের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতি নিয়ে একজন সদস্যের অনুরোধে মহাসচিব ২৪ ঘণ্টার বিজ্ঞপ্তি মারফত বিশেষ জরুরি অবস্থাজনিত পরিস্থিতিতে সাধারণ পরিষদের বিশেষ জরুরি অধিবেশন আহ্বান করতে পারেন।
আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তার প্রয়োজনেই কখনো কখনো এই ধরনের বিশেষ জরুরি অধিবেশন আহ্বান অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ১৯৫৬ এবং ১৯৫৮ সালে যথাক্রমে

সুয়েজ ও হাঙ্গেরি সঙ্কট, জর্ডান এবং
লেবাননের সঙ্কট
মোকাবিলায় এবং ১৯৫০ সালে ‘শান্তির
জন্য ঐক্যবদ্ধ হবার
প্রস্তাব’ গ্রহণের জন্য পরিষদের বিশেষ
জরুরি অধিবেশন
আহ্বান করা হয়েছিল।
প্রত্যেক অধিবেশনের শুরুতে অধিকাংশ
সদস্যের
ভোটে একজন সভাপতি বার্ষিক ভিত্তিতে
নিযুক্ত হন। অতঃপর
তাঁর মাধ্যমেই সভার কর্মসূচী গ্রহণ ও
পরবর্তী কার্যক্রম
পরিচালিত হয়। সভাপতি আলোচ্যসূচি
নির্ধারণ করেন। অধিকাংশ
সদস্য রাষ্ট্রের ভোটে যে-কোনরূপ
সিদ্ধান্ত গৃহীত
হয়। ওয়েস্টমিনস্টার সেন্ট্রাল হল, লন্ডন
ছিল ১৯৪৬ সালে
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রথম সভার
স্থল।

.

★ কার্য পরিচালনার পদ্ধতি :

প্রতিটি অধিবেশনের পূর্বে সাধারণ পরিষদ
সদস্যগণ
নিজেদের মধ্যে থেকে একজন সভাপতি
(President), ২১
জন সহ-সভাপতি এবং সাধারণ পরিষদের
৭টি মুখ্য কমিটির
চেয়ারম্যানদের নির্বাচিত করেন। পৃথিবীর
বিভিন্ন
অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে সমতা
প্রতিষ্ঠার জন্য
সভাপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে পৃথিবীর
৫টি অঞ্চল
থেকে আবর্তনশীলতার নীতির ভিত্তিতে
প্রতিবছর সাধারণ
পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন। এই ৫টি
অঞ্চল হল : আফ্রিকা,
এশিয়া, পূর্ব-ইউরোপ, লাতিন আমেরিকা ও
পশ্চিম
ইউরোপের বিভিন্ন দেশ। সাধারণ পরিষদের
প্রতিটি
অধিবেশনে কর্মসূচিগুলি অনুমোদনের জন্য
পেশ
করতে হয়।

.

★ ভোটদানের পদ্ধতি :

জাতিসংঘ সনদের ১৮ নং ধারায়
ভোটদানের পদ্ধতি সম্পর্কে
আলোচনা আছে। সাধারণ পরিষদের
প্রতিটি সদস্যরাষ্ট্রের
একটি করে ভোট আছে। তবে গুরুত্বপূর্ণ
বিষয়ে সিদ্ধান্ত
গ্রহণের জন্য সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের
সমর্থন
প্রয়োজন। এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের
মধ্যে
আছে: আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা
রক্ষার জন্য সুপারিশমূলক
প্রস্তাব গ্রহণ, নিরাপত্তা পরিষদের ১০ জন
অস্থায়ী
সদস্যের নির্বাচন, অছি পরিষদ এবং
অর্থনৈতিক ও সামাজিক
পরিষদের সদস্যদের নির্বাচন,
জাতিসংঘের নতুন সদস্যপদ
প্রদান, সদস্যপদের অধিকার ও সুযোগসুবিধা
বাতিল, সদস্যকে
বহিষ্কার, অছি ব্যবস্থা-বিষয়ক প্রশ্নের
বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ
এবং বাজেট-সম্পর্কিত প্রশ্নাদি। এছাড়া
অন্যান্য ক্ষেত্রে
সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সিদ্ধান্ত
গৃহীত হয়।

.

★ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি :

জাতিসংঘ সনদের ৯নং অনুচ্ছেদ থেকে ২২নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়াবলীর আলোকে সাধারণ পরিষদের গঠন, ক্ষমতা, কার্যাবলী ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হিসেবে নীচের কাজগুলো সম্পাদন করে থাকে:
.
আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা-বিষয়ক কার্যাবলি :
কোন রাষ্ট্র বা সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক শান্তি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত যে-কোন বিষয় সাধারণ পরিষদে প্রেরণ করা যায়। প্রেরিত বিষয় পরিষদ কর্তৃক পর্যালোচনা করার পর জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে প্রেরণ করা হয়। সনদে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষমতা নিরাপত্তা পরিষদকে ন্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদকে আলোচনা ও সুপারিশের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে।
সনদের ১১(২) নং ধারা অনুসারে সাধারণ পরিষদ তার নিকট উত্থাপিত আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তা রক্ষাবিষয়ক যে-কোনো প্রশ্ন আলোচনা করতে পারে। সাধারণ পরিষদ আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তাবিঘœকারী কোনো পরিস্থিতির বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে [১১(৩) নং ধারা]।
তবে নিরাপত্তা পরিষদ যদি ভেটো প্রয়োগের দরুন আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বপালনে ব্যর্থ হয় তাহলে সাধারণ পরিষদ ১৯৫০ সালের ৩ নভেম্বর গৃহীত ‘শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাব’ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।
.
আর্থিক এবং বাজেট-সংক্রান্ত ক্ষমতা :
সনদের ১৭ নং ধারা অনুসারে জাতিসংঘের বাজেট পাস করা এর অন্যতম কাজ। এছাড়া শাখা সংস্থার বাজেট পরীক্ষা-নিরীক্ষাসহ অনুমোদন করে। পাশাপাশি সদস্যভূক্ত রাষ্ট্রসমূহের বার্ষিক চাঁদার পরিমাণ স্থির করে।
আর্থিক ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের কয়েকটি সীমাবদ্ধতা আছে। সাধারণ পরিষদ কোনো সদস্যকে তার দেয় অর্থ দিতে বাধ্য করতে পারে না। এর ফলে সমস্যা সৃষ্টি হয় এবং জাতিসংঘ প্রশাসনিক ব্যয়ভার বহন ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তীব্র সমস্যার সম্মুখীন হয়। ৮০-এর দশকে জাতিসংঘের আর্থিক অবস্থা এক চরম সংকটজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। ১৯৮৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার দেয় ২১০ মিলিয়ন ডলারের মধ্যে ১১০ মিলিয়ন ডলার বকেয়া রাখে।

তৎকালীন মহাসচিব
পেরেজ দ্য কুয়েলারের উদ্যোগে ব্যয়-সংকোচের নীতি অনুসরণের ফলে ৭০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় সংকোচন সম্ভব হয়।

.

সদস্য গ্রহণ ও বহিষ্কার :
নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে যে-কোন রাষ্ট্রকে নতুন সদস্যরূপে গ্রহণ করতে পারে। পাশাপাশি পুরাতন যে-কোন সদস্য রাষ্ট্রকে সাময়িক কিংবা স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করতে পারে।

.

সংস্থা গঠনের ক্ষমতা :
জাতিসংঘের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে এবং তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য রূপায়ণের জন্য সাধারণ পরিষদ সহযোগী সংস্থা গঠন করতে পারে। আণবিক শক্তি কমিশন, শান্তি পর্যবেক্ষণ কমিশনসহ কয়েকটি সহযোগী সংস্থা সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গঠিত হয়েছে।

.

সনদ সংশোধন :
সনদ সংশোধনের কোনো প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদের সম্মতিক্রমে এবং সাধারণ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতি লাভ করলে কার্যকরী হয়। তবে নিরাপত্তা পরিষদের সম্মতি বলতে পাঁচজন স্থায়ী সদস্যসহ অন্তত নয়জনের সম্মতি থাকা প্রয়োজন। জাতিসংঘের নতুন সদস্যভুক্তি এবং বিদ্যমান সদস্যদের বহিষ্কারের ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদকে ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে।

সুপারিশের ক্ষমতা :
সনদের ১৩ নং ধারা অনুসারে আন্তর্জাতিক আইনের প্রগতিশীল বিকাশ ও সংকলনে উৎসাহদান এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রসার, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রসারসাধন এবং জাতি, স্ত্রী-পুরুষ, ভাষা ও ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের জন্য মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার উপলব্ধিতে সাহায্যদানের জন্য সাধারণ পরিষদ সুপারিশ করতে পারে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও সাধারণ কল্যাণ ব্যাহত করতে পারে-এমন বিষয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ-মীমাংসার সুপারিশ করতে পারে।

.

নির্বাচনমূলক কার্যাবলি :
সাধারণ পরিষদ নিরাপত্তা পরিষদের ১০ জন অস্থায়ী সদস্য, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের ৫৪ জন সদস্যকে নির্বাচিত করে। আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের ১৫ জন বিচারপতি সাধারণ পরিষদ নির্বাচিত করে। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের মহাসচিব নির্বাচিত করে।

.

অস্ত্রনিয়ন্ত্রণ ও নিরস্ত্রীকরণ-সম্পর্কিত ক্ষমতা :
আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য

নিরস্ত্রীকরণ এবং
অস্ত্রসীমিতকরণের বিষয়ে সদস্যরাষ্ট্র
অথবা নিরাপত্তা
পরিষদ কিংবা উভয়ের নিকট সাধারণ
পরিষদ সুপারিশ করতে পারে
[১১(২) নং ধারা]

.
কারিগরি এবং পরিবেশ-সংক্রান্ত
কার্যাবলি :
মহাকাশ, সমুদ্রতলকে ব্যবহার এবং পরিবেশ
সংরক্ষণের জন্য
সাধারণ পরিষদের তৎপরতার কথা উল্লেখ
করা যায়। এছাড়া
উপগ্রহের মাধ্যমে সম্প্রচার, প্রাকৃতিক
সম্পদ সমীক্ষা,
জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়নমূলক কাজে
বিজ্ঞানের প্রয়োগ,
প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর রাষ্ট্রীয়
সার্বভৌমত্বের বিষয়
বিবেচনা, বিশ্ব পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য
জাতিসংঘের
পরিবেশ বিষয়ক কর্মসূচি সাধারণ পরিষদের
ভূমিকার নতুন দিগন্ত
উন্মোচিত করেছে।

.
প্রতিবেদন পর্যালোচনা :
জাতিসংঘের অন্যান্য শাখার কার্য্যের
অনুসন্ধান ও নিয়ন্ত্রণ
করে। অন্যান্য শাখাগুলো সাধারণ
পরিষদের নিকট বার্ষিক
প্রতিবেদন প্রদান করে। সাধারণ পরিষদ
উক্ত প্রতিবেদন
পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে।

.
বিতর্ক ও আলোচনা :
সাধারণ পরিষদ হল 'বিশ্বের বিতর্ক সভা'।
বিভিন্ন আন্তর্জাতিক,
আঞ্চলিক সমস্যাসহ সনদের বিভিন্ন অংশে
সাধারণ পরিষদকে
সিদ্ধান্ত গ্রহণের যে-সকল ক্ষমতা ন্যস্ত
করা হয়েছে
সেই সকল বিষয়ে এই সংস্থায় আলোচনা
এবং বিতর্ক অনুষ্ঠিত
হয়। মানবজাতির স্বার্থের সঙ্গে জড়িত
বিভিন্ন বিষয় এই
পরিষদে আলোচিত হয়। বিভিন্ন
আন্তর্জাতিক বিষয়ে জনমত
গঠিত হবার সুযোগ এবং অবকাশ সৃষ্টি হয়।
তবে সাধারণ পরিষদ
কোনো রাষ্ট্রের 'ঘরোয়া বা
অভ্যন্তরীণ' (Domestic
Affair) বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারে
না।

.
বিরোধ মীমাংসা :
বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে
পারস্পরিক সম্প্রীতি ও
বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার লক্ষ্যে
সাধারণ পরিষদ
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে
থাকে। পারস্পরিক
সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক যাতে ছিন্ন
হলে সংস্থাটি
শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে
মীমাংসার চেষ্টা করে।

★ শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাব :
১৯৫০ সালের ৩ নভেম্বর 'শান্তির জন্য ঐক্য
প্রস্তাব'
গৃহীত হবার পর বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা
রক্ষার দায়িত্ব সাধারণ
পরিষদকে গ্রহণ করতে হয়েছে। নিরাপত্তা
পরিষদ যদি
ভেটো প্রয়োগের দরুন আন্তর্জাতিক
শান্তি ও নিরাপত্তা
রক্ষার দায়িত্বপালনে ব্যর্থ হয় তাহলে

সাধারণ পরিষদ
এক্ষেত্রে এই প্রস্তাব অনুযায়ী ব্যবস্থা
গ্রহণ করতে
পারবে।
.
★ 'শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাব'- এর মূল বিষয়বস্তু :
১) শান্তির জন্য ঐক্যবদ্ধ হবার প্রস্তাবে
বলা হয়েছে যে,
স্থায়ী সদস্যদের মধ্যে মতপার্থক্যের জন্য
যদি নিরাপত্তা
পরিষদ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা
রক্ষার ক্ষেত্রে
নিজের প্রাথমিক দায়িত্বপালনে ব্যর্থ হয়
অথচ শান্তি প্রতিষ্ঠার
ক্ষেত্রে ভীতিপ্রদর্শন, শান্তিভঙ্গ অথবা
আগ্রাসনমূলক
ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করা অত্যাবশ্যক হয়ে
পড়ে, তাহলে সাধারণ
পরিষদ সদস্যরাষ্ট্রগুলির নিকট
যৌথব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ
করতে পারে। শান্তি লঙ্ঘন এবং
আগ্রাসনমূলক ক্রিয়াকলাপ
প্রতিরোধ, আন্তর্জাতিক শান্তি ও
নিরাপত্তা রক্ষা অথবা
আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা
পুনরুদ্ধারের জন্য
প্রয়োজনবোধে সাধারণ পরিষদ
সশস্ত্রবাহিনী ব্যবহার
করতে পারবে। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ
পরিষদের
কোনো অধিবেশন না থাকলে ২৪ ঘন্টার
মধ্যে বিশেষ
জরুরি অধিবেশন আহ্বানের ব্যবস্থা করা
যাবে।
২) 'শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাব'- এ ১৪টি
সদস্যরাষ্ট্র নিয়ে
গঠিত শান্তি-পর্যবেক্ষণ কমিশন গঠনের
কথা বলা হয়েছে।
এই কমিশন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের পর
বিশ্বের যে-
কোনো অংশের বিপজ্জনক পরিস্থিতি
সম্পর্কে
প্রতিবেদন পেশ করবে।
৩) প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, নিরাপত্তা
পরিষদ অথবা সাধারণ
পরিষদের আহ্বানে জাতিসংঘের সকল
সদস্যরাষ্ট্রে তাদের
সেনাবাহিনী জাতিসংঘের শান্তিরক্ষার
প্রয়াসে নিয়োগের
জন্য প্রস্তুত থাকবে।
৪) 'শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাব '-এ সব বিষয়
পর্যালোচনা এবং
তার ওপর প্রতিবেদন পেশ ও আন্তর্জাতিক
শান্তি এবং
নিরাপত্তার ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী
করার বিষয়ে সুপারিশ
করার জন্য ১৪টি রাষ্ট্রকে নিয়ে একটি
'যৌথ ব্যবস্থা গ্রহণ
বিষয়ক কমিটি' গঠনের ব্যবস্থা রয়েছে।
.
★ 'শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাব' কিভাবে সাধারণ পরিষদের মর্যাদা
বৃদ্ধি ও এর এখতিয়ার সম্প্রসারিত করেছে?
'শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাব' সাধারণ
পরিষদের এখতিয়ার
সম্প্রসারিত এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি
করেছে। এই প্রস্তাব
অনুসারে সাধারণ পরিষদ দুই-তৃতীয়াংশ
সদস্যের সমর্থনে
আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা
লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।
'যৌথ নিরাপত্তার'
ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদের ভূমিকা এখন

আর নিরাপত্তা
পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের মুখাপেক্ষী নয়।
এ-যাবৎকাল বেশ কয়েকবার সাধারণ পরিষদ
আন্তর্জাতিক
ক্ষেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার
ক্ষমতাকে প্রয়োগ
করেছে। ঐ প্রস্তাব অনুসারে ১৯৫৬ সালে
সুয়েজ এবং
হাঙ্গেরির সংকটে সাধারণ পরিষদের
বিশেষ জরুরি সভা আহ্বান
করা হয়। সুয়েজ-সংকট মোকাবিলা করার
জন্য সাধারণ পরিষদ
জাতিসংঘের জরুরি বাহিনী গঠন করে।
১৯৫৮ সালে জর্ডান এবং
লেবাননের সংকট সমাধানের জন্য 'শান্তির
জন্য ঐক্যবদ্ধ
হবার প্রস্তাব' অনুসারে সাধারণ পরিষদ
উদ্যোগ গ্রহণ
করেছে।

.

'শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাব' সনদের
মৌলিক পরিবর্তন
ঘটিয়েছে। কারণ বিশ্বশান্তি ও
নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা
এককভাবে সনদপ্রণেতাগণ নিরাপত্তা
পরিষদকেই ন্যস্ত
করেছে। 'শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্য
প্রস্তাব' কার্যকর করার
জন্য নিরাপত্তা পরিষদের ৫ জন স্থায়ী
সদস্যের সম্মতি
প্রয়োজন হয় না। এর ফলে একদিকে যেমন
সমস্যা সৃষ্টির
সম্ভাবনা হ্রাস পায়, তেমনি অন্যদিকে বৃহৎ
শক্তির মধ্যে
বিরোধের পরিস্থিতি গড়ে ওঠে। কারণ,
৫টি স্থায়ী
সদস্যরাষ্ট্রের সম্মতি অনুসারে কোনো
প্রস্তাব গৃহীত
হলে তা কার্যকর করার জন্য কোনো
সমস্যাই থাকে না।
সাধারণ পরিষদের দায়িত্ব দ্রুত বৃদ্ধি
পাচ্ছে। উপরন্তু ১৯১
সদস্যবিশিষ্ট সাধারণ পরিষদের পক্ষে
প্রয়োজন অনুযায়ী
অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কোনো প্রস্তাব
গ্রহণ ও
ব্যবস্থা অবলম্বন সম্ভব নয় বলে অনেকে
মনে করেন।

.

==================

উত্স ও তথ্যসূত্র :
যায় যায় দিন, ২৪ অক্টোবর ২০০৮
নেসার আমিন, লেখক ও উন্নয়নকর্মী
তোফাজ্জল হোসেন, কবি ও লেখক
উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ
"History of the United Nations 1941 - 1950"
United
Nations
(পত্রিকা, আর্টিকেল, ওয়েব, ব্লগ থেকে
সংগৃহীত ও

"মনে রাখার সহজ কৌশল -মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ

""মনে রাখার সহজ কৌশল
মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ
**টেকনিকঃঃ-[সুমি তুই আজ ওই
বাম সিলিকা র কুলে]**
★সু - সুদান/সৌদিআরব
★মি - মিশর
★তু - তুরস্ক/তিউনিসিয়া
★ই - ইরাক/ইসরাইল
★আ - আলজেরিয়া, আরব আমিরাত
★জ - জর্ডান

★ও - ওমান
★ই - ইরান/ইয়েমেন
★বা - বাহরাইন
★ম - মরক্কো
★সি - সিরিয়া
★লি - লিবিয়া
★কা - কাতার
★কু - কুয়েত
★লে - লেবানন""

কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সংখ্যা "মে,২০১৭" এর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

1/ অদম্য ষাড়ের ভাস্কর্য "ওয়াল স্ট্রিট আইকন" কোথায় অবস্থিত?
-- ম্যানহাটন, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
2/ সাংবাদিকতার নোবেল হিসেবে পরিচিক পুরস্কারের নাম কি?
-- পুলিৎজার পুরস্কার
3/ কোন বাংলাদেশি স্থপতি স্থাপত্য শিল্পের আইনস্টাইন নামে পরিতিত?
-- এফ আর খান
4/ ২০১৭ সালের জন্য 'product of the year'
ঘোষণা করা হয় কোন পণ্যকে?
-- চামড়াজাত পণ্যকে
5/ 'বিআইডব্লিউটিএ' ইকোপার্কটি কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
-- শীতলক্ষা
6/ সম্প্রতি বঙ্গবন্ধুর নামে সরকের নামকরণ করা হয় কোথায়?
--নয়াদিল্লী,ভারত।
7/ "সত্যের মুখোমুখি হোন, ইতিহাসকে জানুন" এটি কোন জাদুঘরের স্লোগান?
-- মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর
8/ ১০ এপ্রিল, ২০১৭ জাতিসমঘের মহাসচিব কাকে UN Messenger of Peace হিসেবে মনোনিত করেন?
--মালালা ইউসুফজাইকে
9/ ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের বাসভবনের নাম কি?
-- এলিসি প্রাসাদ
10/ ইমানুয়েল ম্যাখঁ এর রাজনৈতিক দলের নাম কি?
-- En Marche!(On the move)
11/ বর্তমানে জিব্রাল্টার দ্বীপ নিয়ে কোন কোন দেশের মধ্যে বিরোধ চলছে?
-- যুক্তরাজ্য ও স্পেন
12/ সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরে কতটি সরকারী চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়?
-- ৬টি চুক্তি এবং ১৬টি সমঝোতা স্মারক
13/ সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভুটান সফরে কতটি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়?
-- ২টি চুক্তি এবং ৩টি সমঝোতা স্বারক
14/ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে BREXIT বিল চুড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয় --১৩মার্চ, ২০১৭
15/ ২০১৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রে যে দেশে 'থাড' ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থা স্থাপন করে-- দক্ষিন কোরিয়া
16/ বাংলাদেশের প্রথম পানি জাদুঘর -- কলাপাড়া,পটুয়াখালি
17/ বালাদেশের প্রথম মেরিন জাদুঘর-- কুয়াকাটা, পটুয়াখালি
18/ মুজিব নগর স্মৃতিসৌধের স্থপতির নাম কি?
-- তানভীর করিম
19/ তামাক উৎপাদনে শীর্ষ জেলা?
-- কুষ্টিয়া
20/ ক্রিকেটের ইতিহাসে বাংলাদেশের কতজন বোলার হ্যাট্রিক করেন ?
-- ৭জন(টেস্টে-২জন, ওয়ানডে-৫জন)
21/ ২০১৭ সালে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিতহচ্ছে চ্যাম্পিয়ন ট্রপির কততম আসর?
-- ৮ম
22/ অসমাপ্ত আত্মজীবনী মোট কতটি

ভাষায় অনূদিত হয়?
-- ৬টি
23/ বে অর্থনৈতিক অঞ্চল কোথায় স্থাপিত হবে?
-- গাজীপুর
24/ NATO'র ২৯তম সদস্যদেশ পদ লাভ করবে
কোন দেশ?
-- মন্টিনিগ্রো
25/ কৃত্রিম ডিম উৎপাদন ও বাজারজাতকারী দেশ কোনটি?
-- চীন, ২০০৪ সাল থেকে
26/ যুক্তরাষ্ট্র কোনদেশে সর্বাধিক রপ্তানি করে?
-- কানাডা
27/ যুক্তরাষ্ট্র কোনদেশ দেশ থেকে সর্বাধিক আমদানি করে?
-- চীন
28/ চীনের নিজস্ব তৈরি প্রথম হিমানবাহী রণতরীর নাম কি?
-- টাইপ 001A; ২৬ এপ্রিল ২০১৭ যাত্রা শুরু করে
29/ এশিয়ার বাঘ বলতে সাধারণত কোন চারটি দেশকে বোঝানো হয়?
-- হংকং, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ান
30/ জাতিসংঘের সর্বকনিষ্ঠ শান্তিদূত কে?
- মালালা ইউসুফজাই
31/ PTA এর পূর্ণরুপ কি?
-- Preferential Trade Agreement
32/ জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি এর বর্তমান প্রশাসক কে?
-- অসিম স্টেইনার;জার্মানি
33/ হিমালয় এনার্জি কোম্পানি লিমিটেড কোন দেশ ভিত্তিক?
-- চীন
34/ শেভরন কোন দেশভিত্তিক তেল-গ্যাস কোম্পানি?
- যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়াভ
িত্তিক
35/ মাইক্রোসফট ট্রান্সলেটরে বাংলা ভাষা চালু হয় কবে?
-- ২০১৭সালে
36/ গুগল ট্রান্সলেটরে বাংলা ভাষা চালু হয় কবে?
-- ২০১১ সালে
37/ সার্চ জায়ান্ট গুগল ইউটিউব টিভি চালু করে কবে?
- ৫ এপ্রিল, ২০১৭
38/ দেশের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ বঙ্গবন্ধু-১ উৎক্ষেপণের দায়িত্বে রয়েছে কোন প্রতিষ্ঠান?
-- BTRC
39/ বঙ্গবন্ধু-১ কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণের পর কত ডিগ্রি পূর্ব দাগ্রিমাংশে অবস্থান করবে?
-- ১১৯.১ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাগ্রিমাংশ
40/ ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিতব্য আইসিসি চ্যাম্পিয়ন ট্রপিতে বাংলাদেশি শুভেচ্ছা দূত কে?
-- হাবিবুল বাশার সুমন
41/ বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ঢাকার কোথায় অবস্থিত?
উ: আগারগাঁও
42/ বর্তমানে চামড়াশিল্প নগরী ঢাকার কোথায় অবস্হিত?
উ: সাভার
43/ চামড়া গবেষণা ইনস্টিটিউট ঢাকার কোথায় অবস্হিত?
উ: সাভার
44/ মুক্তিযুদ্ধের সর্বোচ্চ ভাস্কর্যের নাম কি?
উ: বীর
45/ মুক্তিযুদ্ধের সর্বোচ্চ ভাস্কর্যটি কোথায় অবস্হিত?

উ: নিকুঞ্জ, ঢাকা
46/ মুক্তিযুদ্ধের সর্বোচ্চ ভাস্কর্য 'বীর' -এর মূল ডিজাইনার কে ? উ: হাক্কাজ কায়সার
47/ বর্তমানে দেশে কার্যক্রম চলছে এমন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কতটি ?
উ: ৩৯টি
48/ বর্তমানে দেশে সরকারি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় কতটি? উ: ৩টি
49/ রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য কে ?
উ: অধ্যাপক ডা. মাসুম হাবিব
50/ চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য কে ? উ: অধ্যাপক ডা. ইসমাইল খান
51/ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি)- এর প্রথম এমেরিটাস অধ্যাপক কে ?
উ: ড. এমএ সাত্তার মন্ডল
52/ ফরাসি ভাষায় "অসমাপ্ত আত্বজীবনী" প্রকাশিত হয় কবে ?
উ: ২৬ মার্চ ২০১৭
53/ বঙ্গবন্ধুর "অসমাপ্ত আত্বজীবনী" ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করেন কে?
উ: প্রফেসর ফ্রান্স ভট্টাচার্য
54/ হিন্দি ভাষায় "অসমাপ্ত আত্বজীবনী" প্রকাশিত হয় কবে?
উ: ৮ এপ্রিল ২০১৭
55/ বঙ্গবন্ধুর "অসমাপ্ত আত্বজীবনী" হিন্দি ভাষায় অনুবাদ করেন কে ?
উ: ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়
56/ বঙ্গবন্ধুর "অসমাপ্ত আত্বজীবনী" আরবি ভাষায় অনুবাদ করে কে ?
উ: ফিলিস্তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়
57/ বঙ্গবন্ধুর "অসমাপ্ত আত্বজীবনী" কোন কোন ভাষায় অনুবাদ হয়েছে?
উ: ইংরেজি, জাপানি, চীনা, আরবি, ফরাসি, হিন্দি
58/ 'ফাদার অব অল বোম্বস' (FOAB) কোন দেশের তৈরি ?
উ: রাশিয়া
59/ 'মাদার অব অল বোম্বস' (MOAB) কোন দেশের তৈরি?
উ: যুক্তরাষ্ট্র
60/ আন্তর্জাতিক আদিবাসী ভাষা বর্ষ কোন সাল?
উ:২০১৯
61/ ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তার নতুন গভর্নর কে?উ: আনিস বাসউইদেন
62/ দক্ষিন এশিয়ার দীর্ঘতম সেতুর নাম কি?
উ: ঢোলা-সাদিয়া সেতু
63/ দক্ষিন এশিয়ার দীর্ঘতম সেতু ঢোলা-সাদিয়া কোন দেশে অবস্থিত?
উ: ভারত
64/ বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী (WFP) -এর বর্তমান নির্বাহী পরিচালক কে?
উ:ডেবিড বিয়াসলে (যুক্তরাষ্ট্র)
65/ বিশ্ব শুল্ক সংস্থা (WCO) -বর্তমান সদস্য দেশ কতটি?উ: ১৮১টি
66/ ৩ মার্চ ২০১৭ কোন দেশ WCO- এর ১৮১তম সদস্যপদ লাভ করে?
উ:কসোভো
67/ ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন(IPU)-এর বর্তমান সদস্য দেশ কতটি?
উ:১৭৩টি
68/ ২ এপ্রিল ২০১৭ কোন দুটি দেশ IPU -এর সদস্যপদ লাভ করে ?
উ:ট্যুভালু ও মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র
69/ ২০১৬ সালে প্রবাসী আয় বা রেমিটেন্স অর্জনে শীর্ষ দেশ কোনটি ?
উ: ভারত
70/ ২০১৬ সালে প্রবাসী আয় বা রেমিটেন্স অর্জনে বাংলাদেশের অবস্হান কততম?উ: অষ্টম

71/ প্রবাসী আয় বা রেমিটেন্স কোন দেশের জিডিবি'তে সর্বাধিক অবদান রাখে?
উ: কিরগিজস্তান
72/ ২০১৭ সালের ভ্রমন ও পর্যটন প্রতিযোগিতা সূচকে শীর্ষদেশ কোনটি?
উ: স্পেন
73/ ২০১৭ সালের ভ্রমন ও পর্যটন প্রতিযোগিতা সূচকে সর্বনিম্ন দেশ কোনটি?
উ: ইয়েমেন
74/ ২০১৭ সালের ভ্রমন ও পর্যটন প্রতিযোগিতা সূচকে বাংলাদেশের অবস্হান কততম ?উ: ১২৫তম
75/ সক্রিয় ফেসবুক ব্যবহারে বিশ্বে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উ: যুক্তরাষ্ট্র
76/ সক্রিয় ফেসবুক ব্যবহারে বিশ্বে শীর্ষ শহর কোনটি?
উ: ব্যাংকক
77/ সক্রিয় ফেসবুক ব্যবহারে বিশ্বে ঢাকা শহরের অবস্হান কততম?
উ:দ্বিতীয়
78/ বিদ্যুৎ সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠির তালিকায় বিশ্বের শীর্ষ দেশ কোনটি?
উ: ভারত
79/ বিদ্যুৎ সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠির তালিকায় বিশ্বের বাংলাদেশের অবস্হান কততম?উ:পঞ্চম
80/ ৩০তম ASEAN শীর্ষ সম্মেলন কবে অনুষ্ঠিত হয়?
উ:২৮-২৯ এপ্রিল ২০১৭
81/ ৩০তম ASEAN শীর্ষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?উ: ম্যানিলা, ফিলিপাইন
82/ ৪৩তম জি-৭ শীর্ষ সম্মেলন কবে অনুষ্ঠিত হবে?
উ: ২৬-২৭ মে ২০১৭
83/ ৪৩তম জি-৭ শীর্ষ সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?
উ: সিসিলি, ইতালি
84/ ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন (IPU)-এর ১৩৬তম সম্মেলন কবে অনুষ্ঠিত হয় ?উ:১-৫
এপ্রিল ২০১৭
85/ IPU-এর ১৩৬তম সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
উ:ঢাকা, বাংলাদেশ
86/ বাংলাদেশের টি২০ ক্রিকেট দলের বর্তমান অধিনায়ক কে?
উ: সাকিব আল হাসান
87/ ২৮ মার্চ ২০১৭ ওয়ানডে ক্রিকেটের ৪১তম হ্যাটট্রিক করেন কে?
উ: তাসকিন আহমেদ(বাংলাদেশ)
88/ ৬ এপ্রিল ২০১৭ টি২০ ক্রিকেটের পঞ্চম হ্যাটট্রিক করেন কে?
উ: লাসিথ মালিঙ্গা (শ্রীলঙ্কা)
89/ কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সমুদ্র গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হচ্ছে?
উ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
90/ বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম(WEF) -এর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত নিবন্ধে বাংলাদেশকে কি নামে অবহিত করা হয়?
উ: এশিয়ার 'নতুন বাঘ'
Collected

বাংলাদেশে প্রথম

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি - - সৈয়দ নজরুল ইসলাম
প্রধানমন্ত্রী - - তাজউদ্দিন আহমেদ
রাষ্ট্রপতি - - শেখ মুজিবুর রহমান
প্রধান বিচারপতি - - এ এস এম সায়েম
এটর্নি জেনারেল - - এ এইচ খন্দকার
সংসদ নির্বাচন - - ৭ মার্চ ১৯৭৩
প্রেসিডেন্ট নির্বাচন - - ৩ জুন ১৯৭৮
অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা - - ১৭ এপ্রিল ১৯৭১

গণপরিষদর অধিবেশন - - ১০ এপ্রিল ১৯৭২
জাতীয় সংসদের স্পিকার - - মোহাম্মাদ উল্লাহ
বানিজ্য জাহাজ - - বাংলার দূত
রণতরী - - বি এন এস পদ্মা
পতাকা উত্তলন - - ২ মার্চ ১৯৭১
মুদ্রা চালু হয় - - ৪ মার্চ ১৯৭২
বিমান চালু হয় - - ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
বিশ্ববিদ্যালয় - - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২১ সাল)
নির্বাচন কমিশনার - - বিচারপতি মোহাম্মাদ ইদ্রিস
বাংলা ছায়াছবি - - মুখ ও মুখোশ (১৯৫৬)
বিমানবাহিনী প্রধান - - এ কে খন্দকার
নারী পাইলট - - কানিজ ফাতেমা রোকসানা
নারী ব্যারিস্টার - - মিসেস রাবেয়া ভূঁইয়া
নারী সচিব - - জাকিয়া আখতার
মুসলিম নারী ডাক্তার - - জোহরা বেগম কাজী
নারী রাষ্ট্রদূত - - তাহমিনা খান ডলি
নারী মুসলিম অভিনেত্রী - - বনানী চৌধুরী
নারী বিচারপতি - - নাজমুন আরা সুলতানা
অভিনেত্রী - - পূর্ণিমা সেনগুপ্তা
টেবলয়েড পত্রিকা - - দৈনিক মানবজমিন
উপজাতীয় রাষ্ট্রদূত - - শরবিন্দু শেখর চাকমা
আদমশুমারি - - ১৯৭৪ সাল
ক্যাডেট কলেজ - - ফৌজদার ক্যাডেট কলেজ
ওয়ানডে সিরিজ জয় - - জিম্বাবুয়ের সাথে
রঙিন টেলিভিশন শুরু - - ১ ডিসেম্বর ১৯৮০
গণপরিষদের স্পিকার - - শাহ আবদুল হামিদ
প্রথম পানিশোধন প্রকল্প - - চাঁদনী ঘাট, ঢাকা
ডিজিটাল টেলিফোন চালু - - ৪ জানুয়ারি ১৯৮০
টেলিভিশনের কার্যক্রম শুরু - - ২৫ ডিসেম্বর ১৯৬৪
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি - - পি জে হার্টস
বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর - - এ এন হামিদুল্লাহ
হাইকোর্টের মুসলিম বিচারপতি - - সৈয়দ মাহমুদ হাসান
প্রথম এভারেস্ট বিজয়ী - - আবু মুসা ফির

লিখিত পরীক্ষার সর্ট প্রশ্নগুলো সবসময়ই প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় আসে। তাই বিসিএস লিখিত (আন্তর্জাতিক) পরীক্ষার সকল প্রশ্ন উত্তর সহ দিয়ে দিলাম।

১। ন্যাটো কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? [১০, ২৩ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ ৪ এপ্রিল ১৯৪৯ সালে।
২। INF চুক্তি বলতে কী বোঝায়? [১০ ম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ মাঝারি পাল্লার আণবিক শান্তি চুক্তি।
৩। বিশ্ব ব্যাংকের বর্তমান সভাপতির নাম কী? [১০, ১৫ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ জিম ইয়ং কিম। (দক্ষিণ কোরিয়া)
৪। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের বর্তমান সভাপতির নাম কী? [১০, ১৫ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ তাকেহিকো নাকায়ও (জাপান)।
৫। পপুলার ফর দ্য লিবারেশন অব প্যালেস্টান (পিএফএলপি) এর প্রতিষ্ঠাতা কে? [১০ ম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ জর্জ হাবাস।
৬। জাপানের প্রধান চারটি দ্বীপের নাম কী? [১০ ম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ শিকুকু, কিউসু, হনসু ও হোক্কাইডু।
৭। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্টের নাম কী? [১১ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ মাইক পেন্স। (তার আগে ছিলেন জো বাইডেন)।
৮। আরব বিশ্ব বহির্ভূত চারটি ওপেক সদস্য রাষ্ট্রের নাম কী কী? [১১ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ ইকুয়েডর, নাইজেরিয়া, ভেনিজুয়েলা ও ইরান।
৯। ব্রিটন উডস কোথায় অবস্থিত? [১১ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পসায়ারে। বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফ গঠনের সিদ্ধান্ত এখান থেকে নেয়া হয়।
১০। নরডিক পরিষদের দেশগুলো কী কী? [১১ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ আসুডেফিন= আইসল্যান্ড, সুইডেন, ডেনমার্ক, ফিন্ডল্যান্ড ও নরওয়ে।
১১। OIC এর বর্তমান মহাসচিবের নাম কী? [১১ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ ইউসুফ বিন আহমেদ আল ওয়াতাইমিন।
১২। 'UNCTAD' এর পূর্ণরূপ কী? [১৩ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ United Nations Conference on Trade and Development.
১৩। ইসরায়েলের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী কে? [১৩ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ লিউভেন রিভলিন। তিনি লিকুদ পার্টির নেতা। (২০১৪ থেকে বর্তমান)
১৪। ''ক্লিপ স্ট্রিট '' কিসের সাথে সম্পর্কিত? [১৩ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ সংবাদপত্র প্রকাশনার সাথে সম্পর্কিত। লন্ডনে অবস্থিত।
১৫। ''ওয়াল স্ট্রিট'' কিসের জন্য বিখ্যাত? [১৩ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ শেয়ার বাজারের জন্য বিখ্যাত। এটি নিউইয়র্কে অবস্থিত।
১৬। ইনোসিস কী? [১৩ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ গ্রীসের সাথে সাইপ্রাসের সংযুক্তির পক্ষে একটি সংগঠন।
১৭। শান্তিতে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত প্রথম এশীয় কে? [১৩ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ লি ডাক থো। তিনি ভিয়েতনামের নাগরিক।
১৮। দক্ষিণ কোরিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট কে? [১৩ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ মুন জায়ে ইন।
১৯। উত্তর কোরিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট কে? [১৩ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ কিম জং উন।
২০। গাম্বিয়ার রাজধানীর নাম কী? [১৩ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ বানজুল।
২১। জাম্বিয়ার রাজধারীর নাম কী? [১৩ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ লুসাকা।
২২। লোকসংখ্যায় জাতিসংঘের ক্ষুদ্রতম দেশ কোনটি? [১৩ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ নাউরু। এর রাজধানীর নাম ইয়েরেন। এটি ওশেনিয়া মহাদেশে অবস্থিত।
২৩। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান কোন তারিখে পার্ল হারবার আক্রমন করেন? [১৩ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ ১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর। এটি প্রশান্ত মহাসাগরে হাওয়াই দ্বীপে অবস্থিত মার্কিন নৌঘাঁটি।
২৪। কমনওয়েলথের বর্তমান মহাসচিব কে? [১৩ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ প্যাটরিসিয়া স্কটল্যান্ড। (দেশ : যুক্তরাজ্য)।
২৫। আফ্রিকান ইউনিয়নের সদর দফতর কোথায়? [১৩ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ আদ্দিস আবাবা, ইথিওপিয়া।
২৭। উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদের সদর দফতর কোথায়? [১৩ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ রিয়াদ, সৌদি আরব।
২৮। শ্রীলংকার ভাষার নাম কী? [১৩ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ সিংহলি।
২৯। ফিলিপাইনের ভাষার নাম কী? [১৩ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ ফিলিপিনো।
৩০। ''UNIFEM'' এর পূর্ণরূপ কী? [১৫ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ United Nations Development Fund for Women.

৩১। ''ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি''' কী? [১৫ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ ১৯৭২ সালে মার্কিন ডেমোক্রাট সদর দফতরে রিপাবলিকানদের গোপনে আড়িপাতার ঘটনা।
৩২। চীনের পার্লামেন্টের নাম কী? [১৫ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ গণকংগ্রেস।
৩৩। জাপানের পার্লামেন্টের নাম কী? [১৫, ১৮ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ ডায়েট।
৩৪। যুক্তরাষ্ট্র কখন বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়? [১৫ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ ৪ এপ্রিল ১৯৭২ সালে।
৩৫। বর্তমানে জাপানের প্রধানমন্ত্রী কে? [১৫ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ শিনজো এবে।
৩৬। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেন্ট কে কে ছিলেন? [১৫ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন রুজভেল্ট ও ট্রুম্যান এবং যুক্তরাজ্যের উইনস্টন চার্চিল।
৩৭। 'D-DAY' এর পূর্ণরুপ কী? [১৭ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ DAWN DAY. (ডি-ডে ৫ মে)
৩৮। ১৯১৮ সালে কে 'চৌদ্দ দফা' উত্থাপন করেন? [১৭ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ উড্রো উইলসন।
৩৯। `ECO'এর পূর্ণরুপ কী? [১৭ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ Economic Cooperation Organization
৪০। হেবরন হত্যাকাণ্ড কে করেন? [১৭ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ গোল্ড স্টেন বারুচ। ১৯৯৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি।
৪১। পূর্ব তিমুর কিসের জন্য বিখ্যাত? [১৭ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ চন্দনকাঠ।
৪২। 'মেইন ক্যাম্প' কী? [১৭ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ এডলফ হিটলারের আত্মজীবনী।
৪৩। খেমাররুজ কী? [১৭ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ কম্বোডিয়ার সবচেয়ে দুর্ধর্ষ বিদ্রোহী গেরিলা সংগঠন।
৪৪। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (ন্যাম) এর সদর দফতর কোথায়? [১৮ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ ন্যামের কোন সদর দফতর নেই। তবে যে দেশ থেকে এর চেয়ারম্যান হয় সে দেশে কাযর্ক্রম হয়।
৪৫। সেভেন সিস্টার্স বলতে কী বোঝায়? [১৮ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ সেভেন সিস্টার্স বলতে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৭ টি রাজ্যকে বোঝায়। এরা হল আমিত্রিমেঅনাম- আসাম, মিজোরাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, অরুনাচল, নাগাল্যান্ড ও মনিপুর।
৪৬। ভারত মহাসাগরে অবস্থিত মার্কিন নৌ-ঘাঁটির নাম কী? [১৮ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ দিয়াগো গার্সিয়া।
৪৭। যুক্তরাজ্যের রক্ষণশীল দলের বর্তমান নেতার নাম কী ? [১৮ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ থেসারা মে। ২০১৬ থেকে বর্তমান।
৪৮। ''এক দেশে দুই নীতি '' প্রচালিত আছে কোন দেশে? [১৮ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ চীন।
৪৯। বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফ এর সদর দফতর কোথায়? [১৮, ২২, ২৩ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ এই দুই প্রতিষ্ঠানের সদর দফতর ওয়াসিংটন ডিসিতে।
৫০। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ হতে বাদ পড়েছে কোন দেশ? [১৮ তম বিসিএস লিখিত]

উত্তরঃ তাইওয়ান।
৫১। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ক্ষুদ্রতম দেশ কোনটি? [১৮ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ সিঙ্গাপুর। এর আয়তন মাত্র ৬৬০ বর্গ কি. মি।
৫২। একাধিক দেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে কোন কোন নদী? [১৮ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ গঙ্গা, নীলনদ ও আমাজন।
৫৩। ইরাক কখন কুয়েত আক্রমন করে? [১৮ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ ১৯৯০ সালের ২ আগস্ট।
৫৪। অর্থনীতিতে কখন নোবেল পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়? [২০ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ ১৯৬৮ সালে প্রবর্তন হয় এবং ১৯৬৯ সালে প্রথম প্রদান করা হয়।
৫৫। SAPTA কী? [২০, ২২ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ SAARC Preferential Trading Arrangement. একটি বাণিজ্যিক চুক্তি। চুক্তি সই ১৯৯৩ সালে।
৫৬। SAFTA কী? [২০ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ South Asian Free Trade Area. এটিও একটি বাণিজ্যিক চুক্তি। চুক্তি সই ২০০৪ সালে।
৫৭। White Hall কী? [২০ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ ইংল্যান্ডে অবস্থিত ব্রিটিশ সরকারের কার্যালয়। এটি ব্রিটিশ রানীর সাবেক বাসভবনও।
৫৮। Kremlin কী? [২০ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ মস্কোতে অবস্থিত বর্তমান রাশিয়ান সরকারের সচিবালয়।
৫৯। ডুরান্ড লাইন কী? [২০ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ পাকিস্থান ও আফগানিস্থানের মধ্যে সীমানারেখা।
৬০। ম্যাকমোহন লাইন কী? [২০ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ ভারত ও চীনের সীমারেখা।
৬১। ইউরো কী? [২০ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহের একক মুদ্রা। এর জনক রবার্ট মুন্ডেল।
৬২। পার্বত্য শান্তিচুক্তি কখন সাক্ষরিত হয়? [২০ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে।
৬৩। Indemnity অর্থ কী? [২০ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ ক্ষতি বা শাস্তি এড়ানোর আইনী ব্যবস্থা।
৬৪। নিরাপত্তা পরিষদের মোট সদস্য কতটি দেশ ? [২০ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ ১৫ টি দেশ।
৬৫। আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারক কতজন? [২০ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ ১৫ জন।
৬৬। তিয়েন আনমেন স্কয়ার কোথায় অবস্থিত? [২০ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে অবস্থিত।
৬৭। জতিসংঘে বর্তমানে কয়টি ভাষায় দাফতরিক কাজকর্ম চলে? [২১ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ ৬ টি ভাষায়।
৬৮। ফারাক্কার পানি বণ্টন চুক্তি কখন সাক্ষরিত হয়? [২১ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ ১৯৭৫ সালের ১৮ ই এপ্রিল।
৬৯। ৩৮ তম অক্ষরেখা কী? [২১ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ এই রেখা উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়াকে বিভক্ত করেছে।
৭০। ম্যাজিনো লাইন কী? [২১ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যকার সীমারেখা।
৭১। Third Reich কী? [২১ তম বিসিএস

লিখিত]
উত্তরঃ হিটলারের শাসনকালকে অর্থাৎ ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫ এই শাসনকারকে Third Reich বলে।
৭২। Second Track Diplomacy কী? [২১ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ বিভিন্ন বিবাদ মেটাতে সরকারের পাশাপাশি সুশীল সমাজের উদ্যোগ।
৭৩। অবাঞ্ছিত ব্যাক্তি কাকে বলে? [২১ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ কোনো কূটনৈতিককে যে দেশে প্রেরণ করা হয় সে দেশের সরকার কর্তৃক তাকে অগ্রহনযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করা হলে সে অবাঞ্ছিত ব্যাক্তি।
৭৪। ডেটন চুক্তি কেন হয়েছিলো? [২১, ২৪ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ বসনিয়া সংকট নিরসনের জন্য।
৭৫। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ইলেক্টরাল কলেজে কতজন নির্বাচক থাকেন? [২২ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ ৫৩৮।
৭৬। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে কতসালে গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি হয়? [২২ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ ১২ ডিসেম্বর ১৯৯৬ সালে।
৭৭। SAIC কী? [২২ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ SAARC Agricultural Information Centre. এটি ঢাকার ফার্মগেটে অবস্থিত।
৭৮। বাংলাদেশ কত সালে সিটিবিটি চুক্তি স্বাক্ষর করে? [২২ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ ২৪ অক্টবর ১৯৯৬ সালে।
৭৯। UNHCR কী? [২২ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ United Nations High Commissioner for Refugees.
৮০। আল-কুদস কী? [২২ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ ও. আই. সি. গঠনের সময়ের একটি কমিটি।
৮১। আল আকসা ইন্তিফাদা কী? [২২ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলের অধিকার হতে আল আকসা মসজিদ মুক্ত করার গণআন্দোলন।
৮২। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এর সদর দফতর কোথায়? [২২ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ ওয়াসিংটন ডিসিতে।
৮৩। CFC কী? [২২ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ Chloro Fluro Carbon. এটি ওজোন স্থরের ফাটলের জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী।
৮৪। সুয়েজ খাল কোন কোন জলরাশিকে যুক্ত করেছে? [২২ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগর।
৮৫। কোন শহরের নাম বিগ অ্যাপেল? [২৩ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ নিউইয়র্ক শহরের নাম বিগ অ্যাপেল।
৮৬। কোন রেখা উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়াকে দ্বি-খণ্ডিত করেছে? [২৩ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ ৩৮ তম অক্ষ রেখা।
৮৭। Fifth Republic কী? [২৩ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ ফ্রান্সের একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা।
৮৮। ভেনিজুয়েলা প্রজাতন্ত্র কোন মহাদেশে অবস্থিত? [২৩ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ দক্ষিণ আমেরিকায়।
৮৯। গোবি মরুভূমি কোথায় অবস্থিত? [২৩ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ এশিয়ার মঙ্গোলিয়ায়।
৯০। কোন সংস্থার পরিবর্তে WTO প্রতির্ষ্ঠিত হয়েছে? [২৩ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ GATT
৯১। ‘বিশ্বগ্রাম’ ধারণার প্রবক্তা কে? [২৩ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ মার্শাল ম্যাকলুহান।
৯২। গণচীন কখন ম্যাকাও এর উপর সার্বভৌমত্ব ফিরে পায়? [২৩ তম বিসিএস

লিখিত]
উত্তরঃ ১৯৯৯ সালের ২০ ডিসেম্বর।
৯৩। জাতিসংঘের সনদ কেথায় স্বাক্ষরিত হয়? [২৪ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ ১৯৪৫ সালের ২৬ সে জুন সানফ্রান্সিকোতে ৫০ টি দেশ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়।
৯৪। WTO কখন থেকে কাজ শুরু করে? [২৪ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ ১ লা জানুয়ারি ১৯৯৫ থেকে।
৯৫। ইরানের পূর্বনাম কী? [২৪ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ পারস্য।
৯৬। থাইল্যান্ডের পূর্বনাম কী? [২৪ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ শ্যামদেশ।
৯৭। জাতিসংঘের চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়? [২৪ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ ১৯৯৫ সালের ৪ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে।
৯৮। রিও প্যাক্ট কখন স্বাক্ষরিত হয়? [২৪ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিও শহরে।
৯৯। ন্যাম এর বর্তমান মহাসচিবের নাম কী? [২৪ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ নিকোলাস মাদুরো। দেশ : ভেনিজুয়েলা।
১০০। HIPC এর পূর্ণরূপ কী? [২৪ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ Heavily Indebted Poor Countries
১০১। ও.আই.সি এর বর্তমান সদস্য কত? [২৪ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ ৫৭ টি দেশ।
১০২। ILO এর সদর দফতর কোথায়? [২৪ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ সুইজারল্যান্ডের জেনেভায়।
১০৩। IAEA [২৪ তম বিসিএস লিখিত]
উত্তরঃ International Atomic Energy Agency

শর্টকাট সমাচারঃ বাংলা [শুধুমাত্র প্রিলি পরীক্ষার্থীদের জন্য] রবিউল আলম লুইপা
=================================

#নিপাতনে_সিদ্ধ_স্বরসন্ধি
(মুখস্ত নয়, জাস্ট কয়েকবার রিডিং পড়ুন)
#কুলটা(অসতী) নারী #প্রৌঢ় জন ও #অন্যান্যদের সঙ্গে নিয়ে #গবাক্ষে(জানালা) বসে #মার্তন্ডকে(সূর্য) দেখছেন।
অন্যদিকে #শুদ্ধোধন #গবেন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে #স্বৈরাচারী ভাবে #অক্ষোহিনীর সহযোগে #বিম্বোষ্ঠ(লাল ঠোঁট) রমণীকে অপহরণ করতে যাচ্ছে।

#নিপাতনে_সিদ্ধ_ব্যঞ্জনসন্ধি
(মুখস্ত নয়, জাস্ট কয়েকবার রিডিং পড়ুন)
#বৃহস্পতি ও #বনস্পতি দুই ভাই।
তাঁরা #পরস্পর #তস্কর।
বৃহস্পতি #একাদশ #গোষ্পদ এবং বনস্পতি #ষোড়শ গোষ্পদ চুরি করে। তাদের এই চুরি দেখে #মনীষা #হরিশ্চন্দ্রকে বলে, কী #আশ্চার্য! তাঁরা এই চুরির বিচার প্রার্থনা করে ব্যাকরণবিদ #পতঞ্জলির নিকট। পতঞ্জলি বিচারে বলে চোরেরা #দ্যুলোকে প্রবেশ করেনা।

#নিপাতনে_সিদ্ধ_বিসর্গসন্ধি
(মুখস্ত নয়, জাস্ট কয়েকবার রিডিং পড়ুন)
#বাচস্পতি #অহর্নিশ পরিশ্রম করে #অহরহ #ভাস্কর তৈরি করেন।

#বিশেষ_নিয়মে_সাধিত_ব্যঞ্জনসন্ধি
(মুখস্ত নয়, জাস্ট কয়েকবার রিডিং পড়ুন)

মন্ত্রী #সংস্কৃতির #সংস্কার প্রস্তাব #পরিস্কারভাবে #উথাপন করায় জনমনে #উথান পতন দেখা দিল।

#রূঢ়_বা_রূঢ়ি_শব্দ
(মুখস্ত নয়, জাস্ট কয়েকবার রিডিং পড়ুন)
#তেলেভাজা #সন্দেশ খেয়ে #প্রবীণ লোকটি #পাঞ্জাবী পড়ে #হস্তির পিঠে উঠে #বাশি বাঁজায়।

#যৌগরূঢ়_শব্দ
(মুখস্ত নয়, জাস্ট কয়েকবার রিডিং পড়ুন)
#রাজপুত #পঙ্কজ তোলার উদ্দেশ্যে #জলধি যাবার জন্য #মহাযাত্রার আয়োজন করলো।

#পর্তুগীজ_শব্দ
(মুখস্ত নয়, জাস্ট কয়েকবার রিডিং পড়ুন)
#গীর্জার #পাদ্রীটি #আনারস ও #পাউরুটি #বালতিতে ভরে #গোদামের #আলমারীতে রেখে #তালা মেরে #চাবি নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর চোর এসে #আলপিন দিয়ে তালা খোলে তা চুরি করলো।

#তুর্কী_শব্দ
(মুখস্ত নয়, জাস্ট কয়েকবার রিডিং পড়ুন)
বাড়ির #চাকর #চাকু ও #তোপ(বন্দুক) দিয়ে #দারোগাকে হত্যা করে চাকরানীকে কে নিয়ে পালিয়ে গেলো।

#চীনা_শব্দ (মুখস্ত নয়, জাস্ট কয়েকবার রিডিং পড়ুন)
লুইপা #লিচুর সচ দিয়ে #লুচি খায়, কিন্তু #চিনি ছাড়া #চা পছন্দ করে না।

#জাপানি_শব্দ (মুখস্ত নয়, জাস্ট কয়েকবার রিডিং পড়ুন)
#কারাটে #জুড়ো #হাসনাহেনা ফুল কিনতে #রিকসায় করে #হারিকিরিতে গেলো।

#খাটিবাংলা_উপসর্গ-২১ টি (কবিতা আকারে মুখস্ত করুন)
অ-অঘা-অজ-অনা
আ-আড়-আব-আন-উনা-ইতি
স-সা-সু-হা
রাম-ভর-বি-নি
কু-কদ-পাতি

#তৎসম_উপসর্গ-২০ টি (কবিতা আকারে মুখস্ত করুন)
প্র-পরা-পরি-পতি
অপ-অপি-অভি-অতি
আ-সু-বি-নি
উপ-উৎ-দুর-নির
সম-অনু-অধি-অর

#আরবী_উপসর্গ (কবিতা আকারে মুখস্ত করুন)
আম-লা-বাজে-গর-খাস-খয়ের

#ফরাসি_উপসর্গ (কবিতা আকারে মুখস্ত করুন)
সে-কার-বদ-না-বে
দর-হর-বর-নিম-ফি

#হিন্দী_উপসর্গ
হর

#উপমানকর্মধারয়_এবং_উপমিতকর্মধারয়
-তিনটি টার্ম জানতে হবে
*উপমেয়ঃ যাকে তুলনা করা হয়।
*উপমানঃ যার সাথে তুলনা করা হয়।
*সাধারণ গুনঃ যে গুনে গুণান্বিত করা হয়।
যেমনঃ নায়িকা(উপমেয়) কয়লার(উপমান) মতো কালো(সাধারণ গুণ) 😛
#উপমান_কর্মধারয় (উপমান+সাধারণ গুণ থাকবে, উপমেয় থাকবে না)
যেমনঃ মিশির(উপমান) ন্যায় কালো (সাধারণগুন)=মিশকালো

শশকের(উপমান) ন্যায় ব্যস্ত (সাধারণগুন)
=শশব্যস্ত
#উপমিত_কর্মধারয় (উপমান+উপমেয়
থাকবে,সাধারণগুণ থাকবে না)
কুমারী(উপমেয়) ফুলের(উপমান)
ন্যায়=ফুলকুমারী
মুখ(উপমেয়) চাঁদের(উপমান) ন্যায়=চাঁদমুখ
----

৩৮ বিসিএস প্রিলি প্রস্তুতি।

#কনফিউজিং_প্রশ্ন

৬) মুক্তিযুদ্ধে কোন বীরশ্রেষ্ঠ প্রথম শহীদ হন?
ক) সিপাহী মোস্তফা কামাল।
খ) ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফ।

উত্তর : ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফ।

ব্যাখ্যা : সরকারি গেজেট অনুসারে মুন্সী আব্দুর রউফ শহীদ হন ৮ এপ্রিল এবং সিপাহী মোস্তফা কামাল শহীদ হন ১৮ এপ্রিল।

ততথ্যসূত্র : মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়।
http://www.molwa.gov.bd/…/4ac6f19c-f518-4485-b57…/বীরশ্রেষ্ঠ

৭) 8) 'A snake in the grass' means?

a) Secret or hidden enemy @@
b) Unreliable person

দুইটাই রাইট তবে অপশনে দুইটাই থাকলে বেশিরভাগ ডিকশনারিতে অপশন a থাকায় এটাকেই রাইট এন্সার হিসেবে নেওয়া যায়। এটার আরেকটা অর্থ প্রতারণাকারী,শঠ,ধূর্ত ব্যক্তি। তাই এই হিসেবে কাছাকাছি অর্থ Unreliable person.

৮) বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান কারী প্রথম দেশ কোনটি?

ক) ভারত
খ) ভুটান

উত্তর : ভুটান।

ব্যাখ্যা : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ৪ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু বিমান ঘাঁটির ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে বলেছেন- ভুটান আমাদের প্রথম স্বীকৃতি দেয় ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৭১সালে আর এরপরে ভারত আমাদের স্বীকৃতি দেয়।

মার্চ,২০১৭ সালে পার্লামেন্টে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন,ভারত ও ভুটান উভয়েই ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেন তবে ভারতের কয়েকঘন্টা আগে ভুটান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে তারবার্তা প্রদান করেন।

৯) ককসবাজার সমুদ্রসৈকতের দৈর্ঘ্য কত?
ক) ১২০ কিমি
খ) ১৫৫ কিমি

উত্তর : ১২০ কিমি।
ব্যাখ্যা : কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত বিশ্বের দীর্ঘতম অবিচ্ছিন্ন প্রাকৃতিক বালুময় সমুদ্র সৈকত যা কক্সবাজার শহর থেকে বদরমোকাম পর্যন্ত একটানা ১২০ কি.মি. পর্যন্ত বিস্তৃত। চট্টগ্রাম শহর থেকে কক্সবাজারের দুরত্ব ১৫৫ কিমি। অনেকে এই দুরত্বকে ভুলবশত সমুদ্রসৈকতের দুরত্ব বলে।

১০) বাংলাদেশের আয়তন কত?

ক) ১৪৭৫৭০ বর্গকিলোমিটার
খ) ১৪৭৬১০ বর্গকিলোমিটার

উত্তর : ১৪৭৫৭০ বর্গকিলোমিটার।
ব্যাখ্যা : এখনো নতুনটার গেজেট হয় নি,বিগত অর্থনৈতিক সমীক্ষায় (২০১৬) আগেরটাই আছে

তাই গেজেট না হওয়া পর্যন্ত আগের আয়তনকেই সঠিক বলে ধরে নিতে হবে।

১১) "know theyself"----- উক্তিটি কার?

A) Socrates
B) Plato

উত্তর : Socrates.
ব্যাখ্যা : Socrates says, as he did in Phaedrus, that people make themselves appear ridiculous when they are trying to know obscure things before they know themselves. Plato also alluded to the fact that understanding 'thyself,' would have a greater yielded factor of understanding the nature of a human being.
আসলে দুইজনেই উক্তিটি বলেছিলেন,প্রথমে সক্রেটিস এটা বলেন পরে তার ছাত্র প্লেটো এটা ছড়িয়ে দেন। তাই অপশনে দুইজনের নাম থাকলে সক্রেটিস সঠিক উত্তর বলে বিবেচিত হবে।

৩৮ বিসিএস প্রিলি প্রস্তুতি।

#কনফিউজিং_প্রশ্ন

৬) মুক্তিযুদ্ধে কোন বীরশ্রেষ্ঠ প্রথম শহীদ হন?
ক) সিপাহী মোস্তফা কামাল।
খ) ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফ।

উত্তর : ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফ।

ব্যাখ্যা : সরকারি গেজেট অনুসারে মুন্সী আব্দুর রউফ শহীদ হন ৮ এপ্রিল এবং সিপাহী মোস্তফা কামাল শহীদ হন ১৮ এপ্রিল।

ততথ্যসূত্র : মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়। http://www.molwa.gov.bd/…/4ac6f19c-f518-4485-b57…/বীরশ্রেষ্ঠ

৭) ৪) 'A snake in the grass' means?

a) Secret or hidden enemy @@
b) Unreliable person

দুইটাই রাইট তবে অপশনে দুইটাই থাকলে বেশিরভাগ ডিকশনারিতে অপশন a থাকায় এটাকেই রাইট এন্সার হিসেবে নেওয়া যায়। এটার আরেকটা অর্থ প্রতারণাকারী,শঠ,ধূর্ত ব্যক্তি। তাই এই হিসেবে কাছাকাছি অর্থ Unreliable person.

৮) বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান কারী প্রথম দেশ কোনটি?
ক) ভারত
খ) ভুটান

উত্তর : ভুটান।

ব্যাখ্যা : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ৪ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু বিমান ঘাঁটির ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে বলেছেন- ভুটান আমাদের প্রথম স্বীকৃতি দেয় ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৭১সালে আর এরপরে ভারত আমাদের স্বীকৃতি দেয়।

মার্চ,২০১৭ সালে পার্লামেন্টে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন,ভারত ও ভুটান উভয়েই ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেন তবে ভারতের কয়েকঘন্টা আগে ভুটান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে তারবার্তা প্রদান করেন।

৯) ককসবাজার সমুদ্রসৈকতের দৈর্ঘ্য কত?
ক) ১২০ কিমি
খ) ১৫৫ কিমি

উত্তর : ১২০ কিমি।
ব্যাখ্যা : কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত বিশ্বের দীর্ঘতম অবিচ্ছিন্ন প্রাকৃতিক বালুময় সমুদ্র সৈকত যা কক্সবাজার শহর থেকে বদরমোকাম পর্যন্ত একটানা ১২০ কি.মি. পর্যন্ত বিস্তৃত। চট্টগ্রাম শহর থেকে কক্সবাজারের দুরত্ব ১৫৫ কিমি। অনেকে এই দুরত্বকে ভুলবশত সমুদ্রসৈকতের দুরত্ব বলে।

১০) বাংলাদেশের আয়তন কত?

ক) ১৪৭৫৭০ বর্গকিলোমিটার
খ) ১৪৭৬১০ বর্গকিলোমিটার

উত্তর : ১৪৭৫৭০ বর্গকিলোমিটার।
ব্যাখ্যা : এখনো নতুনটার গেজেট হয় নি,বিগত অর্থনৈতিক সমীক্ষায় (২০১৬) আগেরটাই আছে তাই গেজেট না হওয়া পর্যন্ত আগের আয়তনকেই সঠিক বলে ধরে নিতে হবে।

১১) "know theyself"----- উক্তিটি কার?

A) Socrates
B) Plato

উত্তর : Socrates.
ব্যাখ্যা : Socrates says, as he did in Phaedrus, that people make themselves appear ridiculous when they are trying to know obscure things before they know themselves. Plato also alluded to the fact that understanding 'thyself,' would have a greater yielded factor of understanding the nature of a human being.
আসলে দুইজনেই উক্তিটি বলেছিলেন,প্রথমে সক্রেটিস এটা বলেন পরে তার ছাত্র প্লেটো এটা ছড়িয়ে দেন। তাই অপশনে দুইজনের নাম থাকলে সক্রেটিস সঠিক উত্তর বলে বিবেচিত হবে।

#বাংলা সাহিত্যের নাটক ও প্রহসন সহজে মনে রাখার শর্টকাট টেকনিক...।



***দীনবন্ধু মিত্র**

নাটক ও প্রহসনঃ নবীন জামাই কমল সধবার একাদশীতে লীলাবতীকে নিয়ে নীলদর্পণ নাটক দেখলে এক বুড়ো তাকে বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে যায়।

প্রহসনঃ বিয়ে পাগলা বুড়ো, সধবার একাদশী

নাটক – জামাই বারিক
লীলাবতী
নবীন তপস্বিনী
কমলে কাহিনী
নীল দর্পণ
নীল দর্পণ – ঢাকা থেকে প্রকাশিত ১ম গ্রন্থ।
মাইকেল মধুসূদন দত্ত নীলদর্পন নাটকটিকে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন ১৮৬১ সালে।
নাটকটি দেখতে এসে ঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগর মঞ্চে জুতা ছুড়ে মেরেছিলেন

***গিরিশচন্দ্র ঘোষ**

ঐতিহাসিক ও পৌরণিক নাটক
ছত্রপতি শিবাজীর মী-সি-লে রাবন পান্ডবকে বধ করে অ -জানা বনবাসে সীতাকে হরণ করলেন

ছত্রপতি শিবাজী
মী – মীরজাফর
সি –সিরাজদ্দৌলা
লে- লক্ষণবধ
-রাবনবধ
-পান্ডব গৌরব
-অভিমন্যু বধ ও সীতা হরণ – পৌরণিক
-জনা

***দ্বিজেন্দ্রলাল রায়**

নাটকঃ ক –সি সাবনূর প্রায় এক ঘরে জন্ম নিলে প্রতাপ চন্দ্র দাসের আনন্দের পতন ঘটে
ক – কল্কি অবতার
সি –সিংহল বিজয়
সাবনুর - বঙ্গনারী
সা - সাজাহান
নূর -নূরজাহান
প্রায় – প্রায়চিত্ত
জন্ম – পূনর্জন্ম
প্রতাপ -প্রতাপ সিংহ
চন্দ্র –চন্দ্রগুপ্ত
দাস –দূর্গাদাস
আনন্দ – আনন্দ বিদায়

***শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**

গল্প
বিলাসীর মেজদিদি বিন্দুর দুই ছেলে মহেশ ও পরেশ আর এক মেয়ে সতী, মন্দিরের জমি নিয়ে মামলার ফলে তারা আজ কপর্দকশূন্য

গল্পঃ ছবি, বিলাসী, পরেশ, সতী, মহেশ, মন্দির, মামলার ফল, বিন্দুর ছেলে, মেজদিদি

উপন্যাসঃ
অরক্ষনীয় গৃহের ছবি দেখে কাশীনাথ শ্রীকান্তকে বললেন “চরিত্রহীন দেবদাস পশুর সমান”

চ – চরিত্রহীন
দেব- দেবদাস, দেনাপাওনা
দাস – বিপ্রদাশ
প-পরিনীতা
শু- পন্ডিত মশাই
র- পথের দাবী
স- পল্লী সমাজ
মা- রামের সুমতি
ন –চন্দ্রনাথ

*** ইসমাইল হোসেন**

উপন্যাস,কাব্য ও মহাকাব্য
রানুর ফিতা
উপন্যাসঃ
রা – রায় নন্দিনী
নুর -নুর উদ্দিন
ফি - ফিরোজা বেগম
তা – তারাবাঈ
কাব্য ও মহাকাব্য
নব-উদ্দীপনা উচ্ছাসে অনল প্রবাহে তুরস্কে ভ্রমন করে স্পেন বিজয় করল
কাব্যঃ
নবউদ্দীপনা
উচ্ছাস
অনল প্রবাহ
ভ্রমণ কাহিনীঃ তুরস্ক ভ্রমন
মহাকাব্যঃ স্পেন বিজয়

*** ফররুখ আহমদ**

কাব্যঃ
সাত সাগরের মাঝি সিরাজুম মুনীরা মুহূর্তের মধ্যেই নৌফেল ও হাতেম তাই এর জন্য পাখির বাসা বানাল
সাত সাগরের মাঝি
সিরাজুম মুনীরা
মুহূর্তের কবিতা
হাতেম তাই
নৌফেল ও হাতেম
পাখির বাসা
দরিয়া, শেষ রাত্রি, লাশ – সাত সাগরের মাঝি কাব্যের অন্তর্গত

***নবীন চন্দ্র সেন**

পলাশীর যুদ্ধ এবং কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের দুই সৈনিক রৈবতক আর প্রভাস যুদ্ধ না করে অবকাশ রঞ্জিনী পালন করছিল
পলাশীর যুদ্ধ – গাঁথাকাব্য
কুরুক্ষেত্র, রৈবতক, প্রভাস – ত্রয়ী মহাকাব্য
অবকাশ রঞ্জিনী- কাব্য

***মুনীর চৌধুরীর**

মুখরা রমনীর শয়নকক্ষে রুপার কৌটায় রাখা দন্ডকারন্যের রক্তাক্ত প্রান্তরে কবরে শায়িত এক যোদ্ধার চিঠির বিষয়ে ঘরের কেউ কিছু বলতে পারেনা।
অনুবাদ নাটক
মুখরা রমনী বশীকরন
রুপার কৌটা
কেউ কিছু বলতে পারেনা

নাটকঃ
রক্তাক্ত প্রান্তর
চিঠি
দন্ডকারন্য
কবর

***জসীম উদ্দীন**

নাটকঃ
পদ্মা পাড়ের বেদের মেয়ে মধুমালার সাথে অন্য গ্রামের মেয়ে এক পল্লীবধূর বন্ধুত্ব সবার মুখে মুখে
পদ্মাপাড়
বেদের মেয়ে
মধুমালা
পল্লীবধূ
গ্রামের মেয়ে
উপন্যাস:
বোবা কাহিনী
কাব্যঃ
হলুদ বরনীর দেশে হাসু , ডালিম কুমার, সখিনা ও সূচয়নী ভয়াবহ সেই দিনগুলোতে এক পয়সার বাশি বাজিয়ে ধানক্ষেতের বালুচরে মাটির তৈরী কবর জলে লেখা নকশী কাথারকাফন মুড়িয়ে সোজন বাদিয়ার ঘাটে এসে রাখালীর মা পল্লী জননী রঙ্গিলা নায়ের মাঝির জন্য কাঁদতে লাগল
হলুদ বরনী, জলে লেখন
হাসু , নকশী কাথার মাঠ
ডালিম কুমার, কাফনের মিছিল
সখিনা , সোজন বাদিয়ার ঘাঁট
সূচয়নী , রাখালীর মা
ভয়াবহ সেই দিনগুলোতে, রঙ্গিলা নায়ের মাঝি
এক পয়সার বাশি, মা যে জননী কাদে
ধানক্ষেত
বালুচর
মাটির কান্না

***জীবনানন্দ দাশ**

সতীর্থ তার জলপাইহাটী নিবাসী বান্ধবী কবিতার কথায় তার ছোট বোন কল্যানীকে মাল্যদান করল
উপন্যাসঃ
জলপাই হাটি
সতীর্থ
কল্যানী
মাল্যদান
প্রবন্ধঃ কবিতার কথা
কাব্যঃ
এই মহাপৃথিবীর মাঝে বেলা অবেলা কালবেলায় সাতটি তারার তিমিরে রুপসী বাংলার মেয়ে বনলতা সেন কুড়িয়ে পাওয়া ঝরা পালকটি ধূসর পান্ডুলিপির ভেতর যত্ন করে রাখল
রুপসী বাংলা
বনলতা সেন
ধূসর পান্ডুলিপি
ঝরাপালক
বেলা অবেলা কালবেলা
সাতটি তারার তিমির
মহা পৃথিবী

***মীর মশাররফ হোসেন**

প্রহসনঃ ভাইয়ে ভাইয়ে ফাঁস কাগজে একি করল ? এর উপায় কি?
ভাই ভাই এই তো চাই
একি
এর উপায় কি

ফাঁস কাগজ
নাটকঃ
বেটা বসন্ত জমিদার
বে – বেহুলা গীতাভিনয়
টা- টালা অভিনয়
বসন্ত – বসন্ত কুমারী
জমিদার – জমিদার দর্পন
উপন্যাস:
রত্নাবতী বিষাদসিন্ধুর পানে তাকিয়ে থাকা উদাসীন পথিকের মনের কথা বুঝতে পেরে বাঁধা খাতাটি গাজী মিয়ার বস্তানীতে রাখলেন।
রত্নাবতী – বাংলা সাহিত্যের মুসলমান রচিত ১ম উপন্যাস
বিষাদসিন্ধু
গাজীমিয়ার বস্তানী
বাঁধা খাতা
উদাসীন পথিকের মনের কথা

*** কায়কোবাদ**

কাব্য
অমিয়ের সাথে কুসুমের আর দহরম মহরম নেই বিরহ চলছে। তাই সে মহাশ্মশানের শিব মন্দিরে অশ্রুমালা বিসর্জন দিল
অমিয়ধারা
কুসুমকানন
মহরম শরীফ
বিরহ বিলাপ
শিব মন্দির
অশ্রুমালা
মহাশ্মশানঃ মহাকাব্য
বাংলা সাহিত্যের মুসলমান কতৃক রচিত ১ম মহাকাব্য। মহাশ্মশান ১৯০৩ সালে রচিত হয়। এটি পানি পথের তৃতীয় যুদ্ধ নিয়ে রচিত
বিহারীলাল চক্রবর্তীর- পত্রিকা ও কাব্য মনে রাখার সহজ উপায়
বিহারীলাল চক্রবর্তী-ভোরের পাখি
বিহারীলাল চক্রবর্তী-গীতিকবিতার জনক
বিহারীলাল চক্রবর্তী-রবিঠাকুরের কাব্য গুরু
পত্রিকাঃ
অবোধ বন্ধু বিহারীলাল সাহিত্য সংক্রান্তিতে পূর্নিমার হাত ধরে বসে আছে
অবোধ বন্ধু
সাহিত্য সংক্রান্তি
পূর্নিমা
কাব্যঃ
বংগ সুন্দরী সারদার সংগীতের প্রতি নিসর্গ প্রেম তার স্বপ্ন ও মনে সাধের আসন গেড়ে বসেছে
বংগ সুন্দরী
সারদা মঙ্গল
সংগীত শতক
নিসর্গ সন্দর্শন
প্রেম প্রবাহিনী
স্বপ্ন দর্শন
সাধের আসন

***রবি ঠাকুর**

পোস্টমাস্টার কাবুলিওয়ালা দেনা পাওনার কর্মফলে হৈমন্তির দিদির পত্র রক্ষা করতে পারল না
ছোট গল্প
পোস্টমাস্টার
কাবুলিওয়ালা
দেনা পাওনা
কর্মফল
হৈমন্তি
দিদি
পত্র রক্ষা
দূর আশায় দৃষ্টিদান করে ল্যাবরেটরীর অধ্যাপক তার নষ্টনীড় জীবনের শেষের রাত্রির শেষ কথার সমাপ্তি টেনে স্ত্রীর কাছে পত্র লেখেন
প্রেমের গল্প
ল্যাবরেটরী
অধ্যাপক
নষ্টনীড়

শেষ রাত্রি
সমাপ্তি
স্ত্রীর পত্র
একরাত্রি
দূর আশা
দৃষ্টিদান

***আল –মাহমুদ**

কাব্যঃ
কালের কলসে হারিয়ে যাওয়া লোক-লোকান্তরে প্রচলিত কাহিনী –বখতিয়ারের ঘোড়ায় সোনালী কাবিন চাপিয়ে আল-মাহমুদ এক চক্ষু হরিণ শিকার করেছিলেন
লোক লোকান্তরে
কালের কলস
সোনালী কাবিন
বখতিয়েরের ঘোড়া
একচক্ষু হরিণ
উপন্যাস
আগুনের মেয়ে সুন্দর পুরুষকে দেখে তার ডাহুকী রুপ ধারন করেছিল
ডাহুকী
আগুনের মেয়ে
পুরুষ মেয়ে
গল্পঃ পানকৌড়ির রক্ত

ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত উত্তর:

১৭৯২ খ্রিঃ বেনারসে কে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন?
জোনাথন ডানকান।
১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে কোলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজের বর্তমানে কি নামে পরিচিত?=প্রেসিডেন্সি কলেজ।
১৮৮২ খ্রিঃ দমন মূলক দেশীয় সংবাদপত্র আইন কে প্রত্যাহার করেন?
= লর্ড রিপন।
১৯৩৭ খ্রিঃ। লখনোতে 'সারা ভারত মুসলিম লিগের' বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি রুপে জিন্না 'জাতীয় কংগ্রেস' কে কী বলে উল্লেখ করেন?
=হিন্দুদের সভা।
১৯৪৬ খ্রি অন্তর্বর্তী সরকারের মুসলিম লিগ নেতা কে ছিলেন?= লিয়াকত আলি।
১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস কী?=মুসলি ম লিগ সরকারের বিরুদ্ধে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' ডাক দেয় ১৬ই আগস্ট। এটি ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস
১৯৪৭ সালে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হতে চায়নি এমন দুটি রাজন্যসাসিত রাজ্যের নাম লেখো।
১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে নাগা জাতীয় কাউন্সিলের সর্বসম্মত সভাপতি কে নির্বাচিত হন?=ফিজো
১৯৫১ সালে NEFA বলতে কোন অঞ্চলকে বোঝায়?= নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার এজেন্সি।
A nation in making' কার লেখা?= সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
All white commission' কাকে বলা হয়?
=সাইমন কমিশনকে।
C.R.Martin কার ছদ্ম নাম?=মানবেন্দ্র নাথ রায়।
Gathering storm গ্রন্থের লেখক কে?
=চার্চিল।
GCPI-এর পুরু নাম কী?= জেনারেল কমিটি অব্ পাবলিক ইন্সট্রাকশন।
ILO বলতে কী বোঝো?= Internationl Labour Organization
INA-এর সম্পুরন নাম কি?= ইন্ডিয়ান

ন্যাশনাল আর্মি।
Life divine গ্রন্থের রচ্যিতা কে?=শ্রী অরবিন্দ ঘোষ।
M.N.Roy(মানবেন্দ্র নাথ রাঁইয়)-এর আসল নাম কি?= নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।
Man making religion -এর প্রচারক কে?=
MEIN KEMPF-এর রচয়িতা কে?= হিটলার।
N.E.F.A- কী?= নর্থ ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার এজেন্সি।
NATO-এর পুরো নাম কী?=North Atlantic Trity Organization(নর্থ আটলান্টিক ত্রিয়েটি অর্গানাইজেসন)
NEFA পুরো নাম কী?=North Eastern frontier Agency(নর্থ ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার এজেন্সি)
NEFA-এর পুরু নাম কী?=নর্থ ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার এজেন্সি।
Now or never-ইস্তাহার কার রচনা?= চৌধুরী রহমত আলি।
Poverty and un-British rule in India-গ্রন্থের লেখক কে?= দাদাভাই নৌরজি।
SEATO কে গঠন করেন?= মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
Soul of India(ভারতের আত্মা)-গ্রন্থটির রচয়িতা কে?=মহাত্মা গান্ধি।
The blue mutiny'-গ্রন্থের রচয়িতা কে? =ব্লেয়ার কিং।
The Indian Struggle-গ্রন্থটি কে রচনা করেন?= সুভাসচন্দ্র বসু।
TISCO-এর প্রতিষ্ঠাতা কে?= জামসেদজি টাটা।
UNO-এর পুরু নাম কি?= ইউনাইটেড নেশন্স অর্গানাইজেস্ন।
Welth politik- গ্রন্থটির লেখক কে? =অটোভন বিস্মার্ক।
White Man's Burden তত্ব কারা প্রচার করেন?=ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীগণ।
WHO-এর পুরু নাম কী?= ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেসন।
অক্ষচুক্তি কাদের মধ্যে হয়?= রোম-বার্লিন- টোকিও।
অক্ষশক্তি কাদের বলা হয়?= ইতালি-জার্মানি-জাপান।
অঙ্গরাজ্যের প্রকৃত শাসক কে?= মুখ্যমন্ত্রী।
অনুশীলন সমিতি কবে স্থাপিত হয়? =১৯০২খ্রিঃ।
অনুশীলন সমিতি কে প্রতিষ্ঠা করেন? =সতীসচন্দ্র বসু।
অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা কে?= প্রমথনাথ মিত্র।
অনুশীলন সমিতির সভাপতি কে ছিলেন?= সতীশচন্দ্র বসু।
অভিনব ভারত কে প্রতিষ্ঠা করেন?= গণেশ সাভারকর ও বিনায়ক সাভারকর।
অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়ন কে প্রতিষ্ঠা করেন?=হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও।
অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি কে স্থাপন করেন?= শচীন্দ্র প্রসাদ বসু।
অ্যাসেস অন ইন্ডিয়ান ইকোনমিক গ্রন্থটির রচয়িতা কে?= মহাদেব গোবিন্দ রানাডে।
অর্থনৈতিক লুন্ঠন তত্ব কে প্রচার করেন?=১৯২২ খ্রিঃ।
অর্ধনগ্ন ফকির'- নামে কে পরিচিত?= মহাত্মা গান্ধি।
অস্ট্রিয়ার যুবরাজ আর্কডিউক

ফার্ডিনান্দকে কে হত্যা করেন?=
ম্যাভরিলো প্রিন্সেপ।
অসম এসোসিয়েশন কত খ্রিষ্টাব্দে
প্রতিষ্ঠিত হয়?=
অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্ব
দিয়েছিলেন এমন দুজন মহিলার নাম
লেখো।= বাসন্তী দেবী ও
সরোজিনী নাইডু
আইন অমান্য আন্দোলনের দুজন নারী
নেতৃর নাম করো।= সরোজিনী নাইডু ও
বাসন্তী দেবী।
আইন অমান্য আন্দোলনের সময় ভারতের
গভর্নর জেনেরেল কে ছিলেন?= লর্ড
আরুউইন
আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাপতিদের
বিচার কোথায় হয়েছিল?=
লাল্কেল্লায়।
আজাদহিন্দ সরকার কোথায়, কবে
প্রতিষ্ঠিত হয়?=
আটলান্টিক সনদ কবে স্বাক্ষরিত হয়?=
১৯৪১ খ্রিঃ।
আত্মসমর্পণের দলিল কবে জার্মানি
স্বাক্ষর করে?=১৯১৮ খ্রিঃ, ১১
নভেম্বর।
আত্মীয় সভা কখন প্রতিষ্ঠিত হয়?= ১৮১৫
খ্রিঃ।
আত্মীয় সভা কে গঠন করেন?
=রাজারাম্মোহন রায়।
আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারপতির
সংখ্যা কত?= ১৫ জন।
আন্তর্জাতিক বিচারালয় কোথায়
অবস্থিত?=নেদারল্যান্ড এর দ্যা হেগ-
এ।
আনন্দমঠ উপন্যাসের রচয়িতা কে?=
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
আনশ্লুজ নীতি কী?= অস্ট্রিয়া দখলের
জন্য হিটলার কর্তৃক গৃহীত নীতি।
আনশ্লুজ নীতি কে প্রচার করেন?=
হিটলার।
আনস্লুস নীতির দ্বারা হিটলার কোন্
দেশ দখল করতে চেয়েছিলেন?=
অস্ট্রিয়া।
আবান্তি পত্রিকার সম্পাদক কে?
=মুসোলিনি
আবিসিনিয়া কোন মহাদেশে
অবস্থিত?= আফ্রিকা মহাদেশে।
আবিসিনিয়ার রাজধানীর নাম কী?=
আদ্দিস আবাবা ।
আমার সংগ্রাম গ্রন্থটি কার লেখা?=
হিটলার।
আমার স্বপ্নের ভারত(The India of my
dreams) কে বলেছিলেন?=ডঃ আব্দুল
কালাম।
আমেদাবাদ কটন টেক্সটাইল কে গঠন
করেন?=গান্ধিজি।
আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা কে?=
স্বামী দয়া নন্দ সরস্বতী।
আর্যসমাজ কত সালে ‘ সারা ভারত
শুদ্ধি সভা’ গঠন করেন?=১৮৭৭
আলি ভ্রাতৃদ্বয় কাদের বলা হয়?= মহম্মদ
আলি ও শওকত আলি।
আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় রাজসাক্ষী
কে ছিলেন?= নরেন গোঁসাই।
আলীগড় আন্দোলনের প্রবর্তক কে?=
স্যার সৈয়দ আহমদ্ খান।
আলীগড় কলেজের প্রথম অধক্ষ্য কে
ছিলেন?=স্যার থিওডর বেক।
আসাম অ্যাসোসিয়েশন কবে
প্রতিষ্ঠিত হয়?=১৯০৫ খ্রিঃ।
আসামে সার্বজনিক সভা কে গঠন
করেন?= জগন্নাথ বড়ুয়া।

আসামের কোন্ অঞ্চল গণভোটের মাধ্যমে পুর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হয়?= সিলেট।
আসামের কোন কোন পাহাড় নিয়ে মেঘালয় রাজ্য গঠিত হয়?= লুসাই পাহাড়, উত্তর কাছার, গারো পাহাড়, খাসি, জয়ন্তিয়া পাহাড়।
আসামের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন? =গোপী নাথ বরদলই ।
ইউনিয়ন অব ডেথ কী?= একটি সন্ত্রাসবাদী দল।
ইউরোপের ইতিহাসে জলভিবাজিকা কোন যুদ্ধকে বলা হয়?=
ইউরোপের কোন্ দেশে প্রথম ফ্যাসিবাদের জন্ম হয়?=ইতালিতে।
ইউরোপের রুগ্নমানুষ কাকে বলা হয়? =তুরস্ক।
ইকনমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া গ্রন্থটির কে রচনা করেন?=রমেশচন্দ্র দত্ত।
ইকবাল কে ছিলেন?=একজন উর্দু কবি, যিনি সারে জাহাসে আচ্ছা গান রচনা করেছিলেন।
ইটালি কবে আবিসিনিয়া দখল করেন? = ১৯৩৬ খ্রিঃ।
ইতালিতে কার্বোনারি দলের প্রতিষ্ঠাতা কে?=ম্যাৎসিনি।
ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?= ড. বি. আর আম্বেদকর।
ইন্ডিয়া লিগের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?=
ইন্ডিয়া হাউস কে প্রতিষ্ঠা করেন?= শ্যামজি কৃষ্ণ বর্মা।
ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির প্রতিষ্ঠাতা কে?= সুর্য্যসেন।
ইন্দো চীনের বর্তমান নাম কী?= ভিয়েতনাম।
ইন্দোনেশিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতির নাম কি?= ড. সুকর্ন।
ইয়ং ইটালি কে গঠন করেন? =ম্যাৎসিনি ।
ইয়ং ইন্ডিয়া গ্রন্থের লেখক কে ছিলেন?= লালালাজপত রায়।
ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকার সম্পাদক কে?= মহাত্মা গান্ধি।
ইয়ং ইন্দিয়া বইটি কে রচনা করেছিলেন?= মহাত্মা গান্ধি।
ইয়ং বেঙ্গল দলের মুখপত্রের নাম কী? =পার্থেনন ।
ইয়ংবেঙল কাদের বলা হয়?= ডিরজিওর অনুগামীদের।
ইয়ংবেঙল দল কে গঠন করেন?= ডিরোজিও।
ইয়াল্টা সম্মেলন কবে অনুষ্ঠিত হয়?= ১৯৪৫ খ্রিঃ।
ইল দুচে কার উপাধি ছিল? =মুসোলিনি।
ইলবার্ট বিল কে চালু করেন?=স্যার ইল্বার্ট।
ঈশ্বরচন্দ্রের রচিত একটি গ্রন্থের নাম লেখো।=বর্ণপরিচয়।
উকিল নেহি দলিল নেহি- কথাটি কে কার স্সম্পর্কে বলেছেন?= রাওলাট আইন বিষয়ে মহাত্মা গান্ধি।
উকিল নেহি দলিল নেহি- কথাটি কে বলেছেন?= মহাত্মা গান্ধি।
উনিশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের আধুনিক মানুষ কাকে বলা হয়?= রাজারাম্মোহন কে।
একজন সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদী

নেতার নাম করো?= বাসুদেব বলবন্ত ফাদকে।
এশিয়াটিক সোসাইটি কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?=১৭৮৪ খ্রিঃ।
এশিয়াটিক সোসাইটি কে কবে প্রতিষ্ঠা করেন?= স্যার উইলিয়াম জোন্স। ১৭৮৪ খ্রিঃ।
ঐক্যবদ্ধ জার্মানির সিংহাসনে প্রথম কে বসেন?=
কংগ্রেসের কোন অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়?=নাগপুর অধিবেশনে।
কংগ্রেসের কোন অধিবেশনে ভারত ছাড়ো প্রস্তাব গৃহীত হয়?=বোম্বাই অধিবেশনে।
কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে কে সভাপতিত্ব করেন?= বদরুদ্দিন তায়েবজি।
কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতি কে?= দাদাভাই নৌরজি
কখন ও কোন্ আইনের দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়?=
কখন ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তর করা হয়? =১৯১১ খ্রিঃ।
কত খ্রিষ্টাব্দে 'অসম এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হয়?=১৯০৫
কত খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়?= ১৮৩৫ খ্রিঃ।
কত খ্রিষ্টাব্দে খিলাফত দিবস পালিত হয়?=১৯১৯ খ্রিঃ। ১৭ অক্টোবর।
কত খ্রিষ্টাব্দে জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল ক্রে?=১৯৩১ খ্রিঃ।
কত খ্রিষ্টাব্দে ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পায়?= ১৯৭২ খ্রিঃ।
কত খ্রিষ্টাব্দে ত্রিপুরায় প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয়?= ১৯৫১-৫২ খ্রি।
কত খ্রিষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয়েছিল?=১৯১৮খ্রিঃ।
কত খ্রিষ্টাব্দে মন্তেগু চেমস্ফোর্ট সংস্কার আইন পাশ হয়?=১৯১৯ খ্রিঃ।
কত খ্রিষ্টাব্দে মনিপুর পুর্নরাজ্যের মর্যাদা লাভ করে?= ১৯৭২ খ্রিঃ।
কত খ্রিষ্টাব্দে রিফরম্ অ্যাক্ট চালু হয়? = ১৮৩২ খ্রিঃ।
কত খ্রিষ্টাব্দে সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ হয়?= ১৮২৯ খ্রিঃ।
কত খ্রিস্টাব্দে ত্রিশক্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়?=১৮৮২ খ্রিঃ
কত খ্রিস্টাব্দে মন্টেগো চেমসফোর্ট সংস্কার আইন পাশ হয়?=১৯১৯খ্রিঃ।
কত সালে কলকাতা থেকে দিল্লিতে ভারতের রাজধানী স্থানান্তর করা হয়?= ১৯১১ খ্রিঃ।
কত সালে গদর পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়?= ১৯১৩ খ্রিঃ।
কত সালে নৌ বিদ্রোহ ঘটে?=১৯৪৬ খ্রিঃ।
কত সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংগঠিত হয়? =১৯১৪-১৯১৮ খ্রিঃ।
কত সালে বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হয়?= ১৯০৫ খ্রিঃ ১৬ ও
কত সালে মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠিত হয়? =১৯০৬ খ্রিঃ ১৬ই অক্টোবর।
কত সালে সতীদাহপ্রথা উচ্ছেদ হয়? =১৮২৯ খ্রিঃ।
কবে কাদের মধ্যে মিউনিখ চুক্তি সম্পাদিত হয়?= মুসোলিনির উদ্যোগে এংলান্দ-ফ্রান্স-জার্মানির মধ্যে।
কবে কার সভাপতিত্বে কংগ্রেসের ৩য় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়?=বদরুদ্দিন

তায়েবজি ১৮৮৭খ্রিঃ।
কবে খিলাফত দিবস পালিত হয়?=১৯১৯ খ্রিঃ ১৭ অক্টোবর।
কবে প্রতক্ষ্য সংগ্রামের ডাক দেওয়া হয়?= ১৯৪৬ খ্রিঃ ১৬ ই আগস্ট।
কবে পাকিস্তানের জন্ম হয়?= ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট।
কবে ভগৎ সিং এর ফাঁসি হ্য?=১৯৩১
কবে ভারতের স্বাধীনতা আইন পাশ হয়?= ১৯৪৭ খ্রিঃ ৪ ঠা জুলাই ।
কবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা রাষ্ট্রসংঘ গঠিত হয়?= ১৯৩৯ খ্রিঃ।৩ সেপ্টেম্বর।
কবে সমাজতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শব্দ দুটি সংবিধান প্রস্তাবনায় যুক্ত হয়?= ১৯৭৬ খ্রিঃ ৪২ তম সংবিধান সংশোধনীতে।
কবে সেরাজেভো হত্যাকাণ্ড ঘটনা ঘটে?=১৯১৪ খ্রিঃ।
কয়টি রাষ্ট্রকে নিয়ে প্রথম সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠিত হয়?= ৫১ টি।
ক্যাবিনেট মিশন কবে ভারতে আসে? = ১৯৪৬ খ্রিঃ।
করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে উক্তিটি কার।= মহাত্মা গান্ধি।
কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি কত খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়?= ১৭৮৪ খ্রিঃ।
কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র কে?=চিত্তরঞ্জন দাশ।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?=১৮৫৭ খ্রিঃ।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য্য কে?= স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ।
কলকাতা মাদ্রাসা কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?=১৭১৮ খ্রিঃ।
কলকাতা মাদ্রাসা কে প্রতিস্থা করেন?=ওয়ারেন হেস্টিংস
কলকাতা মেডিকেল কে প্রতিষ্ঠা করেন? = জন টেইলর
কলকাতা মেডিকেল কলেজ কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?=১৮৩৫খ্রিঃ।
কৃষক প্রজা পার্টি কে গঠন করেন? =ফজলুল হক।
কাই- জার- হিন্দ উপাধিতে কে ভূষিত হন?= মহাত্মা গান্ধি।
কাকে বাংলার বিপ্লববাদের জনক বলা হয়?= প্রমথ নাথ মিত্র কে।
কাকে ভারতীয় বিপ্লববাদের জনক বলা হয়?= বাসুদেব বলবন্ত ফাদকে।
কাকে ভারতীয় বিপ্লববাদের জননী বলা হয়?=মাদাম কামা।
কাকে ভারতীয় সংবিধানের জনক বলা হয়?= বি. আর. আম্বেদকর।
কাকে ভারতের জাতির জনক বলা হয়? = মহাত্মা গান্ধি।
কাকে ভারতের বিস্মার্ক বলা হয়?= সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল।
কাকে ভারতের মহান বৃদ্ধ বলা হয়?= দাদাভাই নৌরজী।
কাকে রাস্ট্রগুরু উপাধিতে ভূষিত করা হয়?= সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
কার আমলে জার্মানিতে শিল্পবিপ্লব ঘটে?=ফ্রেডারিখ তৃতীয়।
কার উদ্যোগে রাশিয়ার তাসখন্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়? =মানবেন্দ্রনাথ রায়।
কার জন্মদিনটি আন্তর্জাতিক অহিংসা দিবস হিসাবে পালিত হয়?

= মহাত্মা গান্ধি।
কার নেতৃত্বে 'ওয়াংশো চুক্তি সংস্থা' কবে গঠিত হয়?=১৯৫৫- সোভিয়েত ইউনিয়ন এর নেতৃত্বে।
কার নেতৃত্বে চীনে সমাজতন্ত্র প্রতির্ষ্ঠিত হয়?= মাও সে তুং।
কার নেতৃত্বে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রথম মন্ত্রীসভা গঠিত হয়?= সুখময় সেনগুপ্ত।
কার স্বাক্ষরের ফলে গণ পরিষদে সংবিধান পাশ হয়?=রাজেন্দ্র প্রসাদ
কার সভাপতিত্বে বার্লিন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়?= রিবেনট্রপ ।
কার সম্পাদনায় 'হিন্দুপেট্রিয়ট' পত্রিকা সম্পাদিত হয়?=হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
কার্বোনারি দলের দুজন নেতার নাম লেখো।= মাৎসিনি, ও গ্যারিবল্ডি
কার্বোনারী দলের প্রতিষ্ঠাতা কে?= লেনিন।
কার্লাইল সার্কুলার কে জারী করেন?=সি.ডব্ল.কার্লাইল।
কারা কবে কাবুলে মুক্ত ভারত সরকার গঠন করেছিলেন?=১৯১৫ খ্রিঃ মৌলানা বরকতুল্লা ও রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ।
কারা কবে মিত্রমেলার প্রতিষ্ঠা করেন?=গণেশ সাভারকর ও দামোদর সাভারকর। ১৮৯৯ খ্রিঃ।
কালো গান্ধি(Black Gandhi)- কাকে বলে?"= ড. নেলসন মেন্ডেলা।
কে ইটালিতে ইলদুচে বা একনায়ক হিসাবে পরিচিত?= মুসোলিনি।
কে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনকে তিনদিনের তামাসা বলেছেন?= অশ্বিনী কুমার দত্ত।
কে গান্ধি বুড়ি নামে খ্যাত?= মাতঙ্গিনী হাজরা।
কে গান্ধীজীকে মহাত্মা নামে অভিহিত করেন?= রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
কে চৌদ্দদফা দাবী পেশ করেন?= মহম্মদ আলি জিন্নাহ।
কে ঝাঁসি বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন?=লক্ষ্মী স্বামিনাথন।
কে দেশীয় ভাষায় সংবাদ পত্র আইন পাশ করেন?=লর্ড লিটন।
কে নাইট উপাধি ত্যাগ করেন? =রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
কে নিজেকে ইলদুচে হিসেবে ঘোষণা করেন?=মুসোলিনি।
কে প্রথম পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব দেন?= মহম্মদ ইকবাল।
কে প্রথম মুসলমান রাষ্ট্রের ধারণা ব্যক্ত করেন?= মহম্মদ ইকবাল।
কে ব্ল্যাকশার্ট বাহিনী গঠন করেন্?= মুসোলিনি।
কে বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠা করেন?=প্রফুল্লচন্দ্র রায়।
কে ভারতের মহান বৃদ্ধ নামে পরিচিত?=দাদাভাই নওরোজি।
কে মুসোলিনিকে কে প্রধান মন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করেন?=ভিক্টর ইমানুয়েল।
কে রাখিবন্দন উৎসব প্রবর্তন করেন?= রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
কে শুদ্ধি আন্দোলন প্রবর্তন করেন?= স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী।
কে শের-ই-বঙ্গাল নামে পরিচিত?= আব্দুল কাসেম ফজলুল হক।
কে সিবাজি ও গণপতি উৎসবের সূচনা করেন?= বাল গঙ্গাধর তিলক।

কেশরী পত্রিকার সম্পাদক কে?=বাল গঙ্গাধর তিলক।

কোণ দেশে প্রথম শিল্প বিপ্লব হয়েছিল?=ইংল্যান্ড।

কোথায় প্রথম আণবিক বোমা ফেলা হয়?= হিরোশিমায়।

কোন অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র বসু প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়?= ত্রিপুরি কংগ্রেসের অধিবেশনে।

কোন আইনে ব্রিটিশ কোম্পানি সর্বপ্রথম শিক্ষাখাতে বার্ষিক একলক্ষ টাকা ব্যয়ের নির্দেশ দেয়?=১৮১৩ খ্রিঃ সনদ আইনে।

কোন্ আন্দোলনে কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করে? ঐ অধিবেশনের সভাপতি কে?=ড.

কোন আন্দোলনের সময় গান্ধিজি ব্রিটিশ প্রদত্ত কাইজার-ই-হিন্দ খেতাব বর্জন করেন?= ১৯২১ খ্রিঃ খিলাফত আন্দোলনের প্রাক্কালে।

কোন গ্রন্থটিকে নাৎসিবাদের বাইবেল বলা হয়?= মেইন ক্যাম্প।

কোন দেশ প্রথম পরমাণু বোমা ব্যবহার করে?= আমেরিকা।

কোন্ পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাংলায় একটি বিপ্লবী দল গড়ে অথেছিল?= যুগান্তর পত্রিকা।

কোন পত্রিকায় প্রথম জাতীয় কংগ্রেস কথাটি ব্যবহার করা হয়?=

কোন্ পত্রিকায় প্রথম বয়কট আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়?=সঞ্জীবনী পত্রিকায়।

কোন্ বছর ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু হয়?=১৯৪২ খ্রিঃ।

কোন্ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতি ঘোষণা করেন?= রামসে ম্যাকডোনাল্ড।

কোন্ বিপ্লবী চার্লস টেগার্টকে হত্যা করতে ভুলবশত আর্নেস্ট ডে কে হত্যা করেন?= গোপীণাথ সাহা।

কোন যুদ্ধে প্রথম পারমানবিক বোমা ব্যবহার করা হয়?= দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে।

কোন সনদ আইনে ভারতে শিক্ষাবিস্তারের জন্য বার্ষিক ১ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়?=১৮১৩ খ্রিঃ।

কোন সন্ধিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল?= ভার্সাই সন্ধি

কোন সাম্রাজ্যবাদী দেশ প্রথম পরমাণু বোমা ব্যবহার করে?=আমেরিকা।

কোলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা কে?= স্যার উইলিয়াম জোন্স।

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?=১৮৫৭খ্রিঃ।

কোলকাতা মাদ্রাসা কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?= ১৭৮১ খ্রিঃ।

কোলকাতা মেডিক্যাল কলেজ কবে স্থাপিত হয়?= ১৮৫৭ খ্রিঃ।

খুলনায় মুকুট হীন রাজা কাকে বলা হয়?=

খলিফা কাদের বলা হয়?= তুরস্কের শাসক।

খিলাফত আন্দোলনের দুজন নেতার নাম করো।= শওকত আলি ও মহম্মদ আলি।

খিলাফত দিবস কবে পালিত হয়?= ১৯১৯ খ্রিঃ ১৭ অক্টোবর।

খোদা-ই-খিদমদৎগার দলের প্রতিষ্ঠাতা কে?= খান আব্দুল গফর খান।

গণপতি ও সিবাজি উৎসব কে চালু

করেন?= বাল গঙ্গাধর তিলক।
গণপরিষদের প্রথম স্থায়ী সভাপতির নাম কী?= ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ।
গণপরিষদের প্রথম সদস্য সংখ্যা কত ছিল? = ৩৮৯ জন।
গণেশ বিসু পিংলে কে ছিলেন?= গদর পার্টির একজন নেতা।
গদর’ কথার অর্থ কী?=বিপ্লব
গদর পার্টি কোথায়(কোন দেশে) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?= আমেরিকার সানফ্রানসিসকো শহরে।
গদর পার্টির প্রতিষ্ঠাতা কে?= লালা হরদয়াল।
গান্ধি-আর উইন চুক্তি কবে স্বাক্ষরিত হয়?=১৯৩১খ্রিঃ।
গান্ধিজি কখন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন?= ১৯১৫ খ্রিঃ।
গান্ধিজি কবে কাই-জার-ই-হিন্দ খেতাব বর্জন করেন?=অসহযোগ আন্দোলনের সময়।
গান্ধিজি কবে খেঁদা সত্যাগ্রহ শুরু করেন?=
গান্ধী বুড়ী কাকে বলা হয়? =মাতঙ্গিনী হাজরা।
গান্ধীজীর রাজনৈতিক গুরু কে?= গোপাল কৃষ্ণ গোখলে।
চম্পারন সত্যাগ্রহ (১৯১৭) কার নেতৃত্বে সংগঠিত হয়?=মহাত্মা গান্ধি।
চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় কাদের হত্যা করেছিলেন?=
চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় কারা?= দামোদরহরি চাপেকার ও বালকৃষ্ণ চাপেকার।
চার্চিল কে ছিলেন?= ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী।
চার্লস উড কে ছিলেন?= বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি।
জাতি সংঘের প্রতিষ্ঠা দিবস কবে?= ১৯২০ খ্রি, ১০ জানুয়ারি।
জাতিপুঞ্জের প্রধান অঙ্গটির নাম কী?=
জাতিপুঞ্জের বর্তমান মহাসচিব কে?= বান- কি- মুন।
জাতিপুঞ্জের শিক্ষা, বিজ্ঞান, এবং সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা সংক্ষেপে কি নামে পরিচিত?= অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ।
জাতিসংঘ কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? =১৯১৯খ্রিঃ।
জাতিসংঘের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?=সুইজারল্যান্ড জেনেভায়।
জাতিসঙ্গের প্রথম মহাসচিব কে ছিলেন?=স্যার এরিক ড্রুমণ্ড ।
জাতিসঙ্ঘ কখন স্থাপিত হয়?= ১৯২০
জাতীয় কংগ্রেস কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? =১৮৮৫ খ্রিঃ।
জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের তৃতীয় অধিবেশনের সভাপতি কে ছিলেন?= বদরুদ্দিন তায়েব্জি।
জাতীয় কংগ্রেসের কোন্ অধিবেশনে জন গন মন অধিনায়ক গানটি গাওয়া হয়?=১৯১১ খ্রিঃ ২৭ ডিসেম্বর, কোলকাতা অধিবেশনে।
জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিস্থাতা কে ছিলেন?= এ. ও. হিউম।
জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে কে সভাপতিত্ব করেন?= উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম মুসলিম

সভাপতি কে ছিলেন?=বদরুদ্দিন
তায়েব্জি।
জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম মহিলা
সভাপতির নাম কী?=অ্যানিবেসান্ত।
জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি
কে?=উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা
কে?=অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম।

৮ম শ্রেনীর - বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় : তথ্য - পিডিয়া বই এর একটি অংশ 🙂

.

১। বাংলায় স্বাধীন সুলতানি আমল স্থায়ী হয়েছিলো - ২০০ বছর

২। বাংলায় অসহযোগ আন্দোলনের মূলমন্ত্র ছিলো - স্বদেশী আন্দোলন

৩। ব্রিটিশ শাসনকালে নারী সমাজ ব্যাপকভাবে পিছিয়ে থাকার কারন - সামাজিক অনুশাসন

৪। সুবেদার সুজা ক্ষমতায় ছিলেন - ১১ বছর

৫। বাংলার রাজদরবারে ফার্সি হয় - সুলতানিদের সূত্রে

৬। পূর্ববঙ্গ বাংলাদেশের একটি পরিচয়। এই পরিচয় এর সাথে সম্পৃক্ত - বঙ্গভঙ্গ

৭। কাসিম বাজারে ওলন্দাজের ফেক্টরি ছিলো - সিল্কের

৮। ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ স্বাধীন সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন - বাংলায়

৯। ভাস্কো - ডা - গামা ভারতের কোন বন্দরে আসেন - কালিকট

১০। ফরাসিরা ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ হেরে কোথায় চলে যায় - ইন্দোচীনে

১১। শায়েস্তা খানের দৈনিক আয় - ২ লক্ষ টাকা

১২। বার্নিয়ার ছিলেন - ফরাসি পর্যটক

১৩। মুঘল সম্রাট আকবরের পুত্র - জাহাঙ্গীর

১৪। মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের ফলে বাংলা ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশ করে সৃষ্টি করেছিলো - জনমত

১৫। চন্দননগর ও চুঁচুড়ায় শক্ত ঘাটি গড়েছিল - পর্তুগিজ

১৬। বাংলা থেকে বেশি পুঁজি পাচার হয় - সুবেদার সুজাউদ্দিন এর আমলে

১৭। ঘন ঘন কৃষক বিদ্রোহ কোন মুঘল আমলে - সম্রাট জাহাঙ্গীর

১৮। ১৯৪০ সালের দ্বি- জাতিতত্বের ভারত বিভক্তি ফরমুলা - মুসলিম লীগের

১৯। ১৮২১ সালে মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কার হয় - শ্রীরামপুরে

২০। বৃটিশ সময়ে মুষ্টিমেয় জমিদার শ্রেনিকে বলা হতো - সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণী

২১। কোন জাতি বাংলা কারখানা স্থাপন করে ব্যবসা শুরু করেছিলো? - দিনেমার

২২। ভারত সচিব কত সদস্য বিশিষ্ট পরামর্শক সভা বা কাউন্সিলের মাধ্যমে ভারতে শাসনের ব্যবস্থা করেন? - ১৫ জন

২৩। ভাস্কো - ডা - গামা জাতিতে - পর্তুগিজ (কালিকূট বন্দরে)

২৪। বাংলায় দ্বৈত শাসন - লর্ড ক্লাইভ

২৫। আল বুকার্ক - দক্ষ নাবিক (ভারত মহাসাগর কর্তৃত্ব)

২৬। বাংলায় রাজপুতনা থেকে এসেছিলো - মারওয়াড়িরা

২৭। সম্রাট আকবরের সেনাপতি - মানসিংহ

২৮। স্বদেশী আন্দলনের সূত্র ধরে যা ঘটে তা হলো - স্বরাজ আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন

২৯। সেনরা বাংলায় এসেছিলো - দক্ষিণ ভারত হতে

৩০। বাংলার সাথে তুর্কির যোগাযোগ - ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজি

৩১। " ভাগ করো, শাসন করো " - নীতির প্রবক্তা? - ব্রিটিশরা

৩২। বৃটিশ মন্ত্রিসভা কর্তৃক কয়জন মন্ত্রীকে ভারত সচিব পদে মনোনীত করা হয়? - ১ জন

৩৩। বঙ্গীয় আইনসভা প্রতিষ্ঠানকালে কতো জন সদস্য ছিলো? - ১২ জন

৩৪। নবাব সিরাজ উদ্দৌল্লার রাজধানী - মুর্শিদাবাদ

৩৫। বার ভূইয়ারা প্রায়ই সবাই - রাজপুত বংশের

৩৬। কোন ইংরেজ সেনাপতি কলকাতা দখল করেন? - ওয়াটসন

৩৭। ১৬৮৬ সালে ইংল্যান্ড এর রাজা ছিলেন - দ্বিতীয় জেমস

৩৮। বাংলায় অসহযোগ আন্দোলনের মূলসূত্র - স্বদেশী আন্দোলন

৩৯। সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসনে বসে - ২২ বছর

৪০। স্বাধীন সুলতানি আমলের সুলতানরা ছিলেন না - বাঙালি

অধ্যায় দুই

৪১। বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে - ডাকসু, ছাত্রলীগ

৪২। মুক্তিযুদ্ধের সময় ফরিদপুর ও টাঙগাইল কতো নং সেক্টরে ছিলো? - ৮ ও ১১ নং,

৪৩। মুক্তিযুদ্ধেরর প্রথমদিকে মুজিবনগর সরকার এর মিশন ছিলো - ২ টি

৪৪। শ্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয় - ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ

৪৫। প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

৪৬। কাদেরিয়া বাহিনী - টাঙ্গাইল অঞ্চলের

৪৭। মুক্তিযুদ্ধে মোট সেক্টর - ১১ টি

৪৮। রাজশাহী সারদা পুলিশ লাইন আক্রমণ করা হয় - ২৭ মার্চ

৪৯। আকবর বাহিনী - মাগুরা অঞ্চলের

৫০। ১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় - ১০ ই এপ্রিল

৫১। আওয়ামীলীগ সর্বাত্মক আন্দোলন শুরু করে - পার্লামেন্টারি পার্টির বৈঠকে

৫২। বঙ্গবন্ধু, ভূট্টো ও ইয়াহিয়ার বৈঠক হয় - ঢাকায়

৫৩। ছাত্রলীগের বাঝাইকৃত কর্মীদের নিয়ে গঠিত - মুজিব বাহিনী

৫৪। ২৫ শে মার্চ জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগদানের ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর শর্ত ছিলো - ৪ টি

৫৫। অনিয়মিত বাহিনীর সরকারি নাম - মুক্তিযোদ্ধা

৫৬। শিল্পী জর্জ হ্যারিসন - ইংল্যান্ড এর

৫৭। বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন - আব্দুল হান্নান, মেজর জিয়া

৫৭। মুজিবনগর সরকারের কার্যক্রম - ২ ভাগে বিভক্ত

৫৮। ১৯৭০ সালো আওয়ামীলীগ ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানায় - গনরায়ের ভিত্তিতে

৫৯। ১৯৭১ সালে ইয়াহিয়া ঢাকা সফরে আসেন - ১৪ ই মার্চ

৬০। মুক্তিযুদ্ধে চিপ অব ষ্টাফ - লে: কর্ণেল রব (ডেপুটি - গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার)

৬১। ১৯৭১ সালে ৭ মার্চের জনসেবায় উপস্থিতি - ১০ লক্ষ প্রায়

৬২। অপারেশ সার্চ লাইট পরিকল্পনাকারী - ইয়াহিয়া খান

৬৩। অপারেশন সার্চলাইট অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু কে গ্রেফতার - রাত দেড়টায়

৬৪। আল শামসের কার্যক্রম - আল - বদর এর অধীন

৬৫। ঢাকার বাইরে অপারেশন সার্চ লাইট নেতৃত্ব - মেজর জেরারেল খাদিম হোসেন রাজা

৬৭। শহীদ সাবের ও আনোয়ার পাশা - সাহিত্যিক

৬৮। ইয়াহিয়া জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত করেন - ১ লা মার্চ, পুনরায়
- ২৫ মার্চ।।

৬৯। পাকদের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ - জয়দেবপুর

৭০। ঢাকায় গেরিলা বাহিনী পরিচিত - ক্রাক প্লাটুন

৭১। এমভি সোয়াত ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ - চট্টগ্রামে

৭২। বাংলাদেশের প্রথম মিশন - কলকাতায়

৭৩। মার্চ মাসে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় - ৩ তারিখে

অধ্যায় : ০৩

৭৪। কোন কাপড় দিয়ে বহু কাহিনী বা কিংবদন্তি সৃষ্টি হয় - মসলিন

৭৫। জাতীয় সঙ্গীত কোন সুরে গাই - বাউল

৭৬। বাঙালি প্রথম কোন কোন সাহিত্যে কর্মের সন্ধান পায় - চর্যাপদ

৭৭। কান্তজীর মন্দির - দিনাজপুরে

৭৮। বাঙালি সমৃদ্ধ সংস্কৃতির অধিকারী - প্রাচীন জাতি

৭৯। চর্যাপদ আবিষ্কারক - পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

৮০। শাব্দিক অর্থ ছাড়াও চর্যাপদের বুঝতে হয় - ভাবার্থ

৮১। আমাদের দেশের মাটি - পলি মাটির

৮২। আলাওলের রচনা - পদ্মাবতী

৮৩। মুগা জাতীয় সিল্ক পরিচিত - পত্রোর্ণ

৮৪। প্রাচীকালে বাংলায় সুনাম ছিল - দুকূল কাপড়ের

৮৫। ভাস্কর্য স্বকীয়তা ও স্বাতন্দ্র্যে উজ্জ্বল এক প্রতিভার নাম - নভেরা আহমেদ

৮৬। যে গান হিন্দু - মুসলমান সবাই গেয়ে থাকে - বাউল, ভাটিয়ালি

৮৭। বাঙালি মুসলমান সমাজে নৃত্যচর্চার দ্বার উন্মেচন করেছিলেন - বুলবুল চৌধুরী

৮৮। কাজী নজরুল ইসলাম মাত্র কুড়ি বছরে গান রচনা করেন - ৬ হাজার

৮৯। পত্রোর্ণ নামে এন্ডি বামুগা জাতীয় সিল্ক তৈরি হতো - মগধ ও পান্ডে

৯০। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যির ইতিহাস রচনা করেন - ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ

৯১। স্থাপত্যকলায় গগনচুম্বী ভবন নির্মাণ পদ্ধতির প্রবর্তক, বিশ্বের বহু বিখ্যাত ভবন ও স্থাপনার নকশাকার - এফ. আর. খান

৯২। সাধারণ মানুষ গানের মাধ্যমে সাধনা করে - আধ্যাত্মিক

৯৩। শহরাঞ্চলে আসর হয় - খেউড় গানের

৯৪। বাংলার স্থাপত্য শিল্পে ইরানী প্রভাব - সুলতানি আমলে

৯৫। বাংলা কীর্তন গানের কাহিনী আসে - রাধা ও শ্রীকৃষ্ণ

৯৬। আমাদের জাতীয় সংগীতের সুর মূর্ছনা সৃষ্টি হয়েছে - রবি ঠাকুরের হাতে

৯৭। কোন সমাজে পুথি সাহিত্যির ব্যাপক কদর হয় - মুসলমান সমাজে

৯৮। জাতির মননের প্রতীক - বাংলা একাডেমী

৯৯। দুকূল কাপড় সুনাম - প্রাচীন কালে

১০০। ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, রাজশাহী বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম - বেসরকারি উদ্যোগে (বেসরকারি প্রতিষ্ঠান)

১০১। বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে ওঠা মনন চর্চার প্রতিষ্ঠান - শিশু একাডেমী

১০২। নাগরিক সঙ্গীতের বিকাশ ঘটে - হিন্দুস্থানীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রভাবে

১০৩। চিত্রকলায় পথিকৃৎ - জয়নুল আবেদীন

১০৪। নিধু বাবু - নাগরিক গানের জন্য বিখ্যাত

১০৫। ধর্মমঙ্গল লিখছেন - ঘনরাম

১০৬। বাংলাদেশে প্রচুর পোড়ামাটির কাজ রয়েছে - সোমপুর বিহারে

অধ্যায় : ০৪

১০৭। উত্তরা গনভবন - মূল্যবান স্থাপত্য কীর্তির নিদর্শন

১০৮। মোঘল যুগে সোনারগাঁ বিখ্যাত ছিলো - মসলিন শাড়ির জন্য

১০৯। শশীগজ অবস্থিত - ময়মনসিংহ

১১০। ১৯৫৭ সালের ভিক্টোরিয়া পার্কের পূর্ব নাম (ইংল্যান্ড রানীর নাম) - আন্টাঘর ময়দান

১১১। পানামা নগরে কোন বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ করা যায় - সুষ্ঠু নগর পরিকল্পনা

১১২। দিঘাপাতিয়ার জমিদার কোন এলাকার জমিদার - নাটোর

১১৩। মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ায় কোন জমিদারের বাড়ি - বালিয়াটির জমিদার বাড়ি

১১৪। শিয়া মুসলমানদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান - ইমামবাড়া

১১৫। আহসান মঞ্জিল কাদের প্রাসাদ নামে পরিচিত - ঢাকার নবাবদের

১১৬। ইটালীতে তৈরি মূর্তি কোন জাদুঘরে স্থান - ময়মনসিংহ

১১৭। ' প্রত্ন ' শব্দের অর্থ - প্রাচীন

১১৮। পানাম নগরের উত্তর পাশে ইমারত - ৩১ টি

১১৯। বলধার জমিদার - নরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী

১২০। সুলতানি আমলে বাংলার রাজধানী - সোনারগাঁ

১৩১। তাজহাট জমিদার প্রসাদ - রংপুরে

১৩২। পাথরের ফুলদানি কোন জাদুঘরে - ময়মনসিংহ

১৩৩। পানামা নগরে ইমারত সংখ্যা - ৫২ টি

১৩৪। কোন বাড়িতে লোকশিল্প জাদুঘর - সরদার বাড়ি

১৩৫। রঙ্গিন মোজাইকের -পানামা নগরী প্রতিষ্ঠিত হয় - উনিশ শতকে

১৩৬। কতো দশক পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসনের অধীন আমাদের থাকতে হয় - দু দশক

১৩৭। লালবাগ মসজিদটি পুরোনো ঢাকার কোন রোডে - হরনাথ ঘোষ রোডে

১৩৮। ইংরেজদের সমর্থক নবাব কে ছিলেন - আব্দুল গণি

১৩৯। বাংলাদেশের জাতীয় মন্দির - ঢাকেশ্বরী

অধ্যায় - ০৫

১৪০। - গারোদের পরিবার প্রধান - মা

১৪১। বাংলাদেশের কোন জাতিসত্তার গায়ের রং ঈষৎ লোক - চাকমা

১৪২। চাকমাদের মধ্য কারা বউচি খেলে - ছোট মেয়েরা

১৪৩। খাসিয়া জনগোষ্ঠীর অপর নাম - খাসি

১৪৪। গারো মহিলাদের নিজেদের তৈরি পোশাকের নাম - দকশাড়ি

১৪৫। কোন সমাজে রাজার পদটি বংশানুক্রমিক - চাকমা

১৪৬। চাকমারা বাঁশ ও বেদ দিয়ে তৈরি করে - বাদ্যযন্ত্র

১৪৭। সাঁওতাল বিবাহে অনুষ্ঠিত ' দোন ' ও ' ঝিকা ' কী - নাচ

১৪৮। চাকমা সমাজের মূল অংশ - পরিবার

১৪৯। কারা অলংকার পড়তে বেশি ভালোবাসে - সাঁওতালরা

১৫০। খাসিয়া কোন অঞ্চলের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা - সিলেট

১৫১। গারোদের বিশেষ খাদ্য - কঁচি বাঁশ গাছের গুঁড়ি

১৫২। কারা নিজেকে পোশাক তাঁত দিয়ে তৈরি করে - চাকমা

১৫৩। চাকমা সার্কেলের প্রধান কে - চাকমা রাজা

১৫৪। গারোরা সাধারণত নিজেদের কি নামে পরিচয় দিতে বেশি পছন্দ করে - মান্দি

১৫৫। সালজং বা সূর্য, ছোচুঁম গোয়েবা প্রভূতি দেবদেবীর পূজা করতো - গারোরা

১৫৬। চাকমা সমাজের ধর্মীয় অনুষ্ঠান - গৌতম বুদ্ধের জন্ম ও মৃত্যু দিবস

১৫৭। গারো সমাজের দল হলো - সাংমা ও মারাক

১৫৮। চাকমাদের বৌদ্ধ মন্দির কে কি বলে - কিয়াং

১৫৯। ভারতের কোন রাজ্যে কিছু সাওতাঁল বাস করে - পশ্চিমবঙ্গ

১৬০। কতোগুলো চাকমা পরিবার নিয়ে গঠিত হয় - আদাম

১৬১। গারোদের কাছে কচি বাঁশগাছের গুঁড়ির জনপ্রিয় নাম - মিউয়া

১৬২। বাংলাদেশের ক্ষুদ্রজাতিসত্তা - মঙ্গোলিয়া জনগোষ্ঠীর

১৬৩। চাকমাদের পাড়া বা মৌজা প্রধানকে বলা হয় - হেডম্যান

১৬৪। গারোরা বজ্র দেবতাকে - গোয়েরা বলে

১৬৫। গারোরা উৎপাদন করে - সবজি ও আনারস

১৬৬। চাকমা মেয়েদের পরনের কাপড়ের নাম - পিনোন

১৬৭। চাকমা সমাজের মূল অংশ - পরিবার

১৬৮। সাঁতালদের প্রধান খাদ্য - ভাত

১৬৯। সাঁওতালদের ধর্ম - হিন্দু ও খ্রিষ্টান

১৭০। কতোগুলো আদাম নিয়ে চাকমাদের - মৌজা গঠিত হয়।

১৭১। সাঁওতালরা - অষ্ট্রেলয়েড জনগোষ্ঠীর লোক

১৭২। মাটির ঘরে বাস করে - সাঁওতালরা

১৭৩। চাকমারা ভাতের সাথে খায় - মাছ, শাকসবজি

১৭৪। চাকমাদের প্রধান খাদ্য - ভাত

১৭৫। গারো সমাজের প্রধান কয়টি দল - পাঁচটি

১৭৬। কতোগুলো পাড়া নিয়ে গঠিত - মৌজা

১৭৭। কিয়াং বলতে বুঝায় - বৌদ্ধ ভিক্ষুদের

১৭৮। গারোরা ' চন্দ্র ' কে কী বলে ডাকে - ছোচুম

১৭৯। সার্কেল প্রধান চাকমা - চাকমা রাজা

অধ্যায় : ০৬

১৮০। বর্তমানে বাংলাদেশের সম্ভাবনা শিল্প - ওষুধ শিল্প

১৮১। কৃষি ভিত্তিক সমাজ গড়ে ওঠে - প্রাচীন যুগে

১৮২। বাংলাদেশেন পাহাড়ি অঞ্চল কতো ভাগ - ১০ ভাগ

১৮৩। বর্তমানে চিনিকল - ১৭ টি (আপডেট ১৫ টি)

১৮৪। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে বস্ত্রকল - ৮ টি

১৮৫। বর্তমানে দেশে কতো ধরনের প্রানিজ সম্পদের ব্যবহার রয়েছে - তিন ধরনের

১৮৬। দেশের মোট ভূমির বন - ১৬%

১৮৭। অতি অল্প সময়ে কোন শিল্পটি বৃহত্তম রপ্তানিমুখী - পোশাক শিল্প

১৮৮। বর্তমানে বাংলাদেশে বড় ও মাঝারি ধরনের কতটি সিমেন্ট কারখানা রয়েছে? - ১২ টি (আপডেট লাগবে)

১৮৯। বর্তমানে ইউরিয়া সার - কারখানা আছে ৬ টি

১৯০। প্রাণীজ সম্পদ কে কতো ভাগে ভাগ করা যায়? - ৩ ভাগে

অধ্যায় - ০৭

১৯১। পাকিস্তান ও থাইল্যান্ডে কিশোর অপরাধ - ৭ থেকে ১৮ বছর

১৯২। স্বাভাবিক ভাবে কৌতূহল প্রবণ - শিশুরা

১৯৩। বাংলাদেশ সরকার কতো সালের মধ্য নিরক্ষরতা দূর করতে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলো? - ২০১৪ সাল

১৯৪। আমেরিকার তথ্যপ্রযুক্তি খাতের কত ভাগ ভারতীয় দক্ষ জনশক্তির ওপর নির্ভরশীল? - ২৩%

১৯৫। জাতীয় জনসংখ্যা দিবস - ২ রা ফেব্রুয়ারি

অধ্যায় : ০৮

১৯৬। বায়ুমণ্ডলের গৌণ গ্যাস গুলো কি বলে - ওজোন স্তর

১৯৭। পৃথিবীর ফুসফুস - মহাসমুদ্র

(বি: দ্র : এই অধ্যায় এর বাকি অংশ ভূগোল পার্টে রয়েছে)

অধ্যায় : ০৯

১৯৮। শাসন বিভাগের প্রধান - রাষ্ট্রপতি

১৯৯। ১৯৭২ সালের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় মূলনীতি - ৪ টি

২০০। সরকারকে জাহাজের কীসের সঙ্গে তুলনা করা যায়- ইঞ্জিন

২০১। বাংলাদেশের সংসদ - এক কক্ষ বিশিষ্ট

২০২। সংবিধান রাষ্ট্র পরিচালনার - দলিল

২০৩। বাংলাদেশের আইন সভার নির্বাচিত সদস্য - ৩০০ জন

২০৪। রাষ্ট্রের মূল চালিকাশক্তি - সরকার

২০৫। জনগণের ভোটে পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকারকে কি বলে - প্রজাতন্ত্র

২০৬। কোন দেশের সরকারের সংবিধানের মাধ্যমে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্য ক্ষমতা বন্টন করা হয়? - যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত

২০৭। জাতি হিসাবে বাংলাদেশের জনগণ - বাঙালি

২০৮। রাষ্ট্র কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান - রাজনৈতিক

২০৯। সরকারের ধরন গুলোর ভিত্তিতে বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য - ৪ টি

২১০। সরকার রাষ্ট্রের কতোতম উপাদান - ৩য়

২১১। বাংলাদেশ সরকারের জনমত প্রকাশ করে সরকারের কোন বিভাগ - আইন বিভাগ

২১২। বাংলাদেশ সংবিধান প্রণীত হয় - ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৭২

২১৩। রাষ্ট্রের মূল চালিকা শক্তি - সরকার

২১৪। বাংলাদেশে কেমন সরকার বর্তমান - মন্ত্রিপরিষদ শাসিত

২১৫। গনতন্ত্রের কয়টি অঙ্গ - ২ টি

২১৬। ধর্মনিরপেক্ষতা রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করার উদ্দেশ্য কয়টি - ২ টি

২১৭। সুপ্রিম কোর্টের বিভাগ - ২ টি

২১৮। সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য - ১৪ টি

২১৯। জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন - ৫০ টি

২২০। চেয়ারম্যানসহ কতোজন সদস্য নিয়ে জেলা পরিষদ গঠিত - ২১ জন

২২১। বাংলাদেশের আইনসভার অফিসিয়াল নাম - জাতীয় সংসদ

২২২। এক ব্যক্তি বা এক দলের শাসন - একনায়কতন্ত্র

২২৩। ক্ষমতা বন্টনের নীতির উপর ভিত্তি করে গনতান্ত্রিক সরকার কে কতো ভাগে ভাগ করা যায়? - ২ ভাগে

২২৪। বাংলাদ্েশের সংবিধান বিভক্ত - ১১ ভাগে

২২৫। নিম্নদিক থেকে গ্রামাঞ্চল কতোতম স্তর ইউনিয়ন পরিষদ - দ্বিতীয়

২২৬। জাতীয় সংসদে স্পিকার - ১ জন (ডেপুটি স্পীকার সহযোগী হিসাবে থাকে)

.

কার্টেছি ছাড়া কপি করা দন্ডনীয় অপরাধ!!

বাংলাদেশের উপজাতি



১. বাংলাদেশে বসবাসকারী উপজাতির সংখ্যা ৩৩টি। (আদিবাসী সম্প্রদায় ৪৫টি)
২. পার্বত্য চট্টগ্রামে মোট কয়টি উপজাতি বসবাস করে – ১৩টি (নাকি ১১টি)
৩. চাকমা শব্দের অর্থ কি – মানুষ
৪. হাজংদের অধিবাস কোথায় – ময়মনসিংহ ও নেত্রোকোনায়
৫. চিম্বুক পাহাড়ের পাদদেশে কোন উপজাতি বাস করে – মারমা
৬. মারমা উপজাতিরা পিতৃতান্ত্রিক। এদের অবস্থান কক্সবাজারে।
৭. তনচংগা উপজাতিরা পুরুষের চেয়ে বেশি বয়স্ক মেয়েকে বিয়ে করে। এরা রাঙামাটিতে বাস করে।
৮. বনজোগীরা কোথায় বাস করে – বান্দরবন জেলার গভীর অরণ্যে
৯. লুসাই উপজাতিরা কোথায় বাস করে – পাবর্ত্য চট্টগ্রামে
১০. মুরংদের দেবতার নাম কি – উরেং/রো
১১. মুরংদের প্রধান উৎসবের নাম কি – মুৎশালাৎ
১২. কোন উপজাতিদের ভাষা ‘কুরুখ’ নামে পরিচিত – ওরাঁও
১৩. রাখান উপজাতিরা প্রধানত বাস করে পটুয়াখালীতে।
১৪. আদিবাসী রাখাইনদের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানকে কি বলা হয় – সাংগ্রেন
১৫. পাঙন উপজাতিরা মুসলিম।
১৬. সাঁওতালরা বাস করে বগুরা, রাজশাহী ও দিনাজপুর।
১৭. খাসিয়া ও মনিপুরী উপজাতি বাস করে সিলেটে।
১৮. উপজাতি সাংস্কৃতিকেন্দ্র বিরিসিরি ময়মনসিংহ জেলায় অবসি’ত।
১৯. মগরা বাস করে বান্দরবনে।
২০. বাংলাদেশে বাস করে না এমন উপজাতির

নাম মাওরি।
২১. পার্বত্য চট্টগ্রামে অঞ্চলে উপজাতিদের বর্ষবরন অনুষ্ঠানকে বলে বৈসাবি।
২২. উপজাতি সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট রাঙামাটি (প্রতিষ্ঠিত ১৯৭৮) অবস্থিত। উপজাতি কালচারাল একাডেমি দুটি অবস্থিত নেত্রকোনা ও দিনাজপুরে।
.
➡️➡নিচে উপজাতিরা কে কোন জেলায় বাস করে দেয়া হল:
…………………………………………………………………………
※ গারো – ময়মনসিংহ
※ চাকমা – রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি
※ সাঁওতাল – রাজশাহী ও দিনাজপুর
※ রাখাইন – পটুয়াখালী
※ মারমা – Cox's bazar , বান্দরবান ও পটুয়াখালী
※ হাজং – ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা
※ রাজবংশী – রংপুর
※ মুরং – বান্দরবানের গভীর অরণ্যে
※ কুকি – সাজেক ভেলী (রাঙ্গামাটি)
※ হুদি – নেত্রকোনা
※ পাংখো – বান্দরবান
※ খাসিয়া – সিলেট
※ ওরাও – বগুড়া, রংপুর
※ টিপরা – খাগড়াছড়ি, পার্বত্য চট্টগ্রাম
※ লুসাই – পার্বত্য চট্টগ্রাম
※ খুমি – বান্দরবান
※ মনিপুরী – সিলেট
※ তনচংগা – রাঙ্গামাটি
※ রনজোগী – বান্দরবানের গভীর অরণ্যে

৩৮তম বিসিএস প্রস্তুতিঃ ৫৪৫টি প্রশ্ন-উত্তর সাম্প্রতিক তথ্য- ২০১৫- ২০১৭

শেয়ার করে আপনার Timeline এ সংরক্ষণ করুন ।

বিসিএস সহ সকল চাকরির পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ
১। চীনা ভাষায় "অসমাপ্ত আত্মজীবনী" গ্রন্থটির অনুবাদক — চাই সি
২। জাপানী ভাষায় "অসমাপ্ত আত্মজীবনী" গ্রন্থটির অনুবাদক — কাজুহিরো ওয়াতানাবে
৩। ইংরেজি ভাষায় "অসমাপ্ত আত্মজীবনী" গ্রন্থটির অনুবাদক — ফকরুল আলম
আরবিতে অনুবাদ করেন প্রফেসর ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন নদভী, এম পি
৪ ।বাংলাদেশের বনভূমির পরিমাণ দেশের মোট আয়তনের কত শতাংশ >> ১৭.৯২%(আপডেট তথ্য)
৫। 'চোখ যে মনে কথা বলে ' গানটির গায়ক কে?
— খোন্দকার নুরুল আলম
৬। বাংলাদেশ থেকে কোন দেশে সর্বাধিক জনশক্তি রপ্তানি করা হয় ?
– ওমান । কাতার (২য়)
৬। সবজি চাষে বিশ্বে বাংলাদেশ কততম?
– ৩য়
৭। রেণু ও পোনা উত্পাদনে শীর্ষ জেলা কোনটি?
– যশোর
৮। দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় প্রকল্প কোনটি?
– রুপপুর পারমানবিক প্রকল্প
৯। সুরের রাজধানী ও সংস্কৃতির রাজধানী নামে পরিচিত বাংলাদেশের কোন জেলা ?
– ব্রাহ্মণবাড়িয়া
১০। বাংলা সঙ্গীতের পঞ্চপাণ্ডব /পঞ্চভাস্কর বলে খ্যাত কারা ?
– ১. রবী, ২.নজরুল ৩. রজনীকান্ত ৪. দ্বিজেন্দ্রলাল ৫.অতুল প্রসাদ
১১. বাংলাদেশের সংরক্ষিত এলাকা কয়টি?
– ৩৮টি
১২। বাংলাদেশে ধান উত্পাদনে শীর্ষ জেলা কোনটি?

– ময়মনসিংহ (দেশের মোট ধান উত্পাদনের ১০.৫%)
১৩। বাংলাদেশে গম উত্পাদনে শীর্ষ জেলা কোনটি?
-ফরিদপুর (দেশের মোট গম উত্পাদনের ১৪.৩৭%)
১৪। ২০১৬সালে উইজডেন ইন্ডিয়ার অন্যতম বর্ষসেরা ক্রিকেটার হন কে?
– বাংলাদেশের মাশরাফি বিন মোর্তজা।
১৫। ময়ুরপঙ্খী , মেঘদূত কি?
– বিমান বাংলাদেশের নতুন উড়োজাহাজ
১৬।বাংলাদেশের প্রথম নারী বন্যবিদ কে?
– ড. নূরজাহান সরকার ।
১৭। স্বাধীনতা ও প্রত্যয় কি?
– নৌবাহিনীতে যুক্ত হওয়া নতুন যুদ্ধ জাহাজ
১৮। বাংলাদেশে মোট জমির পরিমাণ কত?
– ১,৪৫,৭৭, ৭৭১ হেক্টর
১৯। বাংলাদেশে কৃষির জমির পরিমাণ কত?
– ১,২১,৭৬,৯০৪হেক্টর(৮৩.৫৩%)
২০. বাংলাদেশে ফসলি বা আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ কত?
– ৮৭,৫১, ৯৩৭ হেক্টর(৬৪.০৪%)
২১.বাংলাদেশ অকৃষি জমির পরিমাণ কত?
-২৪, ০০, ৮৬৭ হেক্টর (১৬.৪৭%)
২২.বাংলাদেশে বিমান বাহিনীর নতুন পদবি কি?
– এয়ার চিপ মার্শাল
২৩.বাংলাদেশে নৌ বাহিনীর নতুন পদবি কি?
-এডমিরাল
২৪.বাংলাদেশে নিযুক্ত প্রথম ব্রিটিশ নারী হাইকমিশনার কে?
-অ্যালিসন ব্লেইক
২৫.বাংলাদেশে বর্তমানে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা কত?
– ৮৯টি।
সাম্প্রতিক (আপডেট ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত):
.=========================

১। বিশ্বে বাংলা ভাষার অবস্থান কততম ?
উত্তর: ৭ম।
২। স্বাদু পানির মাছ উত্পাদনে বাংলাদেশের অবস্থান কততম ?
উত্তর: ৪র্থ।
৩। চাষকৃত মাছ উত্পাদনে বাংলাদেশের অবস্থান কততম ?
উত্তর: ৬ষ্ঠ।
৪। ধান উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান কততম ?
উত্তর: ৪র্থ।
৫। জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক থেকে বিশ্বের ১নং জনবহুল শহর কোনটি?
উত্তর: ঢাকা।
৬। জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বে ঢাকা কততম শহর ?
উত্তর: ১৬তম। মেগাসিটির দিক থেকে ১১তম ।
৭। ভালো দেশের সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কততম ?
উত্তর: ১১৭তম । শীর্ষ > সুইডেন।
৮। বাংলাদেশের মোট ভূ-খণ্ডের কত % বনভূমি রয়েছে ? (ফাউ-এর রিপোর্ট)
উত্তর: ১১% । ১৪, ২৯, ০০০ হেক্টর। হেক্টর প্রতি ২০০-৩০০টি গাছ রয়েছে।
৯। বিশ্বের কতটি দেশে বনভূমি নাই?
উত্তর: ৪৩টি ।
১০। টেকসই উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কততম ?
উত্তর: ১১৮। (১৪৯টি দেশের মধ্যে)।
১১। বৈশ্বিক মানব সম্পদ সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কততম ?
উত্তর: ১০৪তম ।
১২। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় কত ?

উত্তর: ৩৪২৪কোটি মার্কিন ডলার।

১৩। সমপ্রতি বাংলাদেশ কোন ভাইরাসের ঔষধ ও ভ্যাক্সিন আবিষ্কার করে?

উত্তর: রোটা।

১৪। বাংলাদেশের প্রতি হাজারে কতজন ৫ বছরের শিশু মারা যায়?

উত্তর: ৩৮জন ।

১৫। বাংলাদেশের দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা কত?

উত্তর:১০৮৬টি (প্রায়)।

১৭। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বর্তমান সদস্য কতটি ?

উত্তর: ১৬৪টি। সর্বশেষ আফগানিস্তান ও লাইবেরিয়া ।

১৮। বাংলাদেশে কতটি কমিউনিটি রেডিও চালু আছে ?

উত্তর: ১৭টি।

১৯। বাংলাদেশে কতটি এফ. এম রেডিও চালু আছে ?

উত্তর:২০টি।

২০। বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকায় বাংলাদেশের কতটি স্থান অন্তর্ভূক্ত আছে ?

উত্তর: ৩টি। সুন্দরবন , পাহাড়পুর , ষাটগম্বুজ মসজিদ।

২১। বিশ্ব ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় কত ?

উত্তর: ১১৯০ মার্কিন ডলার।

২২। টেস্ট ক্রিকেটে বেশি বয়সে সেঞ্চুরি করা অধিনায়ক ?

উত্তর: মিসবাহুল হক।

২৩। বাংলাদেশের ১ম খেলোয়াড় হিসেবে অলিম্পিকে অংশ নেন কে?

উত্তর: গলফার সিদ্দিকুর রহমান।

২৪। প্রস্তাবিত যমুনা রেলওয়ে সেতুর দৈর্ঘ্য কত?

উত্তর: ৪.৫ কি.মি.।

২৫। ২০১৬ সালে ফিফার বর্ষসেরা খেলোয়ার হয়েছেন?

উত্তর: ক্রিস্টায়ানো রোনালদো।

....

১। আইসিসির বর্ষসেরা উদীয়মান ক্রিকেটার-মুস্তাফিজুর রহমান

২। বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি- ভ্লাদিমির পুতিন

৩। বিশ্বের ৫ম অর্থনীতির দেশ-ভারত

৪। মুক্তিযুদ্ধের প্রতীক হিসেবে ৭১ তলা আইকনিক টাওয়ার হবে- পূর্বাচলে

৫। চীন থেকে কেনা সাবমেরিন দুইটির নাম-জয়যাত্রা ও নবযাত্রা

৬। আঙ্কটাড এর মতে বাংলাদেশ এলডিসিভুক্ত দেশ হতে বের হবে- ২০২৪ সালে

৭। বিশ্ব পানি সম্মেলন হয়েছে- ২৮-৩০ নভেম্বর,হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে

৮। পানি সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কত দফা এজেন্ডা উত্থাপন করেন-৭ দফা

৯। সংবিধানে নির্বাচন কমিশন গঠনের কথা বলা আছে- ১১৮ অনুচ্ছেদে

১০। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে প্রধানমন্ত্রীকে বহনকারী বিমান যাত্রাবিরতি করে-তুর্কমেনিস্তান

১১। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ বিষয়ক বাণিজ্যদূত-রুশনারা আলী

১২। বাংলাদেশ থেকে আমদানিকারক ৩য় বৃহত্তম দেশ- যুক্তরাজ্য

১৩। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্প ইলেক্টোরাল কলেজ পেয়েছে- ৩০৬ টি আর হিলারি ক্লিনটন পেয়েছে-২৩২টি

১৪। ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতিকারী সর্বশেষ দেশ-ভ্যাটিকান সিটি

১৫। তাইওয়ানের সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী দেশ- ২১টি

১৬। ফিদেল কাস্ট্রো মারা যায়- ২৫ নভেম্বর

১৭। বঙ্গবন্ধুর সাথে ফিদেল কাস্ট্রোর সাক্ষাত হয়- ১৯৭৩ সালে

১৮। ভারতে কোন মূখ্যমন্ত্রীকে 'আম্মা' ডাকা হত- জয়ললিতা
১৯। জয়ললিতা কোন রাজ্যের মূখ্যমন্ত্রী ছিলেন- তামিলনাড়ুর
২০। বাংলাদেশ থেকে প্রথম কার্ডিনাল নির্বাচিত হয়েছেন- প্যাট্রিক ডি রোজারিও
২১। ভারতে বাতিল করা হয়েছে- ৫০০ ও ১০০০ রুপির নোট
২২।প্রতিবন্ধিতাবান্ধব দূর্যোগ ঝুকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আন্তর্জাতিক ২য় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে- বাংলাদেশে
২৩। সম্প্রতি অভিশংসিত হয়েছে – দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট
২৪। বীরশ্রেষ্ঠদের মধ্যে ইপিআর(বর্তমান বিজিবি) সদস্য ছিল- ২ জন।
২৫। জেলা পরিষদ গঠিত হবে কতজন সদস্য নিয়ে- ২১ জন
২৬। সম্প্রতি তাইওয়ানের সাথে সম্পর্ক ছেদকারী দেশ- সাওটামো ও প্রিন্সিপে
২৭। ২০১৬ সালে ব্যালন' ডি অর জিতেছে- ক্রিস্টায়ানো রোনালদো
২৮। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দিয়েছে- ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট
২৯। আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস- ১৮ ডিসেম্বর
৩০। ডট বাংলা ডোমেইন উন্মুক্ত করা হবে – ৩১ ডিসেম্বর।
১৭/১১/১৬
প্রথম আলো থেকে সংগৃহীত সাম্প্রতিক কিছু তথ্য প্রবাহ
১)দেশের দ্বিতীয় বৃহৎ মুঠোফোন অপারেটর হিসেবে রবি-এয়ারটেল একসঙ্গে যাত্রা শুরু করেছে কবে থেকে?
-১৬ নবেম্বর ২০১৬
২)বর্তমানে একীভূত অপারেটরটির মোট কত গ্রাহক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ?
-৩ কোটি ২২ লাখ
৩)২০১৬ সালের বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদ সূচকে বিশ্বের ১৩০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান কত?
-২২তম(গতবছর ছিল ২৫ তম)
৪)স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে অংশগ্রহণকারী ও মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে গঠিত সাংস্কৃতিক সংগঠনের কত জন শব্দসৈনিককে মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি দেওয়া হল?
-১০৮ জনকে
৫)চীন থেকে বাংলাদেশে কোন ধরনের সার আমদানি করা হয়ে থাকে?
-ইউরিয়া
৬)আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত বা আইসিসিতে যোগদানের প্রক্রিয়া থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নিয়েছে কোন দেশ?
-রাশিয়া(১৯৮৮ সালে জাতিসংঘের কয়েকটি সদস্য দেশ রোম সংবিধি নামের এক আইনের মাধ্যমে এই আন্তর্জাতিক আদালত প্রতিষ্ঠা করেছিল)
৭) বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসে নতুন করে কতটি ভাষা সংযোজন করছে?
-১১ টি (১৯৪০ দশকের পর এটিই হবে বিবিসির সবচেয়ে বড় সম্প্রচার)
৮)বাংলা একাডেমি থেকে পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত বিজ্ঞান বিশ্বকোষের অন্যতম সম্পাদক ও লেখক কে?
-অধ্যাপক অজয় রায়(স্বাধীনতার পর তিনি ১৯৭২-৭৩ কালপর্বে এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন)
৯)Concepts of Electricity and Magnetism; Concepts of Electricity and Magnetism; The Proto Bengalis: Anthropological and Sociological Analysis; বাঙালির আত্মপরিচয়: একটি পুরাবৃত্তিক ও নৃতাত্ত্বিক আলোচনা; বিজ্ঞান ও দর্শন: জড়ের সন্ধানে; আদি বাঙালি: নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ; আদি বাঙালি: নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ; স্বতন্ত্র

ভাবনা: মুক্তচিন্তা ও বুদ্ধির মুক্তি; বিশ্বাস ও বিজ্ঞান; অতিশাব্দিক বিশ্বায়ন ও মৌলিক পদার্থবিদ্যা; রবীন্দ্রনাথ ও উপনিষদ গ্রন্থগুলির লেখক কে?
–অধ্যাপক অজয় রায়
১০)বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণে কারখানা কোথায় হচ্ছে?
-সিরাজগঞ্জে
১১)এশিয়া-ওশেনিয়া অঞ্চলের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের সংগঠনগুলোর সংস্থার নাম কি?
-অ্যাসোসিও
১২) '২০১৬ অ্যাসোসিও আইসিটি সামিট' কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছে?
-মিয়ানমারের ইয়াঙ্গুনে(২০১৯ সালে ঢাকায়)
#সাম্প্রতিক তথ্য
.
মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন -২০১৬
.
১। ডোনাল্ড ট্রাম্প কতটি ইলেকট্রাল কলেজের লাভ করেছেন ?
= ২৯০টি । ৪৫.৫% ভোট পেয়েছেন
৩। হিলারী ক্লিনটন কতটি ইলেকট্রাল লাভ করেছেন ?
=২১৮টি । ৪৫.৭% ভোট পেয়েছেন
৪।প্রেসিডেন্ট হতে কতটি ইলেকট্রাল ভোট লাগে ?
= ২৭০টি
৫। ইলেকট্রলেট রা কবে ভোট দিবেন ?
= ১৯ ডিসেম্বর , ২০১৬ ।
৬। কবে ডোনাল্ট ট্রাম্প দায়িত্ব নেবেন ?
= ২০জানুয়ারী , ২০১৭ ।
৭। ডোনাল্ট ট্রাম্প আমেরিকার কততম প্রেসিডেন্ট হবে ন?
= ৪৫তম ।
৮। ২০১৬ সালের আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন কত তম ?
=৫৮তম ।
৯। ডোনাল্ট ট্র্যাম্প প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নিলে ফাস্ট লেডি হবেন কে ?
= মেলানিয়া ট্রাম্প
১০ । ডোনাল্ট ট্র্যাম্প প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নিলে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট হবেন কে?
= মাইক পেন্স
১১। যুক্তরাষ্ট্রের কোন রাজ্যে ইলেকট্রাল কলেজের সংখ্যা বেশি ?
= ক্যালিফোর্নিয়া (৫৫টি ।)
.
১২। ব্যাটেলগ্রাউন্ড স্টেট' কতটি ?
= ৮টি । ফ্লোরিডা,উইসকনস
িন,পেনসিলভানিয়া , ওহায়ো , মিশিগান , নর্থ ক্যারোলিনা (), ভার্জিনিয়া এবং মিনেসোটা ।
.
১৩। আমেরিকায় প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়েছে কবে?
= ১৭৮৮
১৪।the slogan of doland Tramp
Make America, Great America
সাম্প্রতিক তথ্য
. ...
১। আগামী ৭ নভেম্বর মরক্কোর মারাকাস শহরে শুরু হচ্ছে কপ-২২ জলবায়ু সম্মেলন। চলবে ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত।
.
২। ফ্রান্সের প্যারিসে কপ-২১ সম্মেলনে এ শতাব্দীর শেষ নাগাদ পৃথিবীর তাপমাত্রা ১.৫ থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে জাতিসংঘভুক্ত সব রাষ্ট্র
.
৩। সদ্য বিদায়ী অর্থবছরে (2015-16) বাংলদেশে বিনিয়োগে শীর্ষে কোন দেশ ?
-আমেরিকা (45 কোটি ডলার) (যুক্তরাজ্য 31 কোটি ডলার)
৬. বাংলাদেশ ব্যাং কের তথ্যানুযায়ী 2015-16 অর্থবছরে বাংলাদেশে আসা বিনিয়োগের

পরিমাণ কত ?
-200 কোটি ডলার।
৭. 2015-16 অর্থবছরে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ হয়েছে কোন খাতে ?
-বস্ত্র (40 কোটি ডলার)
৮. ন্যাটোর বর্তমান মহাসচিব কে ?
-জেনস স্টলটলেনবার্গ।
৯. আমেরিকায় ৫৮তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হবে কবে ?
= ৮নভেম্বর
১০। বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্ট জিম ইয়ং কিম সম্প্রতি বাংলাদেশ সফরে এসে জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবিলায় ২০০ কোটি ডলার ঋণ দেওয়ার যে ঘোষণা দিয়েছেন
.
১১। জাতিসংঘের বর্তমান মহাসচিব কে?
= বর্তমান মহাসচিত বান কি মুন (৮ম)। তার মেয়াদ শেষ হবে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬.। ১ জানুয়ারি ২০১৭ থেকে এ্যানথনি গুতেরেস (পর্তুগাল) ৯ম মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব নিবেন।
.
১২। ‘‘আমি হিমালয় দেখিনি মুজিব দেখেছি’’। উক্তটি কার?
= ফিদেল কাস্ট্রো
সাম্প্রতিক তথ্য
. …………….
গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স ২০১৬: নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম★★★28 Oct 2016
ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) ২০১৬ সালের গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স অনুযায়ী নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি অগ্রগতি হয়েছে।
একনজরে জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স ২০১৬:
নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম। ২০০৬ সালে ছিল ১৭তম।
নারী পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠায় ১৪৪টি দেশের মধ্যে ৭২তম বাংলাদেশ।
নারীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ৯৩তম। গত ১০ বছরে এগিয়েছে ২০ ধাপ।
অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে বৈষম্য বেড়েছে। ২০০৬ সালে ১০৭তম থাকলেও বর্তমানে এক্ষেত্রে অবস্থান ১৩৫তম।
শিক্ষার সমতার ক্ষেত্রে ২০০৬ সালে ৯৫তম অবস্থানে ছিল বাংলাদেশ। ২০১৬ সালে রয়েছে ১১৪তম স্থানে
সাম্প্রতিক তথ্য
নোবেল পুরস্কার -২০১৬
=============
১। শান্তিতে
=ম্যানুয়াল সান্তোস (কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট)
ফার্ক বিদ্রোহীদের সাথে ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তির কারণে
.
২। চিকিৎসা বিজ্ঞানে
=ইউশিনোরি ওশুমি (Japan)
.অটোফ্যাগির মেকানিজম আবিষ্কারের জন্য পেয়েছেন এ স্বীকৃতি।
.
৩। পদার্থবিজ্ঞান
ক. ডেভিড জে থাওলেস
খ. ডানকান হ্যালডেন
গ. মাইকেল কোস্টারলিৎজ
তত্ত্বের মাধ্যমে পদার্থের টপোলজিক্যাল অবস্থার সন্ধান
দিয়েছেন। তাঁদের এই গবেষণার ফলে ইলেক্ট্রনিকসে নতুন সম্ভাবনার আশা তৈরি হয়েছে।
.
.
৪। রসায়ন

ক. জ্যাঁ পিয়েরে সোভাজ,(ফ্রান্স)
খ.ফ্রেজার স্টুডার্ট , যুক্তরাজ্য
গ.বার্নার্ড এল. ফেরিঙ্গার (নেদারল্যান্ডস)
মলিকিউলার মেশিন বা ন্যানোমেশিন উদ্ভাবনের গবেষণার স্বীকৃতি হিসেবে তিন বিজ্ঞানী এবার রসায়নের নোবেল জিতে নিয়েছেন।

.

৫। অর্থনীতি
যুক্তরাজ্যের বংশোদ্ভূত অলিভারহার্ট ও ফিনল্যান্ডের বংশোদ্ভূত বেংগত হোলমস্টরম।

.

কন্ট্রাক্ট থিউরিতে অবদানের জন্য এই দুই অর্থনীতিবিদকে নোবেল দেয়া হয়।

.

৬। সাহিত্য .
প্রখ্যাত মার্কিন সংগীত শিল্পী ও গীতিকার 'বব ডিলান'। মার্কিন সংগীত ঐতিহ্যে নতুন কাব্যিক ধারা সৃষ্টির স্বীকৃতি হিসেবে তাকে এই পুরস্কার দেয়া হয়।
নোবেল পুরস্কার ঘোষণাকারী প্রতিষ্ঠান
চিকিৎসা বিজ্ঞানে =সুইডেনের ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউট।

.

সাহিত্যে =সুইডিস একাডেমী।

.

পদার্থ, রসায়ন ও অর্থনীতি = রয়েল সুইডিস একাডেমী অব সায়েন্সস।

.

শান্তির ক্ষেত্রে = নোবেল কমিটি অব নরওয়েজিয়ান পার্লামেন্ট।
একটি বিষয়ে সর্বোচ্চ কতজন নোবেল পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হতে পারে?
৩ জন।

.

নোবেল কোন পুরস্কারের জন্য ব্যক্তির পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানকে বিবেচনা হয়?
= শান্তিতে

★ সাম্প্রতিক কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর টুকিটাকি – ব্যাংক, বিসিএস ও অন্যান্য জবের জন্য
–
১। ২০১৬ সালের ICT উন্নয়ন সূচকে শীর্ষ দেশ –দক্ষিণ কোরিয়া
২। ২০১৬ সালের ICT উন্নয়ন সূচকে সর্বনিম্ন দেশ – শাদ
৩। ২০১৬ সালের ICT উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৪ তম
৪। ২০১৬ সালের সুখী দেশের তালিকায় সবচেয়ে সুখী দেশ- কোস্টারিকা
৫। ২০১৬ সালের সুখী দেশের তালিকায় সবচেয়ে অসুখী দেশ- শাদ
৬। ২০১৬ সালের সুখী দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ৮ম
৭।২০১৬ সালের বৈশ্বিক উদ্ভাবন সূচকে শীর্ষ দেশ –সুইজারল্যান্ড
৮।২০১৬ সালের বৈশ্বিক উদ্ভাবন সূচকে সর্বনিম্ন দেশ –ইয়েমেন
৯। ২০১৬ সালের বৈশ্বিক উদ্ভাবন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান -১১৭ তম
১০। রিও অলিম্পিকে দ্রুততম মানবী কে? – এলেইন থম্পসন (জ্যামাইকা)
১১। অমিম্পিকের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যক পদক(২৮টি) জয়ী কে?- মাইকেল ফেল্পস
১২।অলিম্পিকে মাইকেল ফেল্পস কতটি স্বর্ণপদক জয় করেন?- ২৩ টি
১৩। অলিম্পিকের ইতিহাসে ব্যক্তিগত ইভেন্টে সর্বোচ্চ সংখ্যক (১৩টি) পদক জয়ী কে?- মাইকেল ফেল্পস
১৪। রিও অলিম্পিকের প্রথম স্বর্ণপদক জয়ী কে?- ভার্জিনিয়া থারেসা (যুক্তরাষ্ট্র)
১৫। অলিম্পিক ইতিহাসে সবচেয়ে বেশী বয়সে স্বর্ণজয়ী সাঁতারু কে ? – অ্যান্থনি ইরভিন
১৬। ১১৮ তম মৌলের নাম কি?- অগ্যানিসন (Og)

১৭। বিশ্বের আবিষ্কৃত এবং স্বীকৃত মৌল বা মৌলিক পদার্থের সংখ্যা কত?- ১১৮ টি
১৮। “From Rebel to Founding Father:Sheikh Mujibur Rahman” গ্রন্থটির রচয়িতা কে?- সৈয়দ বদরুল আহসান
২০।অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থা (OECD) এর বর্তমান সদস্যসংখ্যা- ৩৫টি (৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ এর তথ্য মতে)
২১। অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থা (OECD) এর ৩৫তম সদস্যপদ প্রাপ্ত দেশ কোনটি- লাটভিয়া
২২। দেশের প্রথম আট (৮)লেনের মহাসড়ক কোনটি? – যাত্রাবাড়ি- কাঁচপুর
২৩।দেশের প্রথম আট (৮) লেনের মহাসড়কের দৈর্ঘ্য -৭.৫ (কিঃমিঃ) প্রায়
২৪। দেশের প্রথম চার (৪) লেন এক্সপ্রেস ওয়ের দৈর্ঘ্য -৫৫ কিঃমিঃ
২৫। বাংলাদেশ ঔষধ রপ্তানী শুরু করে- ১৯৯২ সালে
২৬। বর্তমানে সর্বাধিক ঔষধ রপ্তানী হয়- মিয়ানমার
২৭। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BIDA) এর কার্যালয় কোথায়-ঢাকা
২৮। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BIDA) এর চেয়ারম্যান – প্রধানমন্ত্রী
২৯।যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম ঔষধ রপ্তানী শুরু করে – বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ
৩০।মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস “শ্বেতপদ্ম” গ্রন্থটির রচয়িতা কে?- তাবারক হোসেন
৩১। বর্তমানে আফ্রিকা মহাদেশের বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ কোনটি -(৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ এর তথ্য মতে)-দক্ষিণ আফ্রিকা
৩২। ২০২০ সালে ৩২ তম গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হবে জাপানের রাজধানী টোকিওতে
৩২। “বাংলার বাঘিনী” নামে খ্যাত মার্গারিটা মামুনের পৈতৃক বাড়ি রাজশাহী জেলায়
৩২। মার্গারিটা মামুন স্বর্ণ জয় করেন রিদমিক জিমন্যাস্টিকে
৩৩। বাংলাদেশের তৃতীয় বাণিজ্যিক সমুদ্রবন্দর পায়রা –যাত্রা শুরু করে ১৩ আগস্ট ২০১৬ তে
৩৪। সরকারি ও বেসরকার অংশীদারিত্ব (PPP) দেশের প্রথম বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন হচ্ছে সিরাজগঞ্জে, এটি দ্বৈত জ্বালানীতে চালিত (গ্যাস ও ডিজেল)
সাম্প্রতিক তথ্য
১। ৩ অক্টোবর ২০১৬ নোবেল পুরস্কার ঘোষিত “ফিজিওলজি ও মেডিসিন”এ পদক প্রাপ্ত বিজ্ঞানীর নাম…
==ইয়োশিনোরি ওশুমি। অটোফ্যাগির মেকানিজম আবিষ্কারের জন্য পেয়েছেন এ স্বীকৃতি।
২। সম্প্রতি বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় জাতীয় দুর্যোগ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে-
=বজ্রপাতকে (বাংলাদেশ মোট ১৩টি)
৩। EU থেকে বৃটেনের বেরিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে (‘ব্রেক্সিট’) জনগণের রায় নিতে সেদেশে গণভোট অনুষ্ঠিত হয় —
=২৩ জুন, ২০১৬
৪। WHO এর মতে, বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত শহর কোনটি?
=ইরানের জাবল
৫। লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নে জাতিসংঘ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্প্রতি কোন পুরস্কার পান?
প্লানেট ফিফটি-ফিফটি ও এজেন্ট অফ চেঞ্জ পুরস্কার লাভ।

.
উল্লেখ্য , বাংলাদেশি আরেকজন গবেষক ও ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির শিক্ষক শাহরিয়ার আহমেদ জাতিসংঘের মোমেন্টাম অফ চেঞ্জ এ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। তার উদ্ভাবিত প্রযুক্তি স্মার্ট ভিলেজ ন্যানোগ্রিড। গত বছর এই প্রযুক্তির জন্য তাকে জার্মানীর

সোলার এ্যাওয়ার্ডও প্রদান করা হয়।
.
৬। সার্জিকেল স্ট্রাইক কী?
.
সার্জিকেল স্ট্রাইক হচ্ছে আগে থেকে নির্ধারণ করে নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে বা স্থাপনায় আকস্মিক ঘোষণা করে খুব দ্রুততার সহিত ফিরে আসা। এই অভিযানের উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন স্থাপনা পুরোপুরি ধ্বংস করে দেওয়া। কাউকে গ্রেফতার বা আটকের জন্য এই অভিযান পরিচালিত হয় না আর কোন ভূ-খণ্ডে আভিযান পরিচালনা করে সেটা দখল থাকা এটাও এই পরিচালনায় করা হয় না।
সম্প্রতি পাকিস্তানে পরিচালিত ভারতের কমান্ডো বাহিনীর আকস্মিক অভিযান। এর আগে জঙ্গী দমনের জন্য মায়ানমারেও এই ধরনের অভিযান চালানো হয়।
.
৭। থাড কী ?
==এটি হচ্ছে ক্ষেপনাস্ত্র দ্বারা একধরনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। সম্প্রতি পঞ্চমবারের মত উত্তর কোরিয়ার পারমানবিক বোমা পরীক্ষার পর দক্ষিণ কোরিয়া ও যুক্তরাষ্ট যৌথভাবে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে।
.
৮। স্মার্ট ভিলেজ ন্যানোগ্রিড কী?
==বাসাবাড়িতে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারের পর অতিরিক্ত বিদ্যুৎ এক বাসা থেকে অন্য বাসায় ট্রান্সফারের প্রযুক্তি হচ্ছে স্মার্ট ভিলেজ ন্যানোগ্রিড।
.
৯। অতিদারিদ্র্য কমে ১২.৯ শতাংশ: বিশ্ব ব্যাংক
=
১০।জাতীয় পরিচয়পত্র (স্মার্ট কার্ড) বিতরণ করা হয়
— 2 অক্টোবর 2016
সর্বপ্রথম স্মার্ট কার্ড দেওয়া হয়—
প্রথমে — রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ
দ্বিতীয় — প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
তৃতীয় — মাশরাফি বিন মর্তুজা
সাম্প্রতিক তথ্য : ২০১৬ ও ২০১৫
‘ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৬’
মোট জনসংখ্যা = ১৫.৯৯কোটি মনে হয়
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার = 1. 37 (১.৩৬ – বিশ্ব ব্যাংক)
১। মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান = ১৪২
২। জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার > ৭.০৫%(২০১৬-১৭ বছরে প্রক্ষেপন ৭.২%)
৩। মাথাপিছু আয় > ১৪৬৬ মার্কিন ডলার
৪। দারিদ্র্যের হার > ২৪. ৮% I অতিদ্রারিদ্রের হার > ১২.৮%
৫। পদ্মাসেতু নির্মাণে ব্যয় > ২৮,৭৯৩.৩৯ কোটি টাকা I
৬। জিডিপি আকার > ১৭,২৯,৫৬৭কোটি টাকা
৭।চলতি বাজার মূল্যে মাথাপিছু জিডিপির পরিমাণ ১,০৮,১৭২ টাক
৮।স্থির মূল্যে জিডিপিতে
শিল্পখাতের অবদান >> ৩১.২৮%
সেবা খাতের অবদান >>৫৩.৩৯%
কৃষি খাতের অবদান > ১৫.৩৩%
৯। জাতীয় সঞ্চয় হার > ৩০.০৮%
১০। বিনিয়োগ জিডিপির > ২৯.৩৮%
১১। খাদ্যশষ্য উত্পাদন > ৩৮৯.৯৭ লক্ষ মেট্রিক টন
১২। দেশের মোট জনগণের শতকরা ৭৫ভাগ বিদ্যু সুবিধা পাচ্ছে।
১৩। বিদ্যুত উত্পাদন ক্ষমতা > ১২,৩৩৯ মেগা ওয়াট I
১৪।আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্র > ২৬টি I মোট মজুদ ৩৮.০২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট I তবে উত্তোলন যোগ্য ২৭.১২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট I জ্বালানি

তেলের মজুদ > ১০.৯১ লক্ষ মেট্রিক টন।

১৫। গড় মূদ্রাস্ফীতির হার > ৬.০১%। এপ্রিল ২০১৬ > ৫.৬১%

১৬। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ > ২৯.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ।

(Part -2)

. ১। জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার প্রক্ষেপন

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে >> ৭.২%

২০১৭-১৮ >> ৭.৪%

২০১৮-১৯ >>৭.৬%

নোট > বিগত ৬ বছরে(২০০৯-১০ থেকে ২০১৪-১৫) জিডিপির গড় প্রবৃদ্ধি ৬.২%

======

২। রপ্তানি আয় > ২৭,৬৩৭.২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার

৩। আমদানি ব্যয় > ৩১,৩৩৫.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার

৪। রেমিট্যান্স > ১২,২৫৫.২৯মিলিয়ন মার্কিন ডলার

৫। জনশক্তি রপ্তানি > ৫.৬২ লক্ষ জন।

৬। বৈদেশিক বাণিজ্য > ২৯৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার

৭। দেশে রাষ্ট্রায়াত্ব প্রতিষ্ঠান > ৪৫টি ।

৮। জলবায়ু তহবিলে বরাদ্দ টাকার পরিমাণ ৩, ০০০ কোটি টাকা।

৯। দেশে বর্তমানে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা > ১, ১২, ১৭৬টি (ব্র্যাক সেন্টার, মাদ্রাসা, শিশু কল্যাণ সহ)

১০। প্রাথমিকে ভর্তি হার >> ৯৭.৯% (ছেলে: মেয়ে = ৪৯.১৪%: ৫০. ৮৬%)

১১। প্রাথমিকে ঝড়ে পড়ার হার >> ২০.৪%

১২। দেশে বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা > ৩৮টি।

১৩। দেশে বর্তমানে মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা >> ৩৬টি

১৪। দেশে বর্তমানে কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা >> ১৩, ১৩৬টি।

১৫। স্থুল জন্মহার (প্রতি হাজারে) > ১৮.২ (জাতীয়)

১৬। স্থুল মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে) > ৫.২ জন (জাতীয়)

১৭। প্রত্যাশিত গড় আয়ু >৭০.৭ বছর(জাতীয়)পুরুষ৬৯.১বছরনারী ৭১.৬বছর

১৮। জন প্রতি ডাক্তারের সংখ্যা >> ২১২৯ জন।

১৯।বিবাহের গড় বয়স >> পুরুষ ২৪.৯ বছর নারী ১৮.৩বছর

২০। শিশু মৃত্যু হার (১ বছরের কম প্রতি হাজারে) > ৩০জন

২১। শিশু মৃত্যু হার (৫ বছরের কম প্রতি হাজারে) > ৩৮জন

২২। মাতৃমৃত্যুহার >> ১.৯৩% (জাতীয়)

২৩। গর্ভনিরোধ ব্যবহার কারী > ৬২.২%

২৪। উর্বরতার হার (মহিলা প্রতি) >> ২.১১

২৫। দেশে আগামী ১৫বছরে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার করা উদ্যোগে এখন পর্যন্ত ৫৬টির (এপ্রিল ২০১৬) (সরকারী ৪২ ও বেসরকারী ১৪) টির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত ১১টি উদ্বোধন করা হয়েছে।

উপজেলা=৪৯০, সর্বশেষ (কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম)
থানা=৬৩৯ ,সর্বশেষ পটুয়াখালীর মহীপুর
পৌরসভা=৩২৬ ,সর্বশেষ , ফরীদপুরের আলফাডাঙ্গা।

ইউনিয়ন=৪৫৬২(জাতীয় তথ্য বাতায়ন) ।

নীকার >> ৪৫৩৬।

জেলা=৬৪

বিভাগ=৮ ,সর্বশেষ ময়মনসিংহ ।দেশের ক্ষুদ্রতম বিভাগ
– ময়মনসিংহ। মোট জেলা > ৪টি।

সিটি করপোরেশন=১২, সর্বশেষ ময়মনসিংহ
গ্রাম=৮৭৩৭২

স্থল বন্দর >> ২৩। সর্বশেষ > বাল্লা।

.গ্যাসক্ষেত্র –২৬টি (সর্বশেষ—রূপসা নারায়ণগঞ্জ)
বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় >> ১৪৬৬ মার্কিন ডলার(অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৬' ।
১১৯০ মার্কিন ডলার > বিশ্ব ব্যাংক
===
বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থানঃ
১. মানব সূচক উন্নয়নে বাংলাদেশের অবস্থান কত?>> ১৪২।
২ জনসংখ্যায় বিশ্বে > ৮ম
৩. জনসংখ্যার দিক থেকে এশিয়ার – পঞ্চম
৪ জনসংখ্যার দিক থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় – তৃতীয়
৫ জনসংখ্যার দিক থেকে মুসলিম বিশ্বে – চতুর্থ (১ম ইন্দোনেশিয়া)
৬,আয়তনে সার্ক দেশগুলোর মধ্যে – চতুর্থ।(১ম ভারত)
৭. ধান উৎপাদনে – চতুর্থ। (১ম চীন)
৮. পাট উৎপাদনে – ২য় । (১ম ভারত)
৯.পাট রপ্তানিতে – ১ম ।
১০. চা উৎপাদনে -চতুর্থ। (১ম চীন)
১১. মিঠা পানির মাছ উৎপাদনে বিশ্বে -চতুর্থ।
১২. আলু উৎপাদনে – ৮ম।
১৩, সবজি উৎপাদনে>>৩য়।
১৪। পোশাক রপ্তানতে > ২য়।
১৫। রেমিট্যান্স প্রাপ্তিতে > ৮ম
১৬। শান্তি রক্ষায় সেনা প্রদানে > ১ম ।
১৭. বিশ্ব ইন্টারনেট সূচকে -৬৩তম
১৮.টেস্ট ক্রিকেটে>>৯ম
১৯. ওয়ানডে ক্রিকেটে> ৭ম।
২০.বাংলাদেশ বিশ্বের ১১০তম সুখী দেশ। শীর্ষ দেশ ডেনমার্ক
২১. গণতন্ত্র সূচকে > ৮৬।
ভালো দেশের সূচকে > ১১৭।
মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে > ১৮৩।
২২। বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি আমদানি করে চীন থেকে। মোট আমদানির ৩১.৮%
২৩। বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করে যুক্তরাষ্ট্রে । মোট রপ্তানির ১৬.১%।
২৪। বাংলাদেশে বিনিয়োগে শীর্ষ দেশ > যুক্তরাজ্য
২৫। বিশ্বে বিনিয়োগে শীর্ষ দেশ>> চীন
বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তি
১) বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তি বিল পাস হয়ঃ
– ৬ মে ২০১৫ (রাজ্যসভায়)
– ৭ মে ২০১৫ (লোকসভায়)
২) ভুল শুধরে আবার পাশ হয় ১১মে ২০১৫। ১০০তম সংশোধনী ছিল কিন্তু ১১৯তম হবে।
৩) বাংলাদেশের মন্ত্রিসভায় বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তি অনুসমর্থনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়- ২৫ মে ২০১৫
৪) স্থল সীমান্ত চুক্তি-১৯৭৪ ও ২০১১ সালের প্রটোকল অনুমোদনের দলিল বিনিময় হয় ৬জুন, ২০১৫।
৫) আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর- ৩১ জুলাই ২০১৫।ছিটমহল বিনিময় কার্যকর হয় – ১ আগস্ট ,২০১৫।
৬) বাংলাদেশ-ভারত স্থল সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল- ১৬ মে ১৯৭৪।
৭) বাংলাদেশের ভেতর ভারতের ১১১টি ছিট মহলের আয়তন- ১৭,১৫৮ একর।
৮) ভারতের ভেতর বাংলাদেশের ৫১টি ছিট মহলের আয়তন- ৭,১১০ একর।
৯) ৩১ জুলাই ২০১৫ মধ্যরাতে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্য আনুষ্ঠানিকভাবে ছিটমহল বিনিময়ের মাধ্যমে উভয় দেশের মানচিত্র থেকে ছিটমহল নামের শব্দটি উঠে যায়।
১০) অচিহ্নিত সীমানা ৬.৫ কি.মি।
১১) সীমান্তের মধ্যে চিহ্নিত সীমান্ত ৪.৫ কি.মি।
১২) অচিহ্নিত রয়ে গেছে বিলোনিয়া সেক্টরে মুহুরীর চরের শুধু ২কি.মি সীমানা।

১৩) অপদখলীয় জমি ৫০৪৪.৭২ একর।
১৪) বাংলাদেশ পায় ৬টি স্থানে ২২৬৭. ৬৮২ একর।
১৫) ভারত পায় ১২টি স্থানে ২৭৭৭.০৩৮ একর।
১৬) মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি (স্থল সীমান্ত চুক্তি) স্বাক্ষরিত হয় ১৬ মে, ১৯৭৪।
১৭) বাংলাদেশে সংসদে পাশ হয় ২৩ নভেম্বর ১৯৭৪। (সংবিধানের ৩য় সংশোধনী)
নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ এখন বাংলাদেশ (১ জুলাই ২০১৫) বিশ্ব ব্যাংকের ৪
ভাগ
১। নিম্ন আয়ের >> ১০২৫ মার্কিন ডলার
২। নিম্ন মধ্যম আয়ের >> ১০২৬-৪০৩৫মার্কিন ডলার
৩। উচ্চ মধ্যম আয়ের >> ৪০৩৬- ১২, ৪৭৫মার্কিন ডলার
৪। উচ্চ আয়ের >> ১২, ৪৭৬ >মার্কিন ডলার
==
বাংলাদেশ মিয়ানমার সমুদ্রসীমা বিরোধ মামলার রায় হয় ১৪ মার্চ ২০১২,(ITLOS)
বাংলাদেশ ভারত সমুদ্রসীমা বিরোধ মামলার রায় হয় ৭ জুলাই ২০১৪,(PCA)
***বর্তমানে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা ১,১৮,৮১৩ বর্গ কি মি,
***অর্থনৈতিক অঞ্চল ২০০নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত.
মহী সোপানে ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত.
। ২০১৫ সালের বিশ্ব খাদ্য পুরুস্কার লাভ যে বাংলাদেশি
– স্যার ফজলে হাসান আবেদ ।
রাষ্ট্রীয় বনভূমি আছে >> ৩৫জেলায়
রাষ্ট্রীয় বনভূমি নেই>>২৯ জেলায়।
ঘূর্ণিঝড় রোয়ানু কবে আঘাত হানে > ২১মে ২০১৬। রোয়ানু মালদ্বপের দেভেহী ভাষার শব্দ । অর্থ > নারকেলের ছোড়বা।
সম্প্রত কোন দেশে বঙ্গবন্ধু চেয়ার প্রফেসরসপ চালু করা হয়েছে > থাইল্যাণ্ড । AIT.
সম্প্রতি কোথায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মোমের মূর্তি স্থাপন করা হয় ?
–কলকাতার ওয়াক্স মিউজিয়ামে।
। ‘জনকের মুখ‘ কী?
– বঙ্গবন্ধুককে নিয়ে লেখা ৫৫টি ছোট গল্পের সংকলন । সম্পাদনা করেছেন আখতার হুসেন।
.দেশের ৩৫তম সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় প্রতির্ষ্ঠিত হবে
মূল ক্যাম্পাস সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর তবে পতিসর এবং শিলাইদহে পৃথক দুটি ক্যাম্পাস তৈরি করা হবে ।
বাংলাদেশের ১ম কৃত্রিম উপগ্রহ কোনটি?
–বঙ্গবন্ধু স্যাটেল্যাইট (উতক্ষেপণ করা হবে ২০১৭সালের ১৬ডি:)। এজন্য ১১৯.১ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশ কক্ষপথ ভাড়া নেওয়া হয়। গাজীপুরের জয়দেব পুর, রাঙামাটির বেতবুনিয়ায় েএটির দুটি গ্রাউন্ড স্টেশন স্থাপন করা হবে।মোট ব্যয় হবে ২৯৬৭কোটি টাকা । পৃথিবীতে বর্তমানে ৫৭টি আছে।
.
ঢাকার মেট্রোরেলের দৈর্ঘ্য >> ২০.১ কি.মি.
অভিষেক ওয়ানডে ও টেস্টে ম্যান অব দ্যা ম্যাচ হওয়া একমাত্র ক্রিকেটার কে?
– মোস্তাফিজুর রহমান
প্রশ্ন :বাংলাদেশে মান সময় চালু হয় কখন?
উত্তর :৮ মে ২০১৪।
প্রশ্ন :বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা প্রথমবারের মতো কোন প্রাণীর ‘জীবনরহস্য’ উন্মোচন করেছেন?-
উত্তর :মহিষ।
প্রশ্ন :২ মার্চ ২০১৪ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম নারী হিসেবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

নিযুক্ত হন কে?
উত্তর : অধ্যাপক ফারজানা ইসলাম।
প্রশ্ন :দেশের কোথায় প্রথম হাইটেক পার্ক নির্মিত হবে?-
উত্তর :কালিয়াকৈর, গাজীপুর।
প্রশ্ন :বাংলাদেশের ২১তম এবং বর্তমান প্রধান বিচারপতি কে?
উত্তর :বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা
সম্প্রতি বাংলাদেশি বিজ্ঞানী জাহিদ হাসানের নেতৃত্বে যে অধরা কণার সন্ধান পাওয়া গেছে তার নাম কি?
– ভায়েল ফার্মিয়ন
. আলোক তরঙ্গ তত্বে অবদান রাখা বাংলাদেশি বিজ্ঞানী
দিপঙ্কর , ও সেলিম শাহরিয়ার
আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির প্রেসিডেন্ট টমাস বাখ কর্তৃক শান্তিতে নোবেল জয়ী প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসকে ব্রাজিলের রিও-তে অনুষ্ঠেয় ২০১৬

*********The End*********
সালের অলিম্পিক গেমমে অলিম্পিক মশাল বহনের সম্মান দেয়া হয়েছে।
রিওঅলিম্পিকে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন সিদ্দিকুর রহমান
গলফ ?

**যে জ্ঞানের সন্ধানে বের হয়, সে আল্লাহর পথে বের হয়। [তিরমিযী যার মনে বিন্দু পরিমাণ অহংকার আছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[সহীহ মুসলিম]
যে তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করেন। [সহীহ বুখারী]**

শুধু BCS: Our Goal [Largest ...] গ্রুপের মেম্বারদের জন্য অন্য কোন গ্রুপ বা এই গ্রুপেই রিপোস্ট করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

**The roots of education are bitter, but the fruit is sweet (Aristotle)
Enjoy your Learning
Have a nice day 🙂**

*********The End*********